প্রগতি

২০১৯

ঢাকা কমার্স কলেজ
DHAKA COMMERCE COLLEGE

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত

প্রগতি

২০১৯

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রগতি
২০১৯

■ **প্রধান পৃষ্ঠপোষক**

প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

■ **পৃষ্ঠপোষক**

প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ
উপাধ্যক্ষ (বিজ্ঞান)

প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

■ **উপদেষ্টা পরিষদ**

প্রফেসর মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা
চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ

মোঃ মঈনউদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

■ **সভাপতি, সম্পাদনা পরিষদ**

মোঃ মঞ্জুরুল আলম
সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ

■ **সম্পাদনা পরিষদের সদস্য**

মো. মঈনউদ্দিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

মো. মনসুর আলম
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

এস. এম. মেহেদী হাসান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মো. জাহিদুল কবির
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

পার্থ বাড়ৈ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
লাইব্রেরিয়ান

মো. আব্বাস উদ্দীন
উপ প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মো. নুরুল ইসলাম
সহকারী আইটি অফিসার

■ **সম্পাদক**

মো. মমিন সরকার
রোল: ১২৫৯, বিবিএ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ, মার্কেটিং বিভাগ

■ **সম্পাদনা সহকারী**

শায়লা কবীর রিয়া
রোল: ১৬০৩, বিবিএ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

ইব্রাহিম ফাহিম
রোল: ৪২৯৫৯, শ্রেণি: একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

ফারহানা আহমেদ ঐশী
রোল: ২৩১, শ্রেণি: একাদশ (বিজ্ঞান)

■ **কৃতজ্ঞতা স্বীকার**

কলেজ গভর্নিং বডির সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ
এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

■ **প্রকাশকাল**

জানুয়ারি, ২০২০

প্রচ্ছদ
হিরণময় চন্দ্র

গ্রাফিক্স ডিজাইন ও মুদ্রণ
ডট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৩/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৭১১-৫৮১৬০১

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি, আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো –
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

আমাদের আদর্শ

রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত এবং স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ঢাকা কমার্স কলেজের মৌলিক আদর্শ হলো শিক্ষা, কর্ম ও ধর্ম। অর্থাৎ প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অতঃপর অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের জন্য কাজ করতে হবে এবং এটাই হবে ধর্ম। কারণ, আমরা মনে করি, জ্ঞানহীন কাজ এবং কর্মবিমুখ ধর্ম প্রতারণারই নামান্তর।

শপথ

আমি সৃষ্টিকর্তার নামে অঙ্গীকার করছি যে, কলেজ ও দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি ঐকান্তিক থাকব এবং আন্তরিকভাবে মেনে চলব। উত্তম ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলব। উন্নত চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হব। কলেজের সুনাম বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাব। আমি এ সব কিছুই করব আমার নিজের জন্য, আমার পরিবারের জন্য, আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, সর্বোপরি সমগ্র মানব জাতির জন্য। মহান স্রষ্টা আমার সহায় হোন। আমিন।

প্রগতি

২০১৯

সূচিপত্র

এক নজরে ঢাকা কমার্স কলেজ	৫
গভর্নিং বডি	৬-৭
শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৮-১৩
বর্তমান ও সাবেক অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষবৃন্দ	১৪
বাণী	১৫-২৭
শিক্ষক পরিচিতি	২৮-৩৯
কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিচিতি	৪০-৪৩
ফলাফল বিশ্লেষণ	৪৪-৪৮
বার্ষিক প্রতিবেদন	৪৯-৭৬
প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, স্মৃতিকথা, তথ্য বিচিত্রা, ধাঁধা এবং English Writings	৭৭-১২৮
শিক্ষার্থী পরিচিতি	
একাদশ শ্রেণি	১২৯-১৭৯
অনার্স ও মাস্টার্স	১৮০-২৫০
অ্যালবাম	২৫১-৩০৬

এক নজরে ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রতিষ্ঠাকাল	১ জুলাই ১৯৮৯
উদ্দেশ্য	ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা
আদর্শ	রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং স্ব-অর্থায়ন
শিক্ষক সংখ্যা	১৬৮ জন
কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা	১২৬ জন

কোর্সসমূহ

উচ্চমাধ্যমিক	ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান শাখা
স্নাতক (সম্মান)	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি, অর্থনীতি,
	বিবিএ প্রফেশনাল, কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও বাংলা
স্নাতকোত্তর	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি, অর্থনীতি ও এমবিএ প্রফেশনাল

বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা

কোর্সসমূহ	শ্রেণি	সংখ্যা
উচ্চমাধ্যমিক	একাদশ শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০ (ব্যবসায় শিক্ষা - ১৩৫৬, বিজ্ঞান - ১১৩১)	২৪৮৭
	দ্বাদশ শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-১৯	১৫২৫
স্নাতক (সম্মান)	শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০	২৫৮
	শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-১৯	৪১৬
	শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-১৮	৪৮৫
	শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-১৭	৪৩২
বিবিএ প্রফেশনাল	শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-১৬	৩৫৮
কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং		৬৩৬
স্নাতকোত্তর	শেষ পর্ব	১৩৭
এমবিএ প্রফেশনাল	শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-১৮	৪৯
সর্বমোট		৬,৯২০

শিক্ষা কার্যক্রম :

(ক) পরীক্ষা : সাপ্তাহিক, মিড টার্ম এবং তিন মাস পরপর পর্ব পরীক্ষা
(খ) উপস্থিতি : কমপক্ষে ৯০% (বাধ্যতামূলক)
(গ) আসন বিন্যাস : নির্ধারিত
(ঘ) সেকশন/গ্রেড পরিবর্তন : টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে
(ঙ) ফলাফল : উচ্চমাধ্যমিক ১৯৯১-২০০২ মেধাতালিকায় স্থান লাভ-৭৮ জন, স্টার-৪৫৩, ১ম বিভাগ ৪,১৯১ জন
২০০৩ সালে জিপিএ ৪.৬ পেয়েছে ৭ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ২২২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৪১%
২০০৪ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫৩ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ৭১৩ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৭৮%
২০০৫ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৭১ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ৭৪৫ জন, গড় পাসের হার ১০০%
২০০৬ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ২২৭ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১১০৪ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৩%
২০০৭ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ২২৪ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১০৭২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৬৭%
২০০৮ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫১৮ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৩১৬ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৫%
২০০৯ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪০৯ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৩৪৫ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৫%
২০১০ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪২৩ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৪৪২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৮০%
২০১২ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১১৫৬ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১২৪২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৮৮%
২০১১ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮৩১ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১১৭৩ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৫%
২০১৩ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮৭১ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ৯৯৪ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৪৯%
২০১৪ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮১৯ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১২৮১ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৭৩%
২০১৫ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৩৩০ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৬২৬ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৪৩%
২০১৬ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৩৪৩ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ২০৫৬ জন, গড় পাসের হার ৯৯.১০%
২০১৭ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১৩৩ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৪৫৬ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৪৭%
২০১৮ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১২৪ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১২০৬ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৭৭%
২০১৯ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৯৮ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ৯১২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.১৬%
স্নাতক সম্মান/স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত চমৎকার। উল্লেখ্য, প্রায় বছরই পাসের হার শতভাগ থাকে।
(চ) কলেজ ইউনিফরম : নির্ধারিত

শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম :

শিক্ষা ও শিক্ষা সফর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ক্লাব কার্যক্রম, মাসিক পত্রিকা ও বার্ষিকী প্রকাশ, মিলাদ, বার্ষিক ভোজ ইত্যাদি

পরিচালনা পরিষদ :

১৬ সদস্য বিশিষ্ট

গভর্নিং বডি

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান
সাবেক চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সদস্য
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রফেসর মোঃ আবু সালেহ
সদস্য
উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)

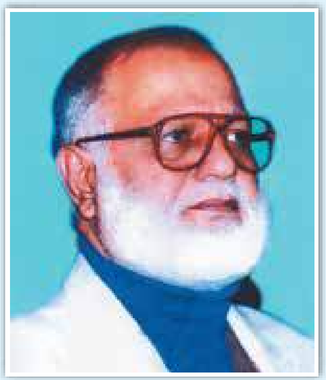

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
সদস্য
অনারারি প্রফেসর, সাবেক অধ্যক্ষ, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা কমার্স কলেজ

জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ সি এ
সদস্য
পরিচালক (অর্থ), নওয়াব আব্দুল মালেক জুট মিলস্ লি., ডেমরা, ঢাকা
সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা কমার্স কলেজ

জনাব আহমেদ হোসেন
সদস্য
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর
নওয়াব আব্দুল মালেক জুট মিলস্ লি., ডেমরা, ঢাকা

প্রফেসর মোঃ এনায়েত হোসেন মিয়া
সদস্য
অতিরিক্ত সচিব (অব.), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ট্রেজারার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)

প্রফেসর ডাঃ এম.এ. রশীদ
সদস্য
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সিনিয়র কনসালটেন্ট
ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য
সাবেক পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট

বেগম শামীমা সুলতানা
অভিভাবক প্রতিনিধি
সহকারী প্রকল্প পরিচালক, দারিদ্র্য-পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-০২, ঢাকা-১২১৬

জনাব এ কে এম মোরশেদ
অভিভাবক প্রতিনিধি
এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা

প্রফেসর মোঃ জুলফিকার রহমান
অভিভাবক প্রতিনিধি
সাবেক পরিচালক (অর্থ ও ক্রয়), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্
শিক্ষক প্রতিনিধি
অর্থনীতি বিভাগ (উচ্চমাধ্যমিক)

মাওসুফা ফেরদৌসী
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহযোগী অধ্যাপক (ভূগোল)
সমাজবিদ্যা বিভাগ

জনাব মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহযোগী অধ্যাপক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) / সদস্য সচিব
২৪-১০-২০১৯ থেকে অদ্যাবধি

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি-র নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৭-এ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ এবং ঢাকা অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি কলেজের মধ্যে ১ম স্থান অর্জনকারী ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

সেরা কলেজের সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৭
সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত কেপিআই (Key Performance Indicators)-এর ভিত্তিতে কলেজ পারফরমেন্স র‍্যাংকিং ২০১৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৭
সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত কেপিআই (Key Performance Indicators)-এর ভিত্তিতে কলেজ পারফরমেন্স র‍্যাংকিং ২০১৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ ঢাকা বিভাগের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাবেশ ২০১৬-এ সেরা বেসরকারি কলেজের সনদ ও পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ।

সেরা কলেজের সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৬

সনদপত্র

২০১৬ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত। প্রাপ্ত স্কোর ৬৩.২৮।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৬

সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত কেপিআই (Key Performance Indicators)-এর ভিত্তিতে কলেজ পারফরমেন্স র‍্যাংকিং ২০১৬-এ ঢাকা কমার্স কলেজ ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ বেসরকারি কলেজ সমূহের মধ্যে ১ম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের মধ্যে ৩য় এবং জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ স্থান অর্জনকারী ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ।

সেরা কলেজের সনদপত্র

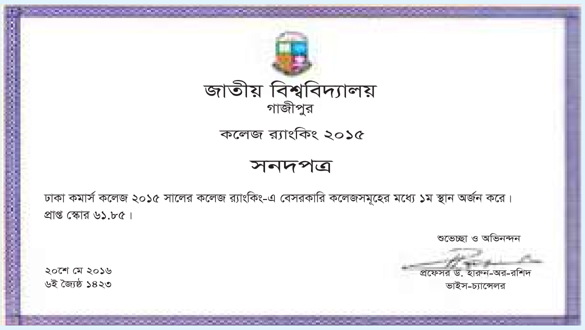

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫
সনদপত্র

ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৫ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করে।
প্রাপ্ত স্কোর ৬১.৮৫।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

২০শে মে ২০১৬
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫
সনদপত্র

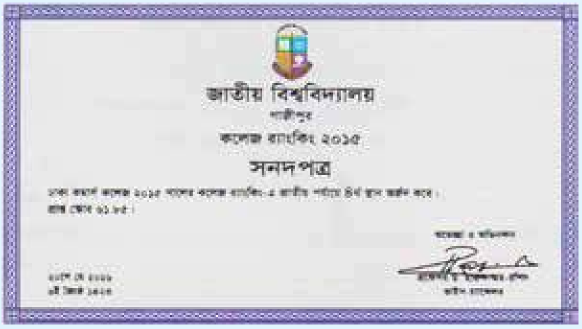

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫
সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

১৯৯৬-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

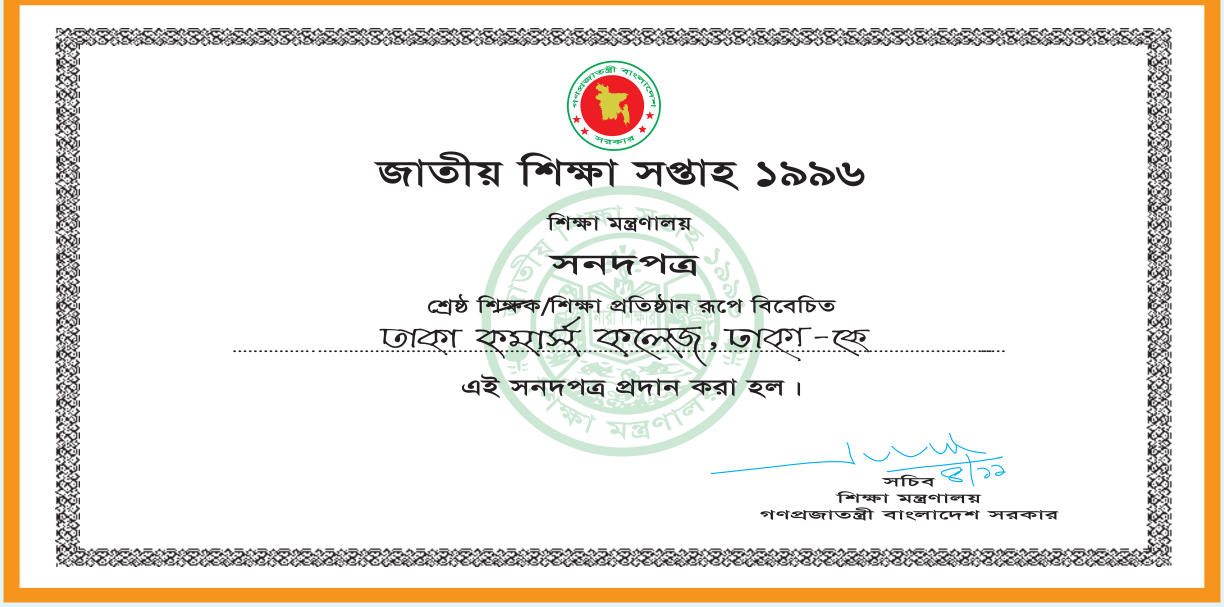

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত

ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা-কে

এই সনদপত্র প্রদান করা হল।

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের নিকট থেকে ২০০২-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে দ্বিতীয়বার ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হওয়ায়

ঢাকা কমার্স কলেজ

চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা-কে

এ সনদপত্র প্রদান করা হল।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(মোহাম্মদ শহীদুল আলম)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাক-মডেল কলেজ : ঢাকা কমার্স কলেজ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত আটটি প্রাক-মডেল কলেজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাক-মডেল কলেজের সনদপত্র গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. এফ. এম. শফিকুর রহমান।

প্রাক-মডেল কলেজের সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

মডেল কলেজ প্রকল্প

সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক Key Performance Indicators (KPI)-এর ভিত্তিতে ঢাকা কমার্স কলেজ-কে প্রাক-মডেল কলেজ হিসেবে ঘোষণা করা হলো। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৩ই আশ্বিন ১৪২৬
২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক অধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
(ভারপ্রাপ্ত)
২০.০১.২০১৯ থেকে ০৭.০৭.২০১৯ ও
২৪.১০.২০১৯ থেকে অদ্যাবধি

প্রফেসর ড. এ. এফ. এম. শফিকুর রহমান
০৮.০৭.২০১৯ থেকে ২৩.১০.২০১৯

প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
০৫.০৩.২০১২ থেকে ১৯.০১.২০১৯

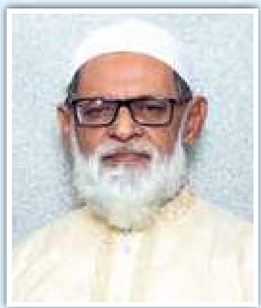

প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
(ভারপ্রাপ্ত)
৩০.০৬.২০১১ থেকে ০৪.০৩.২০১২

জনাব এ বি এম আবুল কাশেম
(ভারপ্রাপ্ত)
১৯.০৯.২০১০ থেকে ০৪.০৩.২০১২

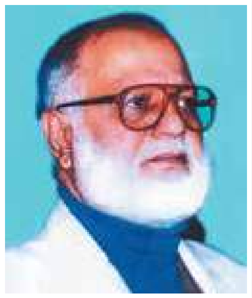

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
০১.০৮.১৯৯০ থেকে ১২.০৪.১৯৯৮
২৭.১২.১৯৯৮ থেকে ১৮.০৯.২০১০

জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ
০১.০৮.১৯৮৯ থেকে ৩১.০৭.১৯৯০
১৩.০৪.১৯৯৮ থেকে ২৬.১২.১৯৯৮

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক উপাধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
০১.০২.২০১৫ থেকে ১৯.০১.২০১৯
০৮.০৭.২০১৯ থেকে

প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ
০৮.০৮.২০১৯ থেকে অদ্যাবধি

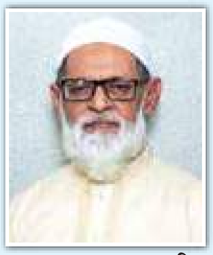

প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
০১.০১.২০০৭ থেকে ২৪.১২.২০১৪
২৫.১২.২০১৪ থেকে অদ্যাবধি (উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক)

জনাব এ বি এম আবুল কাশেম
০১.০৮.২০০৫ থেকে ১৮.০৯.২০১০
০৫.০৩.২০১২ থেকে ১৯.০৭.২০১৩

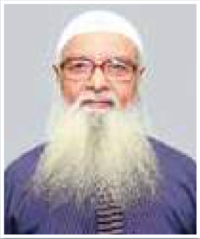

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
০১.০৬.১৯৯৯ থেকে ৩১.১২.২০০৬

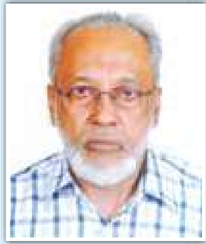

জনাব আবু আহমেদ আব্দুল্লাহ
১৪.০৭.১৯৯৭ থেকে ১৩.০৭.১৯৯৯

প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান
০১.০৯.১৯৯২ থেকে ১৩.০৭.১৯৯৭
১৪.০৭.১৯৯৯ থেকে ৩১.০৫.২০০২

সংসদ সদস্য
১৮৭, ঢাকা-১৪
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
সদস্য, বেসামরিক বিমান পরিবহণ
ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

বাণী

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। স্বোপার্জিত এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে প্রয়োজন তারুণ্যদীপ্ত আলোকিত জনগোষ্ঠী, যারা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত রাষ্ট্রের সারিতে। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই পারে জাতিকে একটি দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক উপহার দিতে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে। উন্নয়নের এ অভিযাত্রায় আমরা সবাই সহযাত্রী। আর আজকের তরুণ শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের বাংলাদেশ।

ঢাকা কমার্স কলেজ কেবল আমার নির্বাচনী এলাকার গর্ব নয়, সমগ্র দেশের গর্ব। এ কলেজের পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল শিক্ষার পরিবেশ শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলছে। কলেজের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষার্থীদের উত্তম ফলের জন্য তৈরি করে আসছেন। সুবিশাল এ কর্মযজ্ঞে সময়োপযোগী দিক নির্দেশনা প্রদান করছেন প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। আধুনিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করায় এ কলেজটি হয়ে উঠেছে অনুকরণীয়। ১৯৯৬ এবং ২০০২ সালে কলেজ পর্যায়ে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‌্যাংকিংয়ের তালিকায় বেসরকারি কলেজ হিসেবে এ কলেজটি প্রথম স্থান অধিকারের সম্মান অর্জন করেছে। আমি আশা করি, বর্তমান নেতৃত্ব কলেজটিকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দিবে।

সুনাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের তৈরি করার লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজে নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় কলেজ বার্ষিকী ‘প্রগতি’। ‘প্রগতি’-তে শিক্ষার্থীদের মুক্তচিন্তা ও নান্দনিকতার শৈল্পিক প্রকাশ ঘটে। এ বছরও ‘প্রগতি’ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সকলের প্রতি আমার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা রইল।

(মোঃ আসলামুল হক)

বাণী

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুগোপযোগী ও প্রায়োগিক শিক্ষা একটি জাতির ভবিষ্যতের রক্ষাকবচ। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যবসায় শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ কলেজ কঠোর শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা মেনে ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত সুন্দর পরিবেশে শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানদান করে যাচ্ছে। স্বল্প সময়েই অর্জন করেছে জাতীয় পর্যায়ে পরপর দুবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিধা। সাফল্যের এই ধারাবাহিকতায় ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‌্যাংকিংয়ে সেরা বেসরকারি কলেজের স্বীকৃতি লাভ করেছে। একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও এ কলেজের সুনাম অক্ষুণ্ন আছে। নিয়মিত প্রকাশনা ‘প্রগতি’র নতুন সংখ্যা বের হচ্ছে, যা শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন ও সহজাত প্রবৃত্তিকে শাণিত করে ক্ষুরধার প্রজন্ম উপহার দিবে। মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবোধে উজ্জীবিত আজকের তরুণরাই হবে আগামী দিনের বাংলাদেশের কর্ণধার।

কলেজ ম্যাগাজিন ‘প্রগতি’ নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত বোধ করছি। প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদেরকে জানাচ্ছি নিরন্তর অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

২৭/১/২০২০
(মোঃ মাহবুব হোসেন)

ভাইস-চ্যান্সেলর
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর

বাণী

নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার এক অনন্য দৃষ্টান্ত ঢাকা কমার্স কলেজ। সময়ের চাহিদাকে অনুধাবন করেই মানুষকে সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। সুযোগ্য গভর্নিং বডি, দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী, নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সচেতন অভিভাবকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে অর্জন করে শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি। ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে পরপর তিনবার এ প্রতিষ্ঠানটি সেরা বেসরকারি কলেজ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ এ বছর বিজ্ঞান শাখা চালু করেছে। দক্ষ গভর্নিং বডির দিক নির্দেশনা, নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রম এবং শৃঙ্খলার কারণে বিজ্ঞান শাখাও ব্যবসায় শাখার মতো অভাবনীয় সাফল্য বয়ে আনবে বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য শুধু অ্যাকাডেমিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। মুক্তবুদ্ধি, স্বাধীনতার চেতনা ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম। সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিবছরের ন্যায় এবারও প্রকাশ করতে যাচ্ছে নিয়মিত বার্ষিকী 'প্রগতি'।

আমি কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি'র সাফল্য কামনা করছি এবং এ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও শুভ কামনা জানাচ্ছি।

(প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ)

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ

বাণী

জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। পাশাপাশি একটি স্বনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়ী ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। একটি দেশের চালিকাশক্তি তার গতিময় ও সুদৃঢ় অর্থনীতি। বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে দরকার মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তি। দেশের এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই যাত্রা শুরু করে ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ভালো ফল অর্জনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি দেশের বাণিজ্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ হিসেবে ইতোমধ্যে সারাদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে।

বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায় ও বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রযুক্তিগত সাফল্য ছাড়া বর্তমান বিশ্ববাজারে টিকে থাকা অসম্ভব। সময়ের এই গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে নানামুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান শাখা যাত্রা শুরু করেছে। ব্যবসায় শিক্ষা শাখার মতো বিজ্ঞানেও এ প্রতিষ্ঠানটি জাতিকে মেধাবী শিক্ষার্থী উপহার দেবে বলেই আমি আশাবাদী।

শিক্ষার্থীদের মননশীলতা বিকাশে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে কলেজ বার্ষিকী ‘প্রগতি’। এ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই। একই সঙ্গে আমি প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক)

চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা

বাণী

মানবিকতার বিকাশ, বোধের উন্নয়ন এবং সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশে শিক্ষার বিকল্প নেই। প্রকৃত শিক্ষাই পারে হাজার বছরের অন্ধকার দূর করে একটি দেশ ও জাতিকে মুক্তবুদ্ধি, যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনার সঙ্গে একাত্ম করতে। ঢাকা কমার্স কলেজ আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অঙ্গিকারাবদ্ধ। ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত এ প্রতিষ্ঠানটি স্বীয় কর্তব্যবলে আজ খ্যাতির শীর্ষে, অর্জন করেছে জাতীয় পর্যায়ের শ্রেষ্ঠতার স্বীকৃতি। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা ও শিক্ষকদের দায়িত্বশীল কর্মতৎপরতা এ প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা মহীরূহে পরিণত করেছে।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি তাদের মনন, মেধা ও প্রতিভা বিকাশে যথেষ্ট তৎপর ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রতিবছর প্রকাশিত বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রগতি' তারই প্রতিফলন। শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে ঢাকা কমার্স কলেজের এ অব্যাহত ধারার সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর মু. জিয়াউল হক)

চেয়ারম্যান
গভর্নিং বডি
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম ঢাকা কমার্স কলেজ। শিল্প, সৌকর্য ও যুগোপযোগী শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে এ কলেজ বদ্ধপরিকর। একথা ভেবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ঢাকা কমার্স কলেজ এক পা, দুই পা করে তিনটি দশক পূর্ণ করেছে। ত্রিশ বছরে কলেজটি নির্মাণ করেছে সংখ্যাতীত সাফল্যের গৌরবগাঁথা এবং প্রমাণ করেছে, জ্ঞান অর্জনের দুয়ার এখানে সর্বজনের জন্য অবারিত। ব্যবসায় শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চাকে ত্বরান্বিত করতে এ কলেজের অগ্রযাত্রা এ বছরটিকে ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবেই চিহ্নিত করবে। এখন কলেজটি কেবল ব্যবসায় শিক্ষা শাখার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান নয়, বিজ্ঞান শাখার অন্যতম অভিনিবেশ হিসেবেও বিবেচিত। ত্রিশ বছরের ধারাবাহিকতায় বিবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলছে ‘প্রগতি’র প্রকাশনা। এর মধ্য দিয়ে উভয় শাখার শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনশীলতা ও মননশীলতাকে আপন মাধুরীতে প্রকাশের সুযোগ পাবে।

জ্ঞানের এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের অবিস্মরণীয় এক মুখপত্র বার্ষিক প্রকাশনা ‘প্রগতি’। এটি একটি মুক্ত বাতায়ন। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের কোমল মনের আবেগ, অনুভূতি তথা শিল্প-সাহিত্য, কবিতা, গল্প, ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, ধাঁধা প্রভৃতি চর্চা করতে পারে। এটি পাঠ্যক্রমের বাইরে তাদের মেধা বিকাশের অপার সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করে। দেশ ও জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার যে প্রয়াস, প্রগতি প্রকাশনার উদ্যোগ তারই একটি অংশ। তাই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাধুবাদ জানাই।

প্রগতির একঝাঁক তরুণ লেখক তাদের নিজস্ব ভাষার বুননে গেঁথে চলেছেন এদেশের কৃষ্টি, শিল্প ও সাহিত্য। বিশেষত বাঙালির মানস বিকাশ ও জাতিগত ইতিহাস তুলে ধরতে এসব লেখনী তাদের মননেও তৈরি করে এক মহৎ প্রাণ; প্রেরণায় উদ্ভাসিত হয় পাঠকের অন্তর। একজন সুলেখক তার আপন দায়বোধ থেকেই সমাজের কল্যাণে গল্প, কবিতা বা অন্যান্য অবয়বে উপহার দেন ওইসব মহৎ সৃষ্টি। প্রগতির এ দীর্ঘ পথচলায় তাই সকলের মাধুর্য, শ্রম ও আন্তরিকতার প্রতি আবারও আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন।

(প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক)

অনারারি প্রফেসর
উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া একটি স্বাধীন জাতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটি উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, একটি দক্ষ জনগোষ্ঠী। বাণিজ্য শিক্ষায় দক্ষ নাগরিক সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমি আমার কয়েকজন বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীকে নিয়ে কার্যক্রম শুরু করি আশির দশক থেকে। আমাদের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, আত্মবিশ্বাস, মনোবল এবং বিরামহীন পরিশ্রমের ফসল ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আজকের ঢাকা কমার্স কলেজ।

ঢাকা কমার্স কলেজ সূচনালগ্ন থেকেই ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত পরিবেশে স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত হয়ে আসছে। কলেজের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী এবং শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের উত্তম ফল অর্জনে সহায়ক। বর্তমানে বিশাল এ কর্মযজ্ঞে সঠিক ও সময়োপযোগী দিক নির্দেশনা প্রদান করছেন প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিকের নেতৃত্ব গঠিত সুশিক্ষিত, দক্ষ ও বিচক্ষণ শিক্ষানুরাগী পরিচালনা পর্ষদ। আধুনিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করায় এ কলেজটি হয়ে উঠেছে অনুকরণীয়। ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে কলেজ পর্যায়ে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‌্যাংকিংয়ের তালিকায় বেসরকারি কলেজ হিসেবে এ কলেজটি প্রথম স্থান অধিকারের সম্মান অর্জন করেছে।

শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে তৈরি করার লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজে নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি'। 'প্রগতি'তে শিক্ষার্থীদের মুক্তচিন্তা ও নান্দনিকতার শৈল্পিক প্রকাশ ঘটে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও 'প্রগতি' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক প্রকাশনা 'প্রগতি'তে তুলে ধরা হচ্ছে এ কলেজের ৩০ বছরের সোনালি সাফল্যগাথা। এ সাফল্যগাথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী)

উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা
প্রথম অধ্যক্ষ ও সদস্য, গভর্নিং বডি
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

একটি স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ হলো 'ঢাকা কমার্স কলেজ', যা ১৯৮৯ সালে যাত্রা শুরু করে সময়ের পরিক্রমায় আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান অরাজনৈতিক পরিবেশে শিক্ষার গুণগত মান বজায় রেখে শিক্ষার দীপ্তি ছড়িয়ে চলেছে এবং চলবে অনন্তকাল। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার চেতনা ধারণ করে ছোটো কলেবরে আমরা সতীর্থরা কাজ শুরু করি। একঝাঁক তরুণ মেধাবী শিক্ষকের আন্তরিক কর্ম-প্রচেষ্টায় ১ম ব্যাচেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে মেধাতালিকায় ২য় ও ১৫তম স্থান অর্জন করে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা। সেই থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যবসায় শিক্ষায় পরিণত হয় এক অনন্য ও অসাধারণ প্রতিষ্ঠানে। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজের অভিধা এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‌্যাংকিং তালিকায় পরপর তিনবার (২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭) বেসরকারি কলেজ হিসাবে প্রথম স্থানের মর্যাদা অর্জন করে।

কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যেই কলেজের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মপ্রত্যয়ী মেধাবী ও মননশীল শিক্ষার্থী গড়তে এ কলেজটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীদের মুক্তচিন্তার শৈল্পিক প্রকাশ কলেজ ম্যাগাজিন 'প্রগতি' সাফল্যের ধারাবাহিকতায় উদ্ভাসিত হবে। এই কলেজের শিকড়সন্ধানী ঐতিহ্য 'প্রগতি'র সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি রইল আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

(মো. শামছুল হুদা, এফ.সি.এ.)

অধ্যক্ষের (ভারপ্রাপ্ত) বাণী
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা থেকেই ব্যবসায় শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের দরবারে দৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে যে-কোনো জাতির ব্যবসায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এবং নিষ্ঠাবান ও কর্মঠ যুবকের একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ন ঘটে ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি অর্জিত হয় ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে। ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে পর পর তিনবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় র‌্যাংকিংয়ে বেসরকারি পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত প্রাক-মডেল কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন ধারাবাহিক সফলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমন শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি গর্ব বোধ করি।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ধারাবাহিকভাবে ব্যবসায় শিক্ষায় সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছে। একই স্বপ্ন বুকে ধারণ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান শাখায় পাঠদান শুরু করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের উন্নত মানস গঠন, সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় নিষ্ঠাবান শিক্ষকমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় এ কলেজ গড়ে উঠেছে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে। প্রতিবছরের মতো এবারও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে কলেজ বার্ষিকী ‘প্রগতি’, যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মননশীলতা ও সৃজনশীলতা বিকাশের পাশাপাশি ফুটে উঠেছে কলেজের গৌরবময় অর্জনগাথা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

কলেজের সার্বিক সাফল্য ও এক সমৃদ্ধ আগামীর প্রত্যাশা ব্যক্ত করে ‘প্রগতি’ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

(প্রফেসর মো. [illegible] ইসলাম)

উপাধ্যক্ষ (বিজ্ঞান)
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

একটি সুশিক্ষিত জাতি গঠনে মানসম্মত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। আর সেই শিক্ষার জন্য চাই মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যুগোপযোগী শিক্ষা হিসেবে ব্যবসায় শিক্ষা বিস্তারে শ্রেষ্ঠ অবদান রাখা এ দেশের একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ, যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরপর তিনবার বেসরকারি পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে নির্বাচিত। বাণিজ্য শিক্ষা প্রসারে বিশেষ অবদানের পাশাপাশি বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারেও প্রতিষ্ঠানটি অনবদ্য অবদান রাখতে যাচ্ছে। যুগের পরিবর্তনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এসেছে অনেক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনকে বুকে ধারণ করে এ প্রতিষ্ঠানটিও নবতর জ্ঞানের আলো বিলিয়ে চলেছে। সমসাময়িক চাহিদার প্রেক্ষিতে এই প্রাতিষ্ঠানটি তার কর্মকাণ্ডে এনেছে অনেক পরিবর্তন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার বর্তমান সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবিচল রয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নেও অগ্রণী ভূমিকা পালনে দৃঢ় প্রত্যয়ী এই প্রতিষ্ঠান।

উচ্চমাধ্যমিক থেকে শুরু করে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, মার্কেটিং, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, সিএসই, বিবিএ, এমবিএসহ বিভিন্ন বিষয়ে সফলতার বিশেষ স্বাক্ষর রেখে আসছে এ প্রতিষ্ঠানটি।

শুধু পড়াশোনাই নয়, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চার মতো শিক্ষা সহায়ক কর্মকাণ্ডেও কয়েক ধাপ এগিয়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কলেজ বার্ষিকী ‘প্রগতি’ তার অন্যতম উদাহরণ। মেধা ও মনন বিকাশে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও কলেজ বার্ষিকী ‘প্রগতি’ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই অভিভূত। যে-কোনো প্রকাশনা একটি ব্যাপক ও জটিলতর কাজ। এমন শ্রমসাধ্য কাজে যাঁরা নিরলস সময় দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের প্রত্যেককে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন। তাঁদের এ শ্রম তথা কলেজ বার্ষিকী ‘প্রগতি’ সফল হোক সেই প্রত্যাশা রইল।

(প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ)

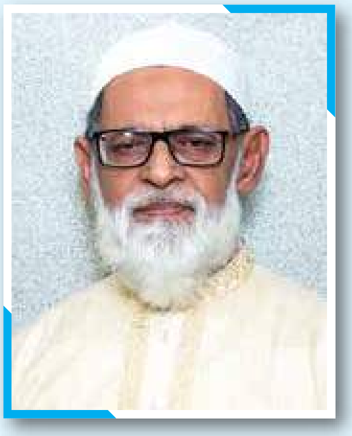

উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও যৌক্তিক মনন গঠনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি অনন্য নাম। বর্তমানে এ কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দক্ষ গভর্নিং বডি ও প্রতিভাবান শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঢাকা কমার্স কলেজ ঈর্ষণীয় ফল অর্জনের মাধ্যমে ব্যবসায় শিক্ষায় যেমন মডেল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, তেমনি বিজ্ঞান শিক্ষায়ও সফলতার শীর্ষে অবস্থান করবে।

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করে। শিক্ষার্থীরা যেন শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও উন্নত চরিত্র গঠনে নৈতিক শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে, সেজন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা হয়। তাদের মেধা ও মনোজগৎকে বিকশিত করার জন্য প্রবন্ধ, ছোটোগল্প, ছড়া, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনি, কৌতুক, স্মৃতিকথা ও অন্যান্য লেখালেখিতে উৎসাহ প্রদান করা হয়। কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি' এই সকল সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মূর্ত প্রতীক।

বহুমুখী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিবছর 'প্রগতি' প্রকাশ করে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। 'প্রগতি' ২০১৯ প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভকামনা ও অভিনন্দন।

(প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল)

বাণী

সভাপতি
'প্রগতি ২০১৯' সম্পাদনা পরিষদ
ঢাকা কমার্স কলেজ

যে ধ্বনি স্রোতের মতো তীব্র, যে ধ্বনি আলোর মতো উজ্জ্বল, যে ধ্বনি সত্যের মতো উদ্ভাসিত, সে ধ্বনি নবজাগরণের প্রত্যয়। শুদ্ধ সাহিত্যের চর্চা ও মূল্যবোধের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ভিতর তা ব্যাপৃত রাখা শুদ্ধ সংস্কৃতির লালন। সুপ্ত শক্তির বিকাশ ও ভাবধারার পরিবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে 'প্রগতি' ২০১৯।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য থাকে আনন্দ লাভ ও আত্মতৃপ্তি অর্জন। নতুন অন্যকে আনন্দ দেয়, উপলব্ধিবোধ তৈরি করে। এ বার্ষিকীতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং প্রশাসনের সার্বিক সহায়তায় আবেগাপ্লুত হৃদয়ের চিন্তাধারার লেখনীসত্তা সুগ্রন্থিত হতে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার জন্য সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝেও যাঁরা আমাদের প্রতিদানের ও প্রকাশনার শুভ কামনা করে শুভেচ্ছা বাণী দিয়েছেন তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে শুরু থেকে শেষ অবধি কাজ করে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি কলেজ প্রশাসন ও সম্পাদনা পরিষদকে।

একটি নির্ভুল বার্ষিকী উপহার দেওয়ার সীমাহীন প্রচেষ্টা ছিল আমাদের। আমরা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। তবু অনিচ্ছাকৃত কোনো ত্রুটি যদি থেকে যায় তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার বিনীত অনুরোধ রইল।

শেষ হয়েও হইল না শেষ। অপ্রাপ্তি, অতৃপ্তি তবু রয়েই যাবে। হয়তো উৎকর্ষ ও অতৃপ্তির সমান্তরালে বিচার করলে এই অতৃপ্তি মার্জনার চোখে দেখা সম্ভব হবে। সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা।

(মোঃ মঞ্জুরুল আলম)

সম্পাদকীয়

শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, সৃজনশীল আবেগ-অনুভূতি ও স্বপ্নচারণের ক্ষেত্র হলো বার্ষিকী। এরই স্বাক্ষর রেখে এবার প্রকাশিত হচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজের নিয়মিত প্রকাশনার ৩০তম সংখ্যা 'প্রগতি-২০১৯'।

স্বপ্নবান চোখের স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয় ও তার আত্মিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে গল্প, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি লেখার মাধ্যমে। আর সাহিত্য চর্চার এই মাধ্যমটি হচ্ছে বার্ষিকী, যা একজন শিক্ষার্থীর প্রতিভাকে শাণিত করে। একটি বছরের সার্বিক অর্জন, ঘটনা, আনুষ্ঠানিকতা, সৃষ্টিশীলতা সবকিছুর প্রতিফলন ঘটে বার্ষিক ম্যাগাজিনে।

বার্ষিকীর ধারাবাহিক প্রকাশনায় শিক্ষার্থীরা বিগত দিনের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে নতুন উদ্যমে নিজেদের তৈরি করার সুযোগ পায়, যা বিশ্লেষণধর্মী মনোভাব তৈরি করতে ও ভালো মন্দের তফাত করতে শেখায় এবং নৈতিকতা, মূল্যবোধ, মানবিকতাসম্পন্ন মনন গঠনে সাহায়তা করে।

বর্তমান চরম প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে টিকে থাকতে হলে শুধু ফলাফল নয়, সৃজনশীলতারও প্রয়োজন। যাদের দিগন্ত প্রসারী ও হৃদয়বৃত্তিক লেখনী এই প্রয়াসকে সমৃদ্ধ করেছে, আশা করছি তারাই আগামীর সুনাগরিক হয়ে দেশ চালনার ভার গ্রহণ করবেন। সকল অশুভ ও অমঙ্গলকে পেছনে ফেলে তারা দেশকে নিয়ে যাবেন আলোকিত সম্ভাবনার উচ্চ শিখরে।

পরিশেষে 'প্রগতি ২০১৯' সম্পাদনা পরিষদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

Momin Sarkar

মো. মমিন সরকার

সম্পাদক

বিবিএ (সম্মান), ৪র্থ বর্ষ, রোল-এম কে টি ১২৫৯, মার্কেটিং বিভাগ

বাংলা বিভাগ

প্রফেসর মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা
চেয়ারম্যান

আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক

ড. ইসরাত মেরিন
সহযোগী অধ্যাপক

এস. এম. মেহেদী হাসান
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মশিউর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

রেজাউল আহ্‌মেদ
সহকারী অধ্যাপক

ড. মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

পার্থ বাড়ৈ
সহকারী অধ্যাপক

মুক্তি রায়
প্রভাষক

মাফিজুর রহমান
প্রভাষক

আবুল কাশেম খান
প্রভাষক

সোনিয়া আরেফিন
প্রভাষক

মোঃ জোবায়ের আহমেদ
প্রভাষক

মোস্তাফা কামাল আরিফ
প্রভাষক

মোঃ হাশিম রেজা
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

রাশেদুজ্জামান
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

ইংরেজি বিভাগ

মাকসুদা শিরীন
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম

সাদিক মোঃ সেলিম
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক

শামীম আহ্‌সান
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মনসুর আলম
সহযোগী অধ্যাপক

উৎপল কুমার ঘোষ
সহযোগী অধ্যাপক

খোন্দকার মোঃ হাদিউজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক

খায়রুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ জাহিদুল কবির
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

সমীরণ পোদ্দার
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রভাষক

অনুপম বিশ্বাস
প্রভাষক

মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল
প্রভাষক

অংকনী চক্রবর্তী
প্রভাষক

রত্না খানম
প্রভাষক

তুনাজ্জিনা বিন্‌তে মাহবুব
প্রভাষক

মোঃ খালিদ হোসেন
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর বদিউল আলম

প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
(বিবিএ-এর জন্য ডেপুটেড)

প্রফেসর ড. এ. এম. সওকত ওসমান
(বিবিএ-এর জন্য ডেপুটেড)

মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া
সহযোগী অধ্যাপক

সৈয়দ আবদুর রব
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ শরিফুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

এস. এম. আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক

শামসাদ শাহ্‌জাহান
সহযোগী অধ্যাপক

শামা আহমাদ
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ নজরুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

ফারহানা আরজুমান
সহকারী অধ্যাপক

তানবীর আহমদ
সহকারী অধ্যাপক

তন্ময় সরকার
সহকারী অধ্যাপক

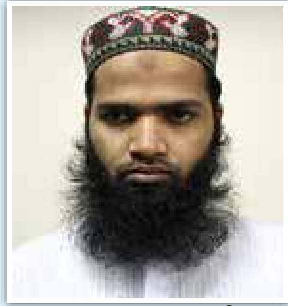

মোঃ হযরত আলী
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ শহীদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

সিগমা রহমান
সহকারী অধ্যাপক (বিবিএ-এর জন্য ডেপুটেড)

ফারজানা রহমান
সহকারী অধ্যাপক (বিবিএ-এর জন্য ডেপুটেড)

উম্মে সালমা
সহকারী অধ্যাপক

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মাসুদা খানম
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মঈনউদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মোশতাক আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক

সাজনিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক

মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ ইউনুছ হাওলাদার
সহযোগী অধ্যাপক

কামরুন নাহার
সহযোগী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক

মোহাম্মদ আবদুস সালাম
সহকারী অধ্যাপক

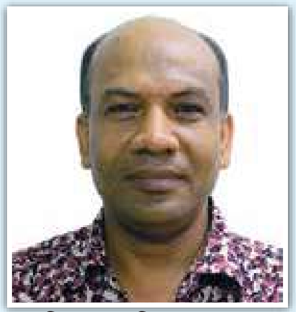
এ. বি. এম. মিজানুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

নূর মোহাম্মদ শিপন
সহকারী অধ্যাপক

ফারহানা হাসমত
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মাহমুদ হাসান
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ
সহকারী অধ্যাপক

শিমুল চন্দ্র দেবনাথ
প্রভাষক

আহসান উদ্দিন খান
প্রভাষক

মোহাম্মদ সাহেদ হোসেন
প্রভাষক (বিবিএ-এর জন্য ডেপুটেড)

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক

ফারহানা সাত্তার
সহযোগী অধ্যাপক

শারমীন সুলতানা
সহযোগী অধ্যাপক

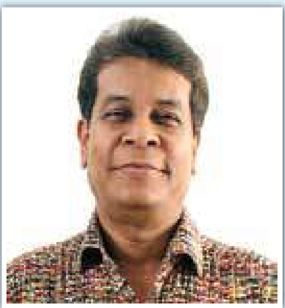

মোঃ মাহফুজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম
সহকারী অধ্যাপক

ফাহমিদা ইসরাত জাহান
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ হাসান আলী
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান
প্রভাষক

ফরিদা ইয়াছমিন
প্রভাষক

মোঃ আহসান তারেক
প্রভাষক

শিরিন আক্তার
প্রভাষক

ফারহানা ফেরদৌস
প্রভাষক

শাহিদা শারমীন
প্রভাষক

মেহেরুন নাহার
প্রভাষক

মোঃ নাহিদ বিন ছালাম
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

মার্কেটিং বিভাগ

মোঃ মঞ্জুরুল আলম, এম.ফিল
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

শনজিত সাহা
সহযোগী অধ্যাপক

ফারহানা আক্তার সাদিয়া
সহকারী অধ্যাপক

তাসমিনা নাহিদ
সহকারী অধ্যাপক

সাবিহা আফসারী
প্রভাষক

রিফ্‌ফাত শবনম
প্রভাষক

নূর নাহার
প্রভাষক

অর্থনীতি বিভাগ

প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্
চেয়ারম্যান

সুরাইয়া পারভীন
সহযোগী অধ্যাপক

হাফিজা শারমিন
সহযোগী অধ্যাপক

সুরাইয়া খাতুন
সহযোগী অধ্যাপক

আহমেদ আহসান হাবিব
সহযোগী অধ্যাপক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ্
সহকারী অধ্যাপক

নূর-ই-সাবা
প্রভাষক

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

প্রফেসর ড. এ. এম. সওকত ওসমান
পরিচালক, বিবিএ প্রোগ্রাম

প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম
সহকারী অধ্যাপক

সিগমা রহমান
সহকারী অধ্যাপক

ফারজানা রহমান
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান
প্রভাষক

মোহাম্মদ সাহেদ হোসেন
প্রভাষক

মোঃ তারেক আজিজ
প্রভাষক

শাহনাজ আক্তার
প্রভাষক

ফারজানা হক ববি
প্রভাষক

আলেমা খাতুন
প্রভাষক

তাসনুভা শারমিন
প্রভাষক

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগ

মোঃ আবদুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর ড. মোঃ মিরাজ আলী আকন্দ

নার্গিস হায়দার
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

নাজমা আক্তার
প্রভাষক

সুয়াইবা হক তুরাবী
প্রভাষক

ফারজানা আকতার রিপা
প্রভাষক

মোঃ সাব্বির আহম্মেদ
প্রভাষক

সঞ্চয়ন ভট্টাচার্য্য
প্রভাষক

সায়মা আলম
প্রভাষক

তাসনিয়া সাদিয়া
প্রভাষক

পরিসংখ্যান বিভাগ

মোঃ আব্দুল খালেক
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

ড. বিষ্ণুপদ বণিক
সহযোগী অধ্যাপক

এ. এইচ. এম. সাইদুল হাসান
সহযোগী অধ্যাপক

মোহাম্মদ রাশিদুজ্জামান খান
সহকারী অধ্যাপক

অনুপম দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপক

সমাজবিদ্যা বিভাগ

শবনম নাহিদ স্বাতী
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
(সমাজবিজ্ঞান)

মারুফা সুলতানা
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ইতিহাস

এমবিএ প্রোগ্রাম

প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
পরিচালক

গণিত বিভাগ

আলেয়া পারভীন
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মোঃ তুহিন বিশ্বাস
প্রভাষক

মোঃ নুরুল হক
প্রভাষক

শাহ আব্দুল্লাহ্ আল-নাহিয়ান
প্রভাষক

গাজী হোমায়রা শিরিন
প্রভাষক

মোঃ রেজওয়ান হোসেন
প্রভাষক

শামিম আহমেদ
প্রভাষক

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
প্রভাষক

জীববিজ্ঞান বিভাগ

ড. সাহেলা আলম
সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মোঃ নাজমুল হক
প্রভাষক

মোঃ আল মামুন
প্রভাষক

সারোয়াত হুসনা সুমা
প্রভাষক

শাতিল আরবীয়া
প্রভাষক

মোহাম্মদ রাকিবুর রহমান
প্রভাষক

তানিয়া সুলতানা
প্রভাষক

এস. এম. হুমায়ুন কবির
প্রভাষক

হিমাদ্রী সরকার
প্রদর্শক

মাহামুদা বেগম
প্রদর্শক

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আহাদুজ্জামান দিরাজ
সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মোঃ কাইয়ূম রাব্বী
প্রভাষক

সানজিদা নাসরীন
প্রভাষক

মোঃ শামিউল আলম
প্রভাষক

মোঃ জাহিদ হাসান
প্রভাষক

মোঃ আব্দুল কাদের
প্রভাষক

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
প্রভাষক

মোঃ আব্দুস সামাদ
প্রদর্শক

রসায়ন বিভাগ

শরীফ নিয়াজ
সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মোঃ হাফিজুর রহমান
প্রভাষক

নুসরাত জাহান জেরিন
প্রভাষক

মাহফুজুর রহমান
প্রভাষক

মোঃ আল-আমিন
প্রভাষক

মোঃ সাইফ উদ্দিন
প্রভাষক

আশরাফুন আজমীরা চৌধুরী
প্রভাষক

শায়লা সুলতানা
প্রদর্শক

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিভাগ

ফারিহা ইয়াসমিন
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

লুৎফুন নাহার ইসলাম
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
লাইব্রেরিয়ান

শারীরিক শিক্ষা

ফয়েজ আহ্মদ
সিনিয়র শরীরচর্চা প্রশিক্ষক

লাইব্রেরি শাখা

দিলওয়ারা বেগম
সিনিয়র ক্যাটালগার

মোহাম্মদ ছালাহ্ উদ্দিন
লাইব্রেরি সহকারী

মোঃ শহিদুল ইসলাম
পিয়ন

অফিস

জাফরিয়া পারভীন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোঃ আব্বাস উদ্দীন
উপ প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোহাম্মদ ইউনুছ
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোঃ নুরুল ইসলাম
সহকারী আইটি অফিসার

আলী আহাম্মদ
অফিস সহকারী

রাশেদুল কবির
অফিস সহকারী

মোঃ লুৎফর রহমান
অভ্যর্থনাকারী

মোঃ শামীম আহমেদ
অফিস সহকারী

মোঃ ফরিদ
ড্রাইভার

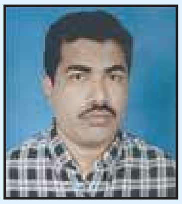
মোহাম্মদ বেল্লাল হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

নূর মোহাম্মদ
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (অভ্যর্থনা কক্ষ)

কামরুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ সিরাজ উল্লা
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

লিনু আরিন্দা
জ্যেষ্ঠ আয়া

মোছাঃ সেলিনা পারভীন
জ্যেষ্ঠ আয়া

মোঃ শাহীন হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

নুর হোসেন
পিয়ন

নিজাম উদ্দিন
পিয়ন

ইমরান হোসেন
পিয়ন

রাজু আহমেদ
পিয়ন

মোঃ আল আমিন
পিয়ন

কাউসার
পিয়ন

এনায়েত হোসেন
পিয়ন (মাস্টাররোল)

তাসলিমা আক্তার
আয়া (মাস্টাররোল)

কুলসুম বিবি
ক্লিনার

মাহমুদা খাতুন
ক্লিনার

শ্রী লিটন চন্দ্র দাস
ক্লিনার

আবদুল আজিজ
ক্লিনার

মোঃ সবুজ হোসেন
ক্লিনার

মোঃ আব্দুর রহমান
ক্লিনার

মিস্টার জেকুব
ক্লিনার

মোঃ আলমগীর হোসেন
ক্লিনার

মোঃ কেফায়েতুল্লাহ
ক্লিনার

মোঃ আলাউদ্দিন
ক্লিনার (মাস্টাররোল)

মোঃ শাহীন
ক্লিনার (মাস্টাররোল)

হিসাব শাখা

মোঃ আশরাফ আলী
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

আবুল কালাম
উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ ফারুক হোসেন
হিসাব সহকারী

মোঃ জাফর উল্যা চৌধুরী
হিসাব সহকারী

মোহাম্মদ শাহীনুল ইসলাম
হিসাব সহকারী

নুরুল আমিন রুস্মান
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

মোঃ এনায়েত হোসেন
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

মোঃ দুলাল
পরীক্ষা সহকারী

তপন কান্তি দাশ
পরীক্ষা সহকারী

মোঃ মনসুর রহমান সিদ্দিকী
পরীক্ষা সহকারী

মোঃ বোরহান উদ্দিন
পিয়ন

মোঃ রাসেল আলী
পিয়ন

প্রকৌশল শাখা

মোঃ সেলিম রেজা
সহকারী প্রকৌশলী

মোঃ লিয়াকত আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

মোঃ আব্দুল মালেক
স্টোর কিপার

মোঃ ফখরুল আলম
সুপারভাইজার

অমল বাড়ৈ
টেকনিশিয়ান

মোঃ মুন্তাজ আলী
ইলেকট্রিশিয়ান

মোঃ আনিছুর রহমান
টেকনিশিয়ান (এসি)

মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্লাম্বার

মোঃ শহিদুল ইসলাম
লিফট অপারেটর

মোঃ কবির হোসেন
ইলেকট্রিশিয়ান-কাম পিয়ন

মোঃ নাসির উদ্দিন
লিফট অপারেটর

মোঃ জাকির হোসেন
লিফট অপারেটর

মোঃ নূরুল হক
লিফট অপারেটর

মুহাম্মদ বাবুল হাসান খলিফা
লিফট অপারেটর

মুহাম্মদ মোনায়েম সিকদার
লিফট অপারেটর

মোঃ রেজাউল করিম
লিফট অপারেটর

মোঃ শওকত
লিফট ওপারেটর

মোঃ রেজাউল করিম
লিফট অপারেটর (মাস্টাররোল)

নিরাপত্তা শাখা

মোঃ হোসেন শাহ আলম
নিরাপত্তা কর্মকর্তা

মোঃ আব্বাছ আলী
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ খোরশেদ আলম
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ সোলায়মান (বাবুল)
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ ছোলেমান (খোকন)
জ্যেষ্ঠ গার্ড

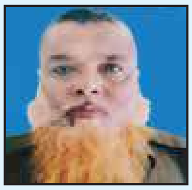
মোঃ রুহুল আমীন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

নান্টু বালা
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ আবু বকর শেখ
জ্যেষ্ঠ গার্ড

রিপন চাকমা
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

রাসেল মাহমুদ
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মনির হোসেন
গার্ড

স্বপন মিয়া
গার্ড

মোঃ মোশারফ হোসেন
গার্ড

মোঃ দাউদ আলী
গার্ড

মোঃ আমিনুল ইসলাম
গার্ড

মোঃ মাসুদ ইমরান
গার্ড

মোঃ সবুজ ফকির
গার্ড

মোঃ মিলন মিয়া
গার্ড

মোঃ জাহিদ হাসান
গার্ড

মোঃ গফ্ফার
গার্ড

মোঃ সাইদুর রহমান
গার্ড

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
গার্ড

মফিজুল ইসলাম
গার্ড

মোঃ রমজান আলী
মালী

মেডিকেল শাখা

ডাঃ সাজিদা নার্গিস
মেডিকেল অফিসার

কানিজ ফাতেমা
সিনিয়র স্টাফ নার্স

বেগম নিলুফা ইয়াসমিন
সহকারী নার্স (এডহক)

বিভাগীয় কর্মচারী

আফরিনা আকবর
লাইব্রেরি সহকারী (মার্কেটিং)

শ্যামলী আক্তার
লাইব্রেরি সহকারী (হিসাববিজ্ঞান)

রোকেয়া পারভীন
লাইব্রেরি সহকারী (ইংরেজি)

নাহিদ সুলতানা
লাইব্রেরি সহকারী (ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং)

আম্বিয়া খাতুন
লাইব্রেরি সহকারী (ব্যবস্থাপনা)

রাশিদা আক্তার
সেমিনার সহকারী (অর্থনীতি)

শরীফ উল্যাহ
পিয়ন (বাংলা)

মোঃ মনির হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (ইংরেজি)

মোহাম্মদ ইয়াছিন মিয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (ব্যবস্থাপনা)

সেলিনা খাতুন
জ্যেষ্ঠ আয়া (ব্যবস্থাপনা)

মোঃ আবুল কালাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (হিসাববিজ্ঞান)

মোঃ জাকির হোসেন
পিয়ন (হিসাববিজ্ঞান)

সোহেল হোসেন
পিয়ন (ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং)

মোঃ ইসমাইল
পিয়ন (ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং)

মোঃ গোলাম মোস্তফা
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (মার্কেটিং)

মোঃ মীর হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (মার্কেটিং)

মোঃ ওমর আহাম্মদ ভুঁইয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (অর্থনীতি)

মোঃ হারুনর রশিদ
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (বিবিএ প্রোগ্রাম)

মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (সিএসই)

বিপ্লব হোসেন
পিয়ন (পরিসংখ্যান)

আবু তালহা
পিয়ন, (সমাজবিদ্যা)

মুহাম্মদ সাঈদ খান
পিয়ন (গণিত)

মোঃ রফিকুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (জীববিজ্ঞান)

মোঃ কামরুল ইসলাম
পিয়ন, মাস্টাররোল (জীববিজ্ঞান ল্যাব)

মোঃ মারুফ হোসেন
পিয়ন, মাস্টাররোল (পদার্থবিজ্ঞান)

জিন্নাহ্ শেখ
পিয়ন, মাস্টাররোল (পদার্থবিজ্ঞান ল্যাব)

মোঃ শহিদুল ইসলাম
পিয়ন (রসায়ন)

নজরুল ইসলাম গাজী
পিয়ন, মাস্টাররোল (রসায়ন ল্যাব)

আসমা আক্তার
আয়া, মাস্টাররোল, (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)

এইচএসসি

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মোট পাস	পাসের হার	মেধা তালিকায় স্থান	স্টার মার্কস
১৯৯১	৬১	৪৩	১৬	০২	৬১	১০০%	২য় ও ১৫তম = ২জন	০৪
১৯৯২	৫৬	৪০	১৩	০৩	৫৬	১০০%	১ম ও ১৬তম = ২জন	০২
১৯৯৩	২৪৭	১৬৯	৬২	০৭	২৩৮	৯৬%	২,৮,১১,১৪ ও ১৬তম = ৫জন	১৪
১৯৯৪	৫০৮	৩৬৬	১০৮	–	৪৭৪	৯৩%	১,৫,১৪ ও ১৬তম = ৪ জন	২৭
১৯৯৫	৫০৮	৪৪৫	৫৭	–	৫০২	৯৯%	১,৩,১০(২),১২,১৩(২),১৪ ১৬,১৯ = ১০জন	৪৭
১৯৯৬	৬৯৪	৪৭০	১৫১	–	৬২১	৯০%	১,৭,৮,১০,১১,১৪,১৫,১৭ ১৮ (২) ১৯তমএবং মেয়েদের মধ্যে ৯ম ও ১০ম = ১৩জন	২৮
১৯৯৭	৪৯০	৩৮৮	৬৮	–	৪৫৬	৯৩%	১০,১৩,১৫ ও ২০ তম = ৪জন	২৫
১৯৯৮	৪৯২	২৬২	১৮১	০৩	৪৪৬	৯০.৬৫%	৫,৮,১৩,১৯ ও ২০তম এবং মেয়েদের মধ্যে ৮ম ও ৯ম = ৭জন	১২
১৯৯৯	৬২৬	৪৩২	১৬৫	৯	৬০৬	৯৬.৮০%	৪,৫,১১,১৩,১৫,১৬,১৭,১০ম (মেয়েদের মধ্যে) = ৮জন	২৯
২০০০	৬৬৮	৪৮০	১৪৫	০১	৬২৬	৯৩.৭২%	১,২,৩,৬,৮,১১,১২,১৩,১৪,১৫ ১৯ (যুগ্ন) ও ২০তম = ১৩ জন	৫৬
২০০১	৬৮৪	৫০৩	১৪৪	০২	৬৪৯	৯৬.২০%	১,১০,১৪,১৫,১৬,৯ম (মেয়েদের) মধ্যে = ৬জন	৭১
২০০২	৭২৮	৫৯৩	১১২	–	৭০৫	৯৫.১৪%	১ম, ৩য়, ১৩ তম ও ১৯ তম = ৪জন	১৩৮

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪ - ৫	জিপিএ ৩ - ৪	জিপিএ ২ - ৩	মোট পাস	পাসের হার	মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা
২০০৩	৮৪৭	–	২২২	৫৭৯	৪১	৮৪২	৯৯.৪১%	জিপিএ ৪.৬ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৭ জন (উল্লেখ্য এবছর কোন বোর্ড থেকে জিপিএ ৫ পায়নি)
২০০৪	৮৯৭	৫৩	৭১৩	১২৬	৩	৮৯৫	৯৯.৭৮%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৫৩ জন
২০০৫	৯০৪	৭১	৭৪৫	৮৭	১	৯০৪	১০০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৭১ জন
২০০৬	১৪৩৭	২২৭	১১০৪	১০৫	০	১৪৩৬	৯৯.৯৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ২২৭ জন
২০০৭	১৫০৫	২২৪	১০৭২	২০০	০৪	১৫০০	৯৯.৬৭%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ২২৪ জন
২০০৮	১৯২৪	৫১৮	১৩১৬	৮২	০৭	১৯২৩	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৫১৮ জন
২০০৯	১৮১৫	৪০৯	১৩৪৫	৬০	০	১৮১৪	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৪০৯ জন
২০১০	২০২৬	৪২৩	১৪৪২	১৫৫	০২	২০২২	৯৯.৮০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৪২৩ জন
২০১১	২০৪৩	৮৩১	১১৭৩	৩৮	০	২০৪২	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৮৩১ জন
২০১২	২৪৪৬	১১৫৬	১২৪২	৪৬	০	২৪৪৩	৯৯.৮৮%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ১১৫৬ জন
২০১৩	১৯৪০	৮৭১	৯৯৪	৬৫	০	১৯৩০	৯৯.৪৯%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৮৭১ জন
২০১৪	২১৮৫	৮১৯	১২৮১	৭৯	০	২১৭৯	৯৯.৭৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৮১৯ জন
২০১৫	২১২০	৩৩০	১৬২৬	১৫২	০	২১০৮	৯৯.৪৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৩৩০ জন
২০১৬	২৫৬৯	৩৪৩	২০৫৬	১৪৭	০	২৫৪৬	৯৯.১০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৩৪৩ জন
২০১৭	১৯০০	১৩৩	১৪৫৬	৩০১	০	১৮৯০	৯৯.৪৭%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ১৩৩ জন
২০১৮	২২২০	১২৪	১২০৬	৭১৭	১৬৮	২২১৫	৯৯.৭৭%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ১২৪ জন
২০১৯	২১৪৯	৯৮	৯৭৮	১০০৯	৪৬	২১৩১	৯৯.১৬%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৯৮ জন

অনার্স

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৭	৪৩	৩	৩৬	৩	–	৪২	৯৮%	১ম, ২য় ও ৩য়
	১৯৯৮	৪৩	২	৪১	–	–	৪৩	১০০%	২য় ও ৪র্থ
	১৯৯৯	৪২	১	৪০	১	–	৪২	১০০%	১ম
	২০০০	৪১	–	৩৫	২	–	৩৭	৯০.২৪%	–
	২০০১	৪৩	–	৩৯	২	–	৪১	৯৫.৩৪%	–
	২০০২	৩৮	–	২৯	৪	–	৩৩	৮৭%	–
	২০০৩	৪৯	১	৪৬	২	–	৪৯	১০০%	১ম
	২০০৫	৪২	১	৩৯	–	–	৪০	৯৫.২৩%	–
	২০০৬	৩৫	–	৩৫	–	–	৩৫	১০০%	–
	২০০৭	৪৪	১	৪১	২	–	৪৪	১০০%	–
	২০০৮	৪১	১১	২৯	১	–	৪১	১০০%	–
	২০০৯	৪১	৯	২৭	১	–	৩৭	৯০.২৫%	–
	২০১০	৪৫	৩	৩৯	–	১	৪৩	৯৫.৫৬%	–
	২০১১	৩৭	১২	২৪	–	১	৩৭	১০০%	–
	২০১২	৩৮	৭	২৯	–	১	৩৭	৯৮%	–
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০১৩	২৯	৯	২০	–	–	২৯	১০০%	
	২০১৪	১২	৯	৩	–	–	১২	১০০%	
	২০১৫	৪৯	১৮	৩০	–	–	৪৮	৯৮%	
	২০১৬	২০	১৩	৭	–	–	২০	১০০%	
	২০১৭	২০	১৮	২	–	–	২০	১০০%	
	২০১৮	৪৮	৩৫	১২	–	–	৪৭	৯৮%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৭	৩২	৩	২৯	–	–	৩২	১০০%	৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ১৫তম
	১৯৯৮	৪৭	৩	৪০	৩	–	৪৬	৯৭.৮৭%	২য়, ৪র্থ ও ১৪তম
	১৯৯৯	৪৫	১	৩৪	৪	–	৩৯	৮৬.৬৬%	২৬তম
	২০০০	৪৪	–	২৬	১১	–	৩৭	৮৪.০৯%	–
	২০০১	৪৯	–	৪৩	৩	১	৪৭	৯৬%	–
	২০০২	৪৬	–	৩৭	৮	–	৪৫	৯৮%	–
	২০০৩	৬৩	৭	৫৪	২	–	৬৩	১০০%	৪র্থ, ৫ম, ১০ম, ৩০তম, ৩২তম,৩৩তম ও ৩৪তম
	২০০৫	৪৪	৭	৩৬	–	–	৪৩	৯৭.৭২%	–
	২০০৬	৪৬	১৭	২৯	–	১	৪৬	১০০%	–
	২০০৭	৫১	১৩	৩৮	–	–	৫১	১০০%	–
	২০০৮	৪৮	২১	২৬	–	–	৪৭	৯৮%	–
	২০০৯	৪০	১৫	২৫	–	–	৪০	১০০%	–
	২০১০	৫২	১৮	৩৪	–	–	৫২	১০০%	–
	২০১১	৪৬	২৬	১৮	–	১	৪৫	৯৮%	–
	২০১২	৪৮	৩৭	১০	–	–	৪৭	৯৮%	
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০১৩	৪৭	৩১	১৬	–	–	৪৭	১০০%	
	২০১৪	৪৪	২৯	১৫	–	–	৪৪	১০০%	
	২০১৫	৫৫	৪৬	৯	–	–	৫৫	১০০%	
	২০১৬	৬০	৪৮	১২	–	–	৬০	১০০%	
	২০১৭	৪৫	৪২	৩	–	–	৪৫	১০০%	
	২০১৮	৬৪	৩৯	১৩	–	–	৫৯	৯২.১৮%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৯৯৮	৩৯	৫	৩৪	–	–	৩৯	১০০%	১ ম থেকে ৫ম পর্যন্ত
	১৯৯৯	৫৬	৭	৪৬	১	–	৫৪	৯৬.৪২%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ও ৭ম
	২০০০	৫৩	৬	৪৪	–	–	৫০	৯৪.৩৩%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৫১	৯	৩৯	২	–	৫০	৯৮.০৩%	১ম থেকে ৯ম।
	২০০২	৪৯	১৪	৩৫	–	–	৪৯	১০০%	১ম থেকে ৭ম, ৮ম (২) , ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম
	২০০৩	৫৩	১৮	৩৫	–	–	৫৩	১০০%	১ম থেকে ৫ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম(২), ১৩তম, ১৫তম, ১৬তম(৩) ও ১৮তম(২)
	২০০৫	৪৪	১৯	২৫	–	–	৪৪	১০০%	
	২০০৬	৪৫	৩১	১৩	–	–	৪৪	৯৭.৭৮%	
	২০০৭	৪৬	২৯	১৭	–	–	৪৬	১০০%	
	২০০৮	৫১	৪৩	৮	–	–	৫১	১০০%	
	২০০৯	৪৯	৩৯	১০	–	–	৪৯	১০০%	
	২০১০	৫৫	৪৩	১২	–	–	৫৫	১০০%	
	২০১১	৫৫	৪৮	৭	–	–	৫৫	১০০%	
	২০১২	৫২	৩৮	১৩	–	–	৫১	৯৮%	
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০১৩	৫৪	৪৯	৫	–	–	৫৪	১০০%	
	২০১৪	৫৬	৫১	৫	–	–	৫৬	১০০%	
	২০১৫	৫৩	৪৪	৬	–	–	৫০	৯৪.৩৩%	
	২০১৬	৪৪	৩২	১২	–	–	৪৪	১০০%	
	২০১৭	৪৭	৪৭	–	–	–	৪৭	১০০%	
	২০১৮	৫৭	৪৩	১১	–	–	৫৪	৯৪.৭৩%	

অনার্স

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
মার্কেটিং	১৯৯৮	৩৩	৩	২৯	–	–	৩২	৯৬.৯৬%	১ম ও ২য়(যুগ্ম)
	১৯৯৯	৫৩	–	৪৬	২	–	৪৮	৯০.৫৬%	–
	২০০০	৪৭	২	৩৬	২	–	৪০	৯৮%	৩য় ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৪৮	–	৪২	২	–	৪৪	৯২%	–
	২০০২	৫০	–	৪৬	–	–	৪৬	৯২%	–
	২০০৩	৫১	–	৪৯	২	–	৫১	১০০%	–
	২০০৫	৫০	১৩	৩৭	–	–	৫০	১০০%	–
	২০০৬	৪৫	১৭	২৮	–	–	৪৫	১০০%	–
	২০০৭	৫৪	১৪	৪০	–	–	৫৪	১০০%	–
	২০০৮	৫১	১৪	৩৭	–	–	৫১	১০০%	–
	২০০৯	৪৫	১৪	২৯	১	–	৪৪	৯৮%	–
	২০১০	৫০	২১	২৮	–	–	৪৯	৯৮%	–
	২০১১	৪৫	১৭	২৭	–	–	৪৪	৯৮%	–
	২০১২	৫২	৬	৪৫	–	–	৫১	৯৮%	
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০১৩	৪০	২৮	১২	–	–	৪০	১০০%	
	২০১৪	৩০	১৬	১৪	–	–	৩০	১০০%	
	২০১৫	৪৭	২৯	১৬	–	–	৪৫	৯৬%	
	২০১৬	২৩	১৩	১০	–	–	২৩	১০০%	
	২০১৭	৪৮	৪৮	–	–	–	৪৮	১০০%	
	২০১৮	৫৬	৫২	৪	–	–	৫৬	১০০%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ইংরেজি	২০০০	৩২	–	১২	১৭	–	২৯	৯০.৬২%	–
	২০০১	৩৮	–	৬	২১	–	৩৫	৯২.১৮%	–
	২০০২	৪২	–	৯	২৮	–	৩৭	৮৮.০৯%	–
	২০০৩	৪৮	–	২৩	২০	–	৪৩	৮৯.৫৮%	–
	২০০৫	২৬	–	২৩	২	–	২৬	১০০%	–
	২০০৬	১২	–	১০	২	–	১২	১০০%	–
	২০০৭	৩১	–	২৬	৫	–	৩১	১০০%	–
	২০০৮	১৮	–	১৪	৪	–	১৮	১০০%	–
	২০০৯	১৮	–	১৩	৪	–	১৭	৯৪.৪৫%	–
	২০১০	২২	–	১৪	৫	–	২০	৯১%	–
	২০১১	২১	–	১৪	৩	–	১৮	৮৬%	–
	২০১২	২০	–	১৬	২	১	১৯	৯৫%	
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০১৩	৪	২	১	–	–	৩	৭৫%	
	২০১৪	৪	–	৪	–	–	৪	১০০%	
	২০১৫	১২	১	১০	–	–	১১	৯২%	
	২০১৬	২	১	১	–	–	২	১০০%	
	২০১৭	৭	৩	৪	–	–	৭	১০০%	
	২০১৮	৩৫	৩	১২	–	–	১৫	৪৩%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
অর্থনীতি	২০০০	১৪	৪	১০	–	–	১৪	১০০%	১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৩৩	১	২২	৫	–	৩০	৯১%	২য় ।
	২০০২	৯	২	৫	১	–	৯	১০০%	২য় ও ৮ম
	২০০৩	১৬	–	১১	৪	–	১৫	৯৩.৭৫%	–
	২০০৫	১৯	–	১৬	৩	–	১৯	১০০%	–
	২০০৬	২১	–	২০	১	–	২১	১০০%	–
	২০০৭	১৬	১	১১	২	–	১৫	৯৩%	–
	২০০৮	৮	–	৬	২	–	৮	১০০%	–
	২০০৯	৭	২	৫	–	–	৭	১০০%	–
	২০১০	৮	২	৬	–	–	৮	১০০%	–
	২০১১	১১	২	৯	–	–	১১	১০০%	–
	২০১২	৮	–	৭	–	১	৮	১০০%	
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০১৩				–	–			
	২০১৪	৪	–	৪	–	–	৪	১০০%	
	২০১৫	১৭	৪	৮	–	–	১২	৭০.৫৮%	
	২০১৬	১০	৩	৭	–	–	১০	১০০%	
	২০১৭	৭	৫	২	–	–	৭	১০০%	
	২০১৮	২৪	১৭	৪	–	–	২১	৮৭.৫০%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
পরিসংখ্যান	১৯৯৯	৩০	১৭	১২	–	–	২৯	৯৬.৬৬%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮ম, ১০ম(যুগ্ম), ১২, ১৩, ১৪, ১৭ ও ১৮তম
	২০০০	৮	৪	৩	–	–	৭	৮৮%	৩য়
	২০০১	৫	২	৩	–	–	৫	১০০%	১০ম ও ১৬ তম।
	২০০২	৫	–	৫	–	–	৫	১০০%	–
	২০০৩	৯	৭	২	–	–	৯	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ১০ম, ১৭ ও ১৮তম।
	২০০৫	১৪	৩	১০	–	১	১৪	১০০%	–
	২০০৬	৬	–	৬	–	–	৬	১০০%	–
	২০০৭	৫	১	৪	–	–	৫	১০০%	–
	২০০৯	২	–	২	–	–	২	১০০%	–

BBA (Hons.) Professional

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি / জিপিএ	২য় শ্রেণি / জিপিএ	৩য় শ্রেণি / জিপিএ	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান
	২০০২	৩৫	২৯	৫	–	৩৪	৯৭%	১ম, ৮ম, ১২তম, ১৪তম, ২১তম (২ জন), ২৩-২৮তম, ৩১তম, ৩২তম, ৩৪তম, ৪০-৪৬তম, ৪৯তম, ৫৫তম, ৫৬তম, ৫৯তম (২ জন)
	২০০৩	৩৯	৩৩	৬	–	৩৯	১০০%	–
	২০১৭	৬২	৬১	১	–	৬২	১০০%	–

মাস্টার্স

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৬	৩২	৪	২৮	–	৩২	১০০%	২য়,৪র্থ, ৫ম, ৯ম।
	১৯৯৭	২৩	–	২৩	–	২৩	১০০%	–
	১৯৯৮	১৪	১	১২	১	১৪	১০০%	৫ম।
	১৯৯৯	১৯	–	১৬	৩	১৯	১০০%	–
	২০০০	১১	–	১০	১	১১	১০০%	–
	২০০১	১২	–	১২	–	১২	১০০%	–
	২০০২	২১	১	২০	–	২১	১০০%	৩য়।
	২০০৩	১২	–	১২	–	১২	১০০%	–
	২০০৪	১৭	৩	১৪	–	১৭	১০০%	৪র্থ, ৮ম ও ১৩তম।
	২০০৭	৫	৪	১	–	৫	১০০%	–
	২০০৮	২৬	২৫	১	–	২৬	১০০%	–
	২০০৯	১৯	১১	৮	–	১৯	১০০%	–
	২০১০	২৮	২২	৬	–	২৮	১০০%	৯ম, ১৫তম, ২০তম।
	২০১১	২৫	১৯	৬	–	২৫	১০০%	
	২০১২	২২	১৮	৪	–	২২	১০০%	
	২০১৩	৩৩	১৭	১৬	–	৩৩	১০০%	

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০১৪	১৩	১৩	–	–	১৩	১০০%	
	২০১৫	১৪	৯	৫	–	১৪	১০০%	
	২০১৬	২৮	২৫	৩	–	২৮	১০০%	
	২০১৭	১২	১১	১	–	১২	১০০%	

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৬	২৩	১	২২	–	২৩	১০০%	৪র্থ।
	১৯৯৭	১৭	–	১৭	–	১৭	১০০%	–
	১৯৯৮	২	–	২	–	২	১০০%	–
	১৯৯৯	১৩	৩	৯	১	১৩	১০০%	২য়(২জন), ৮ম।
	২০০০	১৬	১	১৩	২	১৬	১০০%	–
	২০০১	১৪	১	১৩	–	১৪	১০০%	৬ষ্ঠ।
	২০০২	৭	–	৭	–	৭	১০০%	–
	২০০৩	২১	৪	১৭	–	২১	১০০%	১৪তম, ২৬(২জন) ও ৩৩তম
	২০০৪	২১	৭	১৪	–	২১	১০০%	১৩তম, ২৬তম, ২৮তম, ৩২তম,৩৫তম, ৩৭তম ও ৪০তম
	২০০৬	২৫	১৫	১০	–	২৫	১০০%	৭ম, ১০ম, ১১তম, ১৭তম, ১৮তম, ২০তম, ২১তম, ২৩তম,২৫তম, ২৭তম
	২০০৭	১৫	১৫	–	–	১৫	১০০%	–
	২০০৮	৩৪	২৭	৭	–	৩৪	১০০%	–
	২০০৯	৪০	৩৩	৭	–	৪০	১০০%	–
	২০১০	৩০	১৯	১০	–	২৯	৯৭%	–
	২০১১	৩০	২০	৯		২৯	৯৭%	
	২০১২	২৬	২৬	০		২৬	১০০%	
	২০১৩	৪৮	৩৬	১২		৪৮	১০০%	

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০১৪	২৯	২৯	–		২৯	১০০%	
	২০১৫	২৫	১৮	৭		২৫	১০০%	
	২০১৬	৪৮	৪৪	৪		৪৮	১০০%	
	২০১৭	৪৮	৪৩	৫		৪৮	১০০%	

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
মার্কেটিং	১৯৯৭	৭	–	৬	১	৭	১০০%	–
	১৯৯৯	২০	৫	১৫	–	২০	১০০%	২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম।
	২০০১	২১	৫	১৬	–	২১	১০০%	৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ (২জন)।
	২০০২	২২	৩	১৯	–	২২	১০০%	১ম, ২য় (২জন)।
	২০০৩	১৬	–	১৪	১	১৫	১০০%	–
	২০০৪	১৪	৫	৯	–	১৪	১০০%	১ম, ৪র্থ, ১৩তম(৩জন)
	২০০৬	২৮	২৩	৫	–	২৮	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়(৩), ৪র্থ, ৫ম(২), ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম, ১১তম, ১২তম,১৪তম(২),
	২০০৭	২৬	২০	৬	–	২৬	১০০%	–
	২০০৮	২৬	১৪	১২	–	২৬	১০০%	–
	২০০৯	২৪	১৩	১১	–	২৪	১০০%	–
	২০১০	২৪	১৩	১১	–	২৪	১০০%	–
	২০১১	৩৯	৩০	৯	–	৩৯	১০০%	
	২০১২	৩০	২৫	৫	–	৩০	১০০%	
	২০১৩	৩৫	২৩	১২	–	৩৫	১০০%	

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০১৪	২৬	২৬	–	–	২৬	১০০%	
	২০১৫	১৯	১৮	১	–	১৯	১০০%	
	২০১৬	৩৬	৩৪	১	–	৩৫	৯৭.২২%	
	২০১৭	২১	১৪	৫	–	১৯	৯০.৪৭%	

মাস্টার্স

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৯৯৯	১৩	৫	৮	-	১৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও৫ম।
	২০০০	৩৩	১২	২০	১	৩৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম (৩জন), ৮ম ও ৯ম (২জন)।
	২০০১	৩১	২	২৯	-	৩১	১০০%	১ম, ২য়।
	২০০২	১৩	৮	৪	১	১৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম (২জন), ১০ম।
	২০০৩	৩৪	৩	৩১	-	৩৪	১০০%	১ম, ২য় ও ৩য়
	২০০৪	৩৬	২৫	১১	-	৩৬	১০০%	১ম, ২য় (২জন), ৩য় থেকে ৭ম, ৮ (২জন), ৯ম, ১০ম, ১২তম (২জন), ১৩তম থেকে
	২০০৬	২৫	২৪	১	-	২৫	১০০%	৩য়, ৪র্থ১ ৭ম (২), ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম, ১৪তম (২জন) ১৫তম, ১৬তম (২)।
	২০০৭	২২	১৪	৬	-	২০	৯২%	
	২০০৮	৫৩	৪২	১১	-	৫৩	১০০%	
	২০০৯	৪৬	৩৫	৮	-	৪৩	৯৩.৪৭%	
	২০১০	৪৩	৩৪	৯	-	৪৩	১০০%	১ম, ৩য়, ৯ম, ১৫তম, ১৬তম, ১৭তম।
	২০১১	৫০	৪৭	২	-	৪৯	৯৮%	
	২০১২	৫৫	৫৩	২	-	৫৫	১০০%	
	২০১৩	৪১	৩৬	৫	-	৫১	১০০%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০১৪	৪২	৪২	-	-	৪২	১০০%	
	২০১৫	৩২	৩১	১	-	৩২	১০০%	
	২০১৬	৪৮	৪৮	-	-	৪৮	১০০%	
	২০১৭	৩৫	২৩	১১	-	৩৪	৯৭.১৪%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
পরিসংখ্যান	২০০০	২৪	৩	১১	-	১৪	৫৮.৩৩%	১ম, ২য় ও ৩য়।
	২০০১	৯	-	৪	১	৫	৫৬%	-
	২০০২	২	-	২	-	২	১০০%	-
	২০০৩	২	-	২	-	২	১০০%	-
	২০০৪	৯	৭	-	-	৭	৭৭.৭৮%	৪র্থ, ১৫তম, ১৯তম (২জন), ২০তম, ৩০তম ও ৩৩তম।
	২০০৬	৮	৭	১	-	৮	১০০%	২য়, ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১৮তম (২) ও ২১তম।
	২০০৭	৪	-	৩	-	৩	৭৫%	
	২০০৮	৬	৪	২	-	৬	১০০%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
অর্থনীতি	২০০২	১১	১	৮	১	১০	৯১%	৪র্থ।
	২০০৩	৩	২	-	-	২	৬৬.৬৭%	১০ম ও ১২তম।
	২০০৮	৯	১	৮	-	৯	১০০%	
	২০০৯	৪	২	২	-	৪	১০০%	
	২০১১	১	১	-	-	১	১০০%	
	২০১২	২	২	-	-	২	১০০%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০১৫	৩	২	১	-	৩	১০০%	
	২০১৬	১০	৪	১	-	৫	৫০%	
	২০১৭	১২	৫	৬	-	১১	৯২%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ইংরেজি	২০০৮	১১	-	১১	-	১১	৯১%	
	২০১০	৯	-	৭	-	৭	৬৬.৬৭%	
	২০১১	৫	-	২	-	২	১০০%	
	২০১২	৮	-	৬	-	৬	১০০%	
	২০১৩	৯	-	৯	-	৯	১০০%	
	২০১৬	১	১	-	-	১	১০০%	

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

প্রগতি

২০১৯

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯
ঢাকা কমার্স কলেজ

পার্থ বাড়ৈ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম। আজ দেশবাসীর কাছে কলেজটির আদর্শ শিক্ষার অনুকরণীয় রোল মডেল। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত এই স্লোগান নিয়ে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ। নিয়মানুবর্তিতা, অনুশীলন ও জ্ঞানার্জনের মহান আদর্শ নিয়ে এগিয়ে চলে এই বিদ্যাপীঠ অল্প সময়ের মধ্যে প্রারম্ভিক ক্ষুদ্র আবর্তন থেকে মহীরুহ কলেবরে এর দ্রুত উত্থান দেশবাসীকে বিস্মিত ও অভিভূত করেছে। ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভূতপূর্ব সাফল্যের স্বীকৃতি এ কলেজকে দিয়েছে অপরিমেয় শৌর্য ও শক্তি। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে পরপর তিনবার সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-মডেল কলেজের প্রথম আসনটিও ঢাকা কমার্স কলেজের। কলেজের এই সফলতার উর্বর ভিত্তিভূমি শক্তিশালী হয়েছে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ শিক্ষানুরাগী পরিচালনা পর্ষদের নিবিড় তত্ত্বাবধান, দক্ষ প্রশাসনের নির্দেশনা, অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস চেষ্টা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্কের জন্য। অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের এ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করে গর্বিত, আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত।

সোনার বাংলা গড়তে এদেশের উন্নয়নে ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে এবং আগামীতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে বদ্ধপরিকর। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। তাই প্রযুক্তির মহাসড়কে তীব্র গতিতে ধাবমান ঢাকা কমার্স কলেজের দূরদর্শী গভর্নিং বডি ব্যবসায় শিক্ষার পাশাপাশি এখন বিজ্ঞান শিক্ষায় পড়াশোনা করার সুযোগ করে দিয়েছে। কিছু দিনের মধ্যে ব্যবসায় শিক্ষার মতো বিজ্ঞান শিক্ষায়ও আমরা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হব।

ঢাকা কমার্স কলেজ শুরু থেকেই স্বকীয় ও মননশীল চেতনায় উজ্জীবিত। তাই শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন সৃজনশীল কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ধারাবাহিক এই পথচলায় প্রতিবছর বের করা হয় কলেজ বার্ষিকী ‘প্রগতি’। ‘প্রগতি’ শিক্ষার্থীদের স্বকীয় মেধার স্ফুরণে সমৃদ্ধ হয়। ‘প্রগতি’ ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের সাফল্য, সৃজনশীলতা ও মননের পরিচায়ক। ‘প্রগতি’ এক দিকে যেমন শিক্ষার্থীদের মুক্ত ও সাংস্কৃতিক মনের বিকাশ ঘটায়, অন্যদিকে তাদের মধ্যে সাহিত্যবোধ জাগ্রত করে। ঢাকা কমার্স কলেজে নিয়মিত ঘটে যায় কত ঘটনা, কত কার্যক্রম, কত সাফল্য। কিছুকাল পরই তা হয়ে যায় ইতিহাস। সেই ইতিহাস ধরে রাখে ‘প্রগতি’। ‘প্রগতি’-র মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জানতে পারে কলেজের অনেক গৌরবোজ্জ্বল জয়গাথা। ২০১৯ সাল ছিল বহুবিধ কার্যক্রমের সমাহার। এর বিস্তারিত বিবরণ ছোটো কলেবরে দেওয়া অসম্ভব হলেও সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি সন্নিবেশিত হলো এ প্রতিবেদনে।

গভর্নিং বডি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিকের সভাপতিত্বে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বডি ঢাকা কমার্স কলেজ প্রশাসনকে দিক নির্দেশনা প্রদান করছে। গভর্নিং বডি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ডেভলপমেন্ট কমিটি, দিক নির্দেশনা কমিটি ও ফিন্যান্স কমিটির মাধ্যমে কলেজের শিক্ষা, উন্নয়ন ও তহবিল ব্যবস্থাপনা গতিপথটি নির্ণয় করে দেন। নতুন অভিভাবক সদস্য নিয়ে ১০ জুলাই ২০১৬ গভর্নিং বডি গঠিত হয়। ২০১৯ সালে এ পরিষদের ১৩টি সভা হয় এবং এসব সভায় কলেজ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বহু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষক পরিষদ

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকদের সাধারণ সভা ও প্রয়োজনমাফিক বিশেষ কার্যক্রম পরিচালিত হয় শিক্ষক পরিষদের মাধ্যমে। ২০১৯ সালে শিক্ষক পরিষদের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিবিএ-এর পরিচালক প্রফেসর ড. এ. এম. সওকত ওসমান।

নিয়োগ

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) : কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম ২০-০১-২০১৯ থেকে ৭-০৭-২০১৯ পর্যন্ত এবং পুনরায় ৩ নভেম্বর ২০১৯ থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে উপাধ্যক্ষ প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) এবং ১৬ অক্টোবর ২০১৬ থেকে নিয়মিত উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) পদে দায়িত্ব পালন করেন।

উপাধ্যক্ষ (বিজ্ঞান) : সরকারি কলেজ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ ঢাকা কমার্স কলেজে ৮ আগস্ট ২০১৯ থেকে উপাধ্যক্ষ (বিজ্ঞান) পদে দায়িত্বরত আছেন।

উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) : সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে তাঁকে উপদেষ্টা

(অ্যাকাডেমিক) পদে পুনঃনিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি ১ জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত উপাধ্যক্ষ (অ্যাকাডেমিক) পদে এবং ২৫ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে বর্তমান পর্যন্ত উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) পদে কর্মরত।

চেয়ারম্যান/ পরিচালক : কলেজের ১৬টি বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন ১৪ জন চেয়ারম্যান এবং ২ জন পরিচালক। এ বছর নিম্নোক্ত ৮ জন চেয়ারম্যান এবং ১ জন পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয় :

ক্রমিক	নাম	পদ	বিভাগ	মেয়াদকাল
১	মোঃ আবদুর রহমান	চেয়ারম্যান	সিএসই	০১-০১-১৯ থেকে ৩১-১২-২০
২	মাকসুদা শিরীন	চেয়ারম্যান	ইংরেজি	০১-০১-১৯ থেকে ৩১-১২-২০
৩	ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ	পরিচালক	এমবিএ	০১-০৭-১৯ থেকে ৩০-০৬-২১
৪	কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী	চেয়ারম্যান	ব্যবস্থাপনা	০১-০৮-১৯ থেকে ৩১-০৭-২১
৫	মাসুদা খানম	চেয়ারম্যান	হিসাববিজ্ঞান	০১-০৮-১৯ থেকে ৩১-০৭-২১
৬	মোহাম্মদ মঞ্জুরুল আলম	চেয়ারম্যান	মার্কেটিং	০১-০৮-১৯ থেকে ৩১-০৭-২১
৭	মোঃ আহাদুজ্জামান দিরাজ	চেয়ারম্যান	পদার্থবিজ্ঞান	০১-১২-১৯ থেকে ৩০-১১-২১
৮	ড. সাহেলা আলম	চেয়ারম্যান	জীববিজ্ঞান	০১-১২-১৯ থেকে ৩০-১১-২১
৯	আলেয়া পারভিন	চেয়ারম্যান	গণিত	০১-১২-১৯ থেকে ৩০-১১-২১

পদোন্নতি

সহযোগী অধ্যাপক : ২০১৯ সালে নিম্নোক্ত ১ জন শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন :

ক্রমিক	নাম	বিভাগ	যোগদান
১	ড. ইসরাত মেরিন	বাংলা	০৭-০৭-২০১৯

সহকারী অধ্যাপক : ২০১৯ সালে নিম্নোক্ত ২ জন শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন :

ক্রমিক	নাম	বিভাগ	যোগদান
১	ড. সাহেলা আলম	জীববিজ্ঞান	০১-০৭-২০১৯
২	মোঃ আহাদুজ্জামান দিরাজ	পদার্থবিজ্ঞান	০১-০৭-২০১৯

যোগদান

প্রভাষক : ২০১৯ সালে প্রভাষক পদে নিম্নোক্ত ১১ জন শিক্ষক যোগদান করেন :

ক্রমিক	নাম	বিভাগ	যোগদান
১	মোঃ কাইয়ুম রাব্বী	পদার্থবিদ্যা	০১-০৭-২০১৯
২	সানজিদা নাসরিন	পদার্থবিদ্যা	০১-০৭-২০১৯
৩	হাফিজুর রহমান	রসায়ন	০১-০৭-২০১৯
৪	নুসরাত জাহান জেরিন	রসায়ন	০১-০৭-২০১৯
৫	মোঃ মাহফুজুর রহমান	রসায়ন	০১-০৭-২০১৯
৬	মোঃ নাজমুল হক	প্রাণিবিদ্যা	০১-০৭-২০১৯
৭	মোঃ আল-মামুন	উদ্ভিদবিদ্যা	০১-০৭-২০১৯
৮	সারোয়াত হুসনা সুমা	উদ্ভিদবিদ্যা	০১-০৭-২০১৯
৯	মোঃ শামিউল আলম	পদার্থবিদ্যা	০৭-০৭-২০১৯
১০	ফারিহা ইয়াসমিন (খণ্ডকালীন)	গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	০১-০৭-২০১৯
১১	লুৎফুন নাহার ইসলাম (খণ্ডকালীন)	গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	০১-০৭-২০১৯

কর্মকর্তা ও কর্মচারী : ২০১৯ সালে কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে নিম্নোক্ত ৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয় :

ক্রমিক	নাম	পদ	যোগদান
১	আবু তালহা	পিওন (মাস্টাররোল)	১৯-০১-২০১৯
২	আসমা খাতুন	আয়া (মাস্টাররোল)	০১-০৭-২০১৯
৩	মোঃ মারুফ হোসেন	পিওন (মাস্টাররোল)	০২-০৭-২০১৯
৪	মোঃ কামরুল ইসলাম	পিওন (মাস্টাররোল)	০৩-০৭-২০১৯
৫	মোঃ আলাউদ্দিন	ক্লিনার (মাস্টাররোল)	০৩-০৭-২০১৯
৬	জিন্নাহ্ শেখ	পিওন (মাস্টাররোল)	০৩-০৭-২০১৯
৭	নজরুল ইসলাম গাজী	পিওন (মাস্টাররোল)	০৪-০৭-২০১৯
৮	এনায়েত হোসেন	পিওন (মাস্টাররোল)	০৪-০৭-২০১৯
৯	মোসাঃ তাসলিমা আক্তার	আয়া (মাস্টাররোল)	০৪-০৭-২০১৯

বিদায় গ্রহণ

২০১৯ সালে নিম্নোক্ত ২ জন কর্মচারী বিদায় গ্রহণ করেন :

ক্রমিক	নাম	পদ	বিভাগ	বিদায়ের তারিখ
১	আবু নোমান শাকিল	সেমিনার সহকারী	হিসাববিজ্ঞান	৩০-০৬-২০১৯
২	মোস্তফা কামাল	সেমিনার সহকারী	বিবিএ	৩০-০৭-২০১৯

কমিটি ২০১৯

কলেজের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০১৯ সালে নিম্নোক্ত আহ্বায়কদের নেতৃত্বে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে :

২০১৯ সালের বিভিন্ন কমিটির আহ্বায়কদের তালিকা

কমিটির নাম	আহ্বায়ক	পদবি	বিভাগ
ভর্তি কমিটি : (ক) উচ্চমাধ্যমিক	মোঃ শফিকুল ইসলাম	সহযোগী অধ্যাপক	পরিসংখ্যান
(খ) অনার্স প্রফেশনাল ও মাস্টার্স	প্রফেসর ড. মোঃ মিরাজ আলী আকন্দ	প্রফেসর	সিএসই
পরীক্ষা কমিটি	শামসাদ শাহ্‌জাহান	সহযোগী অধ্যাপক	ব্যবস্থাপনা
ভ্রমণ কমিটি	মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন	সহযোগী অধ্যাপক	হিসাববিজ্ঞান
সাংস্কৃতিক কমিটি	এস এম আলী আজম	সহযোগী অধ্যাপক	ব্যবস্থাপনা
ক্রীড়া কমিটি	প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ	প্রফেসর	এমবিএ
প্রকাশনা কমিটি	মোঃ মঞ্জুরুল আলম	সহযোগী অধ্যাপক	মার্কেটিং
প্রচার ও আলোকচিত্র কমিটি	সাদিক মোঃ সেলিম	সহযোগী অধ্যাপক	ইংরেজি
বার্ষিক ভোজ কমিটি	মোঃ শরিফুল ইসলাম	সহযোগী অধ্যাপক	ব্যবস্থাপনা
শান্তি-শৃঙ্খলা ও বিএনসিসি কমিটি	শামীম আহ্‌সান	সহযোগী অধ্যাপক	ইংরেজি
অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা কমিটি	মোঃ মঈনউদ্দীন	সহযোগী অধ্যাপক	হিসাববিজ্ঞান
অভ্যন্তরীণ আপ্যায়ন কমিটি	ড. বিষ্ণুপদ বণিক	সহযোগী অধ্যাপক	পরিসংখ্যান
ধর্মীয় কমিটি	মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন	সহযোগী অধ্যাপক	হিসাববিজ্ঞান
শিক্ষার্থীকল্যাণ কমিটি	মোঃ মোশতাক আহমেদ	সহযোগী অধ্যাপক	হিসাববিজ্ঞান
ছাত্রী বিষয়ক কমিটি	মাওসুফা ফেরদৌসী	সহযোগী অধ্যাপক	সমাজবিদ্যা
রুটিন কমিটি	মোহাম্মদ আবদুস সালাম	সহকারী অধ্যাপক	হিসাববিজ্ঞান
ক্রয় কমিটি	আহমেদ আহসান হাবিব	সহযোগী অধ্যাপক	অর্থনীতি
নির্মাণ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কমিটি	সৈয়দ আবদুর রব	সহযোগী অধ্যাপক	ব্যবস্থাপনা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা বেসরকারি কলেজের পুরস্কার গ্রহণ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‌্যাংকিং ২০১৭ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। একই সঙ্গে ঢাকা অঞ্চলের সেরা ১০টি সরকারি-বেসরকারি কলেজের মধ্যে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-মডেল কলেজ প্রকল্পের ৫টি কলেজের মধ্যেও ১ম স্থান অর্জন করে এই কলেজ। ২ মার্চ ২০১৯ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দিপু মনি এমপি-এর নিকট থেকে সেরা কলেজের পুরস্কার ও সম্মাননা সনদ গ্রহণ করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ। এছাড়া ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-মডেল প্রকল্পের ৫টি কলেজের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করেছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজিপুর ক্যাম্পাসে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‌্যাংকিং ২০১৭' ঘোষণা করেন। র‌্যাংকিং-এ দেশ সেরা ঢাকা কমার্স কলেজের অর্জিত স্কোর ৬১.৮৪। উল্লেখ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‌্যাংকিং ২০১৫ ও ২০১৬ সালেও ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের সেরা বেসরকারি কলেজের স্বীকৃতি লাভ করে।

একাদশ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ও নবীনবরণ

১০ জুলাই ২০১৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর অপরাহ্ন- ১.০০ টা (১ম পর্ব) বিজ্ঞান শাখা, বেলা-৩.০০টা (২য় পর্ব) ব্যবসায় শিক্ষা শাখা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ও নবীনবরণ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ১ম পর্বে (বিজ্ঞান শাখা) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য এবং বিইউবিটি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান। অনুষ্ঠানে ২য় পর্বে (ব্যবসায় শিক্ষা শাখা) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য এবং বিইউবিটি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য প্রফেসর মোঃ এনায়েত হোসেন মিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (বিজ্ঞান) প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্‌, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর বদিউল আলম, ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক পরিসংখ্যান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং নবীন ও বর্তমান শিক্ষার্থীবৃন্দ।

স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজে বিবিএ, বিএসএস, বিএ (সম্মান) ও প্রফেশনাল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রিয়েন্টশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য এবং বিইউবিটি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে শপথ বাক্য পাঠ করান অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক সুরাইয়া পারভীন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. এ. এম. সওকত ওসমান, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম, ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক মার্কেটিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং নবীন ও বর্তমান শিক্ষার্থীবৃন্দ।

অভিভাবক সভা

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির প্রতিপর্ব পরীক্ষা শেষে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া বিশেষ ক্লাস ও বিশেষ টিউটোরিয়াল ক্লাস কার্যক্রম বিষয়ে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অভিভাবক সভায় শিক্ষক-অভিভাবকবৃন্দ শিক্ষার্থীর ফল উন্নয়ন, ক্লাসে উপস্থিতি ও শৃঙ্খলা বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

দোয়া ও মোনাজাত

কলেজের সকল শ্রেণির বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রারম্ভের দিনে শিক্ষার্থীদের কল্যাণ কামনায় পবিত্র কোরআনখানি, দোয়া মাহফিল ও মোনাজাত করা হয়। এছাড়া কলেজ পরিবারের কেউ মৃত্যুবরণ করলে কিংবা অসুস্থ হলে তার জন্য দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

নৌ-ভ্রমণ

১৮ অক্টোবর ২০১৯ শিক্ষা সফর (নৌ-ভ্রমণ) ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। নৌ-ভ্রমণ উদ্‌বোধন করেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। ঢাকার সদরঘাট থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত ‘সুন্দরবন-১০’ লঞ্চযোগে নৌবিহারে গভর্নিং বডির সদস্য, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীদের নদীমাতৃক বাংলাদেশের সাথে পরিচিতিকরণ ও দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করতে ‘ইলিশ ভ্রমণ’ খ্যাত নৌবিহারের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীরা পদ্মার তাজা ইলিশে রসনা বিলাস করে তৃপ্তি লাভ করে। পদ্মা-মেঘনার ঢেউয়ের তালে তালে শিক্ষার্থীরা নাচে-গানে ও কলকাকলিতে স্মরণীয় ও আকর্ষণীয় করে রাখে দিবসটিকে। সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জিবি চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম ও ভ্রমণ কমিটির আহ্বায়ক হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

প্রভাত ফেরি : ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রত্যুষে কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করেন।

শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ : প্রভাত ফেরির পর ঢাকা কমার্স কলেজের শহিদ মিনারে অতিথিবৃন্দ, গভর্নিং বডি, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং স্থানীয় স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।

আলোচনা অনুষ্ঠান : মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ শহিদ মিনারে ‘মাতৃভাষা ও আমাদের শিক্ষার মাধ্যম’ শীর্ষক আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, একুশে সম্মাননা প্রদান, ভাষা চিত্র প্রদর্শনী, বইমেলা, স্মরণিকা ও দেয়ালিকা প্রকাশ, বিতর্ক, ভাষা, রচনা, আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভাষা সৈনিক, একুশে পদক প্রাপ্ত ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারম্যান বিচারপতি কাজী এবাদুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন ভাষা সৈনিক, একুশে পদক প্রাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. শরিফা খাতুন এবং

ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, গভর্নিং বডির সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল। সভার সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক এস এম আলী আজম।

একুশে সম্মাননা ২০১৯ প্রদান : ভাষা সংগ্রামে অবদানের জন্য ভাষা সৈনিক, একুশে পদক প্রাপ্ত বিচারপতি কাজী এবাদুল হক এবং ভাষা সৈনিক, একুশে পদক প্রাপ্ত অধ্যাপক ড. শরিফা খাতুনকে ঢাকা কমার্স কলেজ একুশে সম্মাননা ২০১৯ প্রদান করেন কলেজের উদ্যোক্তা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এ এফ এম সরওয়ার কামাল।

ভাষা প্রতিযোগিতা : শিক্ষার্থীবৃন্দ ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সংগীত ক্লাব একুশের গান, রোটার‍্যাক্ট ক্লাব ভাষাজ্ঞান, বিতর্ক ক্লাব ভাষা বিতর্ক, আবৃত্তি ক্লাব একুশের কবিতা আবৃত্তি এবং সাধারণজ্ঞান ক্লাব 'একুশের চেতনা ও স্বাধীন বাংলাদেশ' বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করে।

ভাষাচিত্র প্রদর্শনী : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব ভাষাচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করে।

বইমেলা : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ২য় বইমেলার আয়োজন করে।

স্মরণিকা প্রকাশ : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে 'বায়ান্ন' নামে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

দেয়ালিকা প্রকাশ : ল্যাংগুয়েজ ক্লাব ভাষা দেয়ালিকা প্রকাশ করে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০০তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

ঢাকা কমার্স কলেজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৭ মার্চ ২০১৯ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০০তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন করে। এ উপলক্ষ্যে কোরআনখানি, দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। মুখ্য আলোচক ছিলেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা। এছাড়া বক্তব্য দেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক এস এম আলী আজম।

গণহত্যার স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা

২৫ মার্চ ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজে গণহত্যা দিবস পালন ২০১৯ উপলক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যার স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ ফরিদ মিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপ-পরিচালক, লেখক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হারুন-অর-রশিদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মফিদুল হক। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল এবং সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক এস এম আলী আজম।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা

২৭ মার্চ ২০১৯ প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী অডিটোরিয়ামে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। ১ম ব্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ শামছুল হুদা এফসিএ, সদস্য, গভর্নিং বডি, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ, ঢাকা কমার্স কলেজ এবং সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট। ২য় ব্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, সদস্য, গভর্নিং বডি, ঢাকা কমার্স কলেজ এবং সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা, বিইউবিটি। বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর বদিউল আলম। স্বাগত ভাষণ দেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক এস এম আলী আজম।

মাদক, জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী সচেতনতা কার্যক্রম

২০ মার্চ ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজের কনফারেন্স রুমে (১১ তলা) মাদক, জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী সচেতনতা কার্যক্রমের জন্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ কামাল হোসেন, উপ-পুলিশ কমিশনার, মিরপুর জোন, ডিএমপি। মুখ্য আলোচক ছিলেন মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী পুলিশ কমিশনার, শাহ আলী ও দারুস সালাম জোন, ডিএমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ সালাউদ্দিন মিয়া, ওসি, শাহ আলী থানা, ডিএমপি। স্বাগত বক্তব্য দেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক এস এম আলী আজম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

জাতীয় পতাকা উত্তোলন : মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সমবেতস্বরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও বিএনসিসি সদস্যদের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা দিবস

উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে লোকজ খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠান : মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৩১ মার্চ ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজে আলোচনা সভা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা প্রদান, চিত্র প্রদর্শনী, রক্তদান কর্মসূচি, স্বাধীনতা দিবস সাংস্কৃতিক ও লোকজ খেলাধুলা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা-১৪ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ আসলামুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক এস এম আলী আজম।

স্বাধীনতা স্বর্ণপদক প্রদান : মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ৩১ মার্চ ২০১৯ বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদারকে (এমপি, প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) ঢাকা কমার্স কলেজ মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা ও স্বাধীনতা স্বর্ণপদক ২০১৯ প্রদান করে।

রক্তদান কর্মসূচি : ৩১ মার্চ ২০১৯ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব ও বিএনসিসি আয়োজিত স্বাধীনতা দিবস রক্তদান কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

আলোকচিত্র ও চিত্র প্রদর্শনী : ৩১ মার্চ ২০১৯ আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব আয়োজিত স্বাধীনতা দিবস আলোকচিত্র ও চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা : স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ অডিটোরিয়ামে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা : ২৬ মার্চ ২০১৯ স্বাধীনতা দিবস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, মুক্তিযুদ্ধ ও উন্নয়ন অলিম্পিয়াড, বিতর্ক, রচনা, আবৃত্তি, আলোকচিত্র ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা বিষয়ে অংশগ্রহণ করে।

লোকজ খেলাধুলা : ২৬ মার্চ ২০১৯ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে কলেজে অনুষ্ঠিত হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্ধা, বউচি, গোল্লাছুট ইত্যাদি লোকজ খেলাধুলায় শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

৫ম চলচ্চিত্র উৎসব : ২৮ মার্চ ২০১৯ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ৫ম চলচ্চিত্র উৎসব মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র : জীবনঢুলি, পরিচালক : তানভীর মোকাম্মেল (অনার্স, মাস্টার্স ও প্রফেশনাল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য) প্রদর্শনী করা হয়। ৩০ মার্চ ২০১৯ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র : গেরিলা, পরিচালক : নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, লাল সবুজের সুর, পরিচালক : মুশফিকুর রহমান গুলজার (একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য) প্রদর্শনী করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস পালন

দোয়া মাহফিল : যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৫ আগস্ট ২০১৯ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সকালে কলেজের নামাজ কক্ষে কোরআনখানি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠান : স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ ২৭ আগস্ট ২০১৯ সালে কলেজের প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনডিসি সাবেক কারা মহাপরিদর্শক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খাঁন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ও ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, গভর্নিং বডির সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল। স্বাগত ভাষণ দেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক এস এম আলী আজম। আলোচনা সভার অব্যবহিত পূর্বে আই ক্যাম্প, স্বেচ্ছায় মরণোত্তর চক্ষুদান, রক্তদান ও ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ডকুমেন্টারি ও স্থির চিত্র প্রদর্শনী, দেয়ালিকা প্রকাশ এবং বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বুদ্ধিজীবী দিবস উদ্‌যাপন

১৪ ডিসেম্বর ২০১৯ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

পতাকা উত্তোলন : ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সকালে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীবৃন্দের সমবেতস্বরে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

আলোচনা অনুষ্ঠান : মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা

কমার্স কলেজে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ আলোচনা সভার অব্যবহিত পূর্বে ডেন্টাল ক্যাম্প, রক্তদান ও ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি এবং ডকুমেন্টারি ও স্থির চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীরপ্রতীক, স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত, লেখক ও গবেষক লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলামের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা কমার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ (বিজ্ঞান) প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল এবং সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক এস এম আলী আজম। আলোচনা পর্ব শেষে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পর্বের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও বিজয় দিবস লোকজ খেলাধুলা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি।

রক্তদান ও ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি : মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাবের উদ্যোগে কলেজ হলরুমে ১৬-১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি ও বিনামূল্যে ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়।

বিজয় দিবস লোকজ খেলাধুলা প্রতিযোগিতা : ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজে ৩য় বারের মতো লোকজ খেলাধুলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, মোরগ লড়াই, ব্যাঙ লাফ, মার্বেল ও লাটিম এবং ছাত্রীরা গোল্লাছুট, বৌচি, দড়িলাফ, এক্কা দোক্কা, ইচিং বিচিং, কুতকুত ইত্যাদি লোকজ খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় কলেজের শিক্ষার্থীরা একক ও দলীয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। আকর্ষণীয় লোকজ খেলাধুলা উপভোগ করেন কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

ক্রিকেট প্রতিযোগিতা : ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজে প্রথমবারের মতো শিক্ষকদের মধ্যে বিইউবিটি মাঠে লাল ও সবুজ দলের মধ্যে ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। লাল দলের অধিনায়ক ছিলেন ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের প্রভাষক মোঃ আহসান তারেক। সবুজ দলের অধিনায়ক ছিলেন ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল। খেলায় সবুজ দল জয়ী হয়। আম্পায়ার ছিলেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ মঈনউদ্দীন, ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ এবং ম্যাচ রেফারি ছিলেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা।

ফুটবল প্রতিযোগিতা : ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজে প্রথমবারের মতো কর্মচারীদের মধ্যে বিইউবিটি মাঠে লাল ও সবুজ দলের মধ্যে ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় লাল দল জয়ী হয়।

মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান : মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। ঢাকা কমার্স কলেজ ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহিরকে (বীরপ্রতীক, স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত, লেখক ও গবেষক) মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকা কমার্স কলেজ মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা ২০১৯ এ ভূষিত করেছে। লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহিরকে ঢাকা কমার্স কলেজ মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

বিজয় দিবস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা : বিজয় দিবস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা জাতীয় সংগীত, দেশাত্মবোধক সংগীত, লোকসংগীত, গল্প রচনা, প্রবন্ধ রচনা, কবিতা রচনা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, অভিনয়, চলচ্চিত্র নির্মাণ, চিত্রাঙ্কন ও ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

বার্ষিক ভোজ

২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজে বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি, ঢাকা কমার্স কলেজ। বার্ষিক ভোজে উপস্থিত ছিলেন জিবির সদস্য, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ (বিজ্ঞান) প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল, কলেজের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষার্থী।

ইফতার

২৫ মে ২০১৯, শনিবার ইফতার মাহফিল আয়োজন করা হয়। ইফতারে পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ইদ পুনর্মিলনী

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও দুই ইদের পর ঢাকা কমার্স কলেজে ইদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। ইদুলফিতর পরবর্তী ১৩ মে ২০১৯ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিচ তলার হল রুমে এবং ১৫ মে ২০১৯ কনফারেন্স রুমে (১১ তলা) শিক্ষকদের 'ইদ পুনর্মিলনী' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ইদুল-আজহা পরবর্তী ২৫ আগস্ট ২০১৯ বেলা ১২:০০টায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং বিকাল ৪:৩০মি. কনফারেন্স রুমে (১১ তলা) শিক্ষকদের 'ইদ পুনর্মিলনী' অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

ফলাহার

৬ জুলাই ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ বার্ষিক ফলাহার আয়োজন করে। বার্ষিক ফলাহারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি, ঢাকা কমার্স কলেজ। জিবির সদস্য, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ফলাহারে অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন

২৪-০৭-২০১৯ থেকে ৩১-০৭-২০১৯ পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজে ৩০তম শিক্ষা সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা সপ্তাহের উদ্‌বোধন করেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল ও ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ। স্বাগত ভাষণ দেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক এস এম আলী আজম। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ : কোরআন তেলাওয়াত, হামদ নাত, আজান, গীতা পাঠ, দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি, লোকগীতি, আধুনিক গান, ব্যান্ড সংগীত, আবৃত্তি (বাংলা), আবৃত্তি (ইংরেজি), অভিনয় (একক), অভিনয় (দলীয়), লোকনৃত্য, সাধারণ নৃত্য, নির্ধারিত বক্তৃতা, উপস্থিত বক্তৃতা, উপস্থাপনা, হাতের লেখা (বাংলা), সাধারণজ্ঞান, বিতর্ক, চিত্রাঙ্কন, ফটোগ্রাফি, ডকুমেন্টারি (নির্মাণ ও প্রদর্শন), প্রজেক্ট ডিসপ্লে ও প্রোগ্রামিং।

বিজ্ঞান ভবন ও বিজ্ঞান শাখা উদ্‌বোধন

১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশে এক অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ফলাফল ও শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে এ কলেজ ইতোমধ্যেই তার অসাধারণত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমান বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ। আমরা স্যাটেলাইট যুগে প্রবেশ করেছি। এ দেশের আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অভিপ্রায়ে ঢাকা কমার্স কলেজও বাণিজ্য শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত করে। এ উদ্দেশ্যে ১১ মে ২০১৯ প্রফেসর কাজী নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী অডিটোরিয়ামে বিজ্ঞান ভবন ও বিজ্ঞান শাখা উদ্‌বোধন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের (ঢাকা) চেয়ারম্যান প্রফেসর মু. জিয়াউল হক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ও ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজির (বিইউবিটি) উপাচার্য প্রফেসর মোঃ আবু সালেহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

বই বিতরণ অনুষ্ঠান

৫ নভেম্বর ২০১৯ ঢাকা-১৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আসলামুল হক মহোদয়ের উদ্যোগে বই বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। আসলামুল হক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ওপর লেখা তিনটি বই বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আসলামুল হক, এম.পি. ঢাকা- ১৪। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

ক্রীড়া কার্যক্রম ও সফলতা

কলেজে নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রমের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খেলাধুলা ও ক্রীড়া অনুশীলনের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতা জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন আয়োজিত আন্তঃকলেজ ও জাতীয় প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ টিম অংশগ্রহণ করে থাকে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়ও ঢাকা কমার্স কলেজের সক্রিয় বিচরণ আছে।

ক্রীড়া ক্লাব : ঢাকা কমার্স কলেজে ১৫টি ক্রীড়া ক্লাব রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- সাইক্লিং, স্কেটিং, টেবিল টেনিস, দাবা, ক্যারাম, ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হ্যান্ডবল, বেসবল, সফটবল, রাগবি, ফেন্সি, ব্যাডমিন্টন ও মার্শাল। কলেজের অভ্যন্তরে ক্রীড়া ক্লাবসমূহের নিয়মিত অনুশীলন চলে। অন্যান্য প্রতিযোগিতার মধ্যে লোকজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা রয়েছে হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লা ছুট, বৌচি, মোরগ লড়াই, পেন্টাথলন অনুশীলন হয়ে থাকে। অনুশীলনের জন্য কলেজ ক্যাম্পাস মাঠ, কোয়ার্টারস মাঠ, অডিটোরিয়াম, গোলারটেক মাঠ, পল্টন মাঠ, সিটি ক্লাব মাঠ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামসহ সুবিধামত অন্যান্য মাঠ ও স্থাপনা ব্যবহার করা হয়।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা : ৩ মার্চ ২০১৯ পল্লবীস্থ সিটি ক্লাব মাঠে ঢাকা কমার্স কলেজের ২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধন করেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন ঢাকা-১৬ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মোঃ ইলিয়াছ উদ্দিন মোল্লাহ্। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বার্ষিক ক্রীড়া কমিটির

আহ্বায়ক ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে মোঃ সজিব সরকার (ছাত্র) এবং লামিয়া রহমান (ছাত্রী)। সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান : প্রতিবছর কলেজের শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৭ ও ২০১৮-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় প্রফেসর কাজী নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী অডিটোরিয়ামে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের (ঢাকা) কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর ড. মোঃ হারুন-অর-রশিদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল এবং ২০১৯ সালের অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক এস এম আলী আজম।

বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা : ২৪-০৭-২০১৯ থেকে ৩১-০৭-২০১৯ পর্যন্ত বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। দাবা, ক্যারাম, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ফেন্সিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার শুভ উদ্‌বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. এফ. এম. শফিকুর রহমান। সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত প্রথম আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৯ : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত প্রথম আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২৩ মার্চ ২০১৯ গাজিপুরস্থ রোভার স্কাউট কমপ্লেক্স মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ৫টি ইভেন্টে পদক অর্জন করে। যথা– ৮০০ মিটার দৌড় ছাত্র ৩য় স্থান, ৮০০ মিটার দৌড় ছাত্রী ৩য় স্থান, ৪০০ মিটার দৌড় ছাত্র ২য় স্থান, ২০০ মিটার দৌড় ছাত্র ১ম স্থান, দীর্ঘ লাফ ছাত্র ২য় স্থান।

কান্ট্রি গেমস : বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস এসোসিয়েশন আয়োজিত স্বাধীনতা দিবস কান্ট্রি গেমস ২৮ মার্চ ২০১৯ পল্টন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ঢাকা কমার্স কলেজ টিম দাড়িয়াবাঁন্ধা ও গোল্লাছুট প্রতিযোগিতায় রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

জাপানের নাভা টিভি কর্তৃক প্রামাণ্য চিত্র ধারণ : জাপানের জনপ্রিয় নাভা টিভি ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যাম্পাসে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকজ খেলাধুলার প্রামাণ্যচিত্র ধারণ করে।

মহিলা রাগবি : বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশন আয়োজিত অনুর্ধ্ব ২০ বালিকা আন্তঃকলেজ মহিলা রাগবি প্রতিযোগিতা ৩ নভেম্বর ২০১৯ পল্টন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ টিম ৩য় স্থান অর্জন করে।

কলেজ প্রকাশনা

বার্ষিকী : ২০১৯ সালে কলেজ বার্ষিকী ‘প্রগতি’-এর ৩০তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

জার্নাল : ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল, ভলিউম নম্বর ১০, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০১৮ এ বছর প্রকাশিত হয়।

অন্যান্য : এ বছর কলেজ ডায়েরি, ওয়াল ক্যালেন্ডার ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে।

বিশেষ প্রকাশনা : মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্মরণিকা ‘বায়ান্ন’ প্রকাশিত হয়।

প্রচার

২০১৯ সালে কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খবর সংবাদপত্র এবং কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাকিংয়ে পরপর ৩ বার ১ম স্থান অর্জন করায় এ বছর গণমাধ্যমে কলেজ সংবাদ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে।

উচ্চতর ডিগ্রি

পিএইচডি : পরিসংখ্যান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. বিষ্ণুপদ বণিক, সমাজবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শবনম নাহিদ স্বাতী ও বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম ২০১৯ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

দোয়া ও মোনাজাত

কলেজের সব শ্রেণির বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা আরম্ভের দিনে কোরআনখানি, দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

ডিজিটালাইজেশন

২০১৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ এবং এর বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। অটোমেশন ও ওয়েবসাইট উন্নয়ন কমিটির আহ্বায়ক ব্যবস্থাপনা বিভাগের

সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম। কলেজের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কলেজের ডাইনামিক ওয়েবসাইট, ওয়েব সফটওয়্যার ও ফেসবুক পেজ, ওয়েব পোর্টাল (www.dcc-portal.com), সব বিভাগ ও শাখা ওয়াই-ফাই জোন, অনার্স ১ম বর্ষ এবং বিবিএ প্রফেশনাল ও সিএসই প্রোগ্রামের সব শ্রেণিতে ইন্টারনেট সংযোগ ও মাল্টিমিডিয়া, ওয়েব সফটওয়্যারে পরীক্ষার নম্বর ইনপুট, সব বিভাগ ও শাখার এবং সব শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্থায়ী আইডি তৈরি, সব শিক্ষক-কর্মকর্তার ওয়েবমেইল একাউন্ট তৈরি, সফটওয়্যারের পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ ফলাফল, অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং ছবি ও রুটিনসহ প্রবেশপত্র প্রণয়ন, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা, পে-রোল, একাউন্টস সিস্টেম, এমএমএস ব্যবস্থাপনা, এইচআরএম ইত্যাদি। ওয়েব সফটওয়্যারে 'লগইন' করে যে-কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সর্বদা জানতে পারে। ১১ মে ২০১৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান কলেজ নিউজ পোর্টাল 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ', মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের (ঢাকা) চেয়ারম্যান প্রফেসর মু. জিয়াউল হক 'ঢাকা কমার্স কলেজ অনলাইন ভর্তি সিস্টেম' এবং ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক 'ঢাকা কমার্স কলেজ ইউটিউব শিক্ষা চ্যানেল' উদ্‌বোধন করেন।

শিক্ষার্থী কল্যাণ

বেতন সুবিধা : মেধাবী, নিয়মিত উপস্থিত, মুক্তিযোদ্ধার পোষ্য ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং বিনা বেতনে ও অর্ধবেতনে অধ্যয়নের সুবিধা দেয়া হয়।

ডরমেটরি : দরিদ্র, মেধাবী এবং ঢাকায় বসবাসের সমস্যা রয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের কলেজের ডরমেটরিতে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। ডরমেটরিতে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগসুবিধা দেয়া হয়।

বিশ্ব অটিজম দিবস

০২ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে ৪ দিন ব্যাপী ঢাকা কমার্স কলেজে নীল বাতি প্রজ্বলন করা হয়।

বিভাগীয় কার্যক্রম

বাংলা বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ইসরাত মেরিন সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি এবং সহকারী অধ্যাপক ড. মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করায় বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

ইংরেজি বিভাগ

দায়িত্ব গ্রহণ : জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ মাকসুদা শিরীন ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রকাশনা : ডিসেম্বর ২০১৯ এ প্রকাশিত ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল ২০১৮ সংখ্যায় ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদের 'Language in Use : Teaching the Second Conditional' এবং সহযোগী অধ্যাপক মোঃ মনসুর আলম ও প্রভাষক মোঃ আনোয়ার হোসেনের 'The Appearances of the Inadvertent Speakers in Robert Browning's Dramatic Monologues' প্রকাশিত হয়েছে।

সহকারী অধ্যাপক মোঃ জাহিদুল কবিরের Cultural Racism in Wuthering Heights : The Journal of Social Studies No. 159 I Unveiling The Glamour of Salesmanship in Arthur Miller's Death of The Salesman – ASA University Review : Volume 12 (23rd Issue) প্রকাশিত হয়েছে।

ইফতার : ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'অ্যালামনাই এসোসিয়েশন' কর্তৃক গত ১৭ মে ২০১৯, শুক্রবার ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

নতুন চেয়ারম্যান : বিদায়ী চেয়ারম্যান নূরুল আলম ভূঁইয়ার নিকট থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী। দায়িত্ব গ্রহণ ও হস্তান্তর উপলক্ষ্যে বিভাগীয় শিক্ষকদের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা ও প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।

বনভোজন : তৎকালীন চেয়ারম্যান নূরুল আলম ভূঁইয়া এবং বিভাগীয় বনভোজন কমিটির আহ্বায়ক কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকীর তত্ত্বাবধানে ৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে গাজিপুরস্থ 'রাঙামাটি ওয়াটার ফ্রন্ট রিসোর্ট'-এ বিভাগের সব বর্ষের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়।

ক্লাস সমাপনী : প্রতিবারের ন্যায় এবছরও বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের ক্লাস সমাপনী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিবিএ (সম্মান) ১ম বর্ষের সমাপনী ক্লাস অনুষ্ঠান ১৫ জুলাই ২০১৯ শ্রেণি শিক্ষক ফারজানা রহমানের তত্ত্বাবধানে, ২য় বর্ষের সমাপনী ক্লাস অনুষ্ঠান ২৫ নভেম্বর ২০১৯ শ্রেণি শিক্ষক ফারহানা আরজুমানের তত্ত্বাবধানে, ৩য় বর্ষের সমাপনী ক্লাস অনুষ্ঠান ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯

শ্রেণি শিক্ষক তন্ময় সরকারের তত্ত্বাবধানে, ৪র্থ বর্ষের সমাপনী ক্লাস অনুষ্ঠান ১ ডিসেম্বর ২০১৯ শ্রেণি শিক্ষক শামা আহমেদের তত্ত্বাবধানে, মাস্টার্স শেষ বর্ষের সমাপনী ক্লাস অনুষ্ঠান শ্রেণি শিক্ষক উম্মে সালমার তত্ত্বাবধানে সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

নতুন চেয়ারম্যান : ১ জুলাই ২০১৯ বিভাগীয় চেয়ারম্যান পদে পরিবর্তন আনা হয়। এ উপলক্ষ্যে উক্ত তারিখে বিভাগীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নতুন চেয়ারম্যান মোশতাক আহমদকে এবং বিদায়ী চেয়ারম্যান মুহম্মদ আমিনুল ইসলামকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরবর্তীতে ১ আগস্ট ২০১৯ বিভাগের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মাসুদা খানম। এছাড়া বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীরাও পৃথকভাবে নতুন চেয়ারম্যানকে অভিনন্দিত করেন।

ক্লাস সমাপনী : প্রতিবারের ন্যায় এবছরও বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের ক্লাস সমাপনী উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর মধ্যে বিবিএ (সম্মান) ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা সফর : হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণির সব শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের Accounting Day ২০১৯ গাজিপুরের 'নীল কমল রিসোর্টে' উদ্‌যাপিত হয়। এ অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিভাগীয় শিক্ষক মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন। হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অনার্স ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা বিভাগীয় শিক্ষক মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ ও শ্রেণি শিক্ষক মোহাম্মদ সাহেদ হোসেনের সহযোগিতায় ২৯ অক্টোবর হতে ২ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত রাঙামাটি, বান্দরবন, সেন্টমার্টিন ও কক্সবাজারসহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়ান ও শিক্ষা সফর ২০১৯ সম্পন্ন করেন।

মার্কেটিং বিভাগ

নতুন চেয়ারম্যান : ১ আগস্ট ২০১৯ সহযোগী অধ্যাপক মোঃ মঞ্জুরুল আলম বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন।

ক্লাস সমাপনী : ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সম্মান ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সম্মান ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ সম্মান ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস সমাপনী 4C Classic রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষা সফর : ২০ মার্চ ২০১৯ মার্কেটিং বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সফর গাজিপুরের 'নীলকমল রিসোর্টে' অনুষ্ঠিত হয়।

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

ক্লাস সমাপনী : বিবিএ (সম্মান) পার্ট-৩ এর শিক্ষার্থীরা ২০১৯ সালের ১৯ নভেম্বর ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিবিএ (সম্মান) পার্ট-৩ এর শিক্ষার্থী ও বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলী অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষা সফর : ২০১৯ সালের ২৭ মার্চ বিভাগের সকল বর্ষের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে গাজিপুরের 'ঢাকা রিসোর্ট' এ বিভাগীয় শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে দিনব্যাপী শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়।

অর্থনীতি বিভাগ

শিক্ষা সফর : ৩০ মার্চ ২০১৯ বিভাগীয় বনভোজন গাজিপুরের রতনপুরের 'নীলকমল রিসোর্টে' অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগের শিক্ষার্থীরা ও সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ বনভোজনে অংশগ্রহণ করেন।

ক্লাস সমাপনী : বিএসএস (সম্মান) অর্থনীতি বিভাগের সম্মান ৪র্থ বর্ষের ক্লাস সমাপনী ও দোয়া অনুষ্ঠান গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৮ বিভাগীয় চেয়ারম্যান সুরাইয়া পারভীন ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্ সহ বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

বৃত্তি গ্রহণ : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেল কলেজের আওতায় কলেজসমূহের মধ্যে প্রযুক্তি সহায়তা, পুস্তক ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। অর্থনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ রুজেল আলী এই বৃত্তি গ্রহণ করে।

বিদায়ী শুভেচ্ছা : অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক (লেকচারভিত্তিক) মাসুদ রানাকে বিভাগের পক্ষ থেকে ২ অক্টোবর ২০১৯ চেয়ারম্যান সুরাইয়া পারভীন ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্ সহ বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দের উপস্থিতিতে বিদায়ী শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

পরিসংখ্যান বিভাগ

২৩ মে ২০১৯ বিভাগীয় সেমিনার কক্ষে পরিসংখ্যান ও সিএসই বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উভয় বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২৩ মে ২০১৯ বিভাগের পক্ষ থেকে প্রফেসর ড. মিরাজ আলী আকন্দ এবং ড. বিষ্ণুপদ বণিককে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সিএসই বিভাগ

২২ মে ২০১৯ সিএসই বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ ড. বিষ্ণুপদ বণিকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য সংবর্ধনা প্রদান করেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সিএসই বিভাগ কর্তৃক ঢাকা-রাঙামাটি-সাজেকভ্যালি-সেন্টমার্টিন-কক্সবাজার শিক্ষা সফর উদ্‌যাপন করা হয়।

২২ মে ২০১৯ পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে সিএসই বিভাগ কর্তৃক ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়।

সমাজবিদ্যা বিভাগ

১৫ জানুয়ারি ২০১৯ সমাজবিদ্যা বিভাগের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়াকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

২৯ জানুয়ারি ২০১৯ সমাজবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক (খণ্ডকালীন) শারমিন সুলতানাকে বিভাগের পক্ষ থেকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানানো হয়।

৯ মে ২০১৯ সমাজবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শবনম নাহিদ স্বাতীকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য বিভাগের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (বিবিএ প্রোগ্রাম)

ব্যবসায় **প্রশাসন বিভাগের পরিচালক প্রফেসর** ড. এ. এম. সওকত ওসমান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'College Education Development Project (CEDP)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আগামী ১৫ বছরের জন্য কলেজ শিক্ষার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত 'Focus Group Discussion (FGD)' এ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ অংশগ্রহণ করেন।

৭ অক্টোবর ২০১৯ 'College Education Development Project'-এর আওতায় বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে 'আইডিপি সাবপ্রজেক্ট বাস্তবায়ন : চ্যালেঞ্জসমূহ এবং উত্তরণের উপায়' শীর্ষক কর্মশালায় ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের পরিচালক মহোদয় অংশগ্রহণ করেন।

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রভাষক শাহনাজ আক্তারের 'Professional Accountancy Practices by the Females in Bangladesh : A Study on ICMAB' শীর্ষক প্রবন্ধটি Dhaka commerce College Journal Vol. x No. 1, December ২০১৮-এ প্রকাশিত হয়।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল প্রোগ্রামের সকল সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রথমবারের মত 'নীলকমল রিসোর্ট' শফিপুর, গাজিপুরে একদিনের আনন্দ ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়।

১ মার্চ থেকে ৫ মার্চ ২০১৯ বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল প্রোগ্রামের ৮ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'সাজেক-কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন' শিক্ষা সফর সম্পন্ন করে।

১৫ মার্চ থেকে ২০ মার্চ ২০১৯ বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল প্রোগ্রামের ৭ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'বান্দরবান-কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন' শিক্ষা সফর সম্পন্ন করে।

২৩ মে ২০১৯ বিবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রামের সকল সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'ইফতার মাহফিল ২০১৯' এর আয়োজন করা হয়।

২১ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর ২০১৯ বিবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রামের ২য় সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'রাঙামাটি-বান্দরবান-কক্সবাজার' শিক্ষা সফর সম্পন্ন করে।

২৬ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর ২০১৯ বিবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রামের পরিচালকের নেতৃত্বে ৪র্থ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'সাজেক-কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন' শিক্ষা সফর সম্পন্ন করে।

৮ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯ বিবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রামের ৬ষ্ঠ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'সাজেক - কক্সবাজার - সেন্টমার্টিন' শিক্ষা সফর সম্পন্ন করে।

বিবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের ফলাফল ও সার্বিক বিষয়াদি নিয়ে অভিভাবক সভার আয়োজন করা হয়।

এমবিএ (প্রফেশনাল)

২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষ হতে ঢাকা কমার্স কলেজে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমবিএ (প্রফেশনাল) প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন লাভ করে।

কলেজের গভর্নিং বড়ির ২৫৬তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদকে ২ (দুই) বছরের জন্য এমবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রামের পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রম ১ জুলাই ২০১৯ শুরু হয়।

গণিত বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজে গণিত বিভাগ চালু হয় ১ জুলাই ২০১৯। এ বিভাগে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সহযোগী অধ্যাপক আলেয়া পারভীন।

জীববিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে জীববিজ্ঞান বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ১ জুলাই ২০১৯ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত ১

জন সহকারী অধ্যাপক, ৩ জন প্রভাষক ও ২ জন প্রদর্শক নিয়ে এ বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে একটি প্রসিদ্ধ ল্যাব রয়েছে।

রসায়ন বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজে ১ জুলাই ২০১৯ সালে স্বাধীন বিভাগ হিসেবে রসায়ন বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। রসায়ন বিভাগে একটি প্রসিদ্ধ ল্যাব রয়েছে।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজে গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয় ১ জুলাই ২০১৯ সালে ২নং ভবনের ৭০১ নং রুমে। বর্তমানে ভবন ২-এর ৪০১ নং রুমে বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

শাখা কার্যক্রম

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শাখা

'প্রফেসর মোঃ আলী আজম গ্রন্থাগার' নামে ঢাকা কমার্স কলেজে একটি আধুনিক ও সুসজ্জিত গ্রন্থাগার রয়েছে। জ্ঞান অর্জনই গ্রন্থাগার ব্যবহারের মূল লক্ষ্য। কলেজের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এই গ্রন্থাগারের সার্বিক তথ্য সেবা পেয়ে থাকেন। কলেজ ছুটি ব্যতীত গ্রন্থাগারের কার্যক্রম প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হয়। গ্রন্থাগারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পৃথক পাঠ কক্ষ রয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই সব পাঠকক্ষে ১০০ জন শিক্ষার্থী ও ১৬ জন শিক্ষক একই সাথে লেখাপড়া করতে পারেন। গ্রন্থাগার কার্যক্রমের প্রধান কাজ হলো গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের চাহিদামাফিক বই সরবরাহ করা। সে লক্ষে¨ প্রতিবছরই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই ক্রয় করা হয়। ২০১৯ সালে গ্রন্থাগারে ২৬১টি বই সংযোজন করা হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্য ২০৭১০টি। গ্রন্থাগারে বইগুলো বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে নথিভুক্ত এবং ক্যাটালগ করা হয়। গ্রন্থাগারে রয়েছে ইংরেজি এবং বাংলা জার্নালের একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহ। গ্রন্থাগারের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কলেজ অটোমেশনের আওতায় ওয়েব বেইজড গ্রন্থাগার অটোমেশনের কাজ চলছে। www.dcclibrary.net এই পোর্টালে ভার্চুয়াল লাইব্রেরি কার্যক্রম সক্রিয় আছে।

অফিস শাখা

ঢাকা কমার্স কলেজের অফিস শাখাকে বলা হয় এ কলেজের প্রাণকেন্দ্র। এ শাখাটি কলেজের সকল বিভাগ ও শাখার মধ্যে কার্যকরী সংযোগ রক্ষার মাধ্যমে কলেজের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে এক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কলেজ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, সুশৃঙ্খল ও সময়োপোযোগীভাবে এগিয়ে নেবার জন্য এ শাখার মাধ্যমে কলেজের যাবতীয় বিধিবিধান এবং সরকারি আদেশ-নিষেধসমূহ শিক্ষার্থী-শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে যথাসময়ে অবহিত করা হয় এবং সে মোতাবেক সব কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। কলেজ প্রশাসনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অফিস শাখার মাধ্যমেই কলেজের সব শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ, যোগদান ইত্যাদি কার্যক্রম নিশ্চিত করা হয়। আর সব শিক্ষার্থীর ভর্তি ও তাদের বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল পরীক্ষা সংক্রান্ত অধিকাংশ কার্যাদিও সম্পন্ন করা হয় এ শাখার মাধ্যমেই। অফিস শাখা প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই যেন এক সংরক্ষণাগার। এ শাখায় প্রত্যেক শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্যাদি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হয় পরীক্ষা পাসের প্রশংসাপত্র এবং চাহিদামাফিক বিভিন্ন প্রত্যয়নপত্র। অফিস শাখা যেন প্রতিদিনকার ছোটখাট একটা মিলনকেন্দ্র। কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীগণকে বিভিন্ন কারণে যেমন সনদপত্র, প্রশংসাপত্র, নম্বরপত্র, প্রত্যয়ন পত্র ইত্যাদি নানাবিধ প্রয়োজনে অফিসে যোগাযোগ করতে হয়, কখনো কখনো আসেন অভিভাবকগণ। আর তাদেরকে আন্তরিক ও সততার সাথে সেবা প্রদানে এ শাখা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

হিসাব শাখা

ঢাকা কমার্স কলেজের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি শুরু থেকেই পরিকল্পিত, অধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ হয়ে আসছে। কলেজের সূচনালগ্নে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা না থাকায় বেশি বেতনের অভিজ্ঞ হিসাবরক্ষক রাখা কলেজের পক্ষে সম্ভব ছিল না বিধায় তখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষককে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে কলেজের হিসাবকার্য চালানো হত। পরবর্তীতে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োগ করে হিসাব বিভাগকে আলাদা শাখাতে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। কলেজে আলাদা হিসাব শাখা খোলার পর হিসাব বিভাগকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হিসাবে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। হিসাবপদ্ধতি ম্যানুয়াল থেকে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে রূপান্তরিত এবং পাশাপাশি দুইটি পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করায় কাজের পরিধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ৩ জন হিসাব সহকারী ও ১ জন পিওন দায়িত্বরত আছেন।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের ভিত্তি নিয়মিত সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য রয়েছে ১টি সুশৃঙ্খল ও স্বতন্ত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা। পরীক্ষা

নিয়ন্ত্রণ শাখা পরীক্ষা কমিটি ও অ্যাকাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ, পরীক্ষাসূচি ঘোষণা, পরীক্ষার উত্তরপত্র, খাম ও পরীক্ষা সরঞ্জামাদি ক্রয় বা তৈরি, রেজিস্টার সংরক্ষণ, কক্ষভিত্তিক ভাগকরণ, প্রশ্নপত্র গ্রহণ, মডারেশন, কম্পোজ, প্রিন্ট, প্যাকিং ও সংরক্ষণ, কক্ষ প্রত্যবেক্ষকদের এবং কর্মীদের ফ্লোর ডিউটি রোস্টার প্রণয়ন, পরীক্ষার তারিখ ও ছবিসহ প্রবেশপত্র প্রিন্ট এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ, সিটপ্লান ও স্টিকার তৈরি ও লাগানো, ফলাফল প্রস্তুত এবং হার্ডকপি বিভিন্ন বিভাগে প্রেরণ ও টানানো, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং এসএমএস করে অভিভাবকদের জানানো, পরীক্ষার উত্তরপত্র প্রত্যবেক্ষকদের নিকট প্রদান, উত্তরপত্র গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ, তত্ত্বীয় সৃজনশীল উত্তরপত্র মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের তালিকা ও উত্তরপত্রের রেঞ্জ গ্রহণ ও নম্বর ওয়েবসফটওয়্যারে ইনপুটের পারমিশন দেওয়া, শ্রেণিকক্ষে উত্তরপত্র দেখানোর বিজ্ঞপ্তি প্রদান, ইনপুট দেওয়া নম্বরের প্রিন্ট কপি এবং সংশোধিত নম্বরের কপি গ্রহণ, অ্যাকাডেমিক কমিটি ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে ফলাফল উপস্থাপন, অভিভাবক সভা আহ্বান, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা ডিউটি, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা বিল প্রণয়ন ও হিসাব শাখায় প্রেরণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

প্রকৌশল শাখা

ঢাকা কমার্স কলেজে রয়েছে স্বতন্ত্র প্রকৌশল শাখা এবং এ শাখার মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ বেসরকারি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১৯ সালের প্রকৌশল শাখার কার্যক্রম নিম্নরূপ :

১। অ্যাকাডেমিক ভবন ১-এর সব শ্রেণি কক্ষে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

২। আবাসিক ভবন ৩ (অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ বাসভবন) নির্মাণ করা হয়েছে।

৩। আবাসিক ভবন ৩ এ ৪৫০ কেজি লিফ্ট স্থাপন করা হয়েছে।

৪। কলেজ ক্যাম্পাসে Fire Protection System স্থাপন করা হয়েছে।

৫। মিরপুর গুদারাঘাটে কর্মচারীদের আবাসন প্লটের সাথে নতুন ৪.৮ শতাংশ জমি ক্রয় এবং কর্মচারীদের আবাসনের জন্য নতুন ৭টি রুম নির্মাণ করা হয়েছে।

মেডিক্যাল শাখা

কলেজের ২য় তলায় রয়েছে মেডিক্যাল শাখা। এখানে ১ জন পূর্ণকালীন মেডিক্যাল অফিসার, ১ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স ও ১ জন সহকারী নার্স দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৯ সালে ৬২৪৩ জন ব্যক্তি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন। ঢাকা কমার্স কলেজ ১নং অ্যাকাডেমিক ভবনের ২য় তলায় রয়েছে চিকিৎসা কেন্দ্র। এর কার্যক্রমসমূহ হলো– অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জরুরি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, শারীরিক বা মানসিক সমস্যাজনিত ছুটি মঞ্জুরের ব্যাপারে প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান, কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের চিকিৎসায় সহযোগিতা প্রদান, শিক্ষক-কর্মকর্তাগণের বার্ষিক স্বাস্থ্য প্রতিবেদন প্রদান, ক্রীড়া শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান প্রভৃতি।

নিরাপত্তা শাখা

২০১৮ সালে কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ স্বতন্ত্র নিরাপত্তা শাখা গঠন করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরা, আর্চওয়ে গেইট, ওয়াকিটকি ও মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে শাখার ২৫ জন কর্মী সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে থাকে। নিরাপত্তা শাখার মূল ভূমিকা হলো যে-কোনো পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের জানমালসহ যাবতীয় সম্পদ/সম্পত্তি ও গোপনীয় তথ্যাবলি ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান। সংক্ষেপে নিরাপত্তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো 'TOTAL LOSS PREVENTION'. ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিরাপত্তা রক্ষায় নিরাপত্তা প্রহরী থাকলেও আলাদা কোনো শাখা ছিল না, প্রশাসন শাখার অধীনে নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ১ জানুয়ারি ২০১৬ নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। বর্তমানে এ শাখায় একজন কর্মকর্তা, ২৩ জন গার্ড ও একজন মালীসহ সর্বমোট ২৫ জন জনবল বিদ্যমান। কলেজের বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক মজবুত ও শক্তিশালী। ২০১৮ সালে অ্যাকাডেমিক ভবন-১ সহ ক্যাম্পাসে ৮০টি সিসি ক্যামেরা ছিল। ২০১৯ সালে অ্যাকাডেমিক ভবন-২ এর ভিতর এবং বাইরে নতুনভাবে আরও ১০৩টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। অ্যাকাডেমিক ভবন দুটির প্রবেশ পথে অত্যাধুনিক ৩টি আর্চওয়ে গেইট স্থাপন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ক্যাম্পাসটি সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিরাপত্তার চাদরে আবৃত, যা দিবা-রাত্রি ২৪ ঘণ্টা চলমান এবং ধারণকৃত ফুটেজ রেকর্ড করে থাকে।

ছাত্রী হোস্টেল

ঢাকা কমার্স কলেজ ছাত্রী হোস্টেল ২০১২ সালের ১ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে কলেজ ক্যাম্পাস সংলগ্ন বিল্ডিংয়ে পরিচালিত হয়ে আসছিল। ২০১৭ সালের ৬ জুলাই রোড- ৬, বাড়ি- ২৫ ও ২৭ রূপনগর আবাসিক এলাকায় ১০ কাঠার প্লটে ঢাকা কমার্স কলেজের নিজস্ব ভবনে ছাত্রী নিবাসটি স্থানান্তরিত হয়। ছাত্রী নিবাসটি উদ্‌বোধন করেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। বর্তমানে এই হোস্টেলে একাদশ, দ্বাদশ, সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির মোট ১০৪ জন ছাত্রী রয়েছে। তাছাড়া বিইউবিটি-র ছাত্রীদের জন্য কিছু সিট বরাদ্দ রয়েছে। এখানে ১ জন ম্যানেজারসহ মোট ৭ জন স্টাফ কর্মরত আছে। ছাত্রী নিবাসে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন

রাখার জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে। ছাত্রী নিবাসে প্রতিমাসের শেষ সপ্তাহে বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হয়। ২০১৯ সালের ২০ এপ্রিল হোস্টেল প্যারেন্টস ডে উদ্‌যাপন করা হয়। সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং রূপনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ শাহ আলম।

২০১৮ সালের ১১ আগস্ট একাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য এবং বিইউবিটির প্রক্টর প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান এবং ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির অভিভাবক প্রতিনিধি শামীমা সুলতানা।

ক্লাব কার্যক্রম

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব

১৮ আগস্ট ২০০১ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ গঠিত হয়। 'সেবার মাধ্যমে বন্ধুত্ব'- এ আন্তর্জাতিক শ্লোগান নিয়ে এবং 'জ্ঞান অর্জন করো, বন্ধুত্ব গড়ো এবং স্বাবলম্বী হও'- এই ক্লাব থিম নিয়ে ক্লাবটি প্রতি বছর কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। আন্তর্জাতিক এ সংগঠনটির অভিভাবক হচ্ছে রোটারি ক্লাব অব ঢাকা পল্টন। ক্লাবটির চার্টার প্রেসিডেন্ট ও মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম এবং ২০১৯-২০ বর্ষে ক্লাব প্রেসিডেন্ট হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র মোঃ নাবির হোসেন ও সচিব দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী আয়েশা ইসলাম। ২০১৯ সালের ক্লাবের কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

১। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের খাবার বিতরণ : জাতীয় সমাজকল্যাণ দিবস উপলক্ষ্যে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ ২ জানুয়ারি ২০১৯ ঢাকার মিরপুরে শিয়ালবাড়ি ঝিলপাড় বস্তিতে পথযাত্রা পাঠশালা প্রাঙ্গণে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক যুব সেবা সংগঠন রোটার‍্যাক্ট আন্তর্জাতিকের ৯টি দেশের ২৯টি জেলার ৬৫টি রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের উদ্যোগে ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়ার প্রত্যয়ে 'মিলিয়ন ডলার স্মাইল' শ্লোগান নিয়ে 'হোপ' শিরোনামে কর্মসূচি আয়োজন করে। ভারতের রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব মাহেলা-র আহ্বানে এ কর্মসূচিতে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম পালন করে।

২। জাতীয় রোটার‍্যাক্ট প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন : জাতীয় রোটার‍্যাক্ট প্রিমিয়ার লিগ 'আরপিএল ২০১৯' এ ক্রিকেট খেলায় রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার পূর্ব দেলপারা খেলার মাঠে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৩। ভাষাজ্ঞান প্রতিযোগিতা : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজে ২য় ভাষাজ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

৪। শিক্ষা, পেশা ও জীবনের জন্য যুবকদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সেমিনার : রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোগে 'শিক্ষা, পেশা ও জীবনের জন্য যুবকদের মানসিক স্বাস্থ্য' বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ইন্সটিটিউট অব কস্ট এন্ড একাউন্টস বাংলাদেশের প্রাক্তন সহসভাপতি রোটারি গভর্নর এএফএম আলমগীর এফসিএ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম ও রোটারি ক্লাব অব ঢাকা পল্টনের সভাপতি মুহাম্মদ আলী। রিসোর্স পার্সন ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটের ডেপুটি জাতীয় কমিশনার মোঃ জিয়াউল হুদা হিমেল। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন জেলা রোটার‍্যাক্ট কমিটি চেয়ারম্যান এডভোকেট ড. মোঃ ইকবাল করিম, ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এস এম আলী আজম, বাংলাদেশ স্কাউটের ডেপুটি জাতীয় কমিশনার মোঃ জিয়াউল হুদা হিমেল প্রমুখ।

৫। চার্টার ডে উদ্‌যাপন : ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ক্লাবের ১৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

৬। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় খাবার ঘর : ৩ মার্চ ২০১৯ পল্লবীস্থ সিটি ক্লাব মাঠে কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থানে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোগে 'রসনা বিলাস' নামে খাবার ঘর দেয়া হয়।

৭। রোটার‍্যাক্ট সপ্তাহ উদ্‌যাপন : ১৩ মার্চ ২০১৯ রোটার‍্যাক্ট আন্তর্জাতিকের ৫১ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনে রোটার‍্যাক্ট সেবা সপ্তাহ উদ্‌বোধন করা হয়।

৮। রোটার‍্যাক্ট জাতীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন : রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের স্বাগতিকতায় রোটার‍্যাক্ট জেলা সংগঠন ৩২৮১ বাংলাদেশ আয়োজিত জাতীয় যুব প্রশিক্ষণ '৩৬তম রোটার‍্যাক্ট জেলা এসেম্বলি-ইনসাইট ২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩ মে ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজের প্রফেসর কাজী ফারুকী অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে দ্বৈত খেতাবধারী বীর উত্তম ও বীর বিক্রম নৌ-কমান্ডো 'অপারেশন জ্যাকপট' এর কমান্ডার কমোডর আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রোটারি গভর্নর এএফএম আলমগীর এফসিএ, গভর্নর ইলেক্ট এম খায়রুল আলম, গভর্নর নমিনি ডেজিগনেটেড ব্যারিস্টার মুতাসিম বিল্লাহ ফারুকী, ডিস্ট্রিক্ট রোটার‍্যাক্ট কমিটির চেয়ারম্যান ডিআরসিসি ড. মোঃ ইকবাল করিম, ডিআরসিসি ইলেক্ট মোঃ মকবুল হোসেন, ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ

শফিকুল ইসলাম, ক্লাব মডারেটর এস এম আলী আজম, রোটারি ক্লাব অব ঢাকা পল্টনের সভাপতি মোহাম্মদ আলী ও সভাপতি ইলেক্ট মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, রোটার‍্যাক্ট পার্টনার ইন সার্ভিস কমিটি চেয়ারম্যান পিএসসিসি ফরহাদ হোসেন বিপু, ডিস্ট্রিক্ট রোটার‍্যাক্ট রিপ্রেজেনটেটিভ ডিআরআর সাহাজ উদ্দিন ঢালী, ডিআরআর ইলেক্ট মোঃ আবু বকর সিদ্দিক রূপম, ডিআরআর নিমিনি কাওসার আহমেদ রুবেল, প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান তানভীর আহমেদ ও ক্লাব সভাপতি ইলেক্ট মোঃ নাবির হোসেন। রোটার‍্যাক্ট জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে দেশের প্রায় ২শ ক্লাবের ৫ শতাধিক রোটার‍্যাক্ট সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

৯। রোটার‍্যাক্ট জাতীয় পেসেটস্ : ৪ মে ২০১৯ কেন্দ্রীয় কচিকাঁচা মিলনায়তনে ৩৬তম রোটার‍্যাক্ট জাতীয় প্যাসেটস্ (প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ও সেক্রেটারি ইলেক্ট ট্রেনিং সেমিনার) অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ক্লাবের ৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে।

১০। ইফতার মাহফিল : ১১ মে ২০১৯ এই ক্লাবের ১৮তম ইফতার মাহফিল স্থানীয় পিৎজা ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়।

১১। রোটারি র‍্যালি : ১ জুলাই ২০১৯ ক্লাব সদস্যবৃন্দ সেগুনবাগিচা-ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট রোটারি-রোটার‍্যাক্ট বর্ষবরণ আনন্দ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে।

১২। কলার হ্যান্ডওভার : ৫ জুলাই ২০১৯ বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে রোটার‍্যাক্ট জেলা কলার হ্যান্ডওভার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ক্লাব সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সভাপতির দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়।

১৩। ক্যারিয়ার সেমিনার : ৭ জুলাই ২০১৯ ক্যারিয়ার উন্নয়ন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম ও বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ। অনুষ্ঠানে খেলাধুলায় ক্যারিয়ার ও ক্লাব সেবা বিষয়ে রিসোর্স পার্সন ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ডিএলএস ম্যানেজার ও রংপুর রাইডার্সের লজিস্টিক ম্যানেজার একেএম আহসানুর রহমান মল্লিক রনি, ক্যারিয়ার ইন আইটি বিষয়ে রিসোর্স পার্সন ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক এস এম আলী আজম, ভাষা শিক্ষা ও জাপানে উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে রিসোর্স পার্সন ছিলেন জাপান ওয়াসেদা ইউনিভার্সিটির গবেষক ফরহাদ হোসেন বিপু।

১৪। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি : ১৩ জুলাই ২০১৯ এই ক্লাব ঢাকা কমার্স কলেজের এলাকায় রোটার‍্যাক্ট ক্লাব '৬ষ্ঠ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ২০১৯' আয়োজন করে।

১৫। ৮ম ক্যারিয়ার কনফারেন্স : ঢাকা কমার্স কলেজ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব ও আমেরিকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এর উদ্যোগে ২৮ জুলাই ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ কনফারেন্স হলে ৮ম ফ্রি ক্যারিয়ার কনফারেন্স ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে 'সিভি রাইটিং, ইন্টারভিউ টেকনিকস, হায়ার এডুকেশন এন্ড সফট্ স্কিলস ফর ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট (অ্যাকাডেমিকস) ও ডিন (ব্যবসায় প্রশাসন) প্রফেসর ড. চালর্স সি. ভিল্লান্যুইভা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এএফএম শফিকুর রহমান, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং উপাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ক্লাব মডারেটর এস এম আলী আজম। ভূমিকা বক্তব্য রাখেন এআইইউবি'র হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ ফরিদুল আলম। অনুষ্ঠান সমন্বয়কারী ছিলেন এআইইউবি'র সিনিয়র সহকারী অধ্যাপক মোঃ হামিদুল ইসলাম। প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান ছিলেন রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের নির্বাচিত সভাপতি মোঃ তরিকুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন ক্লাব সভাপতি মোঃ নাবির হোসেন। ক্যারিয়ার কনফারেন্সে রিসোর্স পারসন্স ছিলেন এআইইউবি'র হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ফরিদুল আলম, ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শিবলী আহমেদ খান, ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ আসিফ কামাল, মার্কেটিং বিভাগের সিনিয়র সহকারী অধ্যাপক স্ট্যানলি রডরিক ও মোঃ হামিদুল ইসলাম এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ মেহজাবুল হক নাহিদ।

১৬। ৯ম ক্যারিয়ার কনফারেন্স : ২৯ জুলাই ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ কনফারেন্স হলে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোগে ৯ম ক্যারিয়ার কনফারেন্স ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে রিসোর্স পারসন ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেট ট্রেনার শামীম এইচ নাহিন এবং হেড অব উইনার ও রেডিও একাত্তর এর কো-অর্ডিনেটর মোঃ মিরাজ হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের সভাপতি মোঃ নাবির হোসেন। প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান ছিলেন রো. আহাদ মির্জা। কনফারেন্সে সংবাদ লিখন, রিপোর্টিং, উপস্থাপনা, উচ্চারণ, সাক্ষাতকার ইত্যাদি বিষয়ে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করেন ক্লাব মডারেটর এস এম আলী আজম।

১৭। রোটার‍্যাক্ট এ্যাওয়ার্ড : ২১ জুন ২০১৯ সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের শহিদ শফিউর রহমান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত রোটার‍্যাক্ট জেলা এ্যাওয়ার্ড 'প্রেরণা'-এ ক্লাবের ২১ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে। দেশের ২৪১টি রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের বার্ষিক কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ এ বছর ৭টি

পুরস্কার অর্জন করে ও দেশের অন্যতম সেরা ক্লাবের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ক্লাব এ্যাওয়ার্ডসমূহ হলো : ১ম সেরা ১০০% নিয়মিত সভা, ১ম সেরা জোনাল সচিব (মো. নাবির হোসেন), ২য় সেরা জোনাল প্রতিনিধি (তানভীর আহমেদ), ৩য় সেরা বুলেটিন প্রকাশনা, ৫ম সেরা ক্লাব, এক্টিভ প্রেসিডেন্ট (মো. মিজানুর রহমান) ও ৭ম সেরা প্রমিজিং রোটার্যাক্টর (আয়েশা ইসলাম)।

১৮। জেলা অভিষেক : ২৬ জুলাই ২০১৯ রোটার্যাক্ট জেলা অভিষেক 'ফ্যান্টাসি ২০১৯' বাংলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এ ক্লাব সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য উপস্থিতি অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

১৯। বন্ধুত্ব দিবস উদ্‌যাপন : আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস উপলক্ষ্যে ৪ আগস্ট ২০১৯ রোটার্যাক্ট ক্লাব অব পর্বত পোখরা- নেপালের সাথে যৌথভাবে বন্ধুত্ব দিবস পালন করা হয়।

২০। দেয়ালিকা প্রকাশ : জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ১৫ আগস্ট ২০১৯ ক্লাবের উদ্যোগে দেয়ালিকা 'তুমিই বাংলাদেশ' প্রকাশ করা হয়। দেয়ালিকা উদ্‌বোধন করেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডি'র সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল।

২১। যৌথসভা : ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ ক্লাবসহ ১১টি ক্লাব ও ২৯ নভেম্বর ২০১৯ সালে ১২টি ক্লাব যৌথসভা আয়োজন করে।

২২। ইদ পুনর্মিলনী : ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেনে ক্লাব সদস্যদের নিয়ে ইদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

২৩। ক্লাব অ্যাসেম্বলি : ১১ অক্টোবর ২০১৯ কলেজের হলরুম ১৯তম ক্লাব অ্যাসেম্বলি আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্লাব সদস্যেদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

২৪। ভারত ভ্রমণ : ১৫-২০ অক্টোবর ২০১৯ ভারতের দার্জিলিংয়ে রোটার্যাক্ট জেলা ইন্টারন্যাশনাল ট্যুর অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রমণে ক্লাবের ৬ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে।

২৫। পোলিও দিবস র‌্যালি : ২৪ অক্টোবর ২০১৯ রবীন্দ্র সরোবরে বিশ্ব পোলিও দিবস উপলক্ষ্যে রোটারি র‌্যালিতে ক্লাবের ৬ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে।

২৬। ইউএসএইড-এর যুবশক্তি বিষয়ক যুবসভা আয়োজন : রোট্যার্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের স্বাগতিকতায় ২৯ অক্টোবর ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ কনফারেন্স হলে ইউএসএইড-এর যুবশক্তি বিষয়ক যুব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যুবশক্তি, ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং একাধিকত্ববাদ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। যুব সভায় সেলিব্রেটি অতিথি ছিলেন মিস বাংলাদেশ ২০০৭, আইসিসি উপস্থাপক ও অভিনেত্রী এ্যাডভোকেট জান্নাতুল ফেরদৌস পিয়া। যুব সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. এফ. এম. শফিকুর রহমান ও উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রিসোর্স পারসন ছিলেন 'সবাই ভিন্ন একসাথে অনন্য' কর্মসূচির কো-অর্ডিনেটর সাইদুল হক তানজিম ও আউটবক্স লিমিটেডের পরিচালক একেএম শওকত পারনেল।

২৭। সুন্দরবন ভ্রমণ : ১ ও ২ নভেম্বর ২০১৯ ক্লাবের ১২ জন সদস্য সুন্দরবন ভ্রমণ এবং বাগেরহাট খান জাহান আলী মাজার ও ষাট গম্বুজ মসজিদ পরিদর্শন করে।

২৮। ফ্রি ডায়াবেটিস টেস্ট ও ব্লাড গ্রুপিং : বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষ্যে রোটার্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ ও রোটারি ক্লাব অব ঢাকা পল্টন এর যৌথ উদ্যোগে ১৪ নভেম্বর ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজের সম্মুখে ৬ষ্ঠ ফ্রি ডায়াবেটিস টেস্ট এবং ৭ম ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়।

২৯। ডিআরআর অফিসিয়াল ক্লাব ভিজিট : রোটার্যাক্ট জাতীয় প্রতিনিধি-ডিআরআর অফিসিয়াল ক্লাব ভিজিট ১৮ নভেম্বর ২০১৯ পিৎজা কুইন রেস্তোরায় অনুষ্ঠিত হয়।

৩০। রোটার্যাক্ট ডিস্ট্রিক্ট হ্যাং আউট আয়োজন : ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ রোটার্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের সহযোগিতায় যমুনা ন্যাচারাল পার্কে রোটার্যাক্ট ডিসট্রিক্ট হ্যাং আউট-রিফ্রেশ ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এ ক্লাবের সকল সদস্য এবং অন্যান্য ৩৪টি ক্লাবের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৩১। ১৯তম ক্লাব অভিষেক : ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ যমুনা ন্যাচারাল পার্কে রোটার্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের ১৯তম ক্লাব অভিষেক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির সদস্যেদের পরিচিত করানো হয়।

৩২। বিজয় দিবস উদ্‌যাপন : ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ রোটার্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের সহযোগিতায় বৃহত্তর মিরপুরের ১৬টি রোটারি, রোটার্যাক্ট ও ইন্টার্যাক্ট ক্লাবের উদ্যোগে কলেজের কনফারেন্স হলে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার (অব.) ইঞ্জিনিয়ার নিতাই চাঁদ দাসকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

৩৩। নিয়মিত সভা : ২০১৯ সালে ক্লাবের ২৫টি নিয়মিত সভাসহ এ পর্যন্ত ক্লাবের মোট ৪৬৩টি নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩৪। বুলেটিন প্রকাশ : ক্লাব কার্যক্রম নিয়ে এ বছর ক্লাবের মাসিক বুলেটিন 'ক্রাউন' এর ১২ সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।

সমাজকল্যাণ ক্লাব

২১ জুলাই ২০১৮ শিক্ষার্থীদের নিয়ে সামাজিক কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাব গঠিত হয়। ক্লাবের প্রত্যয় 'মানবতার জন্য সহায়তার হাত' (Helping Hands for Humanity)। ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাবের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম হচ্ছে– রক্তদান, ব্লাড গ্রুপিং, টিকাদান, ডায়াবেটিস টেস্ট, হেলথ চেকআপ, হেলথ ক্যাম্প, শীতবস্ত্র বিতরণ, ত্রাণ বিতরণ, বিশুদ্ধ খাদ্য সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা, শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা সহায়তা, সুবিধাবঞ্চিতদের সহায়তা ইত্যাদি। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম। ক্লাবের সভাপতি ব্যবস্থাপনা সম্মান ৪র্থ বর্ষের ছাত্র প্রসেনজিত বিশ্বাস প্রত্যয়। ২০১৯ সালে ক্লাব মডারেটর ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল। ২০১৯-২০ বর্ষে ক্লাব সভাপতি হিসাববিজ্ঞান সম্মান ৪র্থ বর্ষের ছাত্র নিলয় পারভেজ ও সাধারণ সম্পাদক উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্র সাকিব হাসান। ২০১৯ সালে সমাজকল্যাণ ক্লাবের কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ :

১। জাতীয় সমাজকল্যাণ দিবসে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পোশাক বিতরণ : জাতীয় সমাজকল্যাণ দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাব ২ জানুয়ারি ২০১৯ ঢাকার মিরপুরে শিয়ালবাড়ি বস্তিতে পথযাত্রা পাঠশালা প্রাঙ্গণে সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও প্রবীণ মহিলাদের শীতবস্ত্র ও নতুন পোশাক বিতরণ কার্যক্রম পালন করে।

২। শীতার্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ : ১৬ জানুয়ারি ২০১৯ মধ্যরাতে ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটরের নেতৃত্বে ক্লাব সদস্যবৃন্দ মিরপুর শাহ আলী মাজার ও রাস্তায় শীতার্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।

৩। ভালোবাসা দিবসে ব্যতিক্রমী কর্মসূচি : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষ্যে সমাজকল্যাণ ক্লাবের সদস্যবৃন্দ ঢাকা কমার্স কলেজ রোডে পথশিশু, দরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তি, ভিক্ষুক ও নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে গোলাপ ফুল ও খাবার বিতরণ করেন।

৪। সততা বই ঘর : শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতার বিকাশ ঘটাতে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ শহিদ মিনার সংলগ্ন মাঠে ২য় বইমেলায় সমাজকল্যাণ ক্লাব বিক্রেতাবিহীন 'সততা বই ঘর' দোকান দেয়।

৫। ভাসানটেক বস্তিতে আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের বস্ত্র বিতরণ : রাজধানী ঢাকার ভাসানটেক বস্তিতে আগুন লেগে পুড়ে সর্বস্ব হারানো অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে ৪ মার্চ ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাবের সদস্যরা সাহায্য করে। উল্লেখ্য, ২৮ ফেব্রুয়ারি রাতে ভাসানটেক বস্তিতে আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় বস্তির চারশত পরিবার।

৬। সততা খাবার ঘর : ৩ মার্চ ২০১৯ পল্লবীস্থ সিটি ক্লাব মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্থানে সমাজকল্যাণ ক্লাব বিক্রেতাবিহীন 'সততা খাবার ঘর' দেয়।

৭। ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্প : ১৯ মার্চ ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজে প্রথম ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাবের উদ্যোগে কলেজ হলরুমে এ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্প সহযোগিতায় ছিল পেপসোডেন্ট। ক্যাম্প উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্যাম্প উদ্‌বোধন করেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল, সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক এস এম আলী আজম, ক্লাব মডারেটর মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল, ক্লাব সভাপতি প্রসেনজিত বিশ্বাস, পেপসোডেন্ট সুপারভাইজার তানজিনা আক্তার বিনি, ব্র্যান্ড ম্যানেজার আসিক জামাল তন্ময় ও মোঃ মেহেদী হাসান। দাঁত ও মুখের যত্ন এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডেন্টাল সার্জন ডা. আতিক মেহেদী। এরপর কলেজের সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পেপসোডেন্টের সৌজন্যে ৩৬ হাজার পিস পেস্ট বিতরণ করা হয়।

৮। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস রক্তদান ও ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি : মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৯-৩১ মার্চ ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও বিনামূল্যে ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং বিনামূল্যে ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মোঃ আসলামুল হক। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, গভর্নিং বডির সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল প্রমুখ।

৯। দুস্থ মহিলাদের মাঝে স্বাস্থ্য উপকরণ : ২৬ মার্চ ২০১৯ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শিয়ালবাড়িতে পথ শিশু ও দুস্থ মহিলাদের মাঝে স্বাস্থ্য উপকরণ ও খাবার বিতরণ করা হয়।

১০। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন : 'জরা-জীর্ণ-যন্ত্রণা থেকে শিশুদের বাঁচাও'– এ প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাবের উদ্যোগে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে পহেলা বৈশাখ ১৪২৬ উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ১৪ এপ্রিল ২০১৯ মিরপুরে 'আলোর খোঁজে' পাঠশালায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের চিত্রাঙ্কন, সাধারণজ্ঞান ও হাতের লেখা প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং স্বাস্থ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

১১। শ্রমিক দিবসে শ্রমজীবী মানুষের জন্য ব্যতিক্রমী কর্মসূচি : 'শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, উন্নয়নের শপথ করি'-এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাবের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে শ্রমজীবী মানুষের জন্য ব্যতিক্রমী কর্মসূচি পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ১ মে ২০১৯ ক্লাবের পক্ষ থেকে রিকশাচালক শ্রমিকদের গামছা ও স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

১২। বিশ্ব মা দিবস পালন : বিশ্ব মা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১২ মে ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাবের উদ্যোগে ঢাকার মিরপুর শিয়ালবাড়ি বস্তিতে 'সুরভি' স্কুলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মায়েদের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মায়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মায়েদের প্রতি সন্তান ও সমাজের দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফ-সুরভী স্কুলের শিক্ষা অফিসার তানজিমা আক্তার শিউলি, শিয়ালবাড়ি সুরভী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রূপালী জাহান ও ক্লাব সদস্যবৃন্দ।

১৩। বিশ্ব রক্তদাতা দিবস পালন : বিশ্ব রক্তদাতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে 'যদি হই রক্তদাতা, জয় করবো মানবতা'- এ প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাবের উদ্যোগে ১৪ জুন ২০১৯ মিরপুর রাইনখোলা বটতলায় জনসাধারণের জন্য ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ও স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

১৪। বার্ষিক সাধারণ সভা : ২৯ জুন ২০১৯ ঢাকার মিরপুরে পিৎজা কুইন রেস্টুরেন্টে ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাবের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণ সভায় ক্লাবের ৩১ সদস্য বিশিষ্ট বার্ষিক কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০১৯-২০ গঠন করা হয়।

১৫। নারী নিপীড়ন বিরোধী আলোচনা সভা ও শপথ আয়োজন : ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাব প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২১ জুলাই ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ কনফারেন্স হলে নারী নিপীড়ন বিরোধী আলোচনা সভা ও শপথগ্রহণ, স্বেচ্ছাসেবী স্মারক বিতরণ, নবীনবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. এফ. এম. শফিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

১৬। রিকশা শ্রমিকদের ছাতা বিতরণ : ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২১ জুলাই ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাবের পক্ষ থেকে মিরপুর ঝিলপাড় বস্তিতে রিকশা শ্রমিকদের মাঝে ছাতা বিতরণ করা হয়।

১৭। মরণোত্তর চক্ষুদান ও চক্ষু সেবায় ব্যতিক্রমী উদ্যোগ : মরণোত্তর চক্ষুদান ও চক্ষু সেবায় ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাব ব্যতিক্রমী কর্মসূচি পালন করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ২৭-২৮ আগস্ট ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাব কলেজ হলরুমে স্বেচ্ছায় মরণোত্তর চক্ষুদান কর্মসূচি ও ফ্রি আই ক্যাম্প কর্মসূচি পালন করে। কলেজে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছায় মরণোত্তর চক্ষুদান ও ফ্রি আই ক্যাম্প উদ্‌বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও গভর্নিং বডি-র সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল, কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. এফ. এম. শফিকুর রহমান, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ প্রমুখ।

১৮। জাতীয় শোক দিবস রক্তদান ও ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ২৭-২৮ আগস্ট ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাব কলেজ হলরুমে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি ও ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি পালন করে। স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন সন্ধানী চক্ষু হাসপাতালের পরিচালক ও চিফ কনসালট্যান্ট প্রফেসর ডা. মালিক ইফ্‌তেখার সিদ্দীক, ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন সাবেক কারা মহাপরিদর্শক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খাঁন এনডিসি।

১৯। স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি : 'যদি হয় রক্তদাতা জয় করবো মানবতা'- এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাবের আয়োজনে ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় ২১ অক্টোবর ২০১৯ কলেজ হলরুমে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি ২০১৯ এর আয়োজন করা হয়। স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. এফ. এম. শফিকুর রহমান। সাথে উপস্থিত ছিলেন শাহ আলী থানার অফিসার্স ইনচার্জ মোঃ জাহিদুর রহমান, পুলিশ ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ মোঃ হারুন-অর-রশিদ, শাহ আলী থানার সাব-ইন্সপেক্টর মোঃ খোকন মিয়া, শাহ-আলী থানার এসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর বাবু মিয়া। আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ (ব্যবসায় শিক্ষা) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ (বিজ্ঞান শাখা) প্রফেসর মোঃ ড. আবু মাসুদ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল, সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক এস এম আলী আজম, সমাজকল্যাণ ক্লাবের মডারেটর মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল। সকলের সহযোগিতায় একদিনে ৮৭ ব্যাগ রক্তদান করা হয়।

২০। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন : ২৮তম বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস

পালন উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাব ৩ ডিসেম্বর ২০১৯ মিরপুর রাইনখোলা প্রতিবন্ধী স্কুলের সামনে জনসাধারণের জন্য ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইনের আয়োজন করে। 'সাম্য ও অভিন্ন যাত্রায় প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়ন'- এ প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।

২১। বিজয় দিবস রক্তদান ও ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি : মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাব কর্তৃক ১৬-১৭ ডিসেম্বর স্বেচ্ছায় রক্তদান ও ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি ২০১৯ আয়োজন করা হয়। স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন বীরপ্রতীক, স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত, লেখক ও গবেষক লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির। ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইন উদ্‌বোধন করেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। কর্মসূচিতে ৮৩ জন ছাত্র-ছাত্রী স্বেচ্ছায় রক্তদান করে এবং ১৫১ জন ছাত্র-ছাত্রীর ব্লাড গ্রুপিং নির্ণয় করা হয়।

২২। ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্প : মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাব কর্তৃক ১৬-১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্প আয়োজন করে। কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন বীরপ্রতীক, স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত, লেখক ও গবেষক লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির।

২৩। মুমূর্ষু রোগীদের রক্তদান : ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাবের সদস্যবৃন্দের সহযোগিতায় ২০১৯ সালে বিভিন্ন হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগীদের ব্যক্তি পর্যায়ে ১৩৯ ব্যাগ রক্তদান করে।

২৪। প্রতিবেদন প্রকাশ : ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাবের কার্যক্রমের ওপর এবছর বিভিন্ন সংবাদপত্রে ২৭টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞান ক্লাব

ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান ক্লাব গঠিত হয় ১৩ মার্চ ২০১৯। 'মানবতার জন্য সৃষ্টি' (Creation for Humanit) স্লোগান নিয়ে ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাবের ফেসবুক পেইজ, ফেসবুক গ্রুপ ও টুইটার একাউন্ট Dhaka Commerce Science Club. ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সিএসই বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র জাহিদ ইসলাম শুভ ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সুরাইয়া মাহমুদ রুকু। ২০২০ সালের ক্লাব মডারেটর প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক মোঃ নাজমুল হক, সভাপতি বিবিএ ৩য় বর্ষের ছাত্র পার্থ সারথী দাস ও সাধারণ সম্পাদক একাদশ শ্রেণির ছাত্র মাহির শাহরিয়ার পুণ্য। প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই ক্লাবটি বহুমাত্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতা ও কর্মসূচি সম্পাদনে সুনাম ও সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৯ সালে ক্লাবটির কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১। ক্লাব গঠন সংক্রান্ত সভা : ১৩ মার্চ ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান ক্লাবের প্রথম প্রস্তুতি সভা ও আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সভায় বিজ্ঞান শাখা ও বিজ্ঞান ক্লাব গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। সভায় ১৫ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেন ক্লাব মডারেটর এস এম আলী আজম।

২। সভা অনুষ্ঠান : ২০১৯ সালে বিজ্ঞান ক্লাব নিয়মিত ও বিশেষ ১১টি সভা অনুষ্ঠান করে।

৩। চন্দ্র বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সেমিনার : ঐতিহাসিক চন্দ্র বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২০ জুলাই ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্যোগে কলেজ কনফারেন্স হলে 'মহাকাশ গবেষণায় বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট : সুযোগ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ফিরোজ আলম খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. এফ. এম. শফিকুর রহমান। স্বাগত ভাষণ দেন বিজ্ঞান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর এস এম আলী আজম। মুখ্য আলোচক ছিলেন কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ আহাদুজ্জামান দিরাজ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক মোঃ নাজমুল হক ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মোঃ শামিউল আলম। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থী মোঃ কামাল হোসেন, রিয়াজুল ইসলাম সাকিব, আলিফ আহমেদ ও মিথিলা তাসফিয়াহ। সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের জন্য অনলাইনে বিজ্ঞান কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র প্রদান করেন প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. ফিরোজ আলম খান।

৪। মহাকাশ গবেষণা বিষয়ক সভা : ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ কলেজের অডিটোরিয়ামে ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্যোগে মহাকাশ গবেষণা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বুয়েটে অনুষ্ঠিতব্য ৪র্থ জাতীয় মহাকাশ গবেষণা উৎসবে ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান ক্লাবের প্রকল্প উপস্থাপন বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় বিজ্ঞান ক্লাবের ৩ শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিল।

৫। ৫ম বিএন কলেজ সাইন্স ফ্যাস্টিভালে অংশগ্রহণ : ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বিএন কলেজ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৫ম বিএন কলেজ সাইন্স ফ্যাস্টিভালে ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান ক্লাবের ১২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং এহসানুল মাহবুব ফাহিম রুবিক্স কিউব ইভেন্টে তৃতীয় স্থান আর্জন করে।

৬। ৪র্থ ন্যাশনাল স্পেস কার্নির্ভাল-বুয়েটে অংশগ্রহণ : ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইউথপ্রেনার নেটওয়ার্কের উদ্যোগে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি-বুয়েটে ৪র্থ জাতীয় মহাকাশ গবেষণা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান ক্লাবের ৩০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে। মহাকাশ প্রতিযোগিতায় নোহান ওসমান, এসকান্দার হায়দার আলিফ ও অনিক তিনটি পুরস্কার অর্জন করে।

৭। ১ম বিএএফ শাহীন কলেজ কার্নিভালে অংশগ্রহণ : ২ ও ৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ১ম বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা কার্নিভালে ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান ক্লাবের ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে দেয়ালিকা প্রতিযোগিতায় ঐশী উজ্জামান, মিথীলা তাসফিয়া ও সিনুওয়ান আহমেদ পুরস্কার লাভ করে। শর্ট ফিল্মে পুরস্কার পেয়েছে কাইয়ুম রিমন।

৮। ৪র্থ লালমাটিয়া মহিলা কলেজ সাইন্স ফ্যাস্টিভালে অংশগ্রহণ : ২৭ ও ২৮ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ৪র্থ লালমাটিয়া মহিলা কলেজ সাইন্স ফ্যাস্টিভালে ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান ক্লাবের ২৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। উক্ত বিজ্ঞান মেলায় ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান ক্লাব ১১টি পুরস্কার অর্জন করে। দেয়ালিকায় অর্থি বাড়ৈ, মাহির শাহরিয়ার পুণ্য, তাসনিম ফারজানা আন্নি, ঐশী উজ্জামান, মিথীলা তাসফিয়া, সামান্নাজ খন্দকার, রিয়াদ হাসান মুন্সি, সাজেদ সোবহান, মুহাম্মাদ রাইয়ান একক ও যৌথভাবে পুরস্কার লাভ করে।

৯। ৪র্থ হিগ্‌স বোসন সাইন্স ফ্যাস্টিভালে অংশগ্রহণ : ৫ ও ৬ নভেম্বর ২০১৯ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকারি কলেজ-উত্তরায় ৪র্থ হিগ্‌স বোসন সাইন্স ফ্যাস্টিভালে ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান ক্লাবের ৩২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে ১৩টি পুরস্কার অর্জন করে। দেয়ালিকা, প্রজেক্ট ডিসপ্লে, রুবিক্স কিউব, ফিজিক্স অলিম্পিয়াড ও জেনারেল নলেজ ইভেন্টে পুরস্কার লাভ করে সাফিন মাসরাফি, রাহাত মাহমুদ, নাজমুস সাকিব, ফাতিন হাসনাত সিয়াম, মেহজাবিনুর রহমান অহনা, রূপাসা খান তন্দ্রা, অর্থি বাড়ৈ, মাহির শাহরিয়ার পুণ্য, মাহিয়া রহমান মেঘলা, মোহাম্মাদ রাইয়ান, তাসনিম ফারজানা আন্নি ও এহসানুল মাহবুব ফাহিম। এছাড়াও বেস্ট ক্যাম্পাস এ্যাম্বাসেডরের পুরস্কার লাভ করেছে ক্লাব সাধারণ সম্পাদক মাহির শাহরিয়ার পুণ্য।

১০। নটরডেম অ্যানুয়াল সাইন্স ফ্যাস্টিভালে অংশগ্রহণ : ৩০ আগস্ট ২০১৯ নটরডেম কলেজে নটরডেম অ্যানুয়াল সাইন্স ফ্যাস্টিভাল ২০১৯-এ ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য আহসানুল মাহবুব ফাহিম রুবিক্স কিউবে ৩য় স্থান আর্জন করে।

১১। আইইউটি সাইন্স ফেস্টে অংশগ্রহণ : ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ আইইউটি সাইন্স ফেস্টে বিজ্ঞান ক্লাব সদস্য আহসানুল মাহবুব ফাহিম রুবিক্স কিউবে ২য় স্থান আর্জন করে।

১২। নটরডেম আর্থ ও স্পেস ফেস্টে অংশগ্রহণ: ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ নটরডেম আর্থ ও স্পেস ফেস্টে ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান ক্লাবের ১০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে এবং দেয়ালিকায় দলীয়ভাবে ৩য় স্থান অর্জন করে ক্লাব সদস্য ঐশী উজ্জামান, মিথিলা তাসফিয়া ও সিনুওয়ান আহমেদ।

১৩। সেন্ট জোসেফ ইকো এন্ড আর্ট ফ্যাস্টিভালে অংশগ্রহণ : ২০ আগস্ট ২০১৯ সেন্ট জোসেফ ইকো এন্ড আর্ট ফ্যাস্টিভালে ১০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে এবং দেয়ালিকায় দলীয়ভাবে ১ম স্থান অর্জন করে ঐশী উজ্জামান, মিথিলা তাসফিয়া, সিনুওয়ান আহমেদ ও সামান্নাজ খন্দকার।

১৪। ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি ফেস্টে অংশগ্রহণ : ১৩ অক্টোবর ২০১৯ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি ফেস্টে আহসানুল মাহবুব ফাহিম রুবিক্স কিউবে ১ম রানার আপ হয়েছে।

১৫। ইউএস এ্যাম্বাসি বিজ্ঞান শিক্ষা সেমিনারে অংশগ্রহণ : ১৪ ও ১৫ অক্টোবর ২০১৯ ইউএস এ্যাম্বাসি বিজ্ঞান শিক্ষা সেমিনারে, ওয়াসিফ জাকির বর্ণ ও সামান্নাজ খন্দকার অংশগ্রহণ করে।

১৬। ব্রাক ইউনিভার্সিটি স্পেস সেমিনারে অংশগ্রহণ : ২৫-২৯ নভেম্বর ২০১৯ ব্রাক ইউনিভার্সিটি আয়োজিত 'স্পেস রিসার্চ এন্ড নিউ প্রজেক্ট আইডিয়া' বিষয়ক সেমিনারে ক্লাব সহসভাপতি ফাতিন হাসনাত সিয়াম অংশগ্রহণ করে।

১৭। কার্য নির্বাহী কমিটির পরিচিতি সভা : ২১ ডিসেম্বর ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান ক্লাবের নিয়মিত সভা ও ২০২০ বর্ষের কার্য নির্বাহী কমিটির পরিচিতি সভা কালচারাল ক্লাব এসেম্বলি রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর এস এম আলী আজম, শিক্ষক পরিষদের সচিব প্রফেসর ড. এ এম সওকত ওসমান, ২০২০ সালের মডারেটর মোঃ নাজমুল হক, কো-মডারেটর মাহফুজুর রহমান ও পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক মোঃ শামীম হোসেন। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর এস এম আলী আজম ক্লাবের ২০২০ বর্ষের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং সকলকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

আইটি ক্লাব

'প্রযুক্তির মহাসড়কে সহজ সমাধান Simple Solution for Hitech Highwa'- এ প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে ১৯ জুলাই ২০১৮ ঢাকা কমার্স কলেজ আইটি ক্লাব গঠিত হয়। ক্লাবের উদ্যোগে প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তি কর্মশালা ও প্রদর্শনীতে ক্লাব সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে থাকে। ক্লাবের ফেসবুক পেইজ, ফেসবুক গ্রুপ ও টুইটার একাউন্ট Dhaka Commerce IT Club. ক্লাবের

প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র মোঃ তরিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্র আহাদ মির্জা। ২০১৯ সালের ক্লাব মডারেটর সিএসই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান এবং ২০২০ বর্ষে ক্লাব মডারেটর পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক মোঃ শামিউল আলম। ২০১৯-২০ বর্ষে ক্লাবের সভাপতি ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র আবদুল্লাহ আল মামুদ রিশাদ ও সাধারণ সম্পাদক ইনজামামুল হক। ২০১৯ সালে ক্লাবটির কার্যক্রম নিম্নরূপ :

১। মাসিক সভা : ২০১৯ সালে আইটি ক্লাব নিয়মিত ও বিশেষ ১৩টি সভা অনুষ্ঠান করে।

২। বার্ষিক সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন : ২৬ জুন ২০১৯ ঢাকার মিরপুরে ইয়োলো ক্যাপ্সিকাম রেস্টুরেন্টে ক্লাবের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা ও ২০১৯-২০ বর্ষের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

৩। মানব দেহে বিদ্যুতের প্রভাব বিষয়ে কর্মশালা : ঢাকা কমার্স কলেজ আইটি ক্লাবের উদ্যোগে ১৫ অক্টোবর ২০১৯ কলেজ কনফারেন্স হলে 'মানব দেহে বিদ্যুতের প্রভাব' বিষয়ে ২য় ফ্রি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মুখ্য আলোচক ছিলেন বিইউবিটি'র ইলেকট্রিকাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাইয়াজ খান। আলোচক ছিলেন বিইউবিটি'র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর এবিএম বদরুদ্দোজা মিয়া ও বিইউবিটি'র ট্রিপলই বিভাগের চেয়ারম্যান এম আজহারুল হক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. এফ. এম. শফিকুর রহমান, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল ও প্রগতি ইন্ডাস্ট্রি লি. এর পরিচালক এম. খলিলুল্লাহ খাঁন। কর্মশালায় স্বাগত ভাষণ দেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক ও ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর এস এম আলী আজম। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ক্লাব মডারেটর মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান, কো-মডারেটর মোঃ শামিউল আলম ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক নাজমুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্লাব সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন রিশাদ, প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান ছিলেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ তরিকুল ইসলাম ও সচিবের প্রতিবেদন দেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইনজামামুল হক। কর্মশালায় আইটি কুইজ প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে শরিফুল হাসান সৌরভ, সৈয়দা তাশফিয়া সুলতানা লামিয়া ও মেহেদি আয়মান চৌধুরী। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র প্রদান করেন কর্মশালার মুখ্য আলোচক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাইয়াজ খান।

৪। প্রযুক্তি দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক কর্মশালা : ঢাকা কমার্স কলেজ আইটি ক্লাবের উদ্যোগে ২৮ নভেম্বর ২০১৯ কলেজ কনফারেন্স হলে 'প্রযুক্তি দক্ষতা উন্নয়ন' শীর্ষক ৩য় ফ্রি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা উদ্‌বোধন করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ। স্বাগত ভাষণ দেন ঢাকা কমার্স কলেজের সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক এস এম আলী আজম। অনুষ্ঠানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ছিল- এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এডিবি, স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম-এসইআইপি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কল সেন্টার ও আউটসোর্সিং-বাক্য, কর্ম, ভিরগো কনটাক্ট সেন্টার সার্ভিসেস লিমিটেড, মার্স সলিউশন্স ও টিসিজি টেলিকনসাল্ট গ্রুপ। কর্মশালায় প্রফেশনাল ডিজিটাল কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রফেশনাল কাস্টমার সার্ভিস, বিজনেস প্রোসেস আউটসোর্সিং, নলেজ প্রোসেস আউটসোর্সিং, ডিজিটাল অফিস ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিকেশন স্কিলস্ এবং টেকনিকস অব জব সার্চ এন্ড জব প্রিপারেশন বিষয়ে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় রিসোর্স পারসন ছিলেন টিসিজি টেলিকনসাল্ট গ্রুপের এইচ আর ম্যানেজার মোঃ রিয়াজুল বাশার, সিনিয়র ডিজিটাল কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনার গাজী আম্মার ও কো-অর্ডিনেটর মোঃ হাবিবুর রহমান, কর্ম অনলাইন সাইডের সিনিয়র সুপারভাইজার মোঃ আবু হাসান টুটুল, ভিরগো প্রফেশনাল প্রশিক্ষক মোঃ মারুফ হাসান ও জব প্লেসমেন্ট অফিসার ফাতেমা ইয়াসমিন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র প্রদান করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

৫। ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদ্‌যাপন : ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ২য় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ আইটি ক্লাবের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৬। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে টেক-কার্নিভালে অংশগ্রহণ : ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে টেক-কার্নিভাল ২০১৯-এ ঢাকা কমার্স কলেজ আইটি ক্লাবের ১০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে এবং একক কুইজ প্রতিযোগিতায় ক্লাব সদস্য সুমাইয়া আক্তার তিন্নি ১ম স্থান আর্জন করে।

৭। ১ম বিএএফ শাহীন কলেজ কার্নিভালে অংশগ্রহণ : ২ ও ৩ আক্টোবর ২০১৯ তারিখে ১ম বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা কার্নিভালে ঢাকা কমার্স কলেজ আইটি ক্লাবের ১০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

৮। ৪র্থ লালমাটিয়া মহিলা কলেজ সাইন্স ফ্যাস্টিভালে অংশগ্রহণ : ২৭ ও ২৮ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ৪র্থ লালমাটিয়া মহিলা কলেজ সাইন্স ফ্যাস্টিভালে ঢাকা কমার্স কলেজ আইটি ক্লাবের ১৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

৯। ৪র্থ হিগ্‌স বোসন সাইন্স ফ্যাস্টিভালে অংশগ্রহণ : ৫ ও ৬ নভেম্বর ২০১৯ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকারি

কলেজ-উত্তরায় ৪র্থ হিগ্‌স বোসন সাইন্স ফ্যাস্টিভালে ঢাকা কমার্স কলেজ আইটি ক্লাবের ২১ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে।

আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব

লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে এবং বিনোদনের মাধ্যমে সহায়ক শিক্ষা হিসেবে চিত্রাঙ্কন ও আলোকচিত্র শেখানোর উদ্দেশ্যে এবং ছবি তোলা বা আঁকা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য ৯ জুলাই ২০০৬ আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব গঠিত হয়েছে। ক্লাবের মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শামা আহমদ, কো-মডারেটর ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ হাসান আলী। ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র মোঃ রাশেদুল ইসলাম (জিহান)।

১। **নিয়মিত ক্লাস :** প্রতি মাসে তিনটি ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

২। **ফটোওয়ার্ক :** ২০১৯ সালে বিভিন্ন সময়ে ১২টি ফটোওয়ার্কের আয়োজন করা হয়।

৩। **আলোকচিত্র ও চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনী :**

(ক) ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ২য় ভাষাচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

(খ) ২৬ মার্চ ২০১৯ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আলোকচিত্র ও চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

(গ) ১৫ আগস্ট ২০১৯ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোকচিত্র ও চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ৩দিন ব্যাপী উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঘ) আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি কর্তৃক প্রতিবছর বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়।

(ঘ) ১৮ জানুয়ারি ২০১৯ ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন ও বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 10 Minutes School-এর প্রতিষ্ঠাতা আয়মান সাদিক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাকিব বিন রশিদ, নাট্য অভিনেতা শামীম হাসান সরকার, দেশবরেণ্য ফটোগ্রাফার ইশরাত আমিন।

ডিবেটিং ক্লাব

‘যুক্তিতেই মুক্তি’ এ প্রতিপাদ্য ধারণ করে ৩১ অক্টোবর ১৯৯৩ গঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং ক্লাব। ২০১৯ সালে ক্লাবের মডারেটর হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ ইউনুছ হাওলাদার। ২০১৯ সালে ক্লাবের সভাপতি দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র শ্বাশত চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক প্রিন্স মাহমুদ। ২০২০ সালে ক্লাবের মডারেটর উদ্ভিদ বিভাগের প্রভাষক আল-মামুন।

১। **এটিএন বাংলা ইউসিবি জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজের অংশগ্রহণ :** ২২ জুন ২০১৯ ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত এটিএন বাংলা ইউসিবি পাবলিক পার্লামেন্ট ‘সাহসিকা নুসরাত, তুমিই যুক্তি-তুমিই প্রতিবাদ’ শিরোনামে ‘নিপীড়ন বিরোধী’ জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ দল অংশগ্রহণ করে। টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অনার্স শ্রেণির বিতার্কিকবৃন্দ প্রথম অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগীবৃন্দ হলো- প্রসেনজিত বিশ্বাস প্রত্যয় (এম-১১৫২), আবদুল্লাহ আল মামুন রিশাদ (বিবিএ-৭৬৮), শাহ আশরাফি ইয়াসির (ই-৭৪৬), সারাফ ওয়াশিমা সপ্তর্ষি (ই-৭২২) ও তাহমিনা আফরোজ শৈতী (ই-৬৬২)।

২। **সহিংস উগ্রবাদ বিরোধী জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় :** ২৬ জানুয়রি ২০১৯ ডিবেট ফর ডেমক্রেসির আয়োজনে সিরড্যাপ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে সহিংস উগ্রবাদ বিরোধী জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং ক্লাবের পক্ষ থেকে অংশ্রগ্রহণ করে আবদুল্লাহ আল-মামুন রিশাদ, প্রসেনজিত বিশ্বাস প্রত্যয়, সাবরিনা আক্তার, সারাফ ওয়াশিমা সপ্তর্ষি ও দিপা আক্তার।

৩। **বিজ্ঞান বিষয়ক বারোয়ারি বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতা :** ১৭ মে ২০১৯ ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশের আয়োজনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে বিজ্ঞান বিষয়ক বারোয়ারি বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং ক্লাবের ১২ জন সদস্য অংশ্রগ্রহণ করে।

৪। **সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সংলাপ অনুষ্ঠান :** ১৮ জুন ২০১৯ ডিবেট ফর ডেমক্রেসির আয়োজনে জাতীয় প্রেসক্লাবের সিরড্যাপ কনফারেন্স সেন্টারে সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সংলাপ অনুষ্ঠানে ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং ক্লাবের ৩৫ জন অংশগ্রহণ করে।

৫। **বিটিভি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ :** ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ টেলিভিশন আয়োজিত ১ম কলেজ বির্তক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ বিতর্ক দল অংশগ্রহণ করে।

সংগীত ক্লাব

১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ সংগীত ক্লাব ‘সুর ও সংগীতের মুর্ছনায় প্রাণবন্ত জীবন’ এই শ্লোগান নিয়ে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্লাবের মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফারহানা আরজুমান, উপদেষ্টা জুবায়ের ইবনে মাহবুব এবং সভাপতি ফেরদৌস জাহান আনিকা। ২০১৯ সালে ক্লাব কার্যক্রম নিম্নরূপ :

১। **নিয়মিত সভা :** ২০১৯ সালে সংগীত ক্লাবের মোট ২৩টি নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ক্লাবের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা এবং সংগীত অনুশীলন হয়।

২। **শুদ্ধ সুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০১৯ :**

ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা কমার্স কলেজ সংগীত ক্লাব শুদ্ধ সুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং থানা পর্যায়ে ২য় স্থান অধিকার করে।

৩। থানা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ২০১৯ : মার্চ মাসে থানা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ২০১৯ এ সংগীত ক্লাব অংশগ্রহণ করে দেশাত্মবোধক (একক) ও নজরুল সংগীতে (একক) থানা পর্যায়ে ১ম স্থান অধিকার করে।

৪। সাংস্কৃতিক ক্লাব ইফতার মাহফিল : ২৯ মে ২০১৯ সাংস্কৃতিক ক্লাব আয়োজিত ইফতার মাহফিল ও ক্লাব কর্মপরিকল্পনায় সংগীত ক্লাব অংশগ্রহণ করে।

৫। নতুন সদস্য গ্রহণ ও ওরিয়েন্টেশন : সংগীত ক্লাব জুলাই মাসে ক্লাবে আগত নতুন সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করে।

৬। প্রথম জারি গান দল গঠন : ২৯ জুলাই ২০১৯ সংগীত ক্লাব ঢাকা কমার্স কলেজে প্রথম জারি গান দলের সূচনা করে।

৭। বিজয় উৎসব : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত বিজয় উৎসব ২০১৯ এ ঢাকা কমার্স কলেজ সংগীত ক্লাব অংশগ্রহণ করে।

৮। জেলা পর্যায়ে ১ম স্থান : ২০১৯ সালে সংগীত ক্লাবের সবচেয়ে বড়ো অর্জন হলো দলগত দেশাত্মবোধক গান প্রতিযোগিতা ২০১৯ এ থানা পর্যায়ে ১ম স্থান অধিকার করে। এরপর জেলা পর্যায়ে (মহানগরসহ) দলগত দেশাত্মবোধক গান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ১ নভেম্বর ২০১৯ সংগীত ক্লাব জেলা পর্যায়ে ১ম স্থান অধিকার করেছে।

৯। কলেজ অভ্যন্তরে বিভিন্ন নিয়মিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ : ক্লাবের সদস্যবৃন্দ কলেজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে থাকে। যেমন- শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিক্ষা সপ্তাহ ও নৌ-ভ্রমণ প্রভৃতি।

নৃত্যক্লাব

'নব আনন্দে জাগো' স্লোগানে উদ্ভাসিত বাংলা বিভাগের প্রয়াত সহকারী অধ্যাপক তৃষ্ণা গাঙ্গুলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নৃত্যক্লাবের বর্তমান মডারেটর ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক অংকনী চক্রবর্তী। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ফাহিম রায়হানের নেতৃত্বে এ ক্লাবে বর্তমানে ৩৩২ জন শিক্ষার্থী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক্লাবের বর্তমান সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আছে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সানজিলা জেরিন। তারা কলেজের অভ্যন্তরীণ নানা অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ও জাতীয় অনুষ্ঠানেও সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছে। কলেজের অভ্যন্তরীণ অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে আছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পরিচিতি অনুষ্ঠান ২০১৯ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৯, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৯, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৯ ইত্যাদি। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ ক্লাবের আয়োজনে ডিসপ্লে পরিবেশনা করা হয়ে থাকে। কলেজের বাইরের অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে আছে ডিপ্লোমা মিষ্টি লড়াই ৬ নভেম্বর ২০১৯, গ্রান্ড ফিনালে, 'সাও তায়' মুভির শুটিংয়ের জন্য একটি নৃত্য, আসকো-র ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে নৃত্য পরিবেশনা, শ্যামা পূজা ২০১৯, দীবাবলি অনুষ্ঠান, 'বাংলা টিভি' নৃত্য অনুষ্ঠান, 'বাংলাদেশ টেলিভিশন' কবিতার দিক দিগন্তে অনুষ্ঠান, রোটারি ক্লাবের অনুষ্ঠান, আইসিএমবি অনুষ্ঠান, এটিএন বাংলা টিভিতে ইদের অনুষ্ঠান, মাই টিভিতে ডান্স ফর উই সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান, 'বাংলাদেশ টেলিভিশন' চ্যানেলে নিয়মিত নৃত্য প্রতিযোগিতা 'তারানা' অনুষ্ঠান ইত্যাদি। জাতীয় অনুষ্ঠান হিসেবে নৃত্য ক্লাবের সদস্যরা বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে ২৬ মার্চ উপলক্ষ্যে ডিসপ্লেতে অংশগ্রহণ করে।

নেচার স্টাডি ক্লাব

প্রকৃতির সাথে শিক্ষার্থীদের নিবিড় ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ নেচার স্টাডি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সৃষ্টিকে জানতে প্রকৃতিকে জানো' এ শ্লোগান নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে ক্লাবের কার্যক্রম। ক্লাবের সদস্যদের প্রকৃতির সাথে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেওয়া ক্লাবের মূলমন্ত্র। বর্তমানে ক্লাব মডারেটর সমাজবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক (খণ্ডকালীন) মারুফা সুলতানা ও সভাপতি নাফিয়া রাইয়ান।

২০১৯ সালে নেচার স্টাডি ক্লাবের কার্যক্রম নিম্নরূপ :

১। মাসিক সভা : এ বছর ৮টি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রকৃতি কেন্দ্রিক বিভিন্ন সচেতনতামূলক বিষয় যেমন– পলিথিন, বায়ু এবং পানি দূষণ ইত্যাদি বিষয়, এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– বন্যা, ঘূর্ণিঝড় নিয়েও আলোচনা করা হয়।

২। নবীনবরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ক্লাবে নতুন মডারেটর হিসেবে মারুফা সুলতানাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং বিদায়ী মডারেটর মাওসুফা ফেরদৌসী ম্যাডামকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

৩। ইফতার পার্টি : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ক্লাবের পক্ষ থেকে সব সদস্যের অংশগ্রহণে '4c Classy Chinese and Convention Corner' এ ইফতার পার্টির আয়োজন হয়।

৪। কুইজ প্রতিযোগিতা : ২০ জুলাই ২০১৯ ক্লাবের নতুন সদস্যদের নিয়ে পরিবেশ বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার তুলে দেন সাংস্কৃতিক ক্লাবের আহ্বায়ক এস এম আলী আজম এবং ক্লাব মডারেটর মারুফা সুলতানা।

৫। Nature and Advanture Festival এ **অংশগ্রহণ :** ক্লাব সদস্যরা সেন্ট জোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে গত ১২-১৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত '3rd Nature and Advanture Festival' ২০১৯ এ অংশগ্রহণ করে এবং ওয়াল ম্যাগাজিন প্রজেক্ট বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে।

৬। National Nature Summit এ **অংশগ্রহণ :** ক্লাব সদস্যরা নটরডেম কলেজ কর্তৃক আয়োজিত গত ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ '10th National Nature Summit' এ অংশগ্রহণ করে। ৭। **নবীনবরণ ও পরিচিতি অনুষ্ঠান :** 'সৃষ্টিকে জানতে প্রকৃতিকে জানো' এ শ্লোগান নিয়ে ২১ অক্টোবর ২০১৯ ঢাকা কমার্স কলেজ নেচার স্টাডি ক্লাবের সদস্যদের নবীনবরণ ও পরিচিতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা কমার্স কলেজের কলেজ কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামে সাংস্কৃতিক ক্লাবের আহ্বায়ক এস এম আলী আজম, ক্লাব মডারেটর মারুফা সুলতানা ও সভাপতি নাফিস রাইয়ান সহ ক্লাবের উপদেষ্টা ও অন্যান্য নবীন সদস্য বক্তব্য রাখেন। ক্লাবের ২০১৯-২০ বর্ষের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক।

ফিল্ম ক্লাব

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক শিক্ষা, নৈতিকতা, মুক্তিযুদ্ধ, ব্যবসায়, বিনোদন ইত্যাদি বিষয়ক ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি, প্রশিক্ষণ, প্রতিযোগিতার আয়োজন, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ৮ জুলাই ২০১৮ ঢাকা কমার্স কলেজ ফিল্ম সোসাইটি গঠন করা হয়। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম, সভাপতি বাংলা বিভাগের সম্মান ১ম বর্ষের ছাত্র শামসুজ্জোহা রাজু ও সাধারণ সম্পাদক ইংরেজি বিভাগের সম্মান ১ম শ্রেণির ছাত্র সিয়াম জহির ফাগুন। ২০১৯ সালে ক্লাব মডারেটর বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম, সভাপতি বাংলা বিভাগের সম্মান ২য় বর্ষের ছাত্র রবিউল খান ও সাধারণ সম্পাদক একাদশ শ্রেণির ছাত্র ফাতিন হাসনাত সিয়াম। এ বছর জাতীয় শোক দিবস ও বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ফিল্ম ক্লাব 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করেছে।

মাসি-পিসি নাটক প্রচার : ৩০ নভেম্বর ২০১৯ উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয় কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাসি-পিসি' গল্প অবলম্বনে নির্মিত টেলিনাটক 'মাসি-পিসি' প্রদর্শন করা হয়। নাটকটি প্রযোজনায় উর্বশী সাংস্কৃতিক ফোরাম ও আয়োজনে ঢাকা কমার্স কলেজ ফিল্ম ক্লাব। কলেজ কনফারেন্স হলে নাটক প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন নাট্য নির্মাতা অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ (বিজ্ঞান) প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল, সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক এস এম আলী আজম, ফিল্ম ক্লাবের মডারেটর ড. মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম।

ল্যাংগুয়েজ ক্লাব

ভাষা শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ল্যাংগুয়েজ ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ক্লাবের মডারেটর ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ জাহিদুল কবির, সভাপতি ইংরেজি বিভাগের সম্মান ২য় বর্ষের ছাত্রী সৈয়দা আদিলা রহমান ও সাধারণ সম্পাদক শিহাব খান। ২০১৯ সালে যেসব কার্যক্রম করা হয় তা হচ্ছে–

মহান জাতীয় দিবস ও বিজয় দিবসে দেয়ালিকা প্রকাশ;

বিভিন্ন ল্যাংগুয়েজ ফেস্টে সদস্যদের অংশগ্রহণ;

ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন ল্যাংগুয়েজ ইভেন্টের আয়োজন।

রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব

শিক্ষার্থীদের বইপড়া ও লেখায় উদ্‌বুদ্ধ করতে গঠিত হয়েছে রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব। ২০১৯ সালে ক্লাবের মডারেটর ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ এবং ২০২০ সালে ক্লাবের মডারেটর ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক অনুপম বিশ্বাস। ২০১৯ সালে ক্লাবের সভাপতি হিসাববিজ্ঞান ৪র্থ বর্ষের ছাত্র নিলয় পারভেজ ও সাধারণ সম্পাদক অর্থনীতি সম্মান ১ম বর্ষের ছাত্রী তাকিয়া বিনতে রাশেদ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে এ বছর ক্লাবটি দেয়ালিকা প্রকাশ করে।

আবৃত্তি ক্লাব

'অন্তর মম বিকশিত কর'-এই শ্লোগান লালন করে ৯ আগস্ট ১৯৯৭ গঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ আবৃত্তি ক্লাব। ২০১৯ সালে ক্লাবের মডারেটর বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রেজাউল আহমেদ এবং ২০২০ সালে ক্লাবের মডারেটর বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পার্থ বাড়ৈ।

সাধারণজ্ঞান ক্লাব

সাধারণজ্ঞান ক্লাব এমন একটি বিষয়, যেটি সব মানুষের সব বয়সে প্রয়োজন। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন আরও বেশি। তাদের লেখাপড়া ও ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে সাধারণজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব কথা বিবেচনা করে ঢাকা কমার্স কলেজে সাধারণজ্ঞান ক্লাব গঠন করা হয়। ২০১৯-২০ বর্ষে ক্লাবের মডারেটর ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের প্রভাষক মোঃ আহসান তারেক। এ বছর বিভিন্ন দিবসকে কেন্দ্র করে সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

নাট্যক্লাব

'নাটক হোক অসুন্দরের বিরুদ্ধে মুক্ত প্রতিবাদ'-এই স্লোগানকে বুকে ধরে নিয়মিত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজ

নাট্যক্লাব। বর্তমানে এ ক্লাবের মডারেটর বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম। ২০১৯-২০ বর্ষে ক্লাবের সভাপতি বাংলা সম্মান ২য় বর্ষের ছাত্র রবিউল আউয়াল ও সাধারণ সম্পাদক ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ছাত্র সোহান কাজী রাব্বি। এ বছর শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ক্লাব সদস্যবৃন্দ নাটক প্রদর্শন করে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্লাব সদস্যবৃন্দ আকর্ষণীয় লোকনৃত্য প্রদর্শন করে।

বিজনেস ক্লাব

শিক্ষার্থীদের ব্যবসায় বাস্তব ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে ২৩ অক্টোবর ২০১৬ গঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ বিজনেস ক্লাব। ক্লাবের মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তন্ময় সরকার ও সভাপতি বিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী বর্ষণ।

ক্লাব সভার নির্ধারিত দিবস

অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে সাংস্কৃতিক কমিটি ও ক্লাব মডারেটরবৃন্দের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জানুয়ারি ২০১৯ থেকে সাংস্কৃতিক ক্লাবসমূহের নিয়মিত সভার তারিখ নির্ধারিত হয়। সভার সময়- বিকাল ৪:৩১ মিনিট এবং **স্থান-** সাংস্কৃতিক ক্লাব এসেম্বলি কক্ষ (কক্ষ নং ১০৭, ভবন ২)।

নং	ক্লাবের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	নিয়মিত সভা
১	বিতর্ক ক্লাব	৩১ অক্টোবর ১৯৯৩	প্রতিমাসের ২য় শনিবার
২	নাট্য ক্লাব	১ জুন ১৯৯৬	প্রতিমাসের ৩য় শনিবার
৩	সংগীত ক্লাব	২৭ জুন ১৯৯৬	প্রতিমাসের ২য় রবিবার
৪	সাধারণজ্ঞান ক্লাব	২০ নভেম্বর ১৯৯৬	প্রতিমাসের ৪র্থ মঙ্গলবার
৫	আবৃত্তি ক্লাব	৯ আগস্ট ১৯৯৭	প্রতিমাসের ১ম সোমবার
৬	রোটার‍্যাক্ট ক্লাব	১৮ আগস্ট ২০০১	প্রতিমাসের ১ম, ৩য় ও ৫ম রবিবার
৭	রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব	২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬	প্রতিমাসের ১ম মঙ্গলবার
৮	ল্যাংগুয়েজ ক্লাব	২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬	প্রতিমাসের ৩য় বুধবার
৯	আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব	৯ জুলাই ২০০৬	প্রতিমাসের ৩য় মঙ্গলবার
১০	নৃত্য ক্লাব	১ জুন ২০০৭	প্রতিমাসের ৪র্থ সোমবার
১১	নেচার স্টাডি ক্লাব	১৪ মে ২০১১	প্রতিমাসের ১ম বুধবার
১২	বিজনেস ক্লাব	২৩ অক্টোবর ২০১৬	প্রতিমাসের ৪র্থ বুধবার
১৩	ফিল্ম ক্লাব	৮ জুলাই ২০১৮	প্রতিমাসের ৪র্থ শনিবার
১৪	আইটি ক্লাব	১৯ জুলাই ২০১৮	প্রতিমাসের ২য় সোমবার
১৫	সমাজকল্যাণ	২১ জুলাই ২০১৯	প্রতিমাসের ১ম শনিবার
১৬	বিজ্ঞান ক্লাব	১৩ মার্চ ২০১৯	প্রতিমাসের ৩য় সোমবার

ক্লাব র‍্যাংকিং পুরস্কার বিতরণী ও ক্লাব ইফতার

২৬ মে ২০১৯ কলেজ কনফারেন্স হলে ক্লাব র‍্যাংকিং ২০১৮ এর পুরস্কার বিতরণী ও ক্লাব ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক এস এম আলী আজম। অনুষ্ঠানে কলেজের ১৬টি সাংস্কৃতিক ক্লাবের মডারেটর ও সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বিএনসিসি

ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দৃঢ়চেতা করা এবং সামরিক কার্যে সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে বিএনসিসি নৌ-ইউং। বিএনসিসি ঢাকা কমার্স কলেজ প্লাটুনের কমান্ডিং অফিসার স্যার লে. ফয়েজ আহম্মদ এবং প্লাটুন ইনচার্জ CUO ফজলুল করিম আদনান।

২০১৯ সালে বিএনসিসি কার্যক্রম নিম্নরূপ :

১। কলেজ প্রোগ্রামে দায়িত্ব পালন : ঢাকা কমার্স কলেজ বিএনসিসি প্লাটুনের সদস্যগণ প্রতি বছরের ন্যায় কলেজ অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য শৃঙ্খলার দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করে আসছে। এ বছরের সম্পাদিত কলেজ অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমগুলো উল্লেখ কর হলো : অনার্স ১ম বর্ষের নবীনবরণ, বই মেলা উদ্‌বোধন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন, কলেজ অভ্যন্তরীণ সচেতনমূলক ডেন্টাল ক্যাম্প, ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবসের স্মৃতিচারণ ও আলোচনা অনুষ্ঠান, মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন, দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, মহান স্বাধীনতা দিবস আলোচনা সভা, বিজ্ঞান ভবন উদ্‌বোধন, ২০১৯ সালের একাদশ শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রম, একাদশ শেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০১৯, চন্দ্র অভিযানের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান, ৩০তম অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সপ্তাহ পালন, কলেজে ট্রাফিক সচেতনতামূলক ডিউটি পালন, জাতীয় শোক দিবস পালন, বই বিতরণ উৎসব, সেক্সুয়াল হ্যারেজমেন্ট সচেতনতামূলক কার্যক্রম, মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ও বার্ষিক ভোজ উদ্‌যাপন।

২। ক্যাম্প কার্যক্রম : ক্যাডেটদের শারীরিক ও মানসিকভাবে চৌকশ ও সুযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য সারা বছরব্যাপী বিএনসিসি কর্তৃক বিভিন্ন ক্যাম্প কার্যক্রম আয়োজন করা হয়। ঢাকা কমার্স কলেজ প্লাটুনের ক্যাডেটবৃন্দ যে ক্যাম্প কার্যক্রমগুলোতে অংশগ্রহণ ও সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছে তা হচ্ছে– বার্ষিক প্রশিক্ষণ অনুশীলন ক্যাম্প ২০১৮-২০১৯, ফ্লোটিলা ক্যাম্প ২০১৯, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ অনুশীলন ক্যাম্প ২০১৮-২০১৯ ও বিজয় দিবস প্যারেড ২০১৯।

৩। শিক্ষা সফর : ক্যাডেটদের উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৯ সালে বার্ষিক শিক্ষা সফরে ক্যাডেটবৃন্দ কক্সবাজার এবং চট্টগ্রাম ভ্রমণ করে। কলেজের শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে নৌ-ভ্রমণে অংশগ্রহণ করে।

৪। বার্ষিক ইফতার ও ইদ পুনর্মিলনী : বিএনসিসি ক্যাডেটবৃন্দ কর্তৃক আয়োজিত কলেজ অভ্যন্তরীণ ও বিএনসিসির হেডকোয়ার্টার কর্তৃক আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ক্যাডেটবৃন্দ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

৫। কলেজ অভ্যন্তরীণ ইফতার মাহফিল : প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৯ সালেও বার্ষিক ইফতার মাহফিল কলেজ অডিটোরিয়ামে

আয়োজন করে। উক্ত ইফতার অনুষ্ঠানে কলেজ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী এবং ক্যাডেটগণ অংশগ্রহণ করেন।

৬। বিদায় সংবর্ধনা : ঢাকা কমার্স কলেজ বিএনসিসি প্লাটুনের প্রথাগত ঐতিহ্য অনুযায়ী গত ২৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে ১৭তম ব্যাচের ক্যাডেটদের বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

৭। নতুন ক্যাডেট ভর্তি : শিক্ষার্থীদের যোগ্য ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৯ ব্যাচে ঢাকা কমার্স কলেজ বিএনসিসি প্লাটুনে নতুন ক্যাডেট ভর্তি করা হয়।

৮। প্লাটুন পরিদর্শন : বিএনসিসি কার্যক্রম সঠিক এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিএনসিসি নৌ-উইং এর অধিনায়ক লে. কমান্ডার ওমর ফারুক খান (সি) বিসিজিএম, বিএন প্লাটুন পরিদর্শনে আসেন এবং ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং তাদের সাথে মত বিনিময় করেন।

৯। কৃতি ক্যাডেট সম্মাননা : শিক্ষা কার্যক্রমে ক্যাডেটদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিএনসিসির নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ বিএনসিসি প্লাটুনের ২ (দুই) জন কৃতি ক্যাডেটকে জিপিএ-৫ অর্জন করায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

১০। সিইউও পদোন্নতি : বিএনসিসি ক্যাডেটদের সর্বোচ্চ পদবি হলো সিইউও বা ক্যাডেট আন্ডার অফিসার। গত ৯ মে ২০১৯ 'শহিদ সার্জেন্ট রুমি' ভবনে নৌ-উইং-এর অধিনায়ক লে. কমান্ডার রাহাত জোবায়ের স্যার কর্তৃক ঢাকা কমার্স কলেজ বিএনসিসি প্লাটুনের ক্যাডেট সার্জেন্ট ফজলুল করিম আদনানকে ক্যাডেট আন্ডার অফিসার (সিইউও) পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

১১। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম : ঢাকা কমার্স কলেজ বিএনসিসি প্লাটুনের ক্যাডেটবৃন্দ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রামে যেমন- ১০ মার্চ ২০১৯ এ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস এবং ১৩ অক্টোবর ২০১৯ এ দুর্যোগ প্রশমন দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১২। সামাজিক কার্যক্রম : ঢাকা কমার্স কলেজের বিএনসিসি সদস্যবৃন্দ মাদক বিরোধী সমাবেশ, জঙ্গি ও মাদক বিরোধী সমাবেশ এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযানে অংশগ্রহণ করে।

কল্যাণ সংঘ

শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে কলেজ প্রতিষ্ঠার পরই ১৯৮৯ সালে গঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ। এ সংঘ শিক্ষার্থীদের কল্যাণের বিষয় বিবেচনায় এনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত টিফিন ও ইউনিফর্ম সামগ্রী সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। কল্যাণ সংঘ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড, বিদায় সংবর্ধনা, ফলাহার, বিভিন্ন উৎসবে উপহার প্রদান, মানবিক সাহায্য প্রদান প্রভৃতি সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০১৯ সালে কল্যাণ সংঘের সচিব ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক খায়রুল ইসলাম।

শতভাগ ক্লাসে উপস্থিতি

২০১৯ সালে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ৩৩ জন এবং স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর শ্রেণি ও প্রফেশনাল কোর্সের ৫৩ জন শিক্ষার্থী শতভাগ ক্লাসে উপস্থিত ছিল এবং এসব শিক্ষার্থীকে কলেজ থেকে পুরস্কৃত করা হয়। শতভাগ ক্লাসে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের তালিকা (রোল নম্বর) নিম্নরূপ :

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯

চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ সেকশন M-2, M-19, SP-1, SP-16	চেয়ারম্যান, সমাজবিদ্যা বিভাগ সেকশন M-1, M-20, M-21, SP-17	চেয়ারম্যান, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ সেকশন M-3, M-18, SP-2, SP-15	চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা বিভাগ সেকশন M-5, M-16, SP-4, SP-13	চেয়ারম্যান, পরিসংখ্যান বিভাগ সেকশন M-6, M-15, SP-5, SP-12	চেয়ারম্যান, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ সেকশন M-7, M-14, SP-6, SP-11	চেয়ারম্যান, ইংরেজি বিভাগ সেকশন M-8, M-13, Eng-1, Eng-2	চেয়ারম্যান, সিএসই বিভাগ সেকশন M-4, M-17, SP-3, SP-14	চেয়ারম্যান, মার্কেটিং বিভাগ সেকশন M-9, M-12, SP-7, SP-10	চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ সেকশন M-10, M-11, SP-8, SP-9, SP-18	সর্বমোট
৪১১১৭	৪০৩৭৩	৪০৪৭৬	৪০৩৮২	৪০৩১৩	৪০৫০১	৪০৭৮০	৪০৩৬৩	৪১২১০	৪০২৬৭	
৪১৫০২	৪০৫৩৯	৪০৫৭৬		৪০৩৫৩	৪০৫০২	৪১৭৭৩	৪০৩৭২	৪১২৫২	৪০৩১২	
	৪১১৫৪	৪১১১০		৪০৩৮৩			৪০৩৮৯		৪০৩২৯	
		৪১৯৬২		৪০৬৫৭			৪০৫৮৯		৪০৫৫৪	
		৪২০১৯		৪১১৩৩					৪১২২৬	
									৪১৬৬৩	
									৪১৮৫৮	
০২ জন	০৩ জন	০৫ জন	০১ জন	০৫ জন	০২ জন	০২ জন	০৪ জন	০২ জন	০৭ জন	৩৩ জন

স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণি এবং প্রফেশনাল কোর্স

নং	বিভাগ	অনার্স ১ম বর্ষ শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-১৯	অনার্স ২য় বর্ষ শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-১৮	অনার্স ৩য় বর্ষ শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-১৭	অনার্স ৪র্থ বর্ষ শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-১৬	মাস্টার্স শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-১৭	সর্বমোট
১	ব্যবস্থাপনা	M-1491, M-1514			M-1227, M-1188		০৪ জন
২	হিসাববিজ্ঞান	A-1682, A-1699	A-1650, A-1651	A-1459	A-1351, A-1372	AM-514	০৮ জন
৩	মার্কেটিং	MKT-1553, MKT-1554	MKT-1426	MKT-1309			০৪ জন
৪	ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং	F-1488	F-1376, F-1381, F-1407, F-1408		F-1238, F-1281		০৭ জন
৫	ইংরেজি				E-517		০১ জন
৬	অর্থনীতি	Eco-527, Eco-533		Eco-438			০৩ জন
৭	বাংলা						জন
৮	বিবিএ	BBA-1041, BBA-1117, BBA-1024	BBA-818, BBA-824, BBA-829, BBA-916, BBA-1014, BBA-948, BBA-1011	BBA-595, BBA-585, BBA-768	BBA-462, BBA-543, BBA-560, BBA-556, BBA-469, BBA-471		১৯ জন
৯	সিএসই	CSE-70 CSE-91	CSE-45	CSE-12, CSE-13, CSE-16, CSE-17			০৭ জন
	মোট	১৪ জন	১৫ জন	১০ জন	১৩ জন	০১ জন	৫৩ জন

কলেজের সামগ্রিক তথ্য ও বাৎসরিক কর্মসূচি তুলে ধরা হলো এই প্রতিবেদনে। ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যগাথা এবং নিরন্তর ও সুশৃঙ্খল কর্মধারার উষ্ণ প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়েছে এই প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে সংযোজিত সালতামামিই ঢাকা কমার্স কলেজের স্বোপার্জিত শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশালত্বকে প্রমাণ করে। দৃঢ় প্রত্যয়ী ও অক্লান্ত কর্মযজ্ঞ ঢাকা কমার্স কলেজের সুকীর্তি ও উন্নয়নের পথকে করেছে সুপ্রসারিত। অবিরত এ যাত্রা ক্লান্তিহীন, গতিময় ও তেজোদীপ্ত। প্রভূত উন্নয়ন ও সাফল্য অর্জন করতে গিয়ে এই কলেজ কখনো পিছপা হয়নি, হার মানেনি পশ্চাৎপদতার কাছে। তাই স্বীকৃত ভালোবাসায় ঢাকা কমার্স কলেজ আজ অভিষিক্ত ও গৌরবান্বিত। অন্তরের অন্তঃস্থলের সুগভীর ভালোবাসা আর হৃদয়ানুভূতির উষ্ণধারায় অবগাহন করুক ঢাকা কমার্স কলেজ। কলেজের গৌরবময় ইতিহাসে যুক্ত হতে থাক নব নব সাফল্যের ধারা। ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবার অনন্ত, অক্ষয় প্রতিমূর্তিতে ভাস্বর হয়ে থাক সবার অন্তরের মণিকোঠায়।

তথ্যসূত্র : অফিস, বিভাগ, শাখা, ক্লাব ও কমিটি

প্রবন্ধ

কবিতা

গল্প

ভ্রমণ কাহিনী

স্মৃতিকথা

তথ্য বিচিত্রা

ধাঁধা

English Writings

সূচি

প্রবন্ধ
১। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আগত নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে
২। বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে CEDP
৩। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের নোবেল ভাষণ
৪। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জীবনের একটি মাত্র ভুল
৫। ঢাকা কমার্স কলেজে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০১৮
৬। সময় সর্বদাই মূল্যবান
৭। ঢাকা কমার্স কলেজ
৮। কবিতা
৯। শিক্ষকগণই সমাজের মহান ব্যক্তি
১০। বন্ধুত্ব
১১। ইংরেজি কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের অবদান

কবিতা
১। সমতা-অভিধান
২। হুমকি সম্বন্ধনীয়
৩। প্রিয় বাংলাভাষা
৪। শিক্ষার মূল্য
৫। যখন আমি থাকব না
৬। বাবা
৭। স্বাধীনতার স্বপ্ন
৮। বিজ্ঞান চিন্তা
৯। ইচ্ছে ছিল
১০। শেষ ইচ্ছে
১১। প্রকৃতি
১২। চুপিসারে ভোর তুমি
১৩। বন্ধু গেল যুদ্ধে
১৪। স্মৃতিতে ক্লাসরুম
১৫। আপন ভুবন
১৬। জ্বলে ওঠা প্রাণ
১৭। স্বপ্নের প্রজাপতিগুলো
১৮। দাদু
১৯। বাংলার প্রকৃতি

গল্প
১। জীবন জীবনের জন্য
২। ট্রেন টু সামহ্যোয়ার
৩। তিন বন্ধুর নির্মম জীবন
৪। সে
৫। কাঠপুতুল

ভ্রমণ কাহিনী ও স্মৃতিকথা
১। দক্ষিণ এশিয়া ছাড়িয়ে
২। মা আবার এসো ফিরে

তথ্য বিচিত্রা ও ধাঁধা
১। রক্তদানের পর করণীয়
২। রহস্যময় দিন পঞ্জিকা
৩। তথ্য বিচিত্রা
৪। তথ্য বিচিত্রা
৫। ধাঁধা

English Writings
1. Fifth Freedom
2. Nature
3. Nanochemistry and Its Application
4. Best Motivational Messages for Students

প্রবন্ধ

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আগত নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে

প্রফেসর মোঃ মুতিয়ূর রহমান
সাবেক উপাধ্যক্ষ একাডেমি

হে নবীন,

তুমি আজ নবীন কোন দিক থেকে? তুমি কিশোর জীবন পূর্ণ করে যৌবনের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখেছ বলেই তুমি যৌবনে নবীন। যৌবনের পূর্ণতার দিকে তুমি প্রবাহিত। আবার মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাধ্যবাধকতার কোর্স সম্পন্ন করে এখন তুমি দায়িত্বশীল হওয়ার জন্যে শিক্ষার উচ্চস্তরে পদার্পন করেছ, এখানেও তুমি নবীন। তাই নবীন বিশেষণে তুমি আখ্যায়িত। তুমি এখন একেবারে সজীব, নতুন। তোমার এখন সবদিকেই নজর। তোমার শরীর মনের চাহিদাও নতুন। তুমি সাধনার স্তরে এখন নব উদ্যমে চলবে।

হে দায়িত্ববোধে অবস্থানকারী,

এখন থেকে তোমার জীবনে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দ্বন্দ্ব আসবে। তোমার প্রতিকর্মেই একটা 'হ্যাঁ'-বোধক আর একটা 'না'-বোধক পথ তুমি দেখবে। 'হ্যাঁ' বোধে দায়িত্বপালন করলেই তুমি শুদ্ধ পথে যাবে। আর 'না' বোধে চলে গেলে তুমি তোমার জীবনের ক্ষতির দিকে যাবে। 'না' ও 'হ্যাঁ'-এর দ্বন্দ্বের মিমাংসার জন্যে তোমাকে গুরুজনের সহায়তা নিতে হবে। কেবল তখনই তুমি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাবে। দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারলেই তুমি সরল পথ পেয়ে যাবে।

হে রিপু দমনকারী,

প্রতি মানুষের সাথেই ছয়টি শত্রু একান্তভাবে বসবাস করে, এগুলোকে একশব্দে বলে রিপু। রিপুগুলোর নাম: কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। এগুলোকে দমনে রেখে জীবন পরিচালনা করলেই মানবজীবন সার্থক হয়। দমন করতে ব্যর্থ হলেই মানবজীবন পশুর জীবনে নেমে যায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে থেকেই রান্না করে দেয়, আবার নিয়ন্ত্রণ হারা হলেই সে পুড়িয়ে ছারখার করে। আগুনের মতোই রিপুকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শিক্ষক তোমাকে রিপুগুলো সম্পর্কে সচেতন করে দেন।

হে অধ্যয়নশীল,

তুমি পড়াশোনা করেই শিখবে। তোমার পাঠ্যবইটি তুমিই পড়বে। পড়তে পড়তে পাঠ্যবইয়ের যে অংশ, যে শব্দ ও যে ভাবকে তুমি ধরতে পারবে না, বুঝতে অক্ষম হবে, বইয়ের সে অংশের নীচে কাঠপেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে দিয়ে পড়ে যাবে। তারপর শিক্ষকের কাছ থেকে সেসব দাগপড়া অংশের, শব্দের ও ভাবের অর্থ বুঝে নিবে। পাঠ্যবইয়ের প্রত্যেক পাতাই তোমাকে পড়ে বুঝতে হবে। পরীক্ষার উত্তর দিতে প্রয়োজন পড়বে এমন অংশগুলো বারবার পড়বে এবং আয়ত্ব করবে।

কোনো একটা অংশ পড়ার পর পরই তুমি খাতায় লিখে ফেলবে। না লিখে শুধু পড়তে থাকলে গত বিষয় সঠিক মাত্রায় আয়ত্বে আসে না। আসলে তুমি তো লেখাপড়াই করো। যত মাত্রায় পড়া তত মাত্রায় লিখতে হয়। লেখা ও পড়া শব্দ দুটো একত্রে পাশাপাশি থাকে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে "তুমি কী করো" তোমার উত্তর হয় "আমি লেখাপড়া করি"। তার মানে তুমি লেখাও করো আবার পড়াও করো । কেউ যদি শুধু পড়ে, না লিখে, তবে সে তার অর্ধেক কাজ করল। পড়া হলো, কিন্তু লেখা হলো না।

পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু মুখস্থ করে লেখা যায়, মুখস্ত না করে বই দেখে দেখে লেখা যায় অথবা পাঠের বিষয়বস্তু বুঝে নিয়ে নিজের ভাষায়ও লেখা যায়। যাহোক, শিখবার জন্যে পড়ার সাথে সাথে লেখাটাও বাধ্যতামূলক। এভাবে পড়ালেখা করলেই তুমি ভালো শিখতে পারো। শিখবার এটাই পদ্ধতি।

হে পাঠগ্রহণকারী,

শ্রেণিকক্ষে তুমি কীভাবে প্রস্তুত থাকলে শিক্ষকের প্রদত্ত পাঠদানকে বুঝতে পারবে বা আয়ত্ব করতে পারবে। তার কৌশল হলো, শিক্ষক যে বিষয়ে পাঠদান করবেন তুমি তা ক্লাসে আসার আগেই নিজে নিজেই ২/৩ বার করে পড়ে আসবে এবং একা একা পড়তে পড়তে পাঠের যে অংশ ভালো বুঝতে পারবে না সে অংশের নিচে বইয়ের মধ্যে কাঠ পেন্সিলে দাগ দিয়ে দিয়ে পড়বে। এ রকম পড়াকে বলে 'আগাম পাঠ'। ক্লাসে শিক্ষকের প্রদত্ত পাঠবক্তৃতা শুনতে শুনতে তোমার ক্লাস নোট খাতায় নোট করে করে শিক্ষকের প্রদত্তপাঠ শ্রবণ করবে। এই পাঠ গ্রহণকে বলে 'ক্লাসের পাঠ'। ক্লাস শেষে বাড়িতে গিয়ে ওই একই পাঠকে পুনরায় পড়বে। এই পাঠকে বলে 'পুনঃপাঠ'। তাহলে (১) আগাম পাঠ (২) ক্লাসের পাঠ ও (৩) পুনঃপাঠ, একই বিষয় তোমার দৈনিক তিনবার পড়া হয়ে যাবে এবং শেষবারে বিষয়টাকে খাতায় লিখে রাখলেই তোমার লেখাপড়া পাকাপাকি হয়ে যাবে। এভাবে পড়ে পড়ে তোমার পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু তোমাকে আয়ত্ব করতে হবে। তবেই তুমি সফল শিক্ষার্থী।

এই পদ্ধতিতে দৈনিক ৩/4 ঘণ্টা পড়া করতে হবে। পড়া

করতে করতে পড়ার বিষয়বস্তুকে খাতায় লিখেও ফেলবে। এই অবস্থাকে বলা হয় 'পড়ে লিখি শিখি'। 'পড়ে লিখে শিখে' নিতে পারলেই তোমার জানাটা পাকা হয়ে গেল।

প্রতিটি বিষয়ের জন্যে একটা করে নোট খাতা ক্লাসে নিয়ে যাবে এবং যে শিক্ষক যে বিষয় পড়াবেন সে বিষয়ের নোট খাতায় শিক্ষকের আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে নোট করে আনবে। প্রত্যেক দিনের নোট খাতায় নোট করার সময় নোট খাতার ডানপাশে উপরের মার্জিনে তারিখ লিখবে, তারিখের নিচে শিক্ষকের নাম লিখবে এবং তারও নিচে যে বিষয়টি শিক্ষক পাঠদান করছেন তার শিরোনাম লিখবে। এই নোট খাতা তুমি কখনো হাতছাড়া করবে না। তোমার সারাজীবন এই নোট খাতা কাজে লাগবে ।

হে মনুষ্যত্ব অর্জনকারী,

তোমাদের নবযৌবনের শরীর মনকে মনুষ্যত্ব অর্জনের দিকে চালনা করতে হবে। মনুষ্যত্ব বিষয়টি কী? মানুষের অর্জিত সৎ গুণকেই সামগ্রিকভাবে বলা যায় মনুষ্যত্ব। অর্থাৎ মিথ্যা কথা না বলা, সত্যাশ্রয়ী থাকা, মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকা, দয়া, ভালোবাসা প্রেম অনুরাগ রক্ষা করে চলা। শরীর মনের খারাপ গুণগুলোকে ঝেড়ে ফেলে, উৎকর্ষলাভ করতে হবে। তার জন্যে মানুষের আচার আচরণ, চিন্তা চেতনা ভালোবাসা প্রেমপ্রীতি ইত্যাদি নিয়ে লেখা বই পড়তে হবে। আর সেরকম বই হলো সাহিত্যবই, অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা রচনা। তোমার পাঠ্য বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তুমি ওইরকম বই পড়বে মনুষ্যত্বকে বোঝার জন্যে, জাগ্রত করার জন্যে।

হে ভবিষ্যতের আয় উপার্জনকারী,

মানুষের প্রধান ইচ্ছা থাকে, সে আয় উপার্জন করে জীবনকে উপভোগে রাখবে। সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করবে। প্রতিষ্ঠানিক পড়ালেখা শেষ করে এই পথেই তোমাকে নামতে হবে। এই পথেই তুমি তোমার বাকি জীবনকে জড়িয়ে রাখবে। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে বাস্তব জীবনে কোন ধরনের কাজ করলে অর্থ উপার্জন হবে, সেকাজ সম্বন্ধে কল্পনা করবে এবং সেরকম কাজ সামনে আসলে তাতে তুমি সহায়তা করে কাজের সঙ্গে যুক্ত হবে। কল্পনা করে , অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ শুনে, কর্ম জীবনের উপর তোমার মনোচ্ছবি তৈরি করতে হবে। তবেই যখন সময় হবে তখন অর্থ-উপার্জনে নেমে গিয়ে সফলতা লাভ করতে পারবে। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে, কর্মজীবন আনন্দে ভরে উঠবে।

হে শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

মনের ভাব প্রকাশের জন্যে ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রেও ভাষা ব্যবহার করেই কাজ করা হয়। ভাব প্রকাশ ও কাজ করার জন্যে সঠিক এবং উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করার মধ্যেই ভাবের ও কাজের অর্থপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। সেজন্য অভিধান পাঠ করে শব্দ ও তার অর্থ শিখে, ভাব ও কর্ম নির্দেশনা প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করা যায় এবং তখন ভাষার প্রকাশটা সাবলীল হয়ে ওঠে। মনে রেখ, ভাষা ব্যবহারের ও সঠিক উচ্চারণের কারণেই মানুষ নিজে মর্যাদালাভ করে। অভিধানকে শব্দ সাহিত্যও বলা হয়।

অবসর মুহূর্তগুলোতে বাংলা থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেজি, ইংরেজি থেকে বাংলা– এই তিনটি অভিধান থেকে শব্দ ও অর্থ শিখতে পার। দৈনিক ১০টি করে শব্দ ও অর্থ পড়া হলে বছর শেষে তোমার মস্তিষ্কে শব্দের ও অর্থের ভাণ্ডার গড়ে উঠবে এবং সাথে সাথে তুমি নিজেও উৎকর্ষ লাভ করবে।

সজীব বন্ধুরা,

আজ তোমাদেরকে আমাদের কাছে পেয়ে আমরাও উৎসাহিত! তোমাদের অগ্রগতিতে আমরাও অবদান রাখার জন্যে প্রস্তুত। তোমাদেরকে আমরা আজ আন্তরিক প্রীতি ও স্নেহের সাথে বরণ করে নিলাম। তোমাদের জন্যে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা, সহানুভূতি ও আশীর্বাদ থাকবে। তোমরা পূর্ণ গতিতে এগিয়ে যাও।

সবশেষে বাংলা একাডেমিপ্রচারিত একটা ছড়া তোমাদের উদ্দেশে নিবেদন করে আমি আমার স্বাগত সম্ভাষণের ইতি টানছি:

অজ্ঞানতা হানিছে আঘাত;
অস্ত্র তোমার কই?
অস্ত্র তোমার লেখাপড়া;
অস্ত্র তোমার বই।

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে CEDP

প্রফেসর ড. এ. এম. সওকত ওসমান
আহ্বায়ক
সিইডিপি কমিটি
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাংলাদেশের কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজসমূহের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় একটি প্রকল্প গ্রহণ করে যার নাম CEDP (College Education Development Project). এটি Institutional Development Grant (IDG) এর একটি উপপ্রকল্প। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করছে এবং এ লক্ষ্যে CEDP বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক যৌথভাবে অর্থায়ন করছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই প্রকল্পের নির্বাহী প্রতিনিধি। এই প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে ২০১৬ সালের জুন মাস থেকে যা ২০১৯-২০২০ অর্থবছর বাস্তবায়ন শুরু হয় এবং প্রকল্পের মোট ব্যয় ১০৪০০ মিলিয়ন টাকা।

CEDP প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কলেজ শিক্ষা সাব-সেক্টরের মান উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণকারী কলেজসমূহের শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন করা যাতে তারা বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সমর্থ হয়।

CEDP প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায় :

(i) অংশগ্রহণকারী কলেজসমূহের Teaching Learning Facilities উন্নয়ন করা

(ii) শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ, কানেকটিভিটি ও ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক স্থাপন;

(iii) শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিষ্ঠানিক সেলফ এসেসমেন্ট তৈরি করা এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম স্থাপন;

(iv) শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বিশেষত ICT বিষয়ে প্রশিক্ষণ;

(v) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ভৌত ও কারিগরি সুবিধা প্রদান; এবং

(vi) শিক্ষার্থীদের সফটস্কিল ও ইন্ডাস্ট্রি লিংকেজ তৈরি করা ইত্যাদি।

CEDP প্রকল্পে ঢাকা কমার্স কলেজ ৪ (চার) কোটি টাকার অনুদান পায়। বিগত ২৪/০৮/২০১৯ তারিখে ঢাকা কমার্স কলেজ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪ (চার) কোটি টাকার চুক্তি সম্পাদিত হয়।

সিইডিপি-র সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার জনাব মামুনুল হকের নিকট থেকে চুক্তিপত্র গ্রহন করছেন ঢাকা কমার্স কলেজে সিইডিপি প্রকল্পের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. এ. এম. সওকত ওসমান

ঢাকা কমার্স কলেজে CEDP প্রকল্পের অধীনে কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। গত ০১/০৩/২০২০ তারিখে ঢাকা কমার্স কলেজের উন্নয়ন কমিটির সভায় CEDP-এর আহ্বায়ক প্রফেসর ড. এ. এম. সওকত ওসমান প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

সিইডিপি প্রকল্পের অধীনে ঢাকা কমার্স কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের দুটি RFQ আহ্বান করা হয়েছে। একটি পণ্য সরবরাহ করেছে, অপরটির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যার কাজ চলমান। প্রথম RFQ টি প্রায় ৫ লাখ টাকা যার অধীন প্রকল্প অফিসের জন্য ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার ইত্যাদি। দ্বিতীয় RFQ টি প্রকল্প অফিসের ইনটিরিয়র কাজ এবং ফার্নিচার সরবরাহ। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্প অফিসের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষ হতে অনুমোদিত পরিকল্পনার আওতায় ৪৫টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১০টি ল্যাপটপ কম্পিউটার, ২৫টি প্রজেক্টর, ২টি ডিজিটাল নোটিশ বোর্ডের চাহিদা প্রদান করা হয়েছে যা মে-২০২০ সালের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজে প্রেরণ করা হবে।

২০-১১-২০১৯ তারিখ ঢাকা কমার্স কলেজ উন্নয়ন কমিটির ৭৯তম সভায় সিইডিপি কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. এ. এম. সওকত ওসমান কর্তৃক উত্থাপিত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অডিটোরিয়ামের এক্যুইস্টিক, সাউন্ড সিস্টেম ও শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ কাজের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়। উক্ত কাজ এক্যুইস্টিক ও সাউন্ড সিস্টেম কলেজের পক্ষ হতে এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রণ কাজ সিইডিপি'র পক্ষ হতে সম্পাদনের প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে পরিচালনা পরিষদের সভায় একই প্রতিবেদন ও প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। উন্নয়ন কমিটি বিষয়টি ইতিবাচক বলে মন্তব্য করে এবং এ ব্যাপারে দুই-তিনটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে সম্ভাব্য ব্যয়ের একটি প্রতিবেদন পরিচালনা পর্ষদে উত্থাপনের সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ আর্থিক বছরে উক্ত প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদিত হবে।

গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের নোবেল ভাষণ
ল্যাটিন আমেরিকার নিঃসঙ্গতা

অনুবাদ: মো. মনসুর আলম
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

ম্যাগিলানের প্রথম বিশ্বভ্রমণের সময় তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন ফ্লোরেন্সের নাবিক অ্যান্টোনিও পিগাফেত্তি। আমেরিকা মহাদেশের আমাদের এই দক্ষিণাঞ্চল সম্পর্কে পিগাফেত্তির ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখা যায় একেবারে বাস্তব চিত্র। কিন্তু বর্ণনায় তিনি এমন সব উপাদান এনেছেন যেগুলোকে ফ্যান্টাসি না ভেবে উপায় নেই। তিনি উল্লেখ করেন, এখানে আজব এক ধরনের শূকর দেখেছেন যাদের দেহের পেছনের দিকে নাভি। নখরবিহীন এক ধরনের পাখির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। স্ত্রী পাখিগুলো নাকি তাদের পুরুষ সঙ্গীর পিঠের ওপরে ডিম পাড়ে। আরেক ধরনের পাখির কথাও আছে: এদের জিহ্বা নেই, দেখতে পেলিকানের মতো এবং এদের ঠোঁট চামচের মতো লম্বা। আরেক অদ্ভুত-জাত জীবের কথা বলেছেন: মাথা আর কান খচ্চরের মতো, শরীরটা উটের মতো, পা হরিণের মতো এবং

ডাক হ্রেষা ধ্বনির মতো। এরপর বলেছেন পাতাগোনিয়াতে ওখানকার একজন স্থানীয় বাসিন্দার মুখোমুখি হন। বিশালদেহী ওই মানুষটা নাকি আয়নার সামনে নিজের প্রতিমূর্তি দেখে ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

এই ক্ষুদে এবং মোহময়ী বইটিতেই আমাদের বর্তমান সময়ের উপন্যাসের বীজ রোপিত আছে। তবে বইটিকে কিছুতেই আমাদের ওই সময়ের বাস্তব চিত্রের সুবিন্যস্ত বর্ণনা বলা যায় না। পশ্চিম ভারতীয়দের বর্ণনা আমাদের সামনে আরো অনেক রকমের চিত্র তুলে ধরেছে: আমাদের এই 'সব পেয়েছি'র এবং মায়া ছড়ানো অঞ্চলকে লোভাতুর চোখে অনেকেই খুঁজেছেন। বহু বছর ধরে বিভিন্ন মানচিত্রে বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আমাদের এই এলাকা। মানচিত্রকররা নিজেদের খেয়ালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি করেছেন এখানকার চিত্র। এখানকার চির যৌবনের ঝর্ণার উৎস খুঁজতে পৌরাণিক আলভার নুনেজ সাবেজা দে ভেকা আট বছর ধরে ঘুরে ঘুরে খুঁজে পেয়েছেন উত্তর মেক্সিকো। তাদের ওই বেভুল অভিযানে নিজেরা নিজেদের সঙ্গীদেরই খেয়ে ফেলেছিলেন। অভিযান শুরু করেছিলেন ছয় শ জন। শেষ পর্যায়ে বেঁচে ছিলেন মাত্র পাঁচজন। সে সময়ের অপরিমেয় রহস্যের মধ্যে একটি এরকম– একদিন কুজকোর এগারো হাজার খচ্চরের একেকটির পিঠে এক শ পাউন্ড করে সোনা চাপিয়ে রওনা করানো হলো আতাহুয়ালপার মুক্তিপণ পরিশোধ করার জন্য। কিন্তু সেই খচ্চরগুলো আর কোনো দিনই গন্তব্যে পৌঁছতে পারল না। পরবর্তীতে উপনিবেশকালেও এরকম কাহিনী প্রচলিত ছিল। যেমন– উর্বর ভূমিতে লালিত-পালিত মুরগি বিক্রি করা হতো কার্তাজেনা দে ইন্ডিয়াতে। ওইসব মুরগির পাকস্থলীতে থাকত দলা দলা সোনা। একজন 'দেশ পেয়েছি'র এরকম সোনার লোভ-পরিবেষ্টিত হয়েছিলাম আমরা অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্তও। পানামার ইস্থমাস বরাবর আন্তমহাসাগরীয় রেলপথ স্থাপনের জরিপকারী জার্মানদের একটা দল এক সময় সিদ্ধান্তে এল, রেলপথ স্থাপনের কাজ বাস্তবায়িত হতে পারে শুধু এক শর্তে: যেহেতু এই অঞ্চলে লোহার অভাব, গোটা রেলপথ হতে হবে সোনা দিয়ে তৈরি।

স্পেনের শাসন থেকে স্বাধীন হওয়ার পরও আমরা লোভাতুরদের থাবার বাইরে যেতে পারিনি। তিন তিন বার মেক্সিকোর স্বৈরশাসনের অধিকর্তা জেনারেল অ্যান্টোনিও লোপেজ দে সান্তানা তথাকথিত পেস্ট্রি যুদ্ধে হারানো তার ডান পায়ের দাফন ক্রিয়ায় এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। জেনারেল গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মোরেনো একটানা দীর্ঘ ষোল বছর ইকুয়েডরের স্বৈরশাসনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মৃত্যুর পর তার মরদেহ আগাগোড়া সামরিক পোশাক এবং একপ্রস্থ মেডেল দিয়ে বর্ম সাজিয়ে রাষ্ট্রপতির চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। এল সালভেদরের ঐশ্বরিক ক্ষমতার মতো সমান ক্ষমতাধারী জেনারেল ম্যাক্সিমিলিয়ানো হার্মান্দেজ মার্টিনেজ এক বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞে ত্রিশ হাজার কৃষককে জবাই করেছিলেন; নিজের খাবারে বিষ মেশানো আছে কি না পরীক্ষা করে দেখার জন্য আবিষ্কার করেছিলেন পেন্ডুলাম; লোহিত জ্বরের মহামারি ঠেকাতে রাস্তার সব বাতি মুড়িয়ে দিয়েছিলেন লাল কাগজে। তেগুচিগালপার প্রধান স্কোয়ারে দণ্ডায়মান জেনারেল ফ্রান্সিসকো মোরাজের মূর্তি আসলে প্যারিসের পুরনো ভাস্কর্যের গুদাম থেকে কেনা মার্শাল নে-এর প্রতিমূর্তি।

আমাদের সময়ের উল্লেখযোগ্য কবিদের অন্যতম চিলির নোবেল বিজয়ী কবি পাবলো নেরুদা আজ থেকে এগারো বছর আগে এখানকার দর্শক শ্রোতাদের মনের ওপর আলো ফেলেছিলেন। তারপর থেকে ইউরোপের যাঁদের মধ্যে সদিচ্ছা আছে এবং যাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে সদিচ্ছার অভাব ঘটে এমন লোকদেরও নড়েচড়ে বসতে হয়েছে ল্যাটিন আমেরিকার মতো সীমাহীন জগতের ভৌতিক স্বভাব চরিত্রের পুরুষ আর কিংবদন্তিতে পরিণত হওয়া অসীম জিদ্দী নারীদের কাহিনী শুনে। প্রমিথিউসের মতো একজন রাষ্ট্রনায়ককে একাকী তার জ্বলন্ত প্রাসাদে বন্দি থেকে একটা গোটা সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়ে যেতে হয়েছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। গণতন্ত্রের সৈনিক মহান হৃদয়ের আরেকজন রাষ্ট্রপতি নিজের দেশের মানুষদের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাকেও ওই একই পথ ধরতে হয়েছে– এমনকি সন্দেহজনক দুটো বিমান দুর্ঘটনাকে মেকাবেলা করেও। পাঁচ পাঁচটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে; সতের বার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। একজন দৈত্যসদৃশ স্বৈরশাসকের আবির্ভাব ঘটেছে: তিনি ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমাদের সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহতম গণহত্যা চালিয়েছেন। ১৯৭০ সালের পর থেকে ইউরোপে যত শিশু জন্মেনি তার চেয়েও বেশি অর্থাৎ প্রায় দুকোটি ল্যাটিন আমেরিকান শিশুকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। নিখোঁজ হয়েছে প্রায় এক কোটি বিশ লাখ। মনে হয় উপসালার বাসিন্দাদের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে কেউ দায়ী নয়; কেউ জানে না কেন এই মনুষ্য জীবন অপচয়। অসংখ্য সন্তানসম্ভবা মহিলার সন্তান প্রসব হয়েছে আর্জেন্টিনার জেলখানায়। কেউ কারো নিজের সন্তানের খোঁজ-পরিচয় পায়নি। সবাইকে সামরিক লোকেরা এতিমখানায় পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদের মহাদেশের এই রকমের চিত্র যারা বদলানোর চেষ্টা করেছেন তেমন দুলাখ নারী পুরুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। শুধু এল সালভেদর, নিকারাগুয়া এবং গুয়েতেমালার মতো ছোট তিনটি হতভাগা রাষ্ট্রেই প্রাণ হারাতে হয়েছে এক লাখেরও বেশি মানুষকে। বিগত চার বছরে এরকমের ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটলে খবরে চলে আসত ষোল লাখ মানুষের হিসাব।

উদার আতিথেয়তার দেশ চিলি। সেখান থেকেও প্রাণ রক্ষার তাগিদে পালিয়ে গেছেন দশ লাখ মানুষ– মানে দেশের মোট জনসংখ্যার এক দশমাংশ। ছোট দেশ উরুগুয়ে নিজেকে সভ্য বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। সেখান থেকেও প্রতি পাঁচজনের একজন নির্বাসন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৭৯ সাল থেকে এল সালভেদরে প্রতি কুড়ি মিনিটে এক জন করে শরণার্থী তৈরি হয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো থেকে নির্বাসিত মানুষদের নিয়ে কোনো দেশ তৈরি হলে সেখানকার লোকসংখ্যা নরওয়ের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি হয়ে যেত।

আমি জোর দিয়ে বলতে পারি কোনো রকম আক্ষরিক প্রকাশ নয়, বরং আমাদের এই অতি বাস্তবতাই সুইডিশ একাডেমি অব লেটার্স-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এই বাস্তবতা কাগুজে বাস্তবতা নয়; সব সময় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে এবং আমাদের অগণিত মৃত্যুর প্রতি পল, প্রতি মুহূর্তকে নির্ধারণ করে থাকে এই বাস্তবতা। এই বাস্তবতাই আমাদের মাঝে দুঃখ আর সৌন্দর্যে ভরা অসীম সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে থাকে। আপনাদের সামনের আজকের এই ভবঘুরে কলম্বীয়কে ভাগ্যদেবী তুলে এনেছেন– এটি একটি মাত্র ব্যতিক্রমী ঘটনা। কবি ও ভিক্ষুক, সঙ্গীতজ্ঞ ও ভবিষ্যৎবক্তা, যোদ্ধা ও বদমাশ– আমরা সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু কল্পনার অভাবে প্রচলিত পন্থায় আমাদের বাস্তবতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়নি। বন্ধুগণ, এই হলো আমাদের সমাধান-অযোগ্য সমস্যা।

এরকম সমস্যার ভাগীদার আমরা সবাই। আমাদের এই পরিস্থিতি দেখে সহজেই অনুমেয় যে, পৃথিবীর এই অংশের যুক্তিবাদী সংস্কৃতির পণ্ডিতেরা আমাদের বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করার স্থায়ী কোনো উপায় খুঁজে না পাওয়ার আনন্দেই মত্ত থাকবেন। খুবই স্বাভাবিক, তারা নিজেদের মাপকাঠিতেই আমাদেরও মাপবেন। তারা ভুলে যান, জীবনের সমূহ ধ্বংস সবার ক্ষেত্রে এক নয়। তারা ভুলে যান, আমাদের আত্মপরিচয় অন্বেষণ তাদের অতীতের মতোই দুঃসাধ্য এবং রক্তাক্ত। আমাদের বাস্তবতাকে আমাদের নিজেদের প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা না করলে ফলাফল হিসেবে আমাদেরকে আরো অচেনা, আরো বেশি অবরুদ্ধ এবং আরো নিঃসঙ্গ মনে হতে পারে। বুজুর্গ ইউরোপ যদি নিজের অতীতের কথা মনে রেখে আমাদেরকে দেখার চেষ্টা করত তাহলে সেটাই হতো বুদ্ধিমানের এবং বিশ্বাসযোগ্য। অতীতের দিকে তাকালে পরিষ্কার দেখা যায়, প্রথম নগর-দেয়াল তৈরি করতে লন্ডনের ব্যয় করতে হয়েছে তিন শ বছর; একজন বিশপ পেতে আরো তিন শ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। দীর্ঘ বিশটি শতক রোম অন্ধকারের ভেতর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়েছে এবং অবশেষে একজন এত্রুস্কান সম্রাট তাদেরকে ইতিহাসের বন্দরে নোঙর করতে সহায়তা করেছেন। আজকের এই সুইজারল্যান্ড আমাদের সুস্বাদু পনিরের সঙ্গে আপ্যায়ন করছে, এই সভ্য সুইজারল্যান্ডও নিকট অতীতের ষোড়ষ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপকে রক্তলোলুপ সম্পদান্বেষী বলেই দেখেছে। এমনকি রেনেসাঁর একেবারে মধ্যগগণে রোম ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হয়েছে এবং হাজার হাজার বাসিন্দা তরবারির মুখে প্রাণ দিয়েছে।

আজ থেকে তেপ্পান্ন বছর আগে টমাস মান টনিও কোগারের ধোয়া তুলসী উত্তর আর আবেগী দক্ষিণকে এক করে দেখার স্বপ্নকে বড় করে দেখেছিলেন। আমি ওই মায়াকে মূর্তরূপ দিতে চাচ্ছি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ওই স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন ইউরোপীয়রা এখনও এখানেও যুদ্ধ করে যাচ্ছেন ন্যায়সঙ্গত এবং মানবীয় মাতৃভূমির জন্য। তারা ইচ্ছে করলে আমাদেরকে দেখার দৃষ্টিটাকে ঠিকমতো ব্যবহার করলে আমাদেরকে ঠিকমতো উপস্থাপন করতে পারতেন। পৃথিবীর সকল জাতির জন্য তাদের নিজস্ব স্বপ্ন-লালিত জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ যতদিন সম্ভব না হবে ততদিন আমাদের স্বপ্নের সঙ্গে যতই সংহতি দেখানো হোক না কেন আমাদের একাকীত্ব দূর হবে না।

ল্যাটিন আমেরিকা অন্যের হাতের ক্রীড়নক হতে রাজী নয়। এরকম হওয়ার কোনো কারণও নেই। ল্যাটিন আমেরিকার স্বাধীনতা এবং মৌলিকত্ব অর্জনের প্রচেষ্টা পশ্চিমা জগতের অভিলাষ হবে, সেটাও হতে পারে না। নৌপথের অগ্রগতি আপাতদৃশ্যে ইউরোপ এবং আমাদের আমেরিকার মাঝের বাহ্যিক দূরত্বকে কমিয়ে দিয়েছে বলে মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই দুজগতের মাঝের সাংস্কৃতিক দূরত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের সাহিত্যের মৌলিকত্বকে সহসাই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাহলে কী কারণে আমাদের সামাজিক পরিবর্তনের কঠোর সংগ্রামকে এত সন্দেহের চোখে অস্বীকার করতে হবে? প্রগতিবাদী ইউরোপীয়দের আরাধ্য সামাজিক ন্যায় বিচার অন্বেষণ ভিন্ন প্রেক্ষিত নিয়ে হলেও ল্যাটিন আমেরিকার লক্ষ্য হতে অসুবিধা কোথায় তাহলে? না, আমাদের ইতিহাসের তাৎক্ষণিক বেদনার মূলে রয়েছে দীর্ঘকালের অসাম্য আর তিক্ততা। আমাদের মাতৃভূমি থেকে নয় হাজার মাইল দূরের কোনো ষড়যন্ত্রকে এর পেছনের কারণ হিসেবে দায়ী করা যায় না। কিন্তু ইউরোপীয় অনেক নেতা এবং চিন্তাবিদ এরকমই ভেবে বসে আছেন। তাদের ভাবনাকে বালসুলভ ভাবনা বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। কারণ তারা বেভুলের মতো মনে করেন, পৃথিবীর দুটো বৃহৎ মোড়লের দয়া দাক্ষিণ্যে বাঁচা ছাড়া আর কোনো গন্তব্য বুঝি নেই। বন্ধুগণ, এই হলো আমাদের নিঃসঙ্গতার মাপকাঠি।

এত কিছু সত্ত্বেও নির্যাতন, লুটপাট আর পরিত্যাগকে মেনে নিয়ে আমরা জীবনের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিয়ে থাকি। বন্যা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, আকস্মিক কোনো বিপ্লব কিংবা শতাব্দীর পর

শতাব্দী ধরে চলে আসা যুদ্ধও আমাদের কাছে মৃত্যুর ওপর জীবনের জয়গানকে ম্লান করতে পারেনি। জীবনের এই ইতিবাচক অবস্থান গতিতে এবং আকারে বছরের পর বছর বাড়তেই থাকে। প্রতি বছর প্রায় সাত কোটিরও অধিক মানুষ বাড়ছে। প্রতি বছর বাড়ছে প্রায় নিউইয়র্কের জনসংখ্যার চেয়ে সাতগুণ মানুষ। ল্যাটিন আমরিকাসহ অন্য যে সকল দেশে সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে সে সব দেশেই বাড়ছে এই জনসংখ্যা। অন্য দিকে সম্পদশালী দেশগুলো ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার পাহাড় গড়েছে। আজ পর্যন্ত যে সকল মনুষ্যজীব এই পৃথিবীতে জন্মেছে শুধু তাদেরকেই ধ্বংস করেনি এরা, বরং এই হতভাগা পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সকল জীবের ধ্বংস সাধন করেছে।

আজকের এই দিনের মতোই একদিন এখানে আমার গুরু উইলিলয়াম ফকনার বলেছিলেন, 'আমি মানুষের পতনে বিশ্বাস করতে পারি না।' তাঁর স্থলে আমাকে দাঁড় করাতে আমার কিছুতেই দুঃসাহস হতো না। কিন্তু একটা কারণ এখানে ভূমিকা রেখেছে– বত্রিশ বছর আগে তিনি যে অতিকায় ট্র্যাজেডি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না সে ট্র্যাজেডি আমার চোখের সামনে একেবারেই খোলা। মনুষ্য সৃষ্টির পর থেকে এত বড় ধ্বংস আর কখনও হয়নি। কিন্তু এর পেছনের কারণটা সামান্য বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার চেয়ে বেশি কিছু নয়। আজকের এই ভয়ঙ্কর বাস্তবতাকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে সুন্দর স্বপ্নরাষ্ট্র বলেই মনে হওয়ার কথা। তবু এর সম্মুখিন হয়ে আমরা কাহিনীর স্রষ্টারা সবকিছুই বিশ্বাস করতে পারি বলে এটাও বিশ্বাস করতে পারি যে, স্বপ্নরাষ্ট্রের বিপক্ষে স্বপ্নরাষ্ট্র সৃষ্টি করাটাও খুব বিলম্ব হয়ে গেছে, তেমন নয়। এরকম স্বপ্নরাষ্ট্রে জীবন হবে পুরোপুরি নতুন এবং বৈপ্লবিক। সেখানে অন্যেরা কীভাবে মৃত্যুবরণ করবে তা আরেকজন নির্ধারণ করে দেবে না। ভালোবাসা সত্য প্রমাণিত হবে। সুখশান্তি থাকবে সম্ভাবনার ভেতরেই। সেখানে সকল প্রকার আশীর্বাদ বঞ্চিত এবং অভিশাপের চাপে পিষ্ট সকল জাতি শেষ বারের মতো এবং চিরতরে দ্বিতীয় সুযোগ পাবে সকল সম্ভাবনার।

[গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের জন্ম ১৯২৭ সালের ৬ মার্চ কলম্বিয়ায়। ১৯৬০-এর দশকে ল্যাটিন সাহিত্যের ব্যাপক প্রসারে অবদান রাখেন যে সকল লেখক তিনি তাঁদের অন্যতম। সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে পণ্ডিত সাহিত্য সমালোচক সবার কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পান মার্কেস। 'পাতার ঝড়', 'নিঃসঙ্গতার এক শ বছর', 'অশুভ সময়ে', 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না' তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের অন্যতম। তিনি ১৯৮২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। ২০১৪ সালের ১৭ এপ্রিল মার্কেস মারা যান।]

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জীবনের একটি মাত্র ভুল

লুৎফুন নাহার ইসলাম
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
গাহস্থ্য বিজ্ঞান বিভাগ

১৯৪৫ সালের ৬ এবং ৯ অগাষ্ট জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকি শহরের উপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। পরমাণু বোমার আঘাতে হিরোশিমায় প্রায় ২ লাখ এবং নাগাসাকিতে প্রায় ৮০ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। এই ধরনের জঘন্য বোমার আঘাতে হিরোশিমা ও নাগাসাকির ভয়াবহ পরিণতি এবং মনুষ্যত্বের অবমাননায় আইনস্টাইন সেদিন প্রচণ্ডভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। ভয়াবহ এই হত্যাযজ্ঞ দেখে আইনস্টাইন কিছুদিন পর আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'জীবনে আমি একটি মাত্র ভুল করেছি; সেটা হলো প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে লেখা চিঠিতে স্বাক্ষর করা। সেই চিঠিতে আমি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে পরমাণু বোমা তৈরির সুপারিশ করেছিলাম।' এই ঘটনার একটি প্রেক্ষাপট তুলে ধরার আগে আমি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি। হাবাগোবা অপদার্থ আইনস্টাইন ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ দক্ষিণ জার্মানির উলম নামক ছোট উপ-শহরে বাবা হারমান আইনস্টাইন ও মা পলিন আইনস্টাইনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বেহালা বাদকদের অন্যতম ছিলেন আইনস্টাইন। আইনস্টাইন তাঁর মায়ের কাছ থেকে এই বেহালা বাজানো শিখেছিলেন। কারণ তার মা একজন সংস্কৃতিকমনা মহিলা ছিলেন। আইনস্টাইন সবসময় অমনোযোগী ছাত্র ছিলেন। পড়ালেখায় তার কোনো মনোযোগ ছিল না। স্কুলের শিক্ষক এই অমনোযোগী ছাত্র সম্পর্কে বলেছেন, 'যে কোনো বিষয় নিয়ে ও পড়তে পারে, তবে কোনো বিষয়েই ভালো করার সম্ভাবনা নেই, একেবারেই অমনোযোগী এবং বেয়াড়া।' শুধু তাই নয়, একবার স্কুল থেকে 'তোমার উপস্থিতি ক্লাসের জন্য বিরক্তিকর, অন্য শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিকর,' বলে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। ১৮৯৫ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে সেখানেও ফেল করেন। বহু চড়াই উতরাই পেরিয়ে অবশেষে আইনস্টাইন ১৯০৯ সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর পদে নিয়োগ পান। ১৯২১ সালে আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন।

আইনস্টাইনের জীবনে একটিমাত্র ভুলের প্রেক্ষাপট এখন তুলে ধরছি। ১৯৩৯ সালে সমগ্র ইউরোপে যখন যুদ্ধের দামামা বাজছে জার্মানির একনায়ক হিটলারের নাৎসি বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বহু ইহুদি বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী স্বদেশভুমি জার্মানি ত্যাগ করে

ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতালীর মুসোলিনীর অত্যাচারে ইতালির বহু বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানী এসব দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নাৎসিদের আগ্রাসনের সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য আমেরিকায় আশ্রয়প্রাপ্ত ইহুদি বিজ্ঞানীরা তাদের কিছু গবেষণার ফল বাস্তবায়নে সাহয্য করার জন্য তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লিখেন। ওই ঘটনার ৭০ বছরের বেশি সময় পার হলেও পৃথিবীর কাছে চিঠিটি আজও গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কারণ ওই চিঠির স্বাক্ষরদাতা ছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন।

ঢাকা কমার্স কলেজে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০১৮

আলী আহাম্মদ
অফিস সহকারী

বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ১ম ব্যাচ ১৯৮৯-৯০ থেকে বর্তমানে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত শুধু ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় শ্রেণি রোল ০১ থেকে ৪৩৫৯৫ পর্যন্ত এবং ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিজ্ঞান শাখার ১ম ব্যাচে শ্রেণি রোল ০১ থেকে ১১৮৫ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে অনার্স, মাস্টার্স, বিবিএ প্রফেশনাল, সিএসই প্রফেশনাল ও এমবিএ সহ বিভিন্ন কোর্সে শিক্ষার্থীগণ অধ্যয়ন করছেন। এ কলেজ ১৯৮৯ সালে ঢাকাস্থ লালমাটিয়ায় অবস্থিত কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে কলেজটি ০১.০৭.১৯৮৯ তারিখে যাত্রা শুরু করে। ২য় পর্যায়ে ০১.০২.১৯৯০ তারিখে ধানমন্ডি ভাড়া বাড়ির ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা হয়। সবশেষ মিরপুরের স্থায়ী ক্যাম্পাসে ০২.০১.১৯৯৪ তারিখে এ কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর অ্যাকাডেমিক ভবন-১ এর ৪র্থ তলা পর্যন্ত মোটামুটি প্রস্তুত করেই এ কলেজ ২২.০১.১৯৯৫ তারিখে ধানমন্ডি থেকে মিরপুরের স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তর হয়ে চলছে অদ্যাবধি।

বিগত ০৮.০৯.২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠানে ঢাকা কমার্স কলেজের দুজন শিক্ষক, একজন কর্মকর্তা ও একজন কর্মচারী অবসর গ্রহণ উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়। ৪ জনের মধ্যে প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী, বাংলা বিভাগ ঢাকা কমার্স কলেজের সূচনা ক্যাম্পাস কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে ১৫.৮.১৯৮৯ তারিখে যোগদান করে ৩১.১২.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুল আলম ধানমন্ডি ক্যাম্পাসের শুরুর দিকে ০১.১২.১৯৯১ তারিখ থেকে ৩১.১০.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন মিরপুর স্থায়ী ক্যাম্পাসে কলেজের নির্মাণ কাজের শুরুতে ১২.০২.১৯৯৪ তারিখ থেকে ০৫.১২.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। আর জনাব মোঃ সাহজাহান আলী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ মিরপুর স্থায়ী ক্যাম্পাসে কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ০১.০৩.২০০5 থেকে ৩০.০৬.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। প্রসঙ্গত, তিনি পূর্বে অন্য কলেজেও শিক্ষকতা করেছেন।

বিদায়ী প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী

চলে গেলেন এ কলেজের কিং খালেদ-এর গল্প বলার প্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী স্যার। যিনি ঢাকা কমার্স কলেজের সূচনা পর্ব কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। এ কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রথম শিক্ষক প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম স্যার যিনি বর্তমানে কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)। তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তারপর থেকে প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী স্যার ১৯৯১ সালে শুরু থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পদে দায়িত্বপালন করেন।

অফিসসহ যে কোনো প্রশাসনিক কাজ প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী স্যার অত্যন্ত ধৈর্য ও আন্তরিকতা সহকারে ধীরস্থিরভাবে পরিচালনা করার ফলে কাজগুলো সহজে সম্পন্ন হতো। প্রতিষ্ঠানকালীন শিক্ষক হিসেবে তিনি দীর্ঘ ২৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে একটানা এ কলেজে শিক্ষকতা করেন। প্রসঙ্গত তিনি এর পূর্বে অন্য কলেজেও শিক্ষকতা করেন। তিনি তাঁর চাকরির শুরু থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি কলেজ প্রশাসনের বিভিন্ন পদ, যেমন- ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক (প্রশাসন) উচ্চমাধ্যমিক, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, (বাংলা বিভাগ) এবং শিক্ষার্থী উপদেষ্টা হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও চাকরিকালীন কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রশাসনিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত নানাবিধ কমিটি, উপ-কমিটির আহ্বায়ক বা সদস্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। কলেজের অগ্রযাত্রায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে কলেজকে উচ্চতর মাত্রায় আসীন করার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য ভূমিকা রাখেন।

বিদায়ী শিক্ষক জনাব মোঃ সাহজাহান আলী, সহকারী অধ্যাপক

ঢাকা কমার্স কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ সাহজাহান আলী স্যার ছিলেন একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক।

ঢাকা কমার্স কলেজের নিয়মিত প্রকাশনা 'ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল'। এ জার্নাল প্রকাশের দায়িত্ব জনাব সাহজাহান আলী স্যারের ওপর ছিল কয়েকবার। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক ব্যক্তি।

প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী আর সহকারী অধ্যাপক সাহজাহান স্যার দুজনই ছিলেন বাংলা বিভাগের। তাঁদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি কলেজের শিক্ষক পরিষদের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়। ফলে অনুষ্ঠানে স্যারদের সম্পর্কে স্মৃতিচারণের অনুভূতি ব্যক্তমূলক বক্তব্য শোনা ও কিছু বলার তেমন সুযোগ হয়নি। সুযোগ থাকলে বিভিন্ন গুণীজনের স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য এ লেখায় আরো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা যেত। ফলে কলেজের সূচনা হতে বর্তমান পর্যন্ত বাস্তবচিত্র, কিছু বর্ণনা পরবর্তীগণের সান্নিধ্যে পৌঁছানো সহজ হতো। কারণ এমন অনুষ্ঠানগুলোতে এ কলেজের তথ্যভাণ্ডারে যুক্ত হওয়ার অনেক উপকরণ বিদ্যমান থাকে।

ইতিহাস কথা বলে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইতিহাস শিক্ষা দেয়। অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে, বর্তমান যেমন গড়তে পারে তেমনি ভবিষ্যত সুপরিকল্পনাও নিতে পারে। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বল্পতম সময়ে জাতীয় পর্যায়ে দুবার শ্রেষ্ঠ কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং এর শুরু থেকে পর পর তিনবার বেসরকারি পর্যায়ে সেরা কলেজ হিসেবে ১ম স্থান অর্জন ও প্রাক-মডেল কলেজ হিসেবেও ১ম স্থান অর্জন হওয়ায় ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে এক সুদীর্ঘ বাস্তব ইতিহাস।

বর্তমানে এ কলেজে কিং খালেদ ইনস্টিটিউট থেকে আসা মাত্র ৩জন শিক্ষক ও ১জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। বাকীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে চলে যান।

ঢাকা কমার্স কলেজের ধানমন্ডি ক্যাম্পাসের শুরুর দিকে চাকরিতে যোগদান করেন কলেজের প্রথম প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুল আলম। আর কলেজের মিরপুর ক্যাম্পাসে যোগদান করেন নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন মোল্লা।

জনাব মোঃ নুরুল আলম প্রথম প্রশাসনিক কর্মকর্তা

ঢাকা কমার্স কলেজ কিং খালেদ ইনস্টিটিউট থেকে ধানমন্ডির ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তরের পর তিনি চাকরিতে যোগদান করেন। তখন রাত কিংবা দিন মেপে কাজ করার সুযোগ ছিল না। তখন থেকে আলম স্যারের সাথে আমি কাজ করে আসছি। ধানমন্ডি ক্যাম্পাসে যতদিন ছিলাম ততদিন তখনকার কর্মচারী মরহুম মোঃ ঈমান হক অফিসের কাজের ফাঁকে রান্না করতেন বিধায় আমরা একনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আর যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে আলম স্যার প্রায় মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতেন। তিনি দিনের কাজ দিনে করার চেষ্টা করতেন। আর সরলমনা ছিলেন বিধায় কোনো কাজ বা বিষয়ে সহজ সরলভাবে চিন্তা করতেন। মিরপুর ক্যাম্পাসে কলেজের নির্মাণ কাজ শুরু হলে প্রতিনিয়ত ধানমন্ডিতে অফিস সেরে তিনিসহ আমরা মিরপুর ছুটে যেতাম আবার অনেক রাতে পুনরায় ধানমন্ডিতে ফিরে আসতাম। এভাবে চলতো নিত্যদিনের কর্মধারা। আবার মিরপুর ক্যাম্পাসে কলেজ স্থানান্তরের পর প্রথমে আলম স্যার বাইরে বাসা নিলেও পরে কলেজ ক্যাম্পাসে পরিবার পরিজন নিয়ে থাকতেন। তখন থেকে বিশেষ কোনো কারণে ক্যাম্পাসের বাইরে যাওয়া ব্যতীত কলেজ ক্যাম্পাসে কাজ করতেন। যে কোনো সময় অফিস সময়ের বাহিরে দিনে কিংবা রাতে ডাক পড়া মাত্র অফিসের কাজে তিনি হাজির হতেন। আর এভাবে চলে আসছে এ কলেজে তাঁর কর্মধারা অবসরের দিন পর্যন্ত।

জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন (মোল্লা), নিরাপত্তা প্রহরী

ঢাকা কমার্স কলেজের মিরপুর ক্যাম্পাসে নির্মাণ কাজ শুরু হলে বাইরে থেকে অনেকে কাজ করতে আসতেন। তৎকালীন অধ্যক্ষ, প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যার লক্ষ করতেন কাজের ক্ষেত্র একনিষ্ঠভাবে কারা আন্তরিকতার সাথে কঠোর পরিশ্রমী। কর্মঠ এমন ব্যক্তিদের ডেকে বলতেন, 'এই তুমি কি কলেজে চাকরি করবা' এ ব্যাপারে আগ্রহী হলে অধ্যক্ষ স্যার বলতেন, 'তুমি চাকরির জন্য দরখাস্ত কর।' আর আলম স্যারকে বলতেন এর চাকরিতে যোগদানের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে। আলমগীর মোল্লার কঠোর পরিশ্রম কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অর্থাৎ অধ্যক্ষ, প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যার যেমন কঠোর পরিশ্রমী ও কর্মঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন তেমনি তিনি ওই জাতীয় পরিশ্রমী ব্যক্তিদের পছন্দ করতেন। এ অবস্থায়ই নিরাপত্তা প্রহরী পদে চাকরি হয় আলমগীর হোসেনের। এ কলেজে চাকরি হওয়ার পূর্বে তিনিও বিভিন্ন পর্যায়ের কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতেন। একদা গভীর রাতে কলেজ ক্যাম্পাসে এক লোক ঢোকার পর চোর সন্দেহে তাকে তাড়া করতে গিয়ে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। এ ব্যাপারে মামলা হলে পরবর্তীতে কলেজের পক্ষে মামলায় সাক্ষী দিতে বহুবার কোর্টে যেতে হতো আলমগীর হোসেনকে। তবে আলমগীর মোল্লা হিসেবে তিনি কলেজে পরিচিত ছিলেন। সংক্ষেপে কিছু তথ্য লিখছি মাত্র।

উল্লেখ্য, বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান একই দিন ০৮. ০৯. ২০১৮ তারিখে দুই পর্বে সম্পন্ন হয়। ১ম পর্বে প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী ও সহকারী অধ্যাপক সাহজাহান আলী দুজনই বাংলা বিভাগের। এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান কলেজের ১১ তলায় কনফারেন্স কক্ষে এবং ২য় পর্বে বিকেল ৫টায় কলেজের নিচতলার হলরুমে প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুল আলম ও নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

সীমাবদ্ধতার ফলে আমরা বিদায়ী শিক্ষকদ্বয়ের বিদায় সংবর্ধনা

অনুষ্ঠানে থাকার সুযোগ হয়নি। তবে একবার শুনেছি অন্তত প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী স্যার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন। পরে আর তিনিও উপস্থিত থাকতে পারেননি।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করার দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং তৎকালীন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন), প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম স্যার, তিনি তাঁর বক্তব্যে বিদায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের কলেজে দীর্ঘ কর্মময় জীবনের ওপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন। অনুরূপভাবে উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক, প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল স্যার বক্তব্য রাখেন, বিদায়ী কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুল আলম, তাঁর বক্তব্যে আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়েন। বিদায়ী কর্মচারী জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন তাঁর বক্তব্যে, কলেজের তাঁর কর্মময় জীবনের বাস্তবতা তুলে ধরনে। কলেজের অফিসের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন তখনকার সিনিয়র উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা জাফরিয়া পারভীন। তিনি তাঁর বক্তব্যে তাঁদের কলেজে কর্মময় জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর আলোকপাত করেন। বিশেষ করে প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুল আলম স্যারের সাথে কলেজে যোগদানের পর থেকে একত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণীয় দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্ স্যার। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কলেজের উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশরাফ আলী। বক্তাগণ প্রত্যেকে স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার আলোকে অনুভুতি ব্যক্ত করেন। আলম স্যার, আলমগীর হোসেন ও জাফরিয়া পারভীনসহ সবাই স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। পড়ন্ত বিকেলের এ বিদায় অনুষ্ঠানে আগ্রহ থাকলেও মূলত সময়ের স্বল্পতায় দীর্ঘদিন একত্রে চাকরি করেও আমিসহ আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে অনেকে স্মৃতিচারণ মূলক বক্তব্যের মাধ্যমে স্ব-স্ব অনুভুতি ব্যক্ত করার সুযোগ হয়নি।

জাতীয় পর্যায়ে দুবার শ্রেষ্ঠ (১৯৯৬ ও ২০০২), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‌্যাংকিং-এর প্রথম থেকে পর পর তিনবার ১ম স্থান অর্জনকারী সেরা বেসরকারি কলেজ (২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭) এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম বারেই প্রাক-মডেল কলেজ হিসেবে ১ম স্থান অর্জন করে ঢাকা কমার্স কলেজ। বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের শীর্ষ স্থানীয় কলেজসমূহের অন্যতম। তবে পূর্ব প্রস্তুতি সম্ভব হলে অবসরের দিন সংবর্ধনা দিলে কলেজ ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্ব-স্ব অনুভুতি ব্যক্ত করতে বেশী উৎসাহিত হবে। এতে কলেজের তথ্য উপাত্তের প্রচার প্রসারসহ তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। শ্রেষ্ঠ ও সেরা এবং প্রাক-মডেল কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ আগামী দিনগুলোতে এমন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের ধারা বজায় রেখে স্ব-মহিমায় এগিয়ে চলুক, এটাই আমার অন্তরের একমাত্র কামনা।

সময় সর্বদাই মূল্যবান

মো. মমিন সরকার
রোল: ১২৫৯, মার্কেটিং (৪র্থ বর্ষ)

জীবন বড়ই বিচিত্র। জীবন ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তার রূপের বৈচিত্র্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সময়ের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা হয় জীবনও তার বাহ্যিক রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেকে তেমন করেই প্রকাশ করে। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ– সবকিছুই জীবনের অংশ। আর এ সবকিছুর জন্য মানুষের কৃতকর্মই দায়ী। জীবন তো আর কিছু নয়, সময়ে ঘটে যাওয়া কর্মের সমষ্টি মাত্র। সময় শুধু সংখ্যায় পরিমাপযোগ্য কোনো সাধারণ বিষয় নয়– এটি জীবনের এক অনিবার্য সত্য। কোনো ব্যক্তি তার সময়কে যেভাবে পরিচালনা করে তার জীবন সেভাবেই চলে। সময়ের ব্যবহারের কারণে আজ মানুষের জীবনে এত বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। কেউ জীবনে সফল হয়; কেউ ব্যর্থ হয়। কেউ ডুবে যায় মহাকালের অতল দরিয়ায়। যারা জীবনে সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছেন শুধু তারাই স্মরণীয় হয়ে আছেন।

আমাদের জীবন থেকে প্রতিনিয়ত একটি মূল্যবান বস্তু চুরি হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমরা সহজে অনুভব করতে পারছি না। আর সেটি হলো সময়। আমরা সময়ের মূল্য তখনই বুঝতে পারি যখন সময় আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায়। একবার হারিয়ে গেলে সময়কে আর ফিরে পাওয়া যায় না। যদি বলি এ পৃথিবীতে সবচেয়ে শৃঙ্খল কে তাহলে উত্তর হবে: সময়। সময়ের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে। সময় তার নিজ কাজে এতটাই মগ্ন যে, তাকে কোনো আবেগ বা মায়া স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু আমরা মানুষ অতি সহজেই আবেগ বা মায়াতে জড়িয়ে পড়ি, হতাশ হয়ে পড়ি, কখনওবা আবেগের বশবর্তী হয়ে নিজের অস্তিত্বকেই বিলীন করে দিই চিরতরে।

মহাকাল সকলকে মনে রাখে না, শুধু যারা সময়ের সর্বোচ্চ চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হয় তাদেরকেই স্মরণীয় করে রাখে ইতিহাসের পাতায়। আমাদের জীবনে সময়-ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রতিটি পৃথক কাজের জন্য ভিন্নভিন্ন আদর্শ সময় নির্ধারিত রয়েছে। সে আদর্শ সময়েই সে কাজটি আমাদের করতে হবে। জীবনের সময় কখনও বৃদ্ধি পায় না, বরং জীবন থেকে সময় হ্রাস পায়– এই চিরন্তন সত্যটি আমরা প্রায়ই

ভুলে যাই। জীবনে সফল হতে চাইলে প্রতিটি আদর্শ মুহূর্তে সঠিক কাজটি করতে হয়। যদি সেটি না করা হয় তাহলে ঘটে বিপত্তি; সবকিছু হয়ে পড়ে বিশৃঙ্খল। মানুষ বলে থাকে সময় খারাপ যাচ্ছে। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? দায়ী মানুষ নিজেই। কারণ সে অবহেলায় তার সময় অতিবাহিত করে থাকে। একজন শিক্ষার্থী যদি সময়মতো পড়াশোনা না করে তাহলে সে বৈধ্য উপায়ে ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারে না। একজন কৃষক যদি সময়মতো বীজ বপন কিংবা চারা রোপণ না করে তবে উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে।

আমাদের জীবনটা ক্ষণস্থায়ী– এ কথাটি মনে রেখে সকল কাজ সময়মতো করা উচিত। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে বৈচিত্র্য আনতে সময়কে ঠিকমতো ব্যবহার করা শিখতে হবে। তাহলে আমরা সফল হতে পারব এবং আমাদের জীবন গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে।

ঢাকা কমার্স কলেজ

মোঃ আক্তারুজ্জামান
রোল: ৪৩৩৫৮, একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

একটি মানুষের জীবনে বেড়ে উঠার ও জীবনে ভালো কিছু করার উদ্দেশ্য থাকে এবং তার জন্য দরকার সঠিক শিক্ষা। শুধু পিতামাতাই তাদের সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দিতে পারেন না। এজন্য তারা ছেলেমেয়েকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠান এবং তাদের ছেলেমেয়ে শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশে বের হয়। আসলেই কি তারা শিক্ষা অর্জনের জন্যই বের হয়? তা আসলে অনেক পিতা-মাতাই জানেন না। এজন্য দরকার ভালো একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, যে প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতিতেই গড়ে উঠবে ছেলেমেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আর প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনকে উজ্জ্বল করার জন্যই গড়ে উঠেছে ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রতিটি শিক্ষার্থীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করার জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ অবিরাম কাজ করে চলেছে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে সময় খুব কম থাকে। এই অল্প সময়ে ভালো রেজাল্ট করা ঢাকা কমার্স কলেজেই সম্ভব। কারণ এখানেই আছেন দেশের নামকরা মেধাবী শিক্ষক। রয়েছে জ্ঞানচর্চার নানা ব্যবস্থা, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার বিশাল অডিটোরিয়াম, প্রত্যেকটি ক্লাস শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এবং রয়েছে মেডিকেল সার্ভিস। ঢাকা কমার্স কলেজে একজন শিক্ষার্থী যদি অসুস্থ হয় বা রক্তের প্রয়োজন হয় তাহলে একজনকে রক্ত দেওয়ার জন্য অনেক শিক্ষার্থী অপেক্ষা করে, যা বাংলাদেশের আর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই। ঢাকা কমার্স কলেজে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ভালো রেজাল্ট করতে বাধ্য করে। আমি ঢাকা কমার্স কলেজে পড়ে নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করি। কারণ ঢাকা কমার্স কলেজ আমার জীবন সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিটি শিক্ষার্থীকে দেয় জীবনের গৌরবময় জয়টিকা এবং মানুষ পৌঁছে যায় সাফল্যের চরম শিখরে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা ঢাকা কমার্স কলেজের অঙ্গীকার। ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‌্যাংকিংয়ে তিন বার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আর এ জন্যই ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের সেরা কলেজ।

কবিতা

এ কে এম সামিউর রহমান
রোল: ৪৩১৮৮, একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

কবিতা এমন এক জিনিস যাতে কবির মনের সুপ্ত বাসনা, অসম্ভব কল্পনা, বাস্তব অভিজ্ঞতা ইত্যাদির মিলন ঘটিয়ে কিছু শব্দ বা চরণের সমষ্টিরূপে প্রকাশ করেন কবি। কবি তার অনুভূতিগুলো, তার ভালোলাগাগুলো, তাঁর জীবনের স্মরণীয় মুহূর্তগুলো, অস্থায়ী এ জীবনের চিরস্থায়ী হয়ে থাকা স্মৃতিগুলো, অব্যক্ত সকল কথা, ইচ্ছাগুলো কিছু চরণের মধ্যে এনে ফেলেন। ভালো-মন্দ, ভালোবাসা-ঘৃণা, ব্যক্ত-অব্যক্ত সকল কথা বাস্তবতা-কল্পনা মিলে একাকার হয়ে যায় যখন কবির কলম চলে। পূর্ণ স্বাধীনতার পাশাপাশি কবির পূর্ণ ক্ষমতা চলে আসে অব্যক্তকে ব্যক্ত করার, অদেখাকে দেখার চেষ্টায়। তেমনি যা কেউ শোনেনি তা পৌছে দেওয়া; সে জায়গায় যার সন্ধান কেউ পায়নি। এগুলো মূলত কবিতারই ধর্ম। তবু কিছু কথা, কিছু বাক্য অলিখিত থেকে যায়। কবিতার সামর্থ্য আছে সেই বার্তাও পৌছে দেবার যদি কবির পুরে দেওয়া অনুভূতি, কথা ও অক্ষরগুলো পাঠকের জীবনের রঙের সঙ্গে মিলে যায়। তখন লেখক-পাঠক কোনো তফাৎ থাকে না । শুধু কিছু শব্দ, কিছু ছন্দ বসিয়ে কবিতার সৃষ্টি। তবু কবিতার অসম্ভব ক্ষমতার কথা কল্পনাতীত।

সকল কবির কবিতা লেখা বা জন্ম দেওয়া দেখিনি; তবু এ কথা বলতে পারি, কবি একটিবার হলেও ওপরের দিকে তাকান, তা সেখানে ঘরের সিলিং হোক, টিনের চাল কিংবা মুক্ত আকাশ থাকুক। তখন কবির বাহ্যিক দেহের অবস্থান এ জগতে থাকলেও তার অন্তরের অবস্থান হয় শব্দ ও ছন্দঘেরা এক জগতে। সেখানে তার মন বিচরণ করে সেই জগতের বিভিন্ন শব্দকে জেরা করে, সাক্ষাতকার নেয়। কবির কাছে কবিতা খুব আপন একটা জিনিস। তিনি চান সঠিক শব্দ, যে শব্দ তার মনের সবটুকু অনুভূতি বহনের মতো মজবুত। তাৎক্ষণিক সন্ধানে হয়তো সে শব্দকে চেনা যায় না। হয়তো খুব কাছেই থাকে, বুঝে ওঠা হয় না।

কিছু বুঝে ওঠার আগে কবির কবিতা শেষ হয়। এই সমাপ্ত কবিতার ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে উপমা হিসেবে বলা যায় এটা কারো মনে অনুভূতির সঞ্চার করতে পারে, সমাজে পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক। ভালোবাসার প্রসার ঘটাতে পারে কিংবা ঘৃণা বিদ্বেষ এর সৃষ্টি করতে পারে কিংবা বড় কোনো যুদ্ধ থামিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে পারে। কবিতা কী ধরনের প্রভাব রাখবে তা নির্ভর করে কবির মানসিকতা, কবিতার বিষয়বস্তু ও পাঠক কিভাবে তা গ্রহণ করবে তার ওপর। কিছু কিছু সময় পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতা এমনভাবে গৃহীত হয় যা কবির কল্পনাতেও আসে না।

শিক্ষকগণই সমাজের মহান ব্যক্তি

ইয়াদ হোসেন
রোল: ৪৩২৪৯, একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। আর এ শিক্ষিত জাতি তৈরি করতে হলে শিক্ষকদের কোনো বিকল্প নেই। আমরা আজ নিজেদেরকে সভ্য মানুষ বলে বিবেচনা করি এবং বর্তমান যুগকে আধুনিক যুগ বলে থাকি। আজকের মতো প্রাচীন কালের মানুষ এতটা উন্নত ছিল না। আমাদের এ উন্নতির পেছনে শিক্ষার অনেক গুরুত্ব রয়েছে এবং শিক্ষা অর্জন করে তা আমাদের জীবনে কাজে লাগিয়ে আমরা আজ উন্নতির শিখরে পোঁছতে পেরেছি। মানুষের চাওয়ার শেষ নেই। তাই আধুনিক যুগের মানুষ হয়েও আমরা আরও উন্নত হতে চাই। আর এই শিক্ষার মাধ্যমেই আমরা উন্নতি করতে পেরেছি। আজকের এই আধুনিক যুগে তাই শিক্ষকের গুরুত্ব অনেক। আমাদের সমাজের সকল মানুষই কোনো না কোনো শিক্ষকের ছাত্র। এ দেশ, এ সমাজ, এ রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে নিয়োজিত সকল শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিই কোনো না কোনো শিক্ষকের ছাত্র। রাষ্ট্র যাদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে রেখেছে, তারাও তাদের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকের সামনে এসে দাড়ানোর সময় শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন, পায়ে হাত দিয়ে সালাম করেন। এর চেয়ে বড় পাওয়া একজন শিক্ষকের জন্য আর কী হতে পারে। সম্মান ও অর্থ এক নয়। শিক্ষকদের অর্থসংকট থাকতে পারে। কারণ তারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শিক্ষার্থীদেরকে নিজ সন্তানের মতো মানুষ করেন। শিক্ষকদের যে কোন শাসন একটি ছাত্রের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। কারণ তাদের শাসনের মধ্যে রয়েছে অনেক ভালোবাসা ও ভবিষ্যতের সঠিক পথে চলার দিকনির্দেশনা। যারা শিক্ষকদের অসম্মান করে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করে এমনকি শিক্ষকদের নিয়ে সমালোচনা করে তারা কখনোই সফলতার চুড়ান্ত শিখরে পৌছতে পারে না। এটা প্রমাণিত, কেননা, শিক্ষকের দোয়া ও আশীর্বাদ আমাদের জীবনের পথেয়। আর তাদের ধৈর্যের কথা আমি না বলে পারছি না যে। আমার মতে পৃথিবীতে যদি সবচেয়ে বেশি ধৈর্যশীল ব্যক্তি থাকেন তাহলে তিনি শিক্ষক। কারণ একটি ছাত্রকে যে কতবার বোঝাতে হয় তা বলা কষ্টসাধ্য। তাই ধরা যেতে পারে, এ দেশ, এ সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অদৃশ্য হাত রয়েছে। তাঁরা সকলের শ্রদ্ধাভাজন। তাই আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, শিক্ষকগণই সমাজের মহান ব্যক্তি।

বন্ধুত্ব

মুরসালিন রহমান নুহান
রোল: ৪২৭৮২, একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

বন্ধুত্বের সংজ্ঞা কেউ দিতে পেরেছে বলে আমার জানা নেই। বন্ধুত্ব করতে হয় নিজের প্রয়োজনে। বন্ধুত্ব পৃথিবী তথা সমগ্র কিছুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক।

এরিস্টটল বলেছেন, দুটি দেহের মাঝে অভিন্ন হৃদয় হলো বন্ধুত্ব।

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের সবচেয়ে আপনজন তার পিতামাতা, ভাইবোন এবং শিক্ষকগণ। এর পর যার অবস্থান সে তার প্রাণ প্রিয় বন্ধু। যদিও শেষে বন্ধুর অবস্থান। তবু বাবা-মার পর বন্ধুকে আপন ভাবা হয়। পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে গেছে কিংবা চলমান যেখানে লক্ষ করলে দেখা যায়, বন্ধু বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে দ্বিধাবোধ করে না। এক বন্ধুর জন্য আরেক বন্ধু সর্বদা মঙ্গলকামী। এ থেকেই বন্ধুর কিংবা বন্ধুত্বের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা যায়। যার যত বেশি বন্ধু তার জন্য পৃথিবী তত বেশি সুখময়।

অনেকেই মিলে মিশে থাকতে পারে না যাকে আমরা একঘরে বলি। কিন্তু বন্ধুত্বের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার ইচ্ছাশক্তি। একইভাবে বন্ধুত্ব করতে হলে বুঝতে হবে বন্ধুত্বের গুরুত্ব। বন্ধুত্বপূর্ণ সাগরে রয়েছে অনাবিল আনন্দ। আমাদের মতে বন্ধুত্ব করতে তিনটি জিনিস খুব প্রয়োজন বিশ্বাস, সহানুভূতি এবং সমঝোতা।

অনেকেই আছে যারা বন্ধুত্বের সম্পর্ককে অবিশ্বাস ও কুনজরে দেখে। কিন্তু তা সঠিক নয়। বন্ধুহীন মানুষ হলো শিশির যা তৃষ্ণা মেটানোর যোগ্য বা পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

ইংরেজি কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের অবদান

মো. ফয়েজ আরশী
রোল: ৫২৫, ইংরেজি (সম্মান), ৪র্থ বর্ষ

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন একজন রোমান্টিক ইংরেজ কবি। ইংরেজি সাহিত্যে প্রধানত আমরা যে সময়কাল দেখতে পাই তার মধ্যে রোমান্টিক যুগ অন্যতম। ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের সূচনা করেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ যদিও উইলিয়াম ব্লেককে রোমান্টিক যুগের অগ্রদূত বলা হয়। ইংরেজি সাহিত্যে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর 'প্রিফেস টু লিরিক্‌ল ব্যালাডস' প্রকাশের মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্যে নতুন এক কবিতার যুগ উন্মোচন করেন। উল্লেখ্য, রুশোকে রোমান্টিকতার জনক বলা হয়।

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের জন্ম ৭ এপ্রিল ১৭৭০ এবং মৃত্যু ২৩ এপ্রিল ১৮৫০ সালে। পড়াশোনা করেছেন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে আছে 'লিরিক্‌ল ব্যালাডস', 'দ্য এক্সকারশন', 'দ্য প্রিলিউড' এবং আরো অনেক।

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর 'প্রিফেস টু লিরিক্‌ল ব্যালাডস'-এ পূর্ববর্তী কবিদের ধারণা পরিবর্তন করে বলেছেন 'কবিতা সবার জন্য'। কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য কবিতা হতে পারে না। উল্লেখ্য, রোমান্টিক কবিতায় কোনো ছন্দের মিল বেশি পাওয়া যায় না। এস টি কোলরিজ ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে রোমান্টিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। লিরিক্‌ল ব্যালাডস-এ তাদের উভয়ের কবিতা স্থান পেয়েছে।

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতিকে দারুণভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের রোমান্টিসিজম-এ প্রভাবিত হয়েছেন ইংরেজ কবি লর্ড বায়রন, পার্সি বিশি শেলি, জন কিটস প্রমুখ। অবশ্য তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল।

ইংরেজি কবিতায় নতুন এক ধারা সংযোজন করেছেন কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ইংরেজি সাহিত্যের তুচ্ছ একজন ছাত্র হিসেবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার ধারণা আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগে। ইংরেজি কবিতার অগ্রগতিতে ওয়ার্ডসওয়ার্থের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

কবিতা

সমতা-অভিধান

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
গ্রন্থাগারিক

অভিধানের পাতায় ধূলোর আস্তরণে
চাপা পড়ে আছে মানবতা ।
মুক্ত চিন্তা অথবা যুক্তির মুক্তি
অরোরা বোরোলীসের মতো মেরুবাসী।

ঘটনার প্রেক্ষিতে–
সভা-সেমিনারেই তার চাষ,
কর্ষিত হয় দূরদর্শনের পর্দায়
অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

মগজের কম্পোস্টে নিত্য চাষ হয়
মৌলবাদের বীজ।
বীজ থেকে চারা, ছোট্ট চারা
মহীরূহ হয়ে ছেয়ে দেয় মস্ত আকাশ।

নীল আকাশে এখন আর
ভাসে না সাদা মেঘের ভেলা
এখন আকাশ কেবলই বর্ণহীন
রঙধনুও ভুলে গেছে তার রঙের বাহার।

বাতাসে শুধুই ভেসে বেড়ায়
মৌলবাদের উৎকট গন্ধ
বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলে
ঝাঁঝে পুড়ে যায় হৃৎপিণ্ড।

হৃদয়ের জলাভূমিতে বাস করে যে সরীসৃপ
স্বপ্নের মাঝেও দেখি তার জলচ্ছবি।
কখনও কখনও মানুষের চেয়ে
বড় হয়ে ওঠে সেই ছবি।

এভাবেই সময়ের স্রোতধারায়
বয়ে চলে যাপিত জীবন।
তবুও চাতকের মতো প্রতীক্ষা করি
আগামীর স্বপ্ন ফসলের

অন্ধকার জয় করে উঠবে লাল সূর্য,
পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলোয় ঋদ্ধ হবে বসুধা,
আর. সাম্যবাদের শব্দগুলো অভিধান থেকে
মুক্ত হয়ে গাইবে বিজয়ের গান।

হুমকি সম্বন্ধীয়

শারি আল শাহরিয়া
রোল: ৫৪৫, ইংরেজি (সম্মান), ৪র্থ বর্ষ

এই যে বৃক্ষ
প্রতি বছর যাকে নিতে হয় কাঁঠালের ভার
তাকে রাখো প্রাকৃতিক। তার শরীরে
না লাগাও ব্যবসা-বিবৃতির বিজ্ঞাপন সম্ভার।

এই যে তৃণ
দিনপ্রতি যেখানে শোয় রোদের বাহার
তাকে রাখো সবুজ। পদচিহ্নের লাঙল
সরাও। ঘাস হতে দাও ঘাসের পরিবার।

এই যে জল
চেয়ে দেখ, কী শীতল! কী চমৎকার!
আয়নার মতোই সে থাকুক স্বচ্ছ। ফিরো, ফিরিয়ে
আনো দায়। এই জলদল নিজেই পরিষ্কার।

এ বৃহৎ বদান্যতার যদি হয় কিছু, যদি ভেঙে যায়
বিশুদ্ধ শ্বাসের আঁধার; নষ্ট হয় শ্রীমতি বসুধা
মনে রেখো, বেকুব নরপশুর দল,
প্রজন্ম তোমাদের ক্ষমা দেবে না।

প্রিয় বাংলাভাষা

মোঃ মিজানুর রহমান
রোল: ৪২০২৫, দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

বাংলাভাষা বলতে গিয়ে দিলেন প্রাণ
সালাম, জব্বার, রফিকসহ আরো অনেকজন
বাংলাভাষা লিখতে গিয়ে নেমেছিল রাজপথে
হাজার হাজার দামাল ছেলে রক্ত দিল পথে
অনেক প্রাণের বিনিময়ে পেলাম বাংলাভাষা
তাই বাংলা নিয়ে গর্ব করি বাংলা আমাদের আশা
বাংলাভাষা বললে গর্বে ফুলে ওঠে বুক
বাংলাভাষা বললে আমাদের মনে লাগে সুখ।

শিক্ষার মূল্য

রাইমুল হাসান
রোল: ১০৬৯, একাদশ (বিজ্ঞান)

শিক্ষাই মানুষের জ্ঞান
শিক্ষার জন্যই মানুষের সব ধ্যান।
শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড
শিক্ষাহীন সকল জাতিই অন্ধ।

পৃথিবীতে খুঁজে দেখ যে জাতি শিক্ষিত
সে জাতি আজ উন্নত
আর যে জাতিতে নাই শিক্ষা
সে শিক্ষিত জাতির দ্বারে করে ভিক্ষা।
শিক্ষা মানব জীবকে মানুষে পরিণত করে
শিক্ষাহীন মানুষ কীটের কাতারে পড়ে।

শিক্ষায় যে অর্জন করে তাজ
ভবিষ্যতে সে পৃথিবীতে করে রাজ।

ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যা
হয়তো ভবিষ্যতেও হবে তা
তাই বলে যাওয়া যায় আজ
পৃথিবীতে যদি করতে চাও রাজ
আদর্শ শিক্ষা অর্জন করো
স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ো।

যখন আমি থাকব না

আহমদ উল্লাহ
রোল: ১০২৯, একাদশ (বিজ্ঞান)

বাজছে নদীর কলকল ধ্বনি
বয়ে চলেছে ধারা,
সবকিছু ঠিকই রয়েছে
নেই শুধু আমার সাড়া।

কলি থেকে ফুটছে ফুল
পাখিরাও শোনো গাইছে,
রূপালী চাঁদের সাথে গগণে
মিটি মিটি তারা জ্বলছে।

নীল আকাশেও থাকবে সেদিন
সাদা মেঘের দাগ,
ধরিত্রীও মুগ্ধ করবে
সকাল থেকে রাত।

আপন গতিতে বয়ে চলবে
রুখবে না কোনো ধারা,
কালের পর কাল মাত করিবে
যখনও আমি থাকবো না।

বাবা

নিশাত সালসাবিল নীলিমা
রোল: ৪০৪৯২, দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

ছোট থেকে বড় হবার পথ দেখান বাবা
তার চেয়ে পৃথিবীতে আপন আছে কেবা?

তাকে ছাড়া যায় না আমার এক মুহূর্তও ভাবা
বড় হলে আমি করব আমার বাবার সেবা।

ছোট বেলায় বাবার কাছেই আমার হাঁটা শেখা
তার দেখানো স্বপ্নে আমি মেলেছি এই পাখা।

তার স্নেহ আমার প্রতি শিরায় শিরায় মাখা
আর্শীবাদের হাতটি আছে মাথার ওপর রাখা।

ছোট ছোট ইচ্ছেগুলো, বাবা করেন পূরণ
বকা-ঝকা দিলে মা, বাবা করেন বারণ।

সন্তানের প্রতি দায়-দায়িত্ব করে যান পালন
নিজে নিয়ে আদরের ভার মাকে করেন শাসন
আমি যখন বাবার কাছে কোনো জিনিস চাই
প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশিই আমি পাই
পৃথিবীতে বাবার মতো আপন কেউ নাই
বাবার কাছে গেলে সব কষ্ট ভুলে যাই।

স্রষ্টার কৃপায় ঘুরুক জীবনের চাকা
প্রার্থনা আমার সাথে নিয়ে মাকে
বাবা যেন সারাজীবন থাকে আমার পাশে।

স্বাধীনতার স্বপ্ন

আফরিন
রোল: ৪০৪৮২, দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

পরাধীনতার গ্লানি জন্ম দিয়েছিল একটি স্বপ্নের,
সেই স্বপ্ন বিলীন হবার নয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে

দেখিয়েছিলেন একটি স্বপ্ন;
যা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাবার নয়।

প্রত্যেকের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল এই স্বপ্ন,
যা কখনো ভুলবার নয়।

স্বপ্ন পূরণে রাজপথে নেমে এসেছিল মায়ের কোলের

সেই ছোট্ট ছেলেটি থেকে শুরু করে,
কৃষক, কামার-কুমার, নারী কেউ বাদ নয়।

অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিল নিজেদের প্রাণ,
রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল লাল রঙে,
সেই স্মৃতিগুলো নিঃশেষ হবার নয়।

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এই স্বপ্ন নিয়ে রচনা করেছেন

কব্য, গল্প, কবিতা।
যা কারও অগোচরে নয়।

অবশেষে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার স্বপ্ন

পূরণ হয়,
অবাক বিশ্ব বাঙালি জাতির দিকে তাকিয়ে রয়।

বিজ্ঞান চিন্তা

মোঃ ওহিদুজ্জামান
রোল: ৮৬৫, একাদশ (বিজ্ঞান)

বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান
বিজ্ঞান মানে আলোর যান,
বিজ্ঞানের পথ সুগম করেছে
পবিত্র আল-কুরআন।

চিন্তা করেছেন আইনস্টাইন
এরিস্টটল, প্লেটো,
হারাননি কভু দৃঢ় মনোবল
বিপদ আসুক যত।

বিজ্ঞান চিন্তা, নয় বোঝা
বিজ্ঞানের জ্ঞান অনেক সোজা,
বিজ্ঞান জীবন বুঝবে যারা
অন্ধ হয়ে থাকবে না তারা।

বিজ্ঞান গড়েছে বিশ্বভুবন
বিজ্ঞান চায় সুস্থ জীবন;
বিজ্ঞান হলো জ্ঞানের দিশা
বিজ্ঞান জাগায় বাঁচার আশা।

কত না অসম্ভব বিজ্ঞান করেছে সম্ভব
মানব জীবন করেছে সহজতর,
তাই, আসুন ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠা করি
বিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহার।

ইচ্ছে ছিল

ফাতেমা তুজ জোহরা
রোল: ৪০৩২৫, দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

আমি যদি পারতাম
লাইসেন্স বাদ দিতাম।

চলত না লঞ্চ, স্টিমার
ডুবে মরত না মা, বাবা, ভাই, বোন।
যদি পারতাম ছাত্র-ছাত্রীদের,
হাতে বই খাতা, কলম পেন্সিল দিতাম তুলে।

হতো না পরিবেশ বিশৃঙ্খল
দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

যদি পারতাম ডাক্তার হতে
বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা সারাদেশে
ছড়িয়ে দিতাম, মরত না
কেউ চিকিৎসার অভাবে।

প্রভু শক্তি দাও আমাকে
মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত।

সেবা করে যেন যেতে পারি
আমার মাতৃভূমিকে।

শেষ ইচ্ছে

আঁখি আলম
রোল: ৪০৪৩৫, দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

যদি সামনে এসে বলে মরণ
শেষ ইচ্ছে আমি করব পূরণ
হয়তো খানিকক্ষণ নিটোল নিস্তব্ধতা গ্রাস করবে আমায়
তবু বলব আমি ভেসে যেতে চাই নীল নীলিমায়
উড়তে চাই আমি শঙ্খচিল হয়ে সাদা মেঘের দেশে
ক্লান্ত হয়েও অবশেষে খুশি হব রৌদ্রোজ্জ্বল অন্তরীক্ষ দেখে
দেখে সাঁঝ-বিকালের উড়ন্ত হাওয়ার শীতল পাখি
যেন নতুন রূপে শোভিত হলো এই লালচে আভাময় আঁখি
দেখতে চাই আমি মেঘমুক্ত নীল আকাশে
তারকারাজির মেলা
আবার দেখতে চাই রাতের আঁধারের আলোর ছটা
জোনাকিদের খেলা
বলতে বলতে কখন যে সময় ঘনিয়ে এলো
আত্মা আমার দেহ ত্যাগ করে চলে গেল
পেয়ে এই শেষ ইচ্ছে পূরণের তৃপ্তি
হাজার বার মরতে গিয়ে হবে না তো অসন্তোষের সৃষ্টি।

প্রকৃতি

এহসান আহমেদ দ্বীন
রোল: ৪৩২৪৫, একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

এক বিস্তৃত জলরাশি
প্রতি ফোঁটা জল
আপন বেগে চলছে
করছে টলমল।

খণ্ড খণ্ড মেঘ
চাঁদের নির্মল আলো
কেড়ে নেয় আবেগ।

এক বিস্তৃত মরুভূমি
বিন্দু বিন্দু ঘাস
প্রকৃতির সরল নির্মলতায়
বেড়ে যায় প্রশ্বাস।

সত্যি মনকাড়া সেই
শরতের বাঁশ বাগানের দেশে
সুবহান আল্লাহ বলি প্রভু
তোমারই এসব দান।

চুপিসারে ভোর তুমি

এ কে এম সামিউর রহমান
রোল: ৪৩১৮৮, একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

এখন অনেক রাত, আমি জেগে আছি
দেখছি চেয়ে পূর্ণিমার চাঁদ।

চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছন্নছাড়া
ভেঙে গেছে যেন জোছনা আলোর বাঁধ।
ক্লান্ত আমি, শ্রান্ত আমি
জানালা ধরে আছি বসে
প্রহর গুণি, কবে আসবে
ভোর তুমি? আমার সহস্র প্রতীক্ষার শেষে?

অপরূপা তুমি,
শত রূপের অধিকারিনী
অবোধ এ আমি
আজো তোমার পূর্ণ পরিচয় জানতে পারিনি।

হালকা কুয়াশার অস্পষ্টতা, সুমিষ্ট ফুলের গন্ধ
পাড়াসুদ্ধ ঘুম সকলে, সব ঘরের দরজা বন্ধ
বাইরে ছোট পাখির হালকা কিচির মিচির,
কচি ঘাসের উপর এক বিন্দু শিশির
সকলই তোমার রূপের অংশ।

তোমার অপেক্ষায়
এই রাতও করি আমি উপভোগ
দখিনা বাতাস, ছলছল চোখ
বিরক্ত বারবার নেই কোনোলোক।

ভোর
তোমার কাছে আমার শুধু এ আশা
চুপিসারে এসো তুমি
ঘুচিয়ে আমার পৃথিবীর সকল
দুঃখ কষ্ট হতাশা।

বন্ধু গেল যুদ্ধে

রাইয়ান ইবনে আজাদ
রোল: ৪৩০০০, একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

বন্ধু তুমি যুদ্ধে গেলে
করতে স্বাধীন দেশ,
জয় হলো সোনার বাংলার
যুদ্ধ হলো শেষ।

বন্ধু তুমি যুদ্ধে গেলে
ফিরবে নাকি আর,
মাতো তোমার অপেক্ষায়
দেখবে তোমায় একটিবার।

বন্ধু তুমি যুদ্ধে গেলে
সাহস নিয়ে বুকে,
তোমার মতোই লাখো শহীদ
উঠল সেদিন জেগে।

বন্ধু তুমি যুদ্ধে গেলে
হারালে সে প্রাণ,
তোমাদেরই রক্তে করলে
সোনার বাংলা দান।

স্মৃতিতে ক্লাসরুম

অর্ণব বিশ্বাস
রোল: ৫১৪, মার্কেটিং (মাস্টার্স)

পারছি না আর হারিয়ে যেতে তাদের মাঝে,
সেই পুরনো আড্ডার ভাঁজে।
আড্ডা হতো ক্লাস রুমে,
ক্লাস শেষে চায়ের দোকানে।

আচ্ছা এখনকি কেউ যাস সেখানে?
সময় কোথায়
ব্যস্ত যে সব আপন কাজে।

চোখে ঘুম আর বিরক্তি নিয়ে,
যেতাম ক্লাসে প্যাড়ার ভয়ে।
পালিয়ে গেছে সে সকল ভয়,
শুধু মাঝে মাঝে অনুভব করি সময়টা যেন
বিষাদময়।

তবে এটা-ই তো হওয়ার,
সময়-তো শুধু হারিয়েই যাওয়ার।

ক্লাসরুমগুলো ঠিক একই আছে যেমনটা ছিল আগে,
আজও ফিরে তাকালে সে দিকে শুধু পুরনো স্মৃতিগুলো মনে জাগে।

আপন ভুবন

আঃ গফফার
নিরাপত্তা প্রহরী

ঘরটা যেন পরিপাটি
মাটির পাতায় ঘেরা,
সবাই মালিক এই প্রাসাদের
জন্মগত যারা।

সেখানে সবাই যে যার মতো
নাই কেউ আপনজন,
নিজের কাজেই সাজানো হবে
আপন সে ভুবন।

ঘরটি যেন শুধুই আঁধার
নাইতো আলোবাতি,
নাই বিছানা নাই মশারি
থাকবে না কেউ সাথী।
ঘরের কোণে আপন মনে
থাকতে হবে বসে,
আসবে না কেউ নিতে আমায়
একটু ভালোবেসে।

অনন্তকাল দেবো পাড়ি
ঘরের দুয়ার ধরে,
আপন যারা কাঁদবে না আর
আমায় মনে করে।

সে ঘর থেকেও মুক্তি পাবো
জগত সময় শেষে,
আমার মালিক ডাকবে যেদিন
শেষ বিচারের দেশে।

জ্বলে ওঠা প্রাণ

ঢাকা নিমতলী ঘটনা অবলম্বনে

মোঃ ফাহাদ অরনাব
রোল: ৪১৫৪৪, দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

চুপচাপ চারদিকে, রাত বাজে নয়টা
হঠাৎ জেগে ওঠে হৃদয়ের ভয়টা
অকারল কিছুক্ষণ হৃদয়ে ধুপধাপ
না জানি কী ঘটে গেছে অশুভ খারাপ
পড়ি বই নেই মন
বন্ধুর বাসাতে
কী জানি রয়েছি আমি কিসের আশাতে
ক্ষণপর বেজে ওঠে মোবাইল ফোনটা
মা'র ফোন, শুনি আমি বোনেরই কান্নাটা
কি হলো? কী কারণ? মা আমায় বলছেন
বাসার চারপাশ নাকি আগুনে জ্বলছে
বলে মা কোথায় তুই
ফিরে আয় আমাদের বাঁচা
হৃদয়ে লাগল অমার শিকরের খোঁচা
বলি আমি, মা তুমি ছাদে উঠে যাও
আচঁলের নিচে বোনটিকে নিয়ে নাও
বাবাকে বলো আমি এখনি আসছি
আগুনটা নেভাতে, দমকল ডাকছি।

বের হই তখনি বাসা নিমতলি যেতে
অনেকটা সময় গেল রিকশা পেতে
পথে মাঝে প্যাঁচ জ্যাম সময় যে নষ্ট
বুকে মোর বেড়ে যায় অজানা কষ্ট
যখন আমি পৌছালাম
চোখ খুলে দেখলাম
চারদিকে জনতা, দমকল বাহিনী
এত ভীড়
কীভাবে যে খুঁজে পাব নিজের বাসাখানি।

কাছে গিয়ে খুঁজে পাই
এতলোক চারিপাশে দেখি নাতো মাকে
নেই বোন, পেলামনা বাবাকে।

আশে পাশে চেয়ে দেখি
কত শত লাশ পড়ে আছে
কী জানি কী কারণে সেগুলো ডাকছে কাছে
কাছে গিয়ে লাশগুলো দেখলাম তাই
বীভৎস যে কত তার বর্ণনা নাই।

আছে শুয়ে প্রাণহীন পরিচিত কতজন
কে জানত দেখতে হবে একথাও ভাবিনি
বোনটি আমার, আমায় ছেড়ে চলে যাবে চিন্তাও করিনি
নিমেষেই আমার বুক দুঃখে ফেটে গেল
বিধাতা আমার সাথে কেন এমন করল।

চারদিকে হাহাকার, আওয়াজ কান্নার
কে বোঝে কষ্টটা আমার একার।
এ বয়সে এত দুঃখ সইব কীভাবে?
একা একা কারো বিনা রইব কি ভাবে?
বাবা মাকে হারালাম
হলাম এতিম, আমি
ছোট বোন ছাড়া কাকে ভালবাসব আমি?
অতীতের কত স্মৃতি চোখে ভেসে উঠে
নেই আমার কেউ আর
এ কথা মনে হলে গায়ের রক্ত ফোটে।

হে খোদা, আমায় এ কেমন শাস্তি দিলে
দেওয়া সব সুখগুলো
এভাবে ছিনিয়ে নিলে!
উঠিয়ে নেওয়া হলে
আমায় নিতে
মা-বাবা বোনকে আমার থাকতে দিতে।

কত লোকের সমাগম কবরখানায়
নিজের কাঁধে বাবা মার লাশ আনলাম হায়
বুক আমার ফেঁটে যায় বোন আমার কাঁধে
দুষ্টামি করে নয় ওপারে গিয়ে
এ যেন বোনের প্রতি আমার শেষখানি আদর
তিন দেহতে প্রাণ নেই ধবল চাদর।

ছেলের কাঁধে পিতা যায় কবরের মাঝে
কত বড় বোঝা হয় কে বোঝে সহজে
মা বোন হারিয়ে গেলে
নিজে বেঁচে থাকতে
কে আছে?

স্বপ্নের প্রজাপতিগুলো

মোঃ মুজাহিদুর রহমান ফাইন
রোল : ৭৪০, একাদশ (বিজ্ঞান)

গেছে হারিয়ে স্বপ্নের প্রজাপতিগুলো আকাশে
আছি কি আমি শূন্যের মাঝে?
পাবো না কি আমি খুঁজে ঠাঁই?
যাচ্ছি অজানা আশ্রয়ের খোঁজে তাই
নেই ছন্দ, ঘটছে পতন তার সবখানে
আছে হৃদয়, তবু নেই তার সুন্দর মন।
যাচ্ছে শূন্যে মিলিয়ে সব কোনো অজানা টানে।

পৃথিবীতে নেই কিছুই আর,
শুধু আছে শূন্যতা-
আর কি আসবে না স্বপ্নের প্রজাপতিরা ফিরে
হারিয়ে গেছে সব অসংখ্য মানুষের ভীড়ে
যাচ্ছে স্মৃতিগুলো সব হাওয়ায় মিশে
থাকছে না কিছুই আর যা ধরে থাকব আকড়ে
নেই এখানে জীবন, চঞ্চলতা যাচ্ছে ফুরিয়ে.....

কী জানি নাম না জানা অচেনা কিসে?
করছি অপেক্ষা তাদের ফিরে আসবার জন্যে
আসবে আবার হয়তো ফিরে আমার সামনে
যাচ্ছি এখানো আমি আশায় ভেসে
কল্পনার এই সরল অবাস্তবে
চায় না কেন ফিরে তাকাতে সেই
চলে যাওয়া প্রজাপতিগুলো?

দাদু

রাকিব হাসান
রোল: ৪৩৩৮০, একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

আমি যখন ছোট ছিলাম কী করতাম জানো?
দাদুর পিঠে চড়ে বলতাম, হাতি আমায় টানো।

দাদু ছিলেন ভীষণ মোটা দেখতে হাতির মতো
বলতেন আমায়, এই মিস্টার, পয়সা আছে কত?

হাতি আমি খৈল ভুষি আর কলাগাছ খাই,
হাতির পিঠে উঠতে হলে পাঁচশ টাকা চাই।

বাংলার প্রকৃতি

আফরিনা আক্তার লিজা
রোল: ৭০২, ইংরেজি (২য় বর্ষ)

হয়তো কুয়াশায় ঢাকা সূর্য আমি
অথবা সাদা পায়রা,
কিংবা দু-ফোঁটা জলে ভেজা নিতান্ত হেয় ঘাস ফুল
অথবা ধূসর মাঠ-প্রান্তর
হয়তো আমি পাতা ঝরা গাছ।

কিংবা মাঘের সন্ন্যাসী রুক্ষতার রূপ
যেখানে পায়ের পরশ বুলায় লালরঙা হলুদ পরী।

আমি ঝরে পরা প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটা
আমি প্রাণরূপী করুণ সৌন্দর্য
কেবলই শুভ্রতার আড়ালে ঘেরা নীল।

আমি দামি গোলাপ নই, পথ পাশে ফোটা কাশফুল
যে পথে হাত ধরে হেঁটে যাও তুমি বাবার কিংবা প্রিয়ার
আমি সে পথ।

হয়তো আমি কারো মুখে নবান্নের হাসি
আমি ভালোবাসি, ভালোবাসি তোমাদের ভালোবাসতে
আমি তোমার আর তোমাদের
চিরচেনা বাংলার প্রকৃতি।

গল্প

জীবন জীবনের জন্য

লরেন্স এলিয়ট
অনুবাদঃ মো. মঈনউদ্দিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

১৯৮৮। মার্চের এক শনিবার। ক্যালিফোর্নিয়ার সান গ্যাব্রিয়েল উপত্যকায় মেরি ও অ্যাবে আয়ালার আনন্দঘন দোতলা বাড়িটি হাসি আনন্দ গানে ভরে ওঠে। তাদের একমাত্র মেয়ে অ্যানিসার ১৬তম জন্মদিন আজ। অতিথিদের ভিড় কমে এলে পরিবারটি ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে বাগানে বেরিয়ে আসে। বাগানে তখন বসন্তের রঙিন হাওয়া।

অ্যানিসা। হাসিখুশী এক মেয়ে। গায়ের রঙ গোলাপী। আর চুলগুলো বাদামী। এক মুহূর্তে সে দুষ্টুমীভরা এক টিন এজ বালিকা। পরমুহূর্তে পাহাড়সম উপহারগুলোর সামনে সে শিশুর সরলতায় বিস্ময়াভিভূত। ওয়ালনাট হাইস্কুলে শিক্ষার্থীদের কাছে সে সেরা সুন্দরী। সবচাইতে জনপ্রিয়। পড়াশুনায় মাঝারী হলেও শীর্ণদেহ আর ক্ষিপ্র গতির কারণে সে স্কুলে মেয়েদের ফুটবল দলের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। স্কুল থেকে ফেরার পর আর ছুটির দিনগুলোতেও সে যতক্ষণ বাসায় থাকে ফোনটা তার খোঁজে ক্রমাগত বাজতে থাকে।

পরিবারের একমাত্র মেয়ে অ্যানিসা। বাবা-মা তাকে ছেড়ে একদণ্ড দূরে থাকে না। অ্যাবে ও মেরি দুজনই মেক্সিকান বংশোদ্ভূত। কঠোর পরিশ্রমে তারা দারিদ্রসীমার ওপরে উঠে আসে। মেরি আঠারো বছর হেয়ারড্রেসারের কাজ করে। আর অ্যাবে ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে ফিরে ট্রাকের যন্ত্রপাতি মেরামতের এক কারখানা দাঁড় করায়। মেরি এসে সেখানে বুককিপারের কাজ নেয়। একটু গুছিয়ে নিয়ে তারা ওয়ালনাটে শহরতলীর বর্তমান বাড়িটিতে এসে ওঠে। তারা উভয়েই ধার্মিক। স্রষ্টাকে স্মরণ করে। নিয়মিত। তাদের পরিবারটিকে সুখের সাগরে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য। আর এই সুখের মূলে আছে তাদের দুই সন্তান: অ্যানিসা আর তার সতেরো বছরের ভাই অ্যারন।

জন্মদিনের শুভক্ষণটিতে সারা ক্যালিফোর্নিয়ায় অ্যানিসার চাইতে সুখি বোধকরি আর কেউ ছিল না। তবে উৎসবের নাচে, গানে আর দুষ্টুমিতেও সে মাসখানেক ধরে তার শরীরে বাসা বাঁধা রহস্যজনক ব্যথাটি সামান্যই ভুলে থাকতে পারে। অনেক কষ্টে বিষয়টি সবার কাছ থেকে গোপন রাখে সে।

ব্যথার শুরু কোমড়ের উপর লালচে একটি দাগ থেকে। ফুটবল খেলতে গিয়ে একদিন দুপায়ে আরো কিছু দাগ নজরে আসে তার। একবার ভাবে মাকে জানায়। কিন্তু ফল হবে সোজা ডাক্তারের কাছে যাওয়া, পরীক্ষা নিরীক্ষা করা আর খেলা বন্ধ রাখা। সে কিছুই জানায় না।

কিন্তু কিছু লক্ষণ সে চাইলেও লুকাতে পারে না। স্কুলের মাঠে একদিন অ্যাবে মেয়েকে লক্ষ করে বল ছাড়া লক্ষ্যহীন ছোটাছুটি করতে। ফেরার পথে সে মেয়েকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি ঠিক আছো?'

'হ্যাঁ, কেন?' অ্যানিসা অন্য দিকে মুখ ফেরায়। সে খুব ক্লান্ত। নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। তার মনে হচ্ছিল পা দুটোকে সে পাথরের মতো টেনে চলেছে। দ্বিতীয় ঘণ্টায় মনে হচ্ছিল সে বেহুঁশ হয়ে যাবে। কোচ তাকে মাঠের বাইরে তুলে নেবেন, এই ভয়ে সাধ্যের বাইরে সে ছোটাছুটি করতে থাকে। যখনই মনে হয় কেউ তাকে লক্ষ করছে না তখনই সে একটু থেমে হাঁটাহাটি করে।

ব্যথাটি চলতেই থাকে। একদিন রাতে ব্যথার যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে যায় তার। কেউ বুঝি ছুরি দিয়ে খোঁচাচ্ছে তাকে। শুরু হয় রাতের পর রাত বিছানায় বসে পেটের ভেতর বালিশ চেপে ঠোঁট কামড়ে কান্না চেপে রাখা। তবু সে কাউকে কিছুই জানায় না।

জন্মদিনের এক সপ্তাহ পর ইস্টার সানডেতে গির্জা থেকে ফিরে ডিনারে বসে সবাই। টেবিল ভর্তি অ্যানিসার প্রিয়সব মেক্সিকান খাবারে। দুএক লোকমা মুখে পুরেই অলক্ষ্যে সে খাবারগুলো প্লেটের কিনারায় ঠেলে দিতে শুরু করে। মা ঠিকই লক্ষ করে, 'তুমিতো কিছুই ধরছ না। তোমার কি ভাল লাগছে না?'

'আমি ঠিক আছি,' বলে অ্যানিসা। অনেক কষ্টে আরো কিছু খাবার মুখে তোলে।

কিন্তু ডিনারের পর রান্না ঘরে মেরি ঠিকই মেয়েকে চেপে ধরে। এমনিতে দুজনে বেশ মিল। একটু খাটো হলেও মায়ের চাইতে বোন বললেই বেশি মানায়। সম্পর্কও বেশ কাছাকাছি। অ্যানিসা প্রায়ই বলে মা-ই হচ্ছে তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। মেরি বলে, 'ঠিক করে বলো তোমার সমস্যা কোথায়। তোমার কি জ্বর?' মেয়ের কপালে চুমু খেতে গিয়ে চমকে ওঠে সে, 'সত্যিই তোমার গায়ে জ্বর।'

মায়ের উদ্বিগ্ন চোখের সামনে অ্যানিসা আর নিজেকে লুকোতে পারে না, 'মা, আমার কিছু একটা হয়েছে। সারাক্ষণ ক্লান্ত লাগে। আর এ পাশে পেটে ভয়ানক ব্যাথা। এই দেখ...।' সে স্কার্ট তুলে দুপায়ের দাগগুলো মাকে দেখায়।

'ও মাই গড! এগুলো কী?' মেরি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। পরক্ষণেই

মেয়েকে ভয় না পাইয়ে দিতে কণ্ঠ স্বাভাবিক রেখে বলে, 'ঠিক আছে। কাল স্কুল ছুটির পর আমরা ড. গুটিরেজের কাছে যাব। দেখি, কী করা যায়।'

মেরি ভাবে অ্যাবেকে জানানো ঠিক হবে কি না। তবু সে জানায়। দুজন দুজনকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে। সে রাতে মেরি দুশ্চিন্তায় ঠিক ঘুমোতে পারে না। অতীতের কোনো এক কষ্টের কথা ভেবে নতুন করে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

অ্যানিসা তখন সবে বার। স্কোলিওসিসে তার মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যায়। মেরি প্রথমে খেয়াল করে না। হঠাৎ একদিন দেখে তার একটি কাঁধ অন্যটির চাইতে উঁচু।

ডাক্তার বলেন, এত দেরী হয়ে গেছে যে, থেরাপি দিয়ে কাজ হবে না। বড়সড় অপারেশন লাগবে।

এটি ছিল মেরির জীবনের কঠিনতম দিন। সে ডাক্তারকে বলে, 'আমি কেমন মা? বাচ্চার অসুখ ধরতে পারি না!'

ডাক্তার বলেন, 'এটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। স্কোলিওসিস এমন একটি রোগ যা ধীরে ধীরে বাড়ে। অবস্থা খারাপ হবার আগে কেউ টের পায় না। অ্যানিসার ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে।'

কিন্তু মেরি নিজের অবহেলায় নিজেই ছিন্নভিন্ন হতে থাকে। সে ভাবতেই পারেনি ডাক্তাররা তার মেয়ের পিঠ চিড়ে একটি ধাতব খণ্ড তার মেরুদন্ডে লাগিয়ে দিবেন। ক্যালিফোর্নিয়ার সর্বত্র সে হন্যে হয়ে খোঁজে এর চেয়ে কম কষ্টের কোনো সমাধান আছে কি না। সবার এক কথা– সার্জারি করতে হবে। নইলে আচমকা সারা জীবনের জন্য সে পঙ্গু হয়ে যাবে।

অ্যানিসা কোনো অনুযোগ ছাড়াই সব মেনে নেয়: ভয়ঙ্কর সব কাটাকুটি, দীর্ঘ সময় ধরে অন্যের শরীর থেকে রক্ত নেওয়া আর বছরেরও বেশি সময় ধরে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া। সেপ্টেম্বর নাগাদ সে যখন স্কুলের রুটিন ও খেলাধুলায় অভ্যস্ত হতে শুরু করে, স্রষ্টাকে কতভাবে যে ধন্যবাদ জানায় মেরি।

আর এখন মেয়ের শরীরে এই দাগগুলো দেখে তার মাথায় আসে চার বছর আগে তার শরীরে যত রক্ত দিতে হয় তার কথা। কারো রক্ত কি এইচআইভি আক্রান্ত ছিল যা অ্যানিসার শরীরে প্রবেশ করেছে?

ডা. ফ্রান্সিস গুটিরেজ আয়ালাদের পারিবারিক ডাক্তার। তাঁর হাতেই বাচ্চা দুটির জন্ম। ছোটবেলা থেকেই তিনি তাদের অসুখবিসুখ দেখে আসছেন। চার বছর আগে অ্যানিসার সর্বশেষ বিপদে তিনিই সাহায্য করেন। তিনি অ্যানিসার শরীরের দাগ, আর সব লক্ষণ ও ক্লান্তির কথা শুনে কিছু একটা সন্দেহ করলেও আরো কিছু পরীক্ষার কথা বলেন।

ভিতরে ভিতরে ডাক্তার নিজেও ভয় পেয়ে যান। আয়ালারা শান্ত নিরিবিলি ভদ্র মানুষ। তার পছন্দের মানুষ। যখন তিনি বুঝতে পারেন অ্যানিসার সামনে কী ভয়াবহ দিনগুলো অপেক্ষা করছে, তিনি সৃষ্টিকর্তার ওপর রীতিমত অসন্তুষ্ট হন। আবার ভাবেন এর পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে তাঁর।

অ্যানিসা কোনোরূপ দুশ্চিন্তা ছাড়াই ডাক্তারের চেম্বার ছেড়ে যায়। তারুণ্যের সাথে যে অবিনাশী বোধ কাজ করে অ্যানিসার মধ্যে তার পুরোটাই ছিল। তার বিশ্বাস ছিল, ডা. গুটিরেজ তাকে ঠিকই ভাল করে তুলবেন। বাড়ি ফেরার পথে সে মাকে তাকে শপিং মলের সামনে নামিয়ে দিতে বলে। বন্ধুদের নিয়ে জন্মদিনের গিফট সার্টিফিকেটগুলোর একটি সুরাহা করতে হবে তাকে।

চেম্বারে ডা. গুটিরেজ যখন অ্যানিসাকে নিয়ে ব্যস্ত, মেরি তাকে ভালই লক্ষ করে। বুঝতে পারে অ্যানিসার সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে। বাড়ি ফেরার ঘন্টাখানেকের মধ্যে সত্যিই ডা. গুটিরেজের ফোন। মেরিকে তার চেম্বারে যেতে বলেন।

'কিন্তু অ্যানিসাতো এখন বাড়ি নেই,' মেরির কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে।

'অ্যানিসাকে নয়। আমি তোমাকে আর অ্যাবেকে চাই। এক্ষুনি। একসাথে।'

এ যেন আতঙ্কের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকা। মেরি অ্যাবেকে তার ফ্যাক্টরিতে ফোন করে জানায়, ডা. গুটিরেজ সত্বর দুজনকে দেখা করতে বলেছেন। অ্যাবে জিজ্ঞেস করে, কেন। মেরি বলে, সে কিছুই জানে না। তবে অ্যানিসার খারাপ কিছু হবে।

অ্যাবে ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে পড়ে। তাকে উঠিয়ে নিতে মেরির অপেক্ষায় নিজ অফিস কক্ষে সে পায়চারী করতে থাকে। তার মাথায় একটাই প্রশ্ন– সে কি মারা যেতে বসেছে?

এতটা বিপর্যস্ত অ্যাবে অনেকদিন হয়নি। এটা অনেকটা ভিয়েতনাম যুদ্ধে তার আহত হবার সময়টার মতো যখন তার স্কোয়াডের কেউ একজন ফাঁদে পাতা এক বোমা মাড়িয়ে দেয়। সে তৎক্ষণাৎ স্রষ্টার সাহায্য কামনা করতে শুরু করে। এবারো সে যখন গভীর প্রার্থনায় মগ্ন বাইরে মেরির গাড়ির শব্দ শোনা যায়।

মেরির ধারণা অ্যাবে প্রয়োজনের চাইতেও বেশি সাবধানী। হতে পারে। যখন সে ব্যবসাটি শুরু করে মর্টগেজের পেমেন্ট সাতমাসের মধ্যে চলে না আসা পর্যন্ত তারা একটি টাকাও বাজে খরচ করেনি। বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটে। তারা অল্প বয়সে বিয়ে করে। কিন্তু পাঁচটি বছর তারা অপেক্ষা করে। দরিদ্র হওয়া কী জিনিস অ্যাবে তা ভালো করে জানে। সে চেয়েছে বাচ্চাদের জীবনটা তাদের চাইতে ভালো কাটুক। সুন্দর কাটুক। এক সময় তারা তাদের জীবনের চাইতেও মূল্যবান হয়ে ওঠে।

ডা. গুটিরেজের চেম্বারে ঢুকেই অ্যাবে লক্ষ করে তাঁর চোখে জল। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন নরমাল হোয়াইট ব্লাড সেল কাউন্ট বলতে কী বুঝায়, তারা তা বোঝে কি না। তারা 'না' বলে। তিনি বলেন প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে সংখ্যাটি হবে ৫০০০ থেকে ১০০০০। আর অ্যানিসার ক্ষেত্রে এটি দাঁড়িয়েছে ৩২৮০০০-এ।

আর এ কারণেই তার স্প্লিন এত ফোলা আর বাঁ পাশটায় এত ব্যথা।

কিন্তু এটি এইডস নয়। অ্যানিসা লুকেমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত।

এক মুহূর্তের জন্য অ্যাবে আশার আলো দেখতে পায়– এটি এইডস নয়। কিন্তু মেরির দিকে তাকিয়ে যখন সে দেখে সে ভেঙে পড়েছে তখনই তার মনে হয় 'লুকেমিয়া'। এ রোগেতো হামেশাই বাচ্চারা মারা যাচ্ছে আজকাল।

অ্যানিসা যখন ঘরে ফেরে মেরি তার অপেক্ষায় থাকে। এদিনও অ্যানিসা ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করে। উত্তেজনায় সে টগবগ করছিল। মাকে বলে, 'আমি যা এনেছি, মা, তুমি চিন্তাও করতে পারবে না।' বসার ঘরে মেরি যেখানে কাপড় ভাঁজ করছিল অ্যানিসা তার পাশে হাতের পার্সেল আর ব্যাগগুলো রেখে গোলাপী স্কার্টের একটি মোড়ক ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে, 'আমি কাল এটা পড়ে স্কুলে যাব, মা।'

তখনই সে খেয়াল করে তার মা, যে সবসময় তার নতুন যে কোনো কিছুতে আনন্দে ভেসে যেতো, তার চোখ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। সে মাকে বলে, 'কী হয়েছে, মা?'

'তোমাকে আর কাল থেকে স্কুলে যেতে হবে না। ডা. গুটিরেজের ওখানে তোমার কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে। কটা দিন ওখানেই থাকতে হবে তোমাকে।'

'কেন? কী পরীক্ষা? আমার কী হয়েছে?'

মেরি কোনোরকমে মাথা ঝাঁকায়। সে গলার স্বর স্বাভাবিক রাখতে পারে না। বলে, 'আমি ঠিক জানি না। মনে হয় দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

পার্সেল আর ব্যাগগুলো যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থাকে। অ্যানিসা তার নিজের ঘরে চলে যায়। সে জানে, তার মা মোটেও নির্বোধ নয়। নিশ্চয়ই কঠিন কিছু হয়েছে তার।

ইতোমধ্যে তার ভাই অ্যারন ঘরে ফেরে। ভিতরটি খুবই কোমল তার। একনজর দেখেই সে বুঝে নেয় মায়ের মনটি পাথরচাপা পড়ে আছে। সে বিপদ টের পায়। মাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে তার বোন খুব অসুস্থ। সে লুকেমিয়ায় আক্রান্ত। তাকে বেশ কদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। ডাক্তাররা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবেন রোগটি কোন পর্যায়ে আছে বা এরই মধ্যে তাদের সব আশা শেষ হয়ে গেছে কি না।

পরদিন সকালে লস এঞ্জেলেস শিশু হাসপাতালে যাবার পথে সদা হাসিখুশি মেরি তার স্বামীর পাশে বসে থাকে। কোনো কথা বলে না। চুপচাপ। অ্যানিসা ততক্ষণে বুঝে গেছে সবাই মিলে তাকে যা বলছে তার চাইতে তারা বেশী জানে। যদি খারাপ কিছু না-ই হবে তবে বাবা কেন কাজ থেকে ছুটি নেবে? কেন সে রিয়ার ভিউতে বারবার তার দিকে তাকাবে? অ্যানিসা আবার ভাবে- 'যদি তারা আমাকে নিয়ে কোনো কথা বলতে না চায়, ঠিক আছে, আমিও কথাটা তুলে তাদের বিরক্ত করতে চাই না।'

হাসপাতালে আগে থেকেই সব ঠিক করা ছিল। অ্যানিসা বিছানায় আশ্রয় নেওয়ামাত্র একজন নার্স তার হাত থেকে রক্ত নিতে আসে। তারপর হাজির হয় একজন ডাক্তার। তারা পাশে রাখা একটি পুতুলের মাধ্যমে তাকে দেখায় কীভাবে তারা তার হিপে অ্যানেসথেসিয়া প্রয়োগ করে একটি সুচ ঢুকিয়ে তার শরীর থেকে ফ্লুয়িড বের করে নিবে। এ সবই করা হবে তার বোন-ম্যারো পরীক্ষা করার জন্য।

কাজ শেষে অ্যানিসা টের পায় তার কেবিনের বাইরে ডাক্তারদের বেশ আনাগোনা। বাবা-মাকে দেখে সে চোখ তোলে। তার আশা, কেউ হয়ত তাকে কিছু একটা বলবে। কেউ কিছুই বলে না। যখন সে মাকে জিজ্ঞেস করে ডাক্তাররা কী বলছেন মেরি জানায়, তারা টেস্টের ফলের অপেক্ষায় আছেন।

এগারোটা নাগাদ অ্যাবে ও মেরি 'ভয়ের কিছু নেই' বলে তাকে আস্বস্ত করে বাইরে চলে যায়। আসে একজন নার্স। তাকে একটি ওষুধ খেতে দেয়। অ্যানিসা জিজ্ঞেস করে, কীসের ওষুধ। নার্স তাকে জানায়, তার ওপর কেমোথেরাপির একটি কোর্স শুরু হতে যাচ্ছে। অ্যানিসার সামনে তখন দাদীর মুখখানা ভেসে ওঠে। তার সব চুল পড়ে গিয়েছিল যখন তাকে কেমোথেরাপি দেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত তার দাদী ক্যান্সারে মারা যান।

অ্যানিসা ওষুধটি নার্সের হাতে ফেরত দিয়ে বলে, 'আমি এ ওষুধ খাব না।'

কথা শুনে নার্সের চোখ কপালে উঠে যায়।

'যতক্ষণ না কেউ একজন এসে আমাকে বলছে আমার সত্যি কী হয়েছে ততক্ষণ আমি কিছু খাবো না। আর তোমাদেরও আমাকে নিয়ে কিছু করতে দেব না।'

কিছুক্ষণ পর একজন তরুণ ডাক্তার এসে অ্যানিসার সাথে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করেন যেন সে পাঁচ বছরের ছোট্ট এক বাচ্চা। তিনি বলেন, 'সমস্যা কী তোমার, অ্যানিসা?'

অ্যানিসা শান্তস্বরে ডাক্তারকে বলে সে কোনো বাচ্চা নয়। তাকে জানতে হবে আসলে তার কী হয়েছে। সে বলে, 'সারাদিন ডাক্তাররা আমার বাবা-মার সাথে কথা বলছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ আমাকে কিছু-ই বলছেন না।'

ডাক্তার অ্যানিসার বিছানার একপ্রান্তে জ্বলা টেবিল ল্যাম্পটির পাশে এসে বসেন। বলেন, 'সতি কথাটি হলো, তোমার মধ্যে যেটা আছে আমরা সেটাকে বলি সিএমএল। ক্রনিক মাইএলোজেনাস লুকেমিয়া। এটা এক ধরনের এডাল্ট ব্লাড ক্যান্সার।'

অ্যানিসা বড় নিঃসঙ্গ বোধ করে– যাই হোক, আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছি এবং তিনি তার জবাব দিয়েছেন।

পরদিন সকালে অ্যানিসা ঘুম থেকে উঠে লড়ে যাবার প্রত্যয় নিয়ে।

ভাবে নিজের অসুস্থতার দায়িত্ব তার নিজেকেই নিতে হবে। মেরি যখন বিকেলে হাসপাতালে আসে সে বলে, 'তোমার আর বাবার আর ডাক্তারদের মধ্যে আমি আর কোনো গোপন আলোচনা দেখতে চাই না। সবকিছুর মধ্যে আমাকে থাকতে হবে। ঠিক আছে? যদি আমাকে মরতেও হয়, আমি জানতে চাই কেন মরতে হবে। কান্না থামাও, মা! আর যদি আমাকে বাঁচতে হয়, আমাকে জানতে হবে আমাকে ঠিক কী করতে হবে।'

হৃদয় মন বিপর্যস্ত মেরি মাথা নেরে সায় দেয় শুধু।

আর এভাবেই সবকিছুর শুরু। সেদিন থেকে শুরু, আর পরবর্তীতে যা হয়েছে, অ্যানিসা মনোযোগ দিয়ে শোনে, প্রশ্ন করে। ভাবে মেডিকেলের বইগুলোতে লুকেমিয়া সম্পর্কে এ পর্যন্ত সে কী কী পড়েছে।

এভাবে শুরুতেই সে জেনে নেয়, তার বোন-ম্যারোর কোনো এক স্থানে কোনো একটি হোয়াইট সেলের মধ্যে জেনেটিক পরিবর্তনের পরিণতি কী হতে পারে। অজানা কোনো কারণে সেই বিরূপ সেলটি কীভাবে নিজের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে থাকে। এভাবে লুকেমিয়ার কোষগুলো শরীরের সুস্থ কোষ আর রক্ত উৎপাদনকারী অঙ্গগুলোকে আক্রমন করে শরীরে রক্তশূন্যতার সৃষ্টি করে, রোগের সংক্রমণ ঘটায় আর অভ্যন্তরীণ ক্ষতের সৃষ্টি করে। চিকিৎসার মাধ্যমে এর কিছুটা উপশম হলেও যে কোনো সময় রোগীর পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া বা সাক্ষাৎ মৃত্যুই হতে পারে লুকেমিয়ার সম্ভাব্য পরিণতি।

অ্যানিসার লুকেমিয়া অনেকটাই পুরনো। যার অর্থ একে অ্যান্টি-ক্যান্সার ড্রাগস প্রয়োগে সারিয়ে তুলতে হবে। ভাগ্য ভালো হলে তার ব্লাড কাউন্ট বাড়বে। ব্যথা আর দাগগুলোও সেরে যাবে। এভাবে লক্ষণমুক্ত অবস্থায় পাঁচ বছর পর্যন্ত সে টিকে থাকতে পারে।

এটি একটি আশাবাদমাত্র। ক্ষতিকর সেলগুলোর মোকাবেলা আসলেই কঠিন। এর মধ্যে কিছু আবার চিকিৎসা দেওয়ার পরও ইমিউন বা অপ্রতিরোধ্য থেকে যায়। ক্রমাগত নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। ওষুধে আর কাজ হয় না। সত্যি বলতে কী, অ্যানিসা যেন ভিতরে একটি টাইম বম্ব বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। চিকিৎসা দেওয়া হোক আর না হোক, বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

এ অবস্থায় চিকিৎসার বাইরে একটিমাত্র সুযোগ অবশিষ্ট আছে অ্যানিসার। আর তা হচ্ছে তার আক্রান্ত বোন-ম্যারোকে একজন উপযুক্ত ডোনারের বোন-ম্যারো দ্বারা প্রতিস্থাপণ করা। পাশাপাশি রেডিয়েশন ও কেমোথেরাপির সমন্বয়ে লুকেমিয়ার সেলগুলোকে সমূলে বিনাশ করা। এ কাজের সময় অ্যানিসার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্তত পনেরো দিনের জন্য শূন্যের কোঠায় নেমে যাবে। অর্থাৎ এ সময়টি সে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দোল খেতে থাকবে। কিন্তু তার শরীর যদি ডোনারের বোন-ম্যারোকে দুরে ঠেলে না দেয় বা এরই মধ্যে সে নতুন কোনে রোগে আক্রান্ত না হয় তাহলে নতুন সেলগুলো ক্রমাগত নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকবে। ফলে অ্যানিসার সেরে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

অ্যানিসার লুকেমিয়া ঠিক কতটা ভয়াবহ সেটা অনুধাবন না করা পর্যন্ত মেরি ও অ্যাবে বিশ্বাস করতে চায়নি সে মারা যাবে। ডাক্তাররা যখন তাদের বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টের কথা বলেন তারা দুর থেকে হলেও কিছুটা আশার আলো দেখতে পায়। যখন তারা বলেন যে, আপন ভাই-বোনই হতে পারে এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো ডোনার এবং অ্যানিসার জন্য অ্যারনই হতে পারে সবচেয়ে উপযুক্ত ডোনার, তারা খুশিতে আনন্দে যেন আকাশে উঠে যায়। মনে হয় তাদের জীবনটা আবার আগের মতো সুখে আনন্দে ভেসে যাবে।

কিন্তু যখন জানা যায় অ্যারনের সাথে অ্যানিসার সেল মিলছে না অ্যানিসার দ্রুত আরোগ্য লাভে তাদের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। নিজেদের ও নিকটাত্মীয় অন্যান্যদেরও টিস্যু-টাইপিং টেস্ট করা হয়। সব ফল শূন্য।

মেরি ও অ্যাবে হাসপাতালের লোকজনদের জিজ্ঞেস করতে থাকে, 'আমাদের বাচ্চা মারা যাচ্ছে। আমরা এখন কী করব?' তখন কেউ একজন তাদের ক্যালিফোর্নিয়ার কোভিনায় অবস্থিত 'লাইফ-সেভার্স ফাউন্ডেশন'-টির কথা জানায়। ওয়ালনাটে তাদের বাসা থেকে কয়েক মাইল দূরে মাত্র।

পশ্চিম আমেরিকায় শুরুর দিকে যে বোন-ম্যারো সংগ্রহ কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠে, 'লাইফ-সেভার্স' সেগুলোর অন্যতম। লুকেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের টিস্যু ম্যাচিং ডোনার খুঁজে পেতে ১৯৮৮ সালে এই সংস্থাটি গড়ে ওঠে যে বছর অ্যানিসারও লুকেমিয়া ধরা পড়ে। টিসু-টাইপিং ব্যয়বহুল এক টেস্ট। সংস্থাটি এই টেস্টের খরচ নির্বাহের জন্য স্পনসর জোগাড়ে কাজ করে যাচ্ছে যাতে সম্ভাব্য ডোনারদের একটি জাতীয় নিবন্ধনের আওতায় আনা যায়।

যে কোনো রুগীর জন্যই একজন উপযুক্ত ম্যাচ খুঁজে পাওয়ার আশা একেবারেই কম। তারপরও 'লাইফ-সেভার্স' বা এ ধরনের অন্যান্য সংস্থা ধীরে ধীরে সবরকম প্রতিকুলতা কাটিয়ে উঠতে শুরু করছে। এমনি এক সময়, আটাশির নভেম্বরের কোনো একদিন, মেরি এসে হাজির হয় 'লাইফ-সেভার্স'-এর ডিরেক্টর অব অপারেশনস টমি ব্রাউনের সামনে। মেরি কাঁপা কাঁপা স্বরে তাঁকে তার পুরো কাহিনী শোনায়। বলে, 'আমরা এখন কী করব?'

তাদের এই প্রথম সাক্ষাতের কথা টমি ব্রাউন কখনোই ভুলবেন না। তিনি যেন তার ডেস্কের ওপাশে ভেঙে পড়া বিধ্বস্ত এক মহিলাকে দেখছিলেন। আর তাঁর মনে হচ্ছিল, এই মহিলা কিছুতেই এই কষ্ট সামলে উঠতে পারবে না।

টমি তাঁর পেশাদার ভঙ্গীতে তাকে জানান, সমগ্র ইউএস ন্যাশনাল রেজিস্ট্রিতে নিবন্ধিত ডোনারদের মধ্য থেকে অ্যানিসার জন্য একজন উপযুক্ত ম্যাচিং খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রতি বিশ হাজারে

একজন মাত্র। আর এখন পর্যন্ত মাত্র সতের হাজার লোকের নাম নিবন্ধিত হয়েছে।
মেরি ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, 'এটা কি মোটেও সম্ভব না?'
টমি বলেন, গাণিতিক হিসাবে অসম্ভব শোনালেও এটি সম্ভব হতে পারে। এক্ষেত্রে মেরি যা করতে পারে তা হলো প্রতিনিয়ত অসংখ্য লোকজনকে ম্যাচিং-এর জন্য টেস্টে উৎসাহিত করা।
মেরি এক অদ্ভূত দৃষ্টিতে টমির দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি? কীভাবে?'
তখন টমি তাকে বলেন, 'লোকজনের সাথে ফোনে কথা বল। পোস্টার টাঙাও। মিটিংয়ের আয়োজন কর। তুমি আর তোমার পরিবারের সদস্যরা রোটারি ক্লাব, লায়নস ক্লাব, চেম্বার অব কমার্সে গিয়ে তোমাদের কথা বল। তোমরা যত বেশি ম্যারো-ডোনার সংগ্রহ করবে, তোমাদের মেয়ের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও তত বাড়বে। আর, হ্যাঁ টাকাটাও তোমাদেরই জোগাড় করতে হবে। টিস্যু-টাইপিং টেস্ট। সত্যিই ব্যয়বহুল।'
একথা শুনে মেরি আবার তার চেয়ারে সেটে যায়। তাদের পরিবারের কেউ কখনো লোকজনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেনি। তারা কী করে লোকের কাছে টাকার জন্য হাত পাতবে? এতটা নিঃস্ব তারা কখনোই ছিলো না।
টমি আস্তে আস্তে আরো খোলাসা করেন। বলেন, টাকাটা কম নয়। প্রত্যেক টিসু-টাইপিং টেস্টের খরচ ৭৫ ডলার করে। আর অ্যানিসার জন্য সম্ভাবনাময় একজন ম্যাচ খুঁজে পেতে আয়ালা পরিবারকে হাজার হাজার লোককে পরীক্ষা করাতে হবে। এর জন্য সরকারের কোনো তহবিল নেই। যা করতে হবে নিজেদেরই করতে হবে।
টমি আরো বলেন তারা যে চেষ্টাটুকু করবে তা শুধু অ্যানিসার একার জন্য নয়। বরং প্রতিটি ডোনার নিবন্ধিত হওয়ার সাথে সাথে তা প্রতি বছর লুকেমিয়ায় আক্রান্ত ১৬০০০ শিশু ও বয়স্কদের জন্য ম্যাচিং খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। আসলে লুকেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর পরিবারের সদস্যরাই হলো এই ডোনার সংগ্রহ কর্মসূচির সর্বোত্তম সেলসমেন।
এরপরই টমি তার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ তীরটি ছোঁড়েন, ''মেরি, যে সেলগুলো তোমার মেয়েকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে তুমি তাদের সাথে না-ও পারতে পার। কিন্তু তুমি দুঃখ কষ্ট হতাশাকে কাজে লাগাতে পার। তুমি দ্বারে দ্বারে গিয়ে মানুষকে বোঝাতে পার। বলতে পার 'আমি তোমাদের সাহায্য চাই! অন্যরা তোমাদের সাহায্য চায়!' তারপর অ্যানিসা যদি মারাও যায় তুমি এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবে যে, তাকে বাঁচাতে তুমি তোমার সাধ্যের সবটুকু করেছ। আর তুমি যা করবে তাতে হয়ত আরো অনেক লোকের জীবন বেঁচে যাবে।''
তারপরই সেই বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটে যায়। কান্নারত বিধ্বস্ত মহিলাটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টমিকে বলে, 'আমাকে ঠিক কী করতে হবে, খুলে বলুন। আমি সেটা করতে চাই।'
আর এখান থেকেই শুরু আয়ালা পরিবারের মহাকাব্য– সেই অচেনা লোকটিকে খুঁজে বের করা যে অ্যানিসার জীবন বাঁচাতে পারে।
মানুষের ইমিউন সিস্টেমের নিয়ামকই হলো বোন-ম্যারো। এর অগণিত হাজার হাজার সেলের পারস্পরিক প্রভাব ঠিক করে দেয় একজন মানুষ কখন সুস্থ হবে বা আরোগ্যলাভ করবে। সেহেতু ম্যাচটি হতে হবে হার্ট, লিভার বা লাংস ট্রান্সপ্লান্টের চাইতে আরো কাছের।
মিনিয়াপোলিসে স্থাপিত নিবন্ধন কেন্দ্রটিতে অ্যানিসার জন্য উপযুক্ত কোনো ম্যাচ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে আয়ালা পরিবার খুব ধৈর্যের সাথে তাদের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে থাকে। নয় দিনের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অ্যানিসাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে প্রাপ্তবয়স্কদের বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য বিশেষায়িত কোনো ক্যান্সার হাসপাতালে তার থেরাপি চালিয়ে যেতে হবে। বাড়ি থেকে দশ মাইলের মধ্যে এ ধরনের একটি হাসপাতাল তারা খুঁজেও পায়। নাম 'সিটি অফ হোপ'।
সান গ্যাব্রিয়েল পর্বতমালা এলাকায় প্রথম সফল বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের দুবছর পেরিয়েছে মাত্র। ততদিনে সমগ্র আমেরিকায় মুষ্টিমেয় যে কটি হাসপাতাল ক্যান্সারের শেষ চিকিৎসাস্থল হিসেবে নাম করেছে 'সিটি অফ হোপ' সেগুলোর অন্যতম। বসন্তের এক সকালে পুরোটা পথ পাড়ি দিয়ে অ্যানিসা যখন হাসপাতালে পৌঁছে তার কাছে এটিকে ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস ভিন্ন অন্য কিছু মনে হয়নি। সারি সারি পাম গাছ আর পরিচ্ছন্ন করে ছাঁটা ফুল বাগানের বন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।
'সিটি অফ হোপ'-এর পেড্রিয়াটিক অনকোলোজিস্ট অ্যানিসার লুকেমিয়ার উচ্চমাত্রাকে প্রতিহত করতে কেমোথেরাপি বন্ধ করে তার উপর প্রতিদিন একটি করে ইন্টারফেরন প্রয়োগ করতে থাকেন। এটি তার জ্বরজ্বর ভাব ও ব্যথার উপশম ঘটায়। ওষুধটির আরো একটি কাজ হোয়াইট ও রেড ব্লাডসেলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। ফলে অ্যানিসার শরীরের অন্যান্য লক্ষণও দুর হয়ে যায়।
লুকেমিয়ার বিরুদ্ধে অ্যানিসার এ লড়াই তাদের সমগ্র পরিবারের লড়াইয়ে রূপ নেয়। এমন কোনো রাত নেই যখন পরিবারের কেউ না কেউ, এমনকি লাজুক অ্যারন, কখনোবা চারজনই, ঘরের বাইরে, নয় কোনো সেবা সংস্থার মিটিং-এ বা স্কুলের র‍্যালিতে অ্যানিসার জীবনের কালো মেঘের কথা বর্ণনা না করে, যে মেঘ প্রতিনিয়ত আরো ঘন হয়ে আসছে।
'লাইফ-সেভার্স'-এর সহায়তায় প্রতিদিনই তারা কোথাও না কোথাও বেড়িয়ে পরে ডোনার খুঁজে বের করার হৃদয় বিদারক

অবিশ্বাস্য অসাধারণ সব কাহিনী নিয়ে। তারা নিকটস্থ রক্ত সংগ্রহ কেন্দ্রগুলোর ঠিকানা লোকজনের হাতে দিয়ে এই বলে তাদের আশ্বস্ত করতে থাকে যে, প্রাথমিক পরীক্ষায় কয়েক ফোঁটা রক্ত দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। ততদিনে অ্যানিসা অসাধারণ এক বক্তায় পরিণত হয়েছে। শুধু নিজের জন্য নয়। একটি ভাল কাজের জন্যেও। সে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলতে থাকে, 'আমি সত্যিই মারা যাচ্ছি। তোমাদের পক্ষে যদি সম্ভব হয় কেউ কি আমাকে বাঁচাবে?' অথবা 'আজকের এই সমাবেশে এই শ্রোতাদের মধ্যে এই মুহূর্তে কেউ একজন আছে যে একটি জীবন বাঁচাতে পারে? হতে পারে তা আমারই জীবন। অথবা অন্য কারো।'

পুরো সময়টা জুড়ে টমি অ্যানিসাকে লক্ষ করতে থাকেন– সে তার এই ভয়াবহ রোগের ভার বইবার শক্তি রাখে কি না। বাবা-মার আদুরে, মিল করে জামা আর কানের দুল পড়া, হাল ফ্যাশনের এই মেয়ে রীতিমত অবাক করে দেয় তাকে। যেখানে একজন শক্ত-সমর্থ মানুষও এই রোগে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে সেখানে এই মেয়ে মোটেও ভেঙে পড়েনি। সাহসের সাথে সে লড়াই করে যেতে থাকে। লড়াইটা তার পরিবারও করে যায়। যখন আয়ালারা এই কাহিনী নিয়ে বিভিন্ন কমিউনিটিতে যায়, লোকজন সত্যিই টিস্যু টাইপিং-এ আগ্রহী হয়ে উঠে। প্রথমে একজন দুজন করে। তারপর ডজন ডজন করে। আরো পরে শয়ে শয়ে। হাজারে হাজারে।

আয়ালাদের কাছে তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ টেলিফোন কলের অপেক্ষা করা এবং কলগুলো রিসিভ করা। এছাড়া দূরদূরান্তে যাওয়া এবং সভা সমাবেশ ও র‍্যালির আয়োজন করা। অ্যাবে আগে থেকেই 'লায়নস্ ক্লাব' ও 'একস লজ'-এর সদস্য ছিল। আর মেরি ছিল 'ওয়ালনাট জুনিয়র উইমিনস ক্লাব'-এর সদস্য। তারা জায়গায় জায়গায় লিফলেট বিতরণ করে সমাবেশের আয়োজন করে আর সেখানে কথা বলার জন্য আয়ালাদের দাওয়াত করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে তারা এ কাজে দক্ষ হয়ে উঠে আর ম্যারো-ডোনার সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান ও সংজ্ঞা এমনভাবে পাল্টে দিতে শুরু করে যে, লোকজনের পক্ষে তাদের চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়া অন্য পেশার লোক ভাবা কঠিন হয়ে পড়ে। পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলো তাদের নিয়ে রিপোর্ট প্রচার করতে শুরু করে। স্কুলের বাচ্চারাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে দরজায় কড়া নাড়তে থাকে। পর পর তিন শনিবারে তারা ১৫০০ মানুষের টিস্যু-টাইপিং টেস্ট করায় এবং এ কাজে ৪০০০০ ডলারেরও বেশি তহবিল জোগাড় করে।

অ্যাবে হয়ে দাঁড়ায় দক্ষ পরিকল্পনাকারী। মেরি সবচেয়ে পরিশ্রমী। আর অ্যানিসা ভালো বক্তা। অ্যারনের কাজ শুধু তাদের সাথে লেগে থাকা। লোকের সামনে কথা বলাটা তার হয়ে ওঠে না। কিন্তু যখনই সে কিছু বলে সে শুধু বলে, 'আমার জানা মতে আমার বোন হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী মানুষদের একজন। তার অবশ্যই বেঁচে থাকা প্রয়োজন।'

ম্যারো-ডোনার সংগ্রহ এমন এক কাজ যার সাথে মানুষের আদৌ কোনো পরিচয় ছিল না। অ্যানিসার প্রয়োজনের সময়টিই হয়ে দাঁড়ায় এ কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। ফলে মাত্র ২০ মাস সময়ের মধ্যে আয়ালা ও অন্যান্য ভুক্তভোগী পরিবারসমূহ নিজেদের প্রয়োজনে মানুষজনের আগ্রহ জন্মাতে রীতিমতো জেগে উঠে। অতি অল্পদিনে সম্ভাবনাময় ডোনারের সংখ্যা ১৭০০০ থেকে ১৫৭০৭৯-এ উন্নীত হয় (পরবর্তী দশ বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ত্রিশ লক্ষে)। আর বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টের সংখ্যা বছরে হাতে গোনা দুচারটি থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩৩-এ।

কিন্তু অ্যানিসা তাদের মধ্যে ছিল না।

সপ্তাহ মাস দ্রুত গড়াতে থাকে। ততদিনে একজন ডোনারের আশায় ব্রিটেন ও কানাডায় অ্যানিসার নাম নিবন্ধন করা হয়। কিন্তু যে ফোনটির জন্য পরিবারটি দিবারাত্রি প্রার্থনা করতে থাকে সেটি আর আসে না।

অ্যানিসার কথায় ও আচরণে যতই আশার বাণী থাকুক না কেন প্রায় রাতেই কোনো না কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে মধ্যরাতে সে কম্বল নিয়ে বাবা-মার ঘরে ছুটে যায়।

অবশেষে বছর দেড়েকের দুঃসাধ্য অনুসন্ধানের পর সেই কাঙ্খিত ফোনটি আসে। অ্যানিসার জন্য একজন ডোনার বা ম্যাচ খুঁজে পাওয়া যায়। সব রকম তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হলেই কেবল তাদের মধ্যে যোগাযোগ হতে পারে জানানো হয়।

আয়ালা পরিবারে আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু বেশ কিছুদিন পার হওয়ার পরও যখন নতুন কোনো খবর আসে না দুশ্চিন্তা তাদের পুনরায় গ্রাস করতে শুরু করে। কেউ একজন টমি ব্রাউনকে জানায়– সত্যিই একজন ডোনার পাওয়া যায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে পিছু হটে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।

ঘটনার আকস্মিকতায় মেরি, অ্যাবে আর অ্যারন হতভম্ব হয়ে পড়ে। অ্যানিসা নিজেও অস্বাভাবিকরকম শান্ত হয়ে যায়। সে ভাবতে থাকে এটি নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তারই কোনো পরিকল্পনার অংশ। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু এভাবে শেষ হয়ে যেতে দিবেন না।

অ্যানিসার বাবা-মাও অন্তরের গভীরে এমনটাই বোধ করতে থাকে। কিন্তু তারা দীর্ঘ অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য এক গন্তব্যের প্রথম ধাপ পেরিয়েছে মাত্র, যার ফল কী হতে পারে এ সম্পর্কে তাদের কারোরই কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

ডা. গুটিরেজের বোন ববি রজার আয়ালাদের সেইসব বন্ধুদের একজন যারা তাদের এই সুদীর্ঘ ও সংকীর্ণ পথে অনবরত সাহায্য করে যেতে থাকেন। যন্ত্রনাও ভোগ করেন। তাদের মতো তিনিও চলে যাওয়া দিনগুলি এক এক করে গুণছিলেন। তিনি জানতেন যে, একজন বোন-ম্যারো ডোনার পাওয়ার সম্ভাবনা যেমন বিদ্যমান প্রতিকুলতাও তার সাথে কম নয়। এতদিনে অ্যানিসার শরীরের হোয়াইট সেলগুলো সংখ্যায় বেড়ে নিশ্চয় খুনির ভূমিকায় অবতীর্ণ

হয়েছে। বছরের শেষ নাগাদ ববি মেরিকে জিজ্ঞেস করেন, সে এখন ঠিক কী করতে যাচ্ছে। মেরি তাকে সামনের দিনগুলোর সভা ও র‍্যালির একটি তালিকা দেয়।

ববি বাধা দিয়ে বলেন, 'তোমার সময় খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, মেরি।'

'এছাড়া আমি আর কী করতে পারি?'

'তুমি আরেকটা বাচ্চা নিতে পার।'

মেরি রীতিমত একটি ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে যায়। সে এও নিশ্চিত হতে পারে না, ববি নিজেই তার কথায় বিশ্বাস করেন কিনা। 'আমাকে একটু স্থির হতে দাও,' মেরি তাকে বলে। 'আমার বয়স এখন ৪১। আর আমার স্বামীরও ভ্যাসেকটমি করা আছে। তুমি কি আমাকে অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করতে বলছ?'

ববি তার কথা ফিরিয়ে নেবার মানুষ নন। তিনি বলেন, 'ভ্যাসেকটমি রিভার্স করা যায়। ছোটোখাটো অপারেশন মাত্র। চলো, আমরা সাহসের সাথে সমস্যাটি মোকাবেলা করি। তোমার সামনে আর কোনো রাস্তা খোলা নেই, মেরি।'

মেরি ববিকে বলে এতে কাজ হবে না। এ এক অসম্ভব কল্পনা। কিন্তু যতক্ষণ সে ববির সামনে বসে যুক্তি দেখাতে থাকে ততক্ষণে পরামর্শটি তার মনে গেঁথে যায়। সত্যি বলতে কি, মেরি নিজেই সব সময় আরেকটি সন্তান চেয়েছে। কিন্তু বরাবরই অ্যাবের ধারণা– সবদিক থেকে পূর্ণ তাদের পরিবারটি।

বাসায় ফিরে মেরি অ্যাবেকে সব খুলে বলে। সে বলে, 'তুমি কি পাগল হয়েছ? আমার অর্ধেকেরও বেশি বন্ধুবান্ধব এরই মধ্যে দাদা-নানা হয়ে গেছে।'

মেরি বিষয়টি তাই ভুলে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু ববির কথাটি তার কানে বাজতেই থাকে 'তোমার সামনে আর কোনো রাস্তা খোলা নেই।' মেরির তখন টমির কথা মনে পড়ে যায়– মনের মধ্যে সে যেন এতটুকু সান্ত্বনা খুঁজে পায় যে, মেয়েকে বাঁচাবার জন্য সে তার সাধ্যের সবটুকু করেছে। সে নতুন করে এই শান্তিটুকু খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। যাই ঘটুক কপালে তাকে জানতে হবে অ্যানিসাকে বাঁচাবার জন্য তাদের ক্ষমতায় কুলায় এমন সবকিছুই তারা করেছে।

তারপরও প্রশ্ন থেকে যায় যা তার ভিতরটি ছিঁড়ে ফেলতে থাকে। এতদিনে সে ভালই জেনেছে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট বলতে ঠিক কী বুঝায়? ডাক্তারদের সে অ্যানিসার কোমরে সেই মোটামোটা সুঁচগুলো ঢুকোতে দেখেছে। তারা কি একটি ছোট্ট শিশুর উপর এই ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়াটি চাপিয়ে দিবে? এছাড়া আরেকটি বাচ্চা নেওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাবের আপত্তির বাইরেই বা সে যাবে কী করে?

মেরি একজন পাদ্রীর সাথে দেখা করে বলে, 'সৃষ্টিকর্তা আমার কাছে ঠিক কী চান সে ব্যাপারে আমি কীভাবে নিশ্চিত হবো?'

পাদ্রী তাকে বলেন, তার মনের মধ্যেই তাকে এর উত্তর খুঁজতে হবে। এর মাধ্যমেই সৃষ্টিকর্তা তাকে জানিয়ে দিবেন। কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত মেরি উত্তরটি পাবার জন্য যখন তার অন্তরে হাতড়ে বেড়াতে থাকে সে দুটো কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পায়। একটি বলছে, 'হ্যাঁ, তুমি তাই করো।' আর অন্যটি বলছে, 'না, এটা ঠিক হবে না।'

মেরি ও অ্যাবে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে থাকে। অনবরত। অ্যাবের মনে-ই হয় না এতে কাজ হবে। এছাড়া আরেকটি মিথ্যা আশার পরিণাম অ্যানিসার জীবনে কী বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, সে তা ভাবতেও চায় না। মেরির ভাবনাটিও এমন। অনেকটাই। কিন্তু সামনের কোন পথটিইবা মসৃণ তাদের জন্য?

মেরি একজন ডাক্তারের সাথে কথা বলে। তিনি মেরিকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, একটি শিশুর ক্ষেত্রে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টের পর কোমরের চারপাশে ঘণ্টাখানেক সামান্য জ্বালাপোড়া ছাড়া আর কোনো ঝুঁকি নেই। সপ্তাহখানেকের মধ্যে হাড়ের মজ্জা তৈরি হয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসে। অ্যাবেকে মেরি যখন বিষয়টি জানায়, সে কোনো কথা বলে না। কিছুক্ষণ পরই তার চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসে। মেরি জিজ্ঞেস করে, 'কী হলো?'

অ্যাবে বলে, 'যদি সত্যিই সে ..... যদি সত্যিই আমরা তাকে হারিয়ে ফেলি ঘরে আরেকটা বাচ্চা আমাদের এই কষ্ট ভুলে যেতে সাহায্য করবে।'

তারা কতক্ষণ নিজেদের আঁকড়ে ধরে থাকে। কথা বলে। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু তখনো আতঙ্ক আর সন্দেহ তাদের গ্রাস করতে থাকে। তারা একদিন ভাবে 'হ্যাঁ'। একদিন 'না'।

সাফল্যের সম্ভাবনাগুলো ঘেঁটে তারা বুঝতে পারে কতটা প্রতিকুলতার মধ্যে তারা বসবাস করছে। প্রথমত, ভ্যাসেকটমি রিভার্সের পর একজন পুরুষের সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা পঞ্চাশ ভাগের বেশি থাকে না। দ্বিতীয়ত, মেরি নিজে এমন এক বয়সে পৌঁছে গেছে, যখন মহিলাদের গর্ভধারণ ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পায়। এরপরও যদি সব ঠিক থাকে আর একটি নতুন শিশু ভূমিষ্ঠ হয় সেক্ষেত্রে ভাই-বোনের সাথে তার টিসু-টাইপ মিলে যাবার সম্ভাবনা মাত্র পঁচিশ ভাগ। সবশেষে, চল্লিশ ভাগ রোগীই নিকটাত্মীয় থেকে বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের মাত্র দুই বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে থাকে। ওই সপ্তাহের শেষ নাগাদ একদিন শেষরাতে মেরির ঘুম ভেঙে যায়। বুক ধড়ফড় করে ওঠে। ঝাঁকুনি দিয়ে সে অ্যাবেকে জাগায়। এক নিঃশ্বাসে জানায় সে কী স্বপ্ন দেখেছে– কেউ তাকে বলছে সে যেন সামনের দিকে তাকায়। আরেকটি বাচ্চা নেয়। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। মেরি অ্যাবেকে বুঝায়, 'স্রষ্টা আমাদের কাছে কী চান, আমার মনে হয় আমি তা জেনে গেছি।'

অ্যাবে বলে, 'শোনো, আমি চাই তুমি ডা. গুটিরেজের কাছে যাও। আজই। নিশ্চিত হও যে, তোমার গর্ভধারণ ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়নি।' তারপর সে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তার কাছে

জানতে চাও একজন পুরুষকে, যার ভ্যাসেকটমি করা আছে, যদি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়, ঠিক কী করতে হবে?'

ঘটনাপ্রবাহ এ পর্যায়ে নতুন মোড় নেয়। অসীম প্রতিকুলতার মুখে এ যেন এক দুঃসাহসী ঝুঁকি নেওয়া। মেরি ও অ্যাবে একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলে, তারা একে অবশ্যম্ভাবী মনে করতে থাকে। তারা ভাবে– পৃথিবীতে এমন কোনো বাবা-মা আছে যারা নিজের সন্তানের মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এ ধরণের সিদ্ধান্ত নিবে না?

সেদিনই মেরি ড. গুটিরেজের চেম্বারে হাজির হয়ে বলে, 'আমাকে কি খুবই দিশেহারা মনে হচ্ছে? আমার কি খুব বয়স হয়ে গেছে?'

ডাক্তার বলেন, 'আমি তোমাকে পরীক্ষা করে দেখছি। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় না তোমার বয়স হয়ে গেছে।'

মেরি প্রাথমিক একটি সাড়া পেয়ে যায়।

তবে এ ধরণের কাজে পথটি আসলেই অমসৃণ। ভ্যাসেকটমি রিভার্সের পরেও অ্যাবের স্পার্ম কাউন্ট পাওয়া যায় রক্তস্বল্প অবস্থায়। ইউরোলোজিস্ট জানায় খুব বেশি আশাবাদী হওয়া ঠিক হবে না।

১৯৮৯ সালের মার্চের কথা। আরো চার মাস চলে যায়। ডাক্তারদের হতাশা বাড়িয়ে দেওয়ার মতোও কিছু ঘটে না। অবশেষে জুলাই নাগাদ পরীক্ষা করে যা জানা যায়, তাতে আয়ালাদের আশা তুঙ্গে ওঠে। মেরি সন্তানসম্ভবা!

'আমি উল্লসিত হয়ে উঠি,' মেরি বলে। 'আমার মনে হয় না কেউ আমাদের অনুভূতিগুলোকে আলাদা করতে পারবে– পরিবারে একটি নতুন শিশুর আগমন আর অ্যানিসার বেঁচে থাকার নতুন সম্ভাবনা তৈরি হওয়া। আমরা নিজেদের এর চাইতেও বেশি ভাগ্যবান মনে করতে থাকি। আমাদের সমস্যা সমাধানে সৃষ্টিকর্তার সরাসরি হস্তক্ষেপ অনুভব করতে থাকি।'

কিন্তু প্রতিদিনকার দুশ্চিন্তা এই অনুভূতিগুলোকে ছাপিয়ে যেতে থাকে। বাচ্চাটির জন্মলাভ করা এবং বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের জন্য পর্যাপ্ত বড় হওয়া পর্যন্ত অ্যানিসা কি টিকে থাকবে? তারচেয়ে বড় কথা বাচ্চাটির বোন-ম্যারোর সাথে অ্যানিসার টিসু-টাইপ মিলবে কি না। প্রশ্নগুলোর উত্তর আগে থেকে জানবার উপায় নেই। সেজন্য পরিবারটি ডোনার সংগ্রহ ও সাধারণ জনগণের টিসু-টাইপিং টেস্ট ও নিবন্ধনের কাজ অব্যাহত রাখে।

নভেম্বর, ১৯৮৯। মেরির গর্ভাবস্থার চার মাস। ডাক্তার তাকে অ্যামিনিউসেন্টেসিস পরীক্ষাটি করে নেবার পরামর্শ দেন। পয়ত্রিশোর্ধ গর্ভবতী মহিলাদের এটি নিয়মিত করা হয়। বংশগত কোনো অস্বাভাবিকতা আছে কি না তা যাচাই করাই এর আসল উদ্দেশ্য। এর ফলে শিশুটি ছেলে না মেয়ে তাও জানা যাবে।

মেরি আপত্তি জানায়। সে এবং অ্যাবে আগেই ঠিক করে নেয় যে, বাচ্চাটি যত সমস্যা নিয়েই জন্মাক না কেন এটি তাদের হবে এবং তারা একে ভালোবাসবে।

'এছাড়া,' মেরি বলে, 'আমি সত্যিই অ্যানিসার সাথে তার ম্যাচ হবে কি না অথবা শিশুটি ছেলে হবে না মেয়ে হবে তা জানতে চাইনি। আমি চাইনি নতুন কোনো দুশ্চিন্তা এসে আমাদের সুখগুলো নষ্ট করে দিক। আমি শুধু গর্ভাবস্থার উৎসবমুখর সময়টুকু স্বাভাবিকভাবে পার করতে চাইছিলাম।'

কিন্তু যখন তাদের জানানো হয় যে, অনেক বড় সমস্যাও গর্ভাবস্থায় কাটিয়ে ওঠা সম্ভব, তারা পরীক্ষায় রাজী হয়। পরীক্ষার দিনক্ষণ ঠিক হবার আগেই আরো একটি সুসংবাদ আসে– 'সিটি অফ হোপ'-এর একজন ডাক্তার নতুন এক প্রক্রিয়ার কথা জানান। তিনি বলেন আমবিলিক্যল-কর্ড ব্লাড স্টেম-সেলে পূর্ণ থাকে যা থেকে রক্ত কণিকা তৈরি হয়। জন্মের সময় এটি ফ্রোজেন বা সুপ্তাবস্থায় থাকে। ফলে এটিকে সহজেই লুকেমিয়া রোগীর বোন-ম্যারোতে ট্রান্সপ্লান্ট করা যায়। তবে সবার আগে জেনে নিতে হবে শিশুটির এ্যান্টিজেন অ্যানিসার সাথে ম্যাচ করে কিনা।

চার সপ্তাহ পেরিয়ে যায় তারা কোনো খবর পায় না। হঠাৎ হাসপাতাল থেকে তাদের জানানো হয়– বাচ্চাটি হবে মেয়ে এবং সে খুবই সুস্থ সবল হয়ে বেড়ে উঠছে। মেরি আনন্দের সাথে ফিসফিস করে ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানায়। অ্যাবে, অ্যারন, অ্যানিসা সবাই তখন রান্নাঘরে। সবাই তার দিকে চেয়ে থাকে। গলার স্বর থেকে বুঝে নেয় মেরি কী নিয়ে কথা বলছে। মেরি তাদের খবরটি দেয় এবং মুহূর্তেরও কম সময়ে সবাই চীৎকার করে কেঁদে উঠে। সবশেষে মেরি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে, অ্যান্টিজেন ম্যাচ নিয়ে কোনো খবর আছে কিনা?

ডাক্তার জানায়, এখনো তার সময় হয়নি।

এখন সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর যখন আসন্ন অপেক্ষার দিনগুলোকে তাদের অনন্তকালের মতোই দীর্ঘ মনে হতে থাকে। ক্রিসমাস আসে। চলেও যায়। ১৯৯০ আসে। জানুয়ারিও শেষ হয়ে যায়। নতুন কোনো খবর আসে না।

আয়ালা পরিবার ম্যারো-ডোনার খুঁজে পেতে বিভিন্ন নাগরিক সমাবেশ আয়োজনে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। কিন্তু নতুন কোনো সংবাদের অপেক্ষাতেই ছিল তারা। নিজেদের কথাবার্তায় একমাত্র বিষয় ছিল শিশুটির জন্য একটি নাম ঠিক করা। এবং দ্রুতই তারা একটি নাম পেয়ে যায়– মেরিসা ইভ। অ্যানিসা ও মেরির নাম একত্র করে এবং প্রাণদায়িনী প্রথম ইভ-এর আশীর্বাদ কামনা করে এই নাম রাখা। এরপর থেকে 'শিশু' বা 'বাচ্চা' এই শব্দগুলো বাদ দিয়ে তারা শুধু 'মেরিসা' নামটি ব্যবহার করতে থাকে।

ফেব্রুয়ারির ১৬ তারিখ শুক্রবার মেরি অ্যাবের কারখানার উপরের ছোট অফিস রুমটিতে বসে পে-রোল তৈরি করছে। হঠাৎই ডাক্তারের ফোন। সে হাসতে হাসতে বলে, 'মেরি, আমরা ম্যাচ খুঁজে পেয়েছি!'

'কী?'

'অ্যানিসার সাথে মেরিসার টিস্যু টাইপ মিলে গেছে!'
প্রবল উত্তেজনায় মেরি কথাই বলতে পারছিল না। ইন্টারকমে চীৎকার করে বলতে থাকে, 'অ্যাবে! অ্যাবে!'
অ্যাবে দৌঁড়ে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে। বিস্ফারিত চোখে বলে, 'কী? কী হয়েছে?'
আর মেরি আনন্দে উড়ে গিয়ে তার দুহাতের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেকদিন ধরে অ্যানিসা তার প্রিয় স্কুলের আনন্দ থেকে বঞ্চিত। মেরিসার সাথে তার টিসু-টাইপ মিলে যাবার খবরটি তাকে নতুন করে শক্তি যোগায়।
ডাক্তাররা বলে মেরিসার বেড়ে ওঠার কাজটি যদি আর দশটি স্বাভাবিক বাচ্চার মতো হয় তবে জন্মের ছয় মাসের মধ্যে ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের কাজটি শেষ করা যাবে।
তবে সামনের দিনগুলোতে আয়ালা পরিবারের ঝামেলারও কমতি ছিল না। স্থানীয় একজন রিপোর্টার যখন জানতে চায় নতুন কোনো খবর আছে কি না, অ্যানিসা জানায় তার মা সন্তানসম্ভবা এবং তারা আশা করছে বাচ্চাটির সাথে তার টিসু টাইপ মিলে যাবে। এভাবে পরিবারের কেউই খবরটিকে আর গোপনীয় মনে করেনি।
পরদিন সান গ্যাব্রিয়েল 'ট্রিবিউন' পত্রিকা প্রথম পাতায় খবরটি বড় অক্ষরে ছাপে। 'লস এ্যাঞ্জেলেস টাইমস' খবরটি লুফে নেয়। তারা নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে বলে, 'এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা যেখানে শিশুটির জন্মই হচ্ছে পরিবারের একজন সদস্যের বোন-ম্যারো ডোনার হিসেবে সহায়তার উদ্দেশে। এসব ক্ষেত্রে বড়রা তবু নিজেদের মতামত দিতে পারে। ছোটদের সেখানে কিছুই করার থাকে না।'
ঘটনাপ্রবাহ এভাবে নতুন মোড় নেওয়ায় আয়ালা পরিবার একেবারে ভেঙে পড়ে। তারা ভেবে পায় না একান্ত পারিবারিক একটি বিষয় কী করে জনগণের বিষয় হতে পারে। তারা এই ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, তাদের অনেক কষ্টের ও গভীরভাবে অনুভূত একটি সিদ্ধান্তের কারণে এখন থেকে তাদের লোকজনের নজরদারীতে থাকতে হবে। লোকচক্ষুর আড়াল এক সময় সকল বিতর্কের অবসান ঘটাবে এই আশায় তারা গণমাধ্যমে কোনোরূপ সাক্ষাৎকার দেওয়া বা যোগাযোগ করা বন্ধ করে দেয়।
কিন্তু বিতর্ক বন্ধ হয় না। কষ্টদায়ক, কঠিন সব মন্তব্য করা থেকে কেউ পিছু হটতে রাজী নয়। অনেকেই নৈতিকতার জ্ঞান দিতে শুরু করে। বিষয়টিকে গণমাধ্যমে নিয়ে এসে তারা এই বলে আয়ালাদের নিন্দা করতে থাকে যে, অ্যানেসথেটিক প্রয়োগে একটি বাচ্চার শরীর থেকে মজ্জা বের করে আনা আর তার অঙ্গহানী করা একই কথা। এ ধরনের সাঁড়াশি আক্রমণে দীর্ঘদিনের মানসিক যন্ত্রণাক্লিষ্ট মেরির নির্জনে চোখের জল ফেলা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। ঘরের এক কোণে বন্দি হয়ে সে নিজের সাথে লড়াই করতে থাকে আর সৃষ্টিকর্তার কাছে এর শেষ দেখতে বেঁচে থাকার শক্তিটুকুর জন্য প্রার্থনা করতে থাকে।
একদিন অ্যাবে বলে যেভাবে তাদের নিয়ে বিতর্ক তৈরি হচ্ছে তা অবশ্যই সম্ভাবনাময় ম্যারো-ডোনার খুঁজে পেতে জাতীয় উদ্যোগ আর প্রচেষ্টাকেও ক্ষতিগ্রস্থ করবে। সে বলে, 'নিজেদের কথাগুলোও আমাদের অবশ্যই বলতে হবে।'
ফলে অল্পদিনেই আয়ালাদের নিয়ে টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকায় বড় বড় প্রতিবেদন প্রচার হতে থাকে। 'টাইমস' ম্যাগাজিন তাদের নিয়ে একটি কাভার স্টোরি ছাপে। সেখানে তারা বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট সম্পর্কে সাধারণ একটি ভুল সংশোধনের চেষ্টা করে বলে– এ ধরনের কাজে আসলেই শরীরের বিশেষ কোনো অঙ্গ জড়িত নয়।
চিকিৎসাশাস্ত্র নীতি বিশেষজ্ঞরাও তাদের পক্ষে অবস্থান নেন। ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার হেলথ্ ডিরেক্টর আর্থার ক্যাপলান যুক্তি দেখান, 'মানুষ অনেক সময় কোনো কারণ ছাড়াই সন্তান নেয়। আবার কারণগুলোর মধ্যে আছে পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব উপভোগ করা, অতীতের মতো করে নিজের উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া, সংসারে আয় বৃদ্ধির জন্য পরিবারে মানুষ যোগ করা, ইত্যাদি। আর আয়ালা পরিবারে এই নতুন শিশুর জন্মলাভ হচ্ছে সব কারণের সেরা কারণ- মানবতার কল্যাণ।
এর সাথে যোগ করে ইউনিভার্সিটি অব উইসকন্সিন স্কুল অব মেডিসিনের পেডিয়াট্রিশিয়ান ও এথিসিসিস্ট ডা. নরমান বলেন, 'আজ পর্যন্ত যত ভালো কারণে মানুষ সন্তান নিয়েছে, তন্মধ্যে এটিই সেরা কারণ– জীবন বাঁচানো।'
'লস এঞ্জেলেস টাইমস'-এ এক দম্পতি লিখে, 'মাত্র ষোল বছর বয়সে লুকেমিয়ায় মৃত্যুবরণকারী পুত্রের ভূক্তভোগী বাবা-মা হিসেবে আমরা বরং আয়ালা পরিবারের নেওয়া সিদ্ধান্তে গর্ববোধ করি। ছাব্বিশ বছর আগে এই বিকল্প সামনে থাকলে আমরাও আমাদের সন্তানটিকে বাঁচাতে পারতাম। আমরা বুঝি না আয়ালা পরিবারে এই অলৌকিক শিশুর আগমনে কী করে এত বিতর্কের অবকাশ থাকে।'
মেরিসার ভুমিষ্ঠ হবার দিন নির্ধারিত হয় এপিলের ১৫ তারিখ। তার দুসপ্তাহ আগে কোনো এক মঙ্গলবার মেরি আর অ্যাবে বার্থ প্রিপারেশন ক্লাসে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে। হঠাৎ করে তার পানি ভেঙে যায়। তারা কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাদের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়– মেরিকে ডেলিভারি কক্ষে নেওয়ামাত্র তারা যেন অবস্টেট্রিশিয়ানের পাশাপাশি দ্রুত 'সিটি অব হোপ'-এর সবাইকে খবর দেয়। তারা এসে মেরিসার আমবিলিক্ল কর্ড ব্লাড সংগ্রহ করে নিবে। কিন্তু কেউই আসলে এপ্রিলের তিন তারিখের জন্য প্রস্তুত ছিল না।
সিট্রাস ভ্যালি মেডিক্যাল সেন্টারের 'কুইন অব দ্য ভ্যালি' ক্যাম্পাসের অবস্টেট্রিশিয়ান জানান, মেরি এখনই ডেলিভারির

জন্য প্রস্তুত নয়। তাই বলে তারা তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে ইনফেকশনের ঝুঁকি নিতে রাজি নন। ততক্ষণে 'সিটি অব হোপ'-এর লোকজন চলে আসে। সম্মিলিত আলোচনায় মেরিকে সিজার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যখন হুইল চেয়ারে ঠেলে তাকে ডেলিভারি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় অ্যাবে মেরির হাত ধরে পাশাপাশি এগিয়ে চলে।

অ্যাবে নিজেও নিশ্চিত ছিল না, এই মানসিক চাপ সে সামলাতে পারবে কি না। কিন্তু এটি জানত যে, তাকে সারাক্ষণ মেরির পাশেই থাকতে হবে। দুজনের খাতিরেই। তারা তার উপর একটি সবুজ গাউন ও একটি মাস্ক চাপিয়ে দেয়। আর সে সতর্ক থাকে যেন তাকে দিয়ে তাদের কাজের কোনো বিঘ্ন না ঘটে। মোটামুটি একটি ভিড় জমে যায় সেখানে। অবস্‌টেট্রিশিয়ান, পেডিয়াট্রিশিয়ান, দুজন অবস্‌টেট্রিক্‌ল নার্স আর মেরিসার আমবিলিক্‌ল-কর্ড-ব্লাড সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ডাক্তার ও নার্সরা।

খুব বেশি সময় তারা নেন না। মেরিকে সাধারণ একটি অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া হয়। সেজন্য পরিবারের মধ্যে অ্যাবেই প্রথম মেরিসাকে দেখতে পায়। নার্সরা তাকে পরিষ্কার করে তার ওজন মাপে। তারপর তাকে দেখায়। ১৮ ইঞ্চি লম্বা। ৬ পাউন্ড ৪ আউন্সের ফুটফুটে এক শিশু। চুল আর চোখ গাঢ় বাদামী। জ্ঞান ফিরলে মেরি তাকে কোলে তুলে দেয়। একত্রে উভয়ে স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

আয়ালা পরিবারের জন্য মেরিসা সীমাহীন আনন্দ বয়ে আনে। সবাই যেন বেঁচে থাকার নতুন আশায় নতুন উচ্ছ্বাসে আন্দোলিত হতে থাকে। হাসপাতাল থেকে মেরিসার ঘরে আসার কয়েকদিনের মধ্যে তাদের কল্পনা করাও কঠিন ছিল গত কটি মাস তারা কতটা পরিশ্রান্ত ও দুর্বিষহ জীবন কাটিয়েছে। কেউ না কেউ সারাক্ষণ তাকে কোলে নিয়ে আদর করত। চুমু খেত। অথবা সে যখন ঘুমিয়ে থাকত কোনো না কোনো ছুতোয় তার ঘরে ঢুকে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকত।

অ্যানিসাকে দেখে মনে হত সদ্যজাত শিশুটি বোধ করি এরই মধ্যে তার রোগ উপশমের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। ডোনার খুঁজতে সময় দিতে সে খুব একটা স্কুলে যেত না। পড়াশুনাটা ঘরে বসেই করতে হতো তাকে। মাঝে মধ্যে আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসত না এমন নয়। সেই অস্থির সময়গুলোতে সে মেরিসার শয্যাপাশে বসে পড়াশুনায় মন দিত। অথবা শুধু ঘুমন্ত শিশুটির দিকে চেয়ে থাকত। দেহ মনে আশ্চর্য এক প্রশান্তি অনুভব করত সে।

এরই মধ্যে অ্যানিসার লুকেমিয়া ধরা পড়ার দুবছর পার হয়েছে। সে জানত, তার সময় ফুরিয়ে আসছে। প্রতিটি নতুন দিনে তার শরীরের হোয়াইট ব্লাডসেলগুলো ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। সে প্রায়ই ভাবত, পরিবারে তার শূন্যস্থান পূরণে ফুটফুটে এই শিশুর আগমনই স্রষ্টার পরিকল্পনার শেষ কি না।

মেরিসা এমনিতে পরিপূর্ণ নিখুঁত হাস্যোজ্জ্বল এক শিশু। অবিকল মায়ের মতো। অনেকটা। ডাক্তাররাও চাইতেন তার শারীরিক বৃদ্ধিটা যেন স্বাভাবিকের চাইতে একটু তাড়াতাড়ি হয় যাতে তারা ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের কাজটি দ্রুত শেষ করতে পারেন। ততদিন পর্যন্ত অ্যানিসার অপেক্ষা ভিন্ন কিছু করার নেই।

জীবনের সীমাহীন এই ক্রান্তিলগ্নে পরিবারের অকুণ্ঠ সমর্থন ছাড়াও নিয়তি তার জন্য আরো দুটো উপহার নিয়ে আসে। একটি তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর অন্যটি এমন একজন সঙ্গী খুঁজে পাওয়া যে তার কষ্টগুলো ভাগ করে নিতে পারে।

অগাস্টের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকরকম বেড়ে যাওয়ায় একদিন মেরি আর অ্যাবে তাদের বন্ধু গ্রেন্ডা ও তার স্বামী ফার্নান্ডো এসপিনোজার বাড়িতে এক সাঁতার উৎসবে যোগ দিতে তৈরি হতে থাকে। তারা অ্যানিসাকে তাদের সঙ্গে যেতে বলে। সে যাবে না বলে জানায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই চিৎকার করে বলে, 'ওয়েট এ মিনিট! আই'ভ চেঞ্জড মাই ডিসিশন!'

এ ছিল আকস্মিক এক সিদ্ধান্ত। অনেকটাই আবেগতাড়িত। কিন্তু এ ছিল এমন এক সিদ্ধান্ত যা তার সামনে নতুন এক পথ খুলে দেয়। চলার মতো এক সঙ্গী সে খুঁজে পায় যার সাথে সব কথা বলা যায়: জীবন সঙ্কটের এমন কিছু যা বাবা-মাকে সে বলতে চায় না। সঙ্গীর নাম ব্রায়ান এসপিনোজা।

উভয়ের বাবা-মা বহুদিনের ঘনিষ্ট বন্ধু। কিন্তু অ্যানিসা ও ব্রায়ান পূর্বে কখনো একে অপরকে দেখেনি। ব্রায়ান বছর পাঁচেক হলো ওয়ালনাট হাই স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছে। এখন সামনাসামনি পরিচয়ে উভয়ে একে অন্যের প্রতি তাৎক্ষণিক সাড়া অনুভব করে। ব্রায়ান তখন বার্বিকিউ তৈরি করছিল। দুচার কথা পরেই অ্যানিসা তার সাহায্যে লেগে যায়। আরো জেনে যায় ব্রায়ান সবে মাত্র তার নতুন কোম্পানি দাঁড় করিয়েছে। অফিস আদালতে নিরাপত্তাকর্মী সরবরাহ করে সে। এছাড়া খুব রসিক সে। তার চেয়ে বড় কথা ব্রায়ান অ্যানিসার অসুখ ও তার পরবর্তী কার্যক্রমের কথা শুনে মোটেও ভয় পায়নি।

ছেলেদের অনেকেই এমন ভাব করত যেন অ্যানিসার কিছুই হয়নি। অথবা এখনই কিছু একটি হয়ে যাবে তার। ব্রায়ান ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে সারাক্ষণ অ্যানিসাকে হাসাতে চাইত। আর ফাঁকে তার বর্তমান দুরবস্থায় দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে কিছুটা দায়িত্বও কাঁধে তুলে নিতে চাইত।

ব্রায়ানের ভাষ্যমতে দেখা হওয়ার অনেক আগে থেকে সে অ্যানিসা সম্পর্কে ভালই খোঁজ রাখত। তাদের বাসার লোকজন প্রায়ই তার কথা বলত। আর তার মনে হতো অ্যানিসাকে সে ভাল করেই চেনে। ব্রায়ান যেদিন তাকে দেখে, তার মনে হয় সৃষ্টিকর্তাই তাদের মিল ঠিক করে রেখেছেন।

সেদিনকার সে উৎসবের হৈ-হল্লায় ব্রায়ানের বাবা আচমকা

অ্যানিসাকে তার বেড়ানোর পোশাক পড়া অবস্থাতেই পানিতে ঠেলে দেয়। ব্রায়ান ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে পানি থেকে তুলে এনে একটি সোয়েট-সুট পড়তে দেয়। বাড়ি ফেরার আগে পুনঃসাক্ষাতের দিনক্ষণ ঠিক না হলেও অ্যানিসা ব্রায়ানের সুটটি পরিস্কার ও ইস্ত্রি করে তাকে এটি ফেরৎ দেওয়ার আয়োজনের কথা ভাবতে থাকে। তার আগেই ব্রায়ানের ফোন, 'হাই! ধারণা কর কেন ফোন করেছি।' পরক্ষণেই বলে, তার কাছে একটি ভাল মুভি আছে। নাম 'ড্রাইভিং মিস ডেইজি'। সে আগ্রহী কি না।

অ্যানিসা এক কথায় রাজী।

সেদিন বিকেলেই ব্রায়ান মুভিটি নিয়ে অ্যানিসাদের বাড়ি এসে হাজির। দুজনে একত্রে পিৎজা খেতে বেরিয়েও যায়। যতক্ষণে তারা ঘরে ফেরে উভয়েই জেনে যায় ভবিষ্যতে তাদের জীবনে যা-ই ঘটুক দুজনে তা ভাগ করে নেবে।

এই ঘটনার ছমাস পরই ১৯৯১-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারি, 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে'-তে তাদের বাগদান হয়ে যায়।

অ্যানিসার জীবনের এই নাটকীয় মোড় এবং ব্রায়ানের অকুণ্ঠ সমর্থন লোকজনের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মে মাসের ৪ তারিখ লুকেমিয়া থেকে অ্যানিসার আরোগ্য লাভের প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটে। মেরিসার বয়স এখন ১৪ মাস। ওজন ১৬ পাউন্ড। এখনই সে বহু আকাঙ্ক্ষিত বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের জন্য তৈরি। বেশ কিছু পরীক্ষার জন্য অ্যানিসাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

খবরটি যখন ছড়িয়ে পড়ে ডিশ ভর্তি টিভি চ্যানেলের গাড়িগুলো আর পত্রিকার সাংবাদিকরা হাসপাতালের চারপাশে অবস্থান নেয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করলেও অ্যানিসার পরিবার নিরব থাকাই শ্রেয় মনে করে।

অ্যানিসার দরজার সামনে ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তা প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। সপ্তাহখানেকের মধ্যে তাকে চার ঘণ্টার হাই ডোজ কেমোথেরাপি ছাড়াও ১১ দফা রেডিয়েশন থেরাপির প্রথমটি নিতে হয়। উদ্দেশ্য তার ক্যান্সার আক্রান্ত বোন-ম্যারোগুলোকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করা। এতে তার ব্লাড কাউন্ট দ্রুত নেমে যায় এবং সে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। তার বমিভাব বৃদ্ধি পায়। চুলগুলো পড়ে যায়। আর অল্পতেই সে ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। মুখের ভেতর ঘা হওয়ার কারণে রক্তনালীর মাধ্যমে তাকে খাবার দেওয়া হয়।

কেমোথেরাপি প্রয়োগে তার ইমিউন সিস্টেম বা রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় যে কোনো সময় যে কোনো রোগে সে আক্রান্ত হতে পারে। তাকে দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর আড়ালে এমন এক কক্ষে রাখা হয় যেখানে বাতাসও ফিল্টার করে ঢোকানো হয়। নিকটাত্মীয় ও ঘনিষ্ঠজনরা গোসল সেরে সার্জিকেল গাউন আর মাস্ক পড়েই কেবল সেখানে ঢুকতে পারে।

মেরি বলে, 'এটা ছিল খুবই হৃদয়বিদারক। এক সপ্তাহ আগেও সে ছিল হাসিখুশি, প্রাণবন্ত, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এক মেয়ে। আর আমাদের এক সিদ্ধান্তের কারণে আজ সে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে।' মাথায় তার সারাক্ষণ ভাবনা– আমরা ঠিক করছি ত? আর যে কটা দিন হাতে ছিল ওইটুকু সময় তাকে শান্তিতে থাকতে দেওয়াই ঠিক হত কি না? টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকায় নিয়মিত কাভারেজ ছাড়াও নতুন উপদ্রব দেখা দেয় যখন অজস্র চিঠিপত্র আসতে শুরু করে যার প্রধান লক্ষ্য ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়া। মেরি ও অ্যাবে এই ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, মেরিসা যে এই বয়সে নিজস্ব কোনো মতামত দেয়ার ক্ষমতা রাখে না, এবিষয়ে সমালোচকরা মেরিসার বোন-ম্যারো শেয়ারের উপর আপত্তি এনে আদালতের মাধ্যমে ইনজাংশন জারি করতে পারে।

চূড়ান্ত সময়ে এসে এই হুমকি তাদের জন্য সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। তারা অ্যানিসাকে নিরবে লক্ষ করতে থাকে। সে এখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। আর কিছু মানুষ সত্যিই তাকে ওপারে ঠেলে দিতে চাইছে।

ঘটনা কোনদিকে মোড় নিতে পারে সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে পুরো শেষ সপ্তাহটা তারা একবারের জন্যও মেরিসাকে ঘরের বাইরে বের করেনি। জুনের ৪ তারিখ ভোরে অন্ধকার থাকতেই তারা তাকে নিয়ে পেছনের ছোট একটি দরজা দিয়ে 'সিটি অব হোপ'-এ প্রবেশ করে। অ্যানিসা তখন আরেকটি ভবনে অনকোলজি বিভাগে ভর্তি। এই দূরত্ব মেরি ও অ্যাবেকে পীড়া দিলেও অ্যানিসা যে জানে তাকে ঠিক কী করতে হবে এবং তারা যে তার আশেপাশেই আছে, এতেই তাদের স্বস্তি।

সকাল ৮টা নাগাদ ডাক্তাররা সাধারণ অ্যানেসথেসিয়া প্রয়োগে মেরিসাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তারপর তারা বিশাল লম্বা আর মোটা মোটা সুইগুলো তার উভয় হিপে প্রবেশ করাতে থাকে। মেরি ও অ্যাবেকে এই বলে আশ্বস্ত করা হয় যে, ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোনো ডোনারের শরীরে ক্ষতিকর কোনো প্রভাব পড়েনি। কিন্তু পুরো ব্যাপারটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়। মেরিসার আমবিলিক্‌ল-কর্ড থেকে পূর্বেই সংগৃহীত ব্লাডসেল সহযোগে তার হিপ থেকে নেয়া ম্যারো অনকোলোজি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। মেরি ও অ্যাবে সেখানে ছুটে যেতে চায়। কিন্তু মেরিসার ঘুম ভেঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা তাকে ছেড়ে যায় কী করে?

বেলা ১০টা নাগাদ সেই বাদামী চোখগুলো আচমকা খুলে যায় এবং সোজা তাদের দিকে চেয়ে থাকে। প্রতিদিন সকালের মতোই মেরিসা বাবা-মাকে দেখে হেসে ঝাঁপিয়ে কোলে উঠতে চায়। আদর করে তাকে নিবৃত্ত করা হয়। দুপুর নাগাদ সে হাসপাতালের করিডোরে রীতিমত ছোটাছুটি শুরু করে। সাংবাদিকদের কাছে ব্রায়ানের মা এবং তার গাড়িটি অপরিচিত ছিল বলে সে সবার মধ্য দিয়ে মেরিসাকে আস্তে করে বাসায় নিয়ে যায়।

অ্যারন আর ব্রায়ান ঘণ্টার পর ঘণ্টা অ্যানিসার কক্ষের বাইরে অবস্থান করতে থাকে। এক পর্যায়ে নার্স এসে যখন বড় কাচের জানালার পর্দাটি সরিয়ে দেয় তারা দেখতে পায়, অ্যানিসা হাসিমুখে তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। তাদের হাতে লাল বড় বড় বেলুনে লেখা 'শুভ জন্মদিন'। এটি অ্যানিসার আসল জন্মদিন নয়। কিন্তু সে জানত এর অর্থ কী। এটি তার নতুন জীবনের শুরু।

যখন বোন-ম্যারো এসে পৌঁছায় এটিকে অ্যানিসার বুকে একটি ছিদ্র করে ক্যাথেটারের মাধ্যমে তার শরীরে ঢোকানো হয়। গাঢ় লাল জীবনদায়ী ম্যারো তার রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে। সেখান থেকে ব্লাডসেলগুলো তার হাড়ের গর্তে গিয়ে প্রবেশ করতে শুরু করে।

কিন্তু তাকে দেখে মনে-ই হচ্ছিল না সে বেঁচে আছে। সামান্য এক ফোঁটা বাতাসও যেন তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে।

হাসপাতালের লোকজনকেও মানসিকভাবে চাঙ্গা দেখাচ্ছিল। তারা জানত, তাদের কাজ শেষ এবং অ্যানিসা বেঁচে আছে। কিন্তু যতই দিন গড়ায় তার মধ্যে জেগে ওঠার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। কেউই বলতে পারছিল না তার শরীরে ট্রান্সপ্লান্টের কোনো প্রভাব পড়েছে কি না। তারা তাদের দুশ্চিন্তাটুকু লুকিয়ে উপরে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছিল।

তারা জানতো যে, সমস্যা ঠিকই হতে পারে। ইনফেকশন আর ট্রান্সপ্লান্ট সম্পর্কিত নিউমোনিয়া ত ছিলই। অনেক সময় শরীর বাইরের টিসু গ্রহণ করতে চায় না। আবার কখনো কখনো নতুন টিসু থেকেও রোগীর উপর অ্যান্টি-ব্লাড রিয়েকশন তৈরি হতে পারে। আর এটাই বোন-ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট ব্যর্থ হবার প্রধান কারণ।

অস্থিরতার পুরো সময় জুড়ে অ্যানিসাকে উজ্জীবিত রাখতে ব্রায়ান সাধ্যমতো চেষ্টা করে যায়। সে খুব ভোরে চলে আসত এবং যতক্ষণ না তারা তাকে ঠেলে সরিয়ে দিত সে অপেক্ষা করত। সেটা অনেক সময় মধ্যরাত পর্যন্ত গড়াত। নিরাপত্তার কাজটি অনেকটা সে নিজের হাতে তুলে নেয়। সে জানত ঠাণ্ডা লেগেছে এমন কারো অ্যানিসার ঘরে প্রবেশ করা মানে তার সাক্ষাৎ মৃত্যু। সেজন্য প্রত্যেক দর্শনার্থীকে সে একাধিকবার পরীক্ষা করত। নার্সরা তার নাম দেয় 'ডা. ব্রায়ান'।

অ্যানিসাকে হাসানোর কাজটিও সে একাই করত। সাদা রংয়ের একটি স্পোর্টস-ক্যাপ এনে অ্যানিসার মাথায় পড়িয়ে সে বলে, অ্যানিসা হলো তার দেখা সবচেয়ে সুন্দর ছেলে। অ্যানিসার সেল কাউন্ট যখন বাড়তে থাকে তখন সে তাকে উৎসাহ দেয়। আবার যখন তা পড়তে শুরু করে তখনও সে তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, 'তোমার চিকিৎসা শুরুর সময়ের তুলনায় এটি বেশিই আছে।'

মেরি আর অ্যাবেও উপরে উপরে হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা জানত কীভাবে মেরিসার দেওয়া সামান্য কিছু সেল থেকে তাদের মেয়েকে সম্পূর্ণ নতুন একটি ইমিউন সিস্টেম দাঁড় করাতে হবে। প্রক্রিয়াটি সহজে বোঝাও যায় না। শেষ পর্যন্ত তার হোয়াইট সেল কাউন্ট উঠে দাঁড়ায় ১০০তে।

এই কাউন্ট যখন হাজারে উঠবে সেটিই হবে মেরিসা থেকে অ্যানিসার সেল-গ্রাফটিং-এর প্রথম চিহ্ন। আর তখনই তাকে আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে বের করে আনা হবে। সেজন্য অ্যাবে একটি ক্যালেন্ডারে প্রতিদিনকার কাউন্ট রেকর্ড করতে থাকে: ২০০, ৩০০, ১০০০, ৮০০, ...। এভাবে প্রতিদিনই তা কমবেশি ওঠানামা করতে থাকে।

মেরিসাকে কখনোই অ্যানিসার কক্ষে ঢুকতে দেয়া হয় না। কিন্তু মেরি আর অ্যাবে তাকে তার জানালার বাইরে ছোট জাপানি ফুল বাগানটায় নিয়ে আসে। অ্যানিসা জানালায় দাঁড়িয়ে তার ছোটাছুটি দেখে। এটি তাকে অন্যরকম একটি শক্তি যোগায়। সে তার মাকে বলে, 'ওর বেড়ে ওঠা দেখার জন্য আমাকে জানালার সামনে দাঁড়াতেই হবে।'

শেষ পর্যন্ত ট্রান্সপ্লান্টের তিন সপ্তাহ পর অ্যানিসার হোয়াইট সেল কাউন্ট বেড়ে ১০০০-এর বেশি দাঁড়ায়। এক পর্যায়ে তা উঠতেই থাকে। তখনো সে বেশ দুর্বল এবং মাঝে মাঝেই দিন বেশ খারাপ যাচ্ছিল। কিন্তু শীঘ্রই তার শরীরের রং ফিরে আসে। সে স্বাভাবিক খাবার খেতে শুরু করে। আর এভাবেই সে তার প্রথম পরীক্ষায় উৎরে যায়। ফলে মাঝে মাঝে তাকে তার কক্ষ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

সপ্তাহখানেক পর জুলাইয়ের ৫ তারিখে ডাক্তাররা এই বলে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি পাঠান যে, অ্যানিসাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সে খুব ভালোভাবে সেরে উঠেছে। কিন্তু যে কোনো সময় যে কোনো রোগের সংক্রমণ, মেরিসার সেলগুলোকে প্রত্যাখান বা লুকেমিয়ার পুনরাবির্ভাব আগামী দিনগুলোতে তার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে।

সেদিনই অ্যানিসা বাড়ি ফিরে আসে। পরিবারের সদস্যবৃন্দ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব তাকে এক নজর দেখার জন্য ব্যানার টাঙিয়ে বেলুন হাতে অপেক্ষা করতে থাকে। তারা চিৎকার করে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। লাল ক্যাপটির নিচে অ্যানিসা তার চোখের জল মোছে। সে শক্ত করে মেরিসা আর অ্যারনকে জড়িয়ে ধরে রাখে আর সবার উদ্দেশে হাত নাড়ায়।

মেরি তার ঘরটিকে সাধ্যমত জীবানুমুক্ত রাখার চেষ্টা করে। সারাক্ষণই সে মেঝে ও জানালাগুলো ঘষেমেজে তকতকে করে রাখে। আর ঘরের বাইরে হাতে লেখা একটি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয়- 'জীবাণু, তুমি বাইরে থাকো!'

যে কটি সপ্তাহ অ্যানিসা সেখানে ছিল মেরিসা ছিল তার নিত্য সঙ্গী। সে বকবক করে ঘরময় ছুটে বেড়াত থাকে আর অ্যানিসার নতুন গজানো চুলগুলোকে আঁচড়ে বা এলোমেলো করে দিত। এভাবে কোনোরকম জটিলতা ছাড়াই অ্যানিসা একশো দিনের মাইলফলক

পেরিয়ে যায়। তারপরেই যে হাসি, আনন্দ, সুখগুলো থেকে এতদিন সে বঞ্চিত ছিল সেগুলো সে ফিরে পেতে শুরু করে– যেমন মাস্ক ছাড়াই ঘরের বাইরে যাওয়া, এতদিনকার নিষিদ্ধ খাবারগুলো পুনরায় খেতে শুরু করা ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় কথা পরিবারটি আগের মত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। অ্যানিসা যতই আগের মতো সুস্থ সবল হয়ে উঠতে থাকে তার ও তার মায়ের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায় তার বিয়ের পরিকল্পনা ও আয়োজন করা।

ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টের ঠিক এক বছর একদিন পর জুনের ৫ তারিখে ঘটা করে অ্যানিসা ও ব্রায়ানের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। দিনটি ছিল ক্যালিফোর্নিয়ার অন্যতম আনন্দোজ্জ্বল এক বিকেল। সূর্যাস্তের দীর্ঘ সময় পেরিয়ে একটি দুটি করে আকাশের তারাগুলো জ্বলতে শুরু করে। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলো ডাক্তার, নার্স, ম্যারো-ডোনার সংগ্রাহক, অথবা তার জন্য শুধুই প্রার্থনা করেছে এমন ছোট-বড় লোকজন যারা প্রত্যেকে কোনো না কোনোভাবে অ্যানিসার আরোগ্যলাভে ভূমিকা রাখে। অ্যানিসার বিস্ময়কর নতুন জীবনলাভ উদ্‌যাপন করতে সবাই এসে হাজির হয় সেখানে। বাবার হাত ধরে নববধুর সাজে অ্যানিসা গির্জার আইল থেকে নেমে আসে। তাদের সামনে ছোট্ট একটি কুশনে অ্যানিসার বিয়ের আংটি নিয়ে আগে আগে হেঁটে চলে দুই বছরের ছোট্ট, প্রানবন্ত, হাস্যোজ্জ্বল, ফুঁটফুঁটে মেরিসা।

মেরি তার দুই মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিরবে স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে– তার অসাধারণ দুটো মেয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে বিস্ময়কর এক ঘটনার জন্ম দিয়েছে বলে।

ট্রেন টু সামহ্যোয়ার

ইভ বান্টিং

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ তালহা
রোল: ৫৪৮, ইংরেজি (সম্মান), ৪র্থ বর্ষ

আঠারো শ পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে উনিশ শ বিশের শেষ পর্যন্ত প্রায় গৃহহীন শিশুদের নিউইয়র্ক থেকে ট্রেনে চড়িয়ে পাঠানো হয় পশ্চিমের ছোট ছোট শহরে এবং বিভিন্ন খামারে। চিলড্রেনস এইড সোসাইটির চার্লস লোরিং ব্রেস কিছু সহানুভূতিশীল পরিবারের কাছে এসব শিশুদের দত্তক দিতে চেয়েছিলেন। কিছু শিশু ভালো পরিবার পেয়েছিল, কিছু শিশু পায়নি। কারও শুধু দুর্ভাগ্যের ধরণ পরিবর্তিত হয়েছিল। তবে কেউ কেউ নিরাপত্তা পেয়েছিল। এমনকি ভালোবাসাও পেয়েছিল কেউ।

এই গল্পটি চৌদ্দজন এতিম শিশুর, যারা সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নে পাড়ি জমাচ্ছি পশ্চিমে। এতিমদের যে ট্রেন, সেটি বাস্তব। কিন্তু গল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন স্থানের নামগুলো কাল্পনিক। ‘সামহ্যোয়ার’ নামের শহরটির অবস্থান লেখকের কল্পনার রাজ্যে।

‘এটাই আমাদের ট্রেন, মারিয়ান,’ মিস র‍্যানডলফ বললেন। নোরা আমার হাত আঁকড়ে ধরল।।

একজন কন্ডাক্টর প্লাটফর্ম ধরে এগিয়ে এল। ‘এরা কি এতিম বাচ্চারা, ম্যাম?’ সে জানতে চাইল।

‘চৌদ্দজন’। মিস র‍্যানডলফ সংক্ষেপে জানালেন।

‘আমরা আপনাদের জন্য একটি বিশেষ বগির ব্যবস্থা করেছি ট্রেনের পেছনে’ কন্ডাক্টর জানাল।

সে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বড় ছেলেরা বড় বড় বাক্সগুলো তুলে নিয়ে তাকে অনুসরণ করল। আমরা ছোট ব্যাগগুলো নিয়ে তাদের পেছনে রইলাম। মিস র‍্যানডলফ নিলেন তাঁর ইমার্জেন্সি ব্যাগ। গত এক সপ্তাহ ধরে তিনি বিভিন্ন ধরনের ওষুধপত্র দিয়ে এই ব্যাগ ভরেছেন। যদিও সেইন্ট ক্রিস্টোফার এতিমখানার কোনো শিশু রোগক্রান্ত নয়। তবু অন্যান্য শিশুদের বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগের আশঙ্কায় তিনি এসব ওষুধপত্র সঙ্গে নিয়েছেন।

‘বেড়াতে যাচ্ছো বুঝি’? কন্ডাক্টর নোরাকে জিজ্ঞেস করল। ‘বাহ তোমাকে তো চমৎকার লাগছে’!

‘ধন্যবাদ!’ নোরা বেশ ভদ্রভাবে বলল। তার বয়স মাত্র পাঁচ বছর, কিন্তু এ বয়সেই সে যথেষ্ট ভদ্রতা জানে। কারণ সেইন্ট ক্রিস্টোফার এতিমখানায় সবার আগে আমাদের সদাচরণ শেখানো হয়।

‘যদিও গত বছরের তুলনায় এ বছর অনেক কম শিশু যাচ্ছে, ‘কন্ডাক্টর যোগ করল, ‘আঠারো শ সাতাত্তর সাল ছিল এতিম শিশুদের জন্য সোনালী সময়’।

আমরা ট্রেনে চড়লাম।

ট্রেনের সিটগুলো শক্ত। আমি নোরাকে জানালার পাশে বসতে দিলাম। জানালার ময়লা কাচে আমাদের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। নোরা তার চকচকে বোতামের নীল কোটটি পরেছে। স্কার্ফের নিচ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে কাঁধছোঁয়া উজ্জ্বল কালো চুল। প্রতিবিম্বে আমার নিজের লম্বাটে শুকনো মুখ দেখতে পাচ্ছি। আমি দেখতে সুন্দর নই। আমি জানি, সবার আগে যাদের দত্তক নেওয়া হবে, নোরা তাদের অন্যতম।

‘মারিয়ান?’ নোরা আমার হাত ধরে ফিসফিসিয়ে বলল, ‘ওরা কি আমাদের বোন বলে বিশ্বাস করবে? আমাদের চেহারায় তো কোনো মিল নেই। ওরা আমাদের আলাদা নিলে আমি মেনে নিতে পারব না। আমরা বরং যাবোই না যদি ওরা....’

‘শশশ’ আমি নোরাকে থামিয়ে দিলাম।

কিন্তু মিস র‍্যানডলফ শুনে ফেলেছেন। 'কী বললে তুমি?' তিনি একটু রেগে গেলেন। 'নিজেদের বোন দাবি করলে কোনো লাভ হবে না।' কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে এল তাঁর, 'শোনো মেয়েরা, অধিকাংশ মানুষই শুধু একজন করে শিশু নিতে চাইবে। সুতরাং নিজেদের সুযোগ নিজেরা নষ্ট করো না।'

ঠিক আছে। নিজেকে সংযত করে পকেটে হাত দিয়ে পকেটে রাখা পালকটির কোমলতা অনুভব করলাম। মা সেখানে থাকবে। মা নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে যাবে।

শহরের মাঝ দিয়ে মসৃণ গতিতে ছুটে চলছে ট্রেন। পেছনে চলে যাচ্ছে দোকানপাট, ছোটছোট বাড়ি, উঠোনে দড়িতে শুকোতে দেওয়া কাপড়। কিছুদূর যাওয়ার পর শুরু হলো আপেল বাগান। দুপাশে সারি সারি গাছে আপেল ঝুলছে। আমি জানতাম আপেল এভাবেই জন্মায়। কিন্তু এর আগে কখনো দেখিনি।

মিস র‍্যানডলফ আমাকে আর জিন নামের একজন বড় মেয়েকে একটি কম্বল উঁচু করে ঝুলিয়ে ধরে ছেলেদের থেকে আড়াল তৈরি করতে বললেন। তারপর একটা বাক্স খুলে আমাদের পুরোনো কাপড়গুলো বের করে কাপড় বদলে নিতে বললেন।

'আমি চাই না প্রথম স্টেশনেই তোমাদের উশকোখুশকো লাগুক।' মিস র‍্যানডলফ বললেন।

সবাই কাপড় বদলে নেওয়ার পর তিনি আমার আর জিনের জন্য কম্বল উঁচু করে ধরলেন। আমরা আমাদের কাপড় বদলে নতুন কাপড় গুলো ভাঁজ করে যত্ন করে ব্যাগে রেখে দিলাম। কিছুক্ষণ পর মিস র‍্যানডলফ সাথে করে আনা পাউরুটি আর মাংসের পুর বের করে দিলেন। আমরা স্যানুউইচ তৈরি করে বোতল থেকে দুধ ঢেলে নিয়ে ডিনার করে নিলাম। আঁধার ঘনিয়ে এলে আমরা একজন আরেকজনের উপর ঢলে পড়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ট্রেন সারারাত চলতে লাগল-

ঝিকঝিক ঝিকঝিক ঝিকঝিক

আমি আসছি মা, অপেক্ষা করো ঠিক।

শিকাগোতে আমরা ট্রেন বদল করে অন্য ট্রেনে চড়লাম। আবার ছুটে চলা শুরু হলো।

নিউইয়র্ক ছেড়ে আসার পর একদিন-একরাত পেরিয়ে গেছে। এখন জানালার বাইরে দিগন্ত বিস্তৃত ঘাসে ঢাকা উপত্যকা দেখা যায়।

'দ্য গ্রেট প্লেইনস,' মিস র‍্যানডলফ আমাদের বললেন। তারপর তাঁর মানচিত্রে দেখিয়েও দিলেন। মিস র‍্যানডলফ আগেও বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য এতিমদের নিয়ে এই পথ ধরে এসেছিলেন। তিনি আমাদের পুরনো কাপড় বদলে নতুন কাপড় পরে নিতে বললেন।

সামান্য সময় পরেই ঘোষণা শুনতে পেলাম, 'পোটারভিল, ইলিনয়!' এটা আমাদের প্রথম গন্তব্য। আমাদের সর্বশেষ গন্তব্য হচ্ছে আইওয়া অঙ্গরাজ্যের সামহোয়্যার শহর।

ছোট প্লাটফরমে অনেক মানুষ অপেক্ষায় আছে।

'খাইছে আমরে!' জাকারি কামিংস এত মানুষ দেখে শ্বাস চাপল। সে নিউইয়র্কে এসেছিল তার বাবার সাথে, ইংল্যান্ডের লিভারপুল থেকে। তারপর তার বাবা তাকে ফেলে চলে যায়। জাকারির কথা বলার নিজস্ব ঢং আছে। বেশ মজাদার।

মিস র‍্যানডলফের পরপর সে ট্রেন থেকে নামল সবার আগে।

প্লাটফর্মে একজন ভদ্রলোক স্ট্যান্ডের উপর বাক্সের মতো বসানো একটি ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পেছনে ঘোড়া আর গাড়ির ভিড়। একটি কুকুর চেঁচাচ্ছে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম, মা সেখানে নেই। মা হয়তো আরও পশ্চিমে কোথাও আছেন, হয়তো এখান থেকে অনেক দূরে।

একজন লোক আমাদের সার বেঁধে সিটি হলে নিয়ে গেলেন। সবাই পেছন পেছন এলো। পুরো প্রক্রিয়াটা প্যারেডের মতো দেখাচ্ছিল।

'হাসো, যেনো তোমাদের সাবলীল দেখায়, ' মিস র‍্যানডলফ ফিসফিসিয়ে বললেন।

আমরা মঞ্চের উপর বসলাম। শহরের লোকেরা আমাদের দেখতে লাগল। তারা কোটের ওপর দিয়েই ছেলেদের পেশির পরিমাপ আন্দাজ করছে। চারপাশ থেকে বিভিন্ন ধরণের মন্তব্য শোনা যাচ্ছে, যেমন- 'এটা বেশ ভালো,' 'এই ছেলেটা চাষাবাদের সময় সাহায্য করতে পারবে,' ইত্যাদি।

একজন জাকারিসহ আরও দুটো বড় ছেলেকে নিয়ে গেল।

'ভালো থেকো, বন্ধুরা,' যেতে যেতে বলে গেল সে।

মেভিস পারকিন্সকে পছন্দ করল একজন হাড্ডিসার মহিলা। মেভিস লম্বা এবং স্বাস্থ্যবতী। গোলগাল চেহারা। সবচেয়ে সুন্দর টোলের অধিকারিনী সে।

'ডরোথি!' মহিলাটি আরেকজন হাড্ডিসার মহিলাকে হেঁকে বলল, 'এই যে এটাকে দেখো, সে আমাকে ঘরের কাজে সাহায্য করতে পারবে। তুমি তোমার জন্যও এমন একজনকে নিয়ে নাও।

'মেভিস খুব লক্ষ্মী মেয়ে,' চুক্তিপত্রে সই করতে করতে মিস র‍্যানডলফ বললেন। 'তার সাথে ভালো আচরণ করবেন।' তিনি ঠোঁট চেপে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন। 'আমাদের একজন প্রতিনিধি নিয়মিত দেখতে আসবে বাচ্চারা ভালো আছে কিনা।'

'তার মানে আপনি ভাবছেন আমি ওর সাথে দূর্ব্যবহার করব? এটাইতো আপনি বলতে চাইছেন, তাই না?' মহিলা কড়া দৃষ্টিতে মিস র‍্যানডলফের দিকে তাকাল। 'আপনি কি চান আমি ওকে

ফেরত দিয়ে দেই?'

মিস র‍্যানডলফ কিছু বললেন না। তিনি চুক্তিপত্র মহিলার হাতে দিয়ে দিলেন। মহিলা মেভিসকে নিয়ে চলে গেল।

একজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আমার হাঁটুতে কাঁপন শুরু হলো।

ভদ্রমহিলার পরনে পশমের লম্বা নরম কোট। ভদ্রলোকের হাতে সোনার হাতলওয়ালা ছড়ি।

'হার্বাট!' দেখো দেখো! বাচ্চাটা কী সুন্দর!' ভদ্রমহিলা নোরার দিকে চেয়ে হাসলেন। 'আমরা ওকে নিয়ে যাই, হারবার্ট? ঠিক আছে?'

'ও আমার বোন,' নোরা আমার হাত ধরে ফিসফিস করে বলল।'আমাকে নিলে ওকেও নেবেন, প্লিজ, প্লিজ!' তার কণ্ঠে অনুনয় ঝরে পড়ল।

'ওহ, তাই!' ভদ্র মহিলা দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে মিস র‍্যানডলফের দিকে তাকালেন। ' তাহলে তো আমরা নিতে পারব না। আমরা শুধু একটা বাচ্চা মেয়ে নিতে চাচ্ছিলাম।'

'অবশ্যই! ওরা বোন নয়, বন্ধু।' মিস র‍্যানডলফ তাড়াতাড়ি বললেন। 'উঠে দাঁড়াও, নোরা। মারিয়ান, তুমি ওকে সাহায্য করো।'

আমি নোরার হাত থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিলাম।

ভদ্রমহিলা ঝুঁকে নোরাকে বললেন, 'জানো তোমার জন্য গাড়িতে কী অপেক্ষা করছে? একটা কুকুর ছানা, শুধু তোমার জন্য!'

'আমি কুকুর ছানা চাই না! আমি মারিয়ানকে চাই,' নোরা কাঁদতে লাগল।

মিস র‍্যানডলফ এবং ওই দম্পতি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে নোরাকে নিয়ে চলে গেলেন।

নোরা কাঁদতে কাঁদতে বারবার পিছু ফিরে তাকাচ্ছিল।

আমিও ফোঁপাতে শুরু করলাম।

কিন্তু আমাকে যে নেয়নি তা একদিক দিয়ে বেশ ভালোই হয়েছে। আমাকে আমার মায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, মা বলেছিলেন আমাকে নিতে আসবেন। যেদিন মা আমাকে রেখে যান, সেদিন তিনি সেইন্ট ক্রিস্টোফারের সিঁড়িতে আমার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসেছিলেন। তখন তিনি গেরিসনস মুরগির খামারে কাজ করতেন, তার চুলে একটি সাদা মুরগির পালক আটকে ছিল।

আমি সেটি তুলে নিয়ে আমার গালে স্পর্শ করেছিলাম।

'আমি পশ্চিমে যাচ্ছি, ভালো কোনো ব্যবস্থা করব,' মা বললেন,'তারপর তোমাকে নিতে আসব।'

'কবে মা? কবে?' আমার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া কান্নার সাথে পালকটা এঁটে রইল।

'ক্রিসমাসের আগেই আসবো,' সে বলল।

তারপর অসংখ্য ক্রিসমাস কেটে গেছে।

এখন আমিও পশ্চিমে যাচ্ছি।

আমরা নয়জন ট্রেনে ফিরে এলাম। মিস র‍্যানডলফ নতুন পোষাকগুলো বদলাতে নিষেধ করলেন। কারণ খুব শীঘ্রই আমাদের আবার নামতে হবে।

কিলবার্নে আমরা হেঁটে একটা হার্ডওয়ারের দোকনে গিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম।

'আমার মনে হয় পোর্টারভিলে সবাই বড় বড় ছেলেদের বেছে নিয়ে গেছে,' একজন লোক বলল, 'তবু দেখি...'

ঈডি হাটজ, যার বয়স মাত্র সাত, তাকে একজন নিয়ে গেল। একটা ছেলে আছে যে নিজের হাতের উপর দাঁড়াতে পারে এবং মানুষের কানের ভেতর থেকে বোতাম বের করে আনার খেলা দেখাতে পারে। সে উপস্থিত মানুষদেরকে খেলা দেখিয়ে বিনোদিত করল। তাকেও নিয়ে গেল একজন।

ট্রেনের জ্বালানী কাঠ এবং পানি সংগ্রহ করার পর আমরা যারা বাকি ছিলাম তারা ট্রেনে চড়ে বসলাম।

মিস র‍্যানডলফ চোখের পানি মুছলেন। 'যে কোনো কিছুই নিউইয়র্কের রাস্তায় থাকার চেয়ে উত্তম,' তিনি বললেন।'তোমাদের অনেকেই ভালো থাকবে।'

'আমরা রাস্তায় ছিলাম না,' সুসান আয়ারস বলল। সুসানের বয়স নোরার মতোই, মাত্র পাঁচ বছর, কিন্তু সে দেখতে অতো ভালো নয় এবং কিছুটা নির্লজ্জ। সে ও সেইন্ট ক্রিস্টোফারেই থাকত।

'আমরা তোমাদের সবাইকে সারা জীবনের জন্য রেখে দিতে পারি না,' মিস র‍্যানডলফ তাঁর সাদা রুমালে নাক ঝেড়ে বললেন। 'আমাদের অন্যান্য অসহায় এতিমদের জন্য জায়গা খালি করতে হবে।'

সুসান মুখ বাঁকাল।

পরের স্টেশনের নাম গ্লোভার। এখানে অপেক্ষামান মানুষের ভিড় কম। আমার মা এখানেও নেই। কোথায় মা? তার তো জানার কথা আমি যে এই ট্রেনে আসছি। মিস র‍্যানডলফ বলেছিলেন প্রত্যেক সংবাদে পরে আমাদের আসার খবর ছাপানো হয়েছে। 'সেইন্ট ক্রিস্টোফার থেকে এতিমরা আসছে।' 'গৃহের খোঁজে আসছে এতিম

শিশুরা।' পত্রিকাগুলো প্রত্যেক স্টেশনের নাম লিখে দিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম মা যে কোনো এক স্টেশনে থাকবেন।

অপেক্ষা করো মা, অপেক্ষা করো! সেইন্ট ক্রিস্টোফারে রাতের পর রাত আমার ভাবনাগুলো মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতাম আঁধারে। আমাকে নিতে তোমার আর কষ্ট করে আসতে হবেনা মা। আমিই তোমার কাছে আসছি। কিন্তু কোথায় মা?

গ্লোভারে রেল রাস্তার পাশেই আমাদের সার বেঁধে দাঁড় করানো হলো।

সুসান ঠোঁট ফুলিয়ে ঘ্যানঘ্যান করছে। সে বলছে, তার নতুন জুতো মাপ মতো হয়নি, তাই সে ব্যথা পাচ্ছে।

একজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলা ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

সুসান ঘ্যানঘ্যান বন্ধ করে হেসে হাত বাড়িয়ে দিল।

'মা! বাবা!' সে ডাকল।

ভদ্রমহিলা নিজের বুক খামচে ধরলেন।'জেমস বাচ্চাটা আমাদের ডাকছে।'

ভদ্রলোক সুসানকে কোলে তুলে নিলেন।'আমরা ওকে নিবো,' তিনি বললেন।

'আমি কি একটা কুকুর ছানা পেতে পারি?' সুসান জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রলোক হাসলেন, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তুমি পাবে।'

একটা ছেলে আছে যার চশমা ফিতে দিয়ে বাঁধা, তাকেসহ আরও দুজনকে একজন নিয়ে গেল।

'নেওয়ার মতো ভালো একটাও বাকি নেই,' এক মহিলা রাগত স্বরে বললেন। 'আগামী বছর পোটারভিল পর্যন্ত যেতে হবে।'

আমার ভেতরটা তীব্র যন্ত্রণায় ভরে গেল। আমার মা আমাকে চাননি। এখন দেখছি কেউই আমাকে চায় না। এর মানে এই নয় যে, আমি চাচ্ছি কেউ আমাকে নিয়ে যাক, কারণ মা পরের স্টেশনেও থাকতে পারেন। কিন্তু যদি তিনি না থাকেন?

মিস র‍্যানডলফের সাথে আমরা তিনজন মাত্র ট্রেনে ফিরলাম। তিনি আমাদের গ্লোভার থেকে কিনে আনা বিস্কুট এবং দুধ খেতে দিলেন। দুধ অতিরিক্ত মিষ্টি।

'বাচ্চারা, আমরা এমন বিষণ্নভাবে বসে থাকতে পারি না,' তিনি বললেন।'চলো গান গাই।' তিনি গান ধরলেন, 'যিশু আমাকে ভালোবাসেন, ' কিন্তু কেউ অংশগ্রহণ করল না। তিনি একাই তিন অন্তরা পর্যন্ত গাইলেন।

আমরা এখন নোরার থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। আমি ভাবছি তার কুকুর ছানাটির কোনো নাম আছে কি? আমাকে যদি কেউ নেয়, তাঁকে অনুরোধ করব আমাকে নোরার কাছে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বলব, নোরা আমার বোনের মতো।

'মেমোরিয়াল,' কন্ডাক্টর ডেকে বলল। স্টেশনে মাত্র চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে কেউ আমার মা নয়। আমি অ্যামি এবং ডরোথি নামের দুটো মেয়ের সাথে হোঁচট খেয়ে নেমে এলাম। আমরা চোরা দৃষ্টিতে একে অন্যকে দেখে নিলাম। আমরা ভাবছিলাম আমাদের মধ্যে কে দেখতে সবচেয়ে ভালো। ওরাও তেমন সুন্দর নয়। আমার গলায় এখনো দুধের বিরক্তিকর মিষ্টি স্বাদ লেগে আছে, ফলে আমি অসুস্থ বোধ করছি।

এক দম্পতি অ্যামি এবং ডরোথি দুজনকেই নিয়ে নিল। 'একটির দামে দুটি,' লোকটি রসিকতা করল, যদিও এখানে মূল্যের কোনো প্রশ্নই নেই।

'মারিয়ান শিশুদের দেখাশোনা করতে পারে,' মিস র‍্যানডলফ অন্য দম্পতিকে বললেন। তাঁর কণ্ঠ ভিক্ষার মতো শোনালো। তাঁর হাতে সর্বশেষ চুক্তিপত্র, আমার চুক্তিপত্র।

'আমার স্ত্রী আমাদের ছোট বাচ্চার দেখাশোনা করেন।' লোকটি রুক্ষ মেজাজে বলল।

'আমরা শুধু দেখতে এসেছিলাম,' মহিলাটি বলল।'কিন্তু...' সে ব্যাগ থেকে একটি আপেল বের করে আমাকে দিল। 'এটা নাও।'

'ধন্যবাদ।' আমি আপেলের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে রাখলাম। আমার কান্নায় আপেল ঝাপসা দেখাচ্ছিল।

ট্রেনের বাঁশি বেজে উঠল।

মিস র‍্যানডলফ এবং আমি আবার ট্রেনে চড়লাম। আর একটি মাত্র স্টেশন বাকি আছে। আমি জানি। মাত্র একটি।

মিস র‍্যানডলফ বললেন আমার আপেলটি খাওয়া উচিত। তিনি বললেন তাঁর কাছে রুমাল রয়েছে, আমার হাত ময়লা হয়ে গেলে তিনি মুছে দিবেন। আমি জানালাম আমার এখন কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না।

আমরা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। কেউ কোনো কথা বলছিলাম না, কোনো গান গাইছিলাম না। মিস র‍্যানডলফ আমার হ্যাট খুলে নিয়ে আমার চুল আচঁড়ে দিলেন। 'এই রাস্তার শেষে সুন্দর একটা হোটেল আছে,' তিনি বললেন। 'যদি শেষ স্টেশনে কেউ না থাকে তাহলে আমরা এগিয়ে যাব। একজন সঙ্গী পেলে আমার ভালোই লাগবে। ফিরে যেতেও মন্দ লাগবে না।

'সামহ্যোয়ার,' কন্ডাক্টর ঘোষণা করল। নামটাই কেমন বিচিত্র! যেনো নামটা ভাবে সে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেনো আশেপাশে আর কোন জায়গাই নেই।

আমি আবার হ্যাট মাথায় দিলাম। আমার হাত কাঁপতে লাগল।

ট্রেনের বাইরে একটি গাড়ির সামনে এক দম্পতি দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রমহিলা খাটো এবং অত্যন্ত মোটা। তাঁর পরনে ভারী কালো পোষাক, মাথায় পুরুষদের হ্যাট। তিনি আমার মা নন।

'তুমি প্রস্তুত, মারিয়ান? মিস র‌্যানডলফ কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি সিটের শেষ প্রান্তে লুকিয়ে পড়তে চাইলাম। 'না।' আমি ফিসফিস করে বললাম 'না!।'

মিস র‌্যানডলফ আমার হাত ধরলেন। আমরা ট্রেন থেকে নেমে এলাম।

ভদ্রলোক দীর্ঘদেহী কিন্তু ন্যুব্জ।তিনি হ্যাট খুলে সম্ভাষণ জানালেন।

ভদ্রমহিলা তেমনিই দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমার মনে হচ্ছে তাঁরা দুজনেই অত্যন্ত বৃদ্ধ। ভদ্রমহিলার হাতে একটি কাঠের তৈরি খেলনা রেল ইঞ্জিন।

'আপনি কি....? ভদ্রলোক মিস র‌্যানডলকে জিজ্ঞেস করলেন।

'জ্বী,' মিস র‌্যানডলফ আমাকে সামনে ঠেলে দিলেন। 'এই হচ্ছে মারিয়ানা।'

'সে-ই কি...? ভদ্রমহিলা থেমে গেলেন। আমি জানি তিনি জিজ্ঞেস করতে চাইছিলেন 'সে ই কি শুধু বাকি?' কিন্তু তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। তিনি গভীরভাবে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁর চেহারায় পরিবর্তন দেখতে পেলাম। তাঁর দৃষ্টি কোমল হয়ে এলো। আমার মাও হয়তো আমার দিকে এভাবেই তাকাতেন।

এই ভদ্রমহিলা কোনোভাবে বুঝতে পারলেন সবকিছু, কেউ না পছন্দ করলে কেমন লাগে, যদিও আমি আমার মায়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কোনোভাবে তিনি আমার ব্যথা বুঝতে পারলেন।

'আমার নাম টিলি বুক,' তিনি মিস র‌্যানডলফকে বললেন।'ইনি আমার স্বামী, রস্কো।' তিনি খেলনা রেল ইঞ্জিনটি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। 'আমরা তোমার জন্য এটা এনেছি।'

'আপনারা আমাকে আশা করেননি, তাই না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'আপনারা একটি ছেলে আশা করেছিলেন।' খেলনাটির চাকা লাল এবং চিমনি নীল রঙের।

'মিথ্যা বলব না, আমরা একটি ছেলেই চেয়েছিলাম,' সিসেস বুক বললেন।

'কিন্তু আমরা মেয়ে বাচ্চাও পছন্দ করি,' মিস্টার বুক যোগ করলেন।

মিসেস বুক আমার দিকে তাকালেন। 'আমার মনে হয় তুমিও আমাদের আশা করোনি। রস্কো এবং আমি, আমরা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পরস্পরকে খুঁজে পেয়েছি। আমি সব সময় ভাবতাম আমি ওর চেয়ে সুদর্শন কাউকে খুঁজে বের করব।' তিনি মিস্টার বুকের বাহুতে আলতো করে চাপড় দিলেন। তাঁরা পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসলেন। আমি দিব্যি করে বলতে পারি, তাঁরা একে অন্যকে অসম্ভব ভালোবাসেন। 'কখনো কখনো তুমি যা চেয়েছিলে, তার চেয়ে যা পাও তাই উত্তম হয়,' মিসেস বুক বললেন।

'ঠিক।' আমার ভেতরটা যেন ভেঙে গেল। আমার মা সামহ্যোয়ারে নেই। কোথাওই নেই। 'আমি...' আমি পকেটে হাত দিয়ে পালকটি বের করে আনলাম। যখন আমি মায়ের চুল থেকে এটা তুলে নিয়েছিলাম তখন এর রং সাদা ছিল। এখন এটা হলদে হয়ে গিয়েছে। আমি হাত দিয়ে ডলে পালকটি সমান করলাম।'আমি আপনাদের জন্য এটা এনেছি।'

'কেন? ধন্যবাদ!' মিসেস বুক পালকটি তাঁর হ্যাটের ব্যান্ডের সাথে আটকে নিলেন। পালকটি তাঁর হ্যাটের সাথে হাস্যকর দেখাচ্ছিল, যদিও মনে হচ্ছিল, এটা তার যোগ্য স্থান খুঁজে পেয়েছে।

মিসেস বুক চুক্তিপত্রটি হাতে নিয়ে একবার দেখলেন, তারপর আমার দিকে তাকালেন। 'তুমি কি আমাদের সাথে যাবে?'
'যাব,' আমি ফিসফিস করে বললাম।
মিস র‌্যানডলফ এগিয়ে এসে আমার গালে চুমু খেলেন।
'তুমি কি এখন প্রস্তুত মারিয়ান?'
'আমি প্রস্তুত।'

তিন বন্ধুর নির্মম জীবন

কাশফিয়া মাসুদ
রোল: ৪০৩০৮, দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

মানুষের জীবন বড়ই দুর্বিসহ। কার জীবনে কখন কী ঘটে যায় কেউ তা বলতে পারে না। আমাদের জীবনে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে যা আমরা কখনো আশা করি না, যা কল্পনার বাইরে তা-ই ঘটে। হৈহুল্লোড় করা মানুষটাও এক সময় নিশ্চুপ হয়ে যায়। জীবনের অনেক ঘটনাই মানা খুব কঠিন। কিন্তু আমরা মানতে বাধ্য হই। একটি ঘটনা অনেক সময় সারা জীবনের কান্না হয়ে দাঁড়ায়। এমনি ঘটনা ঘটেছে মারিয়া, নাজিয়া ও নাহারের জীবনে।

আপনারা ভাবছেন তো এরা কারা। এরা তিন বান্ধবী। যারা দুঃখে কষ্টে একে অপরের পাশে থাকে। একজন আরেকজনকে ছাড়া কিছুই বোঝে না। এদের একজন ব্যথা পেলে আরেকজন কষ্ট পেত। তিনজনই এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। ১৪

বছরের বন্ধুত্ব। খুবই মজবুত এদের সর্ম্পক। হয়তো তাদের একজনের প্রতি আরেকজনের ভালোবাসা প্রকৃতির পছন্দ হয়নি। তাই তাদের এই দুর্দশা। এক সময় তারা খেলত, গাইত, ঘুরে বেড়াত। প্রতিদিন তাদের রেস্টুরেন্টে যাওয়া আসা ছিল। ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ছিল এই তিনটি ফুল। নাজিয়া খুবই ভালো ছাত্রী ছিল। তাই তার নাম দেওয়া হয়েছিল ব্রিটি, আর মারিয়ার মুটি, নাহারের কুটি। তারা খুব মজা করত। মারিয়া খুবই মেধাবী ছিল কিন্তু তার রেজাল্ট ভালো আসত না। কোনো বোর্ড পরীক্ষাতেই সে GPA-5 পায়নি। তাই তার মনে অনেক কষ্ট ছিল। যাই হোক একদিন বিকালে ওরা প্রতিদিনের মতো ঘুরতে বের হয়। ওরা তিনজনই খুব মজা করছিল। ওরা রাস্তার এপারে ছিল। মারিয়া দেখল, রাস্তায় ওপারে ওর এক বান্ধবী। তাই মারিয়া রাস্তার ওপারে যাওয়ার জন্য রাস্তা পার হচ্ছিল। একটি ট্রাক এসে মারিয়াকে পিষে দিয়ে চলে গেল। চোখের সামনে বন্ধুর এই অবস্থা দেখে নাজিয়া অচেতন হয়ে পড়ল। আর নাহার মাটিতে বসে পড়ল। ওর মৃত্যুতে কারো কিছু হয়নি। কিন্তু নষ্ট হয়ে গেল এ দুই বান্ধবীর জীবন। মারিয়ার এমন অকাল মৃত্যু তারা কেউই মেনে নিতে পারেনি। তারা বেঁচে ছিল ঠিকই কিন্তু জীবন্ত লাশের মতো। মারিয়ার মৃত্যুতে নাজিয়া মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। সারাদিন পাগলের মতো 'মারিয়া মারিয়া' করতে লাগল। অবশেষে তাকে পাবনা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। এদিকে নাহার কারো সাথেই কথা বলত না। চুপচাপ দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকত আর মৃত্যুর প্রহর গুণত। তাদের এই অবস্থার কিছুদিন পরই বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল দিল। মারিয়া এবার বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করল। হায়রে! মারিয়ার এত স্বপ্ন ছিল এই রেজাল্ট নিয়ে! সে তার এত ভালো রেজাল্ট দেখে যেতে পারল না।

সে

তাসনিম ফারজানা আন্নি
রোল: ১২৬, একাদশ (বিজ্ঞান)

আমি শুনেছি সেদিন তুমি সাগরের ঢেউয়ে চেপে
নীল জল দিগন্ত ছুঁয়ে এসেছো।

ইসস..... কী সুন্দর গলা তোমার। হঠাৎ কারো গলার আওয়াজে চমকে উঠল নীলাশা। এত গভীর রাতে এই নির্জন সমুদ্রপাড়ে তো কারো আসার কথা না। চোখের সামনে শুধু সুবিস্তৃত নীল জলরাশি আর মাথার উপরে দিগন্তছোঁয়া আকাশ। চোখ মেলে তাকালে মনটা যেন আরো বেশি খারাপ হয়ে যায়। বুকের ভিতরটাতে কেমন যেন একটা গভীর শূন্যতা এসে ভর করে।

থেমে গেলে কেন? সামনে দাঁড়ানো অদ্ভুতদর্শন লোকটি বলল। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো নীলাশার। শেষ মুহূর্তে এ কোন ঝামেলা এসে জুটল।

এত জলদি পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চাও? একটু যেন বিদ্রুপের সুরেই বলল লোকটি।

আমি আত্মাহুতি দিতে যাচ্ছি এ কথা আপনাকে কে বলল?

বলছি, আগে বল এমন কী কারণে তুমি এমন সাহস দেখাতে যাচ্ছিলে?

আমার জীবনটা অর্থহীন হয়ে গিয়েছে, ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল নীলাশা। আমার বেঁচে থাকার আর কোনো ইচ্ছেই নেই। আমার জীবনটা আনন্দহীন হয়ে পড়েছে। আমার আর কিছুই ভালো লাগে না।

অর্থহীন? জীবন কী কখনো আদৌ অর্থহীন হতে পারে? শুধু আমাদের অর্থটা খুঁজে নিতে হয়। একবার শুধু চোখ মেলে দেখো, কী অপূর্ব সুন্দর আমাদের পৃথিবী। এত সৌন্দর্য উপভোগ না করেই চলে যেতে চাও? আকাশের চাঁদের দিকে তাকাও, কী পরম মমতায় স্নিগ্ধ আলো দিয়ে সবকিছু জড়িয়ে রেখেছে। যদি আরো একবার সুযোগ পেতাম, তাহলে আমি শুধু আকাশের দিকে তাকিয়েই জীবনটা পার করে দিতে পারতাম। যদি তুমি চাও, তবে সবচেয়ে কুৎসিত জিনিসের ভিতরেও দেখবে, কী অসাধারণ সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। শুধু যদি একবার বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে নিতে পারো তবে দেখবে চারদিকে কতো খুশি ছড়িয়ে আছে।

সত্যিই তো, চাঁদটাকে এখন আর নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে না। হাজার তারা মিলে যেন তাকে আগলে রেখেছে। এই বিশাল নীল জলরাশি আর চাঁদ যেন একে অপরের সাথে মিশে ভালোবাসা জানান দিচ্ছে। কত বড় ভুল করতে যাচ্ছিলাম আমি।

লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল নীলাশা, আমিও এই একই ভুল করেছিলাম। কিন্তু আমাকে কেউ শুধরে দেয়নি।

তার মানে ...তার মানে , আপনি আর বেঁচে নেই? বলে লোকটির দিকে তাকাল নীলাশা। কিন্তু কই? সেখানে তো আর কেউ নেই। নিজের কথাই তার কাছে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল। হয়তো সে চলে গেছে। কিন্তু খুঁজে দিয়ে গিয়েছে বেঁচে থাকার অর্থ।

কাঠপুতুল

রুপাশা খান তন্দ্রা
রোল: ১৪৬, একাদশ (বিজ্ঞান)

প্রায় ছয় বছর হলো আমার মহেশপুর গ্রামে আসা। গ্রামটি খুব অপূর্ব। গ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য যা আমার মনকে জয় করেছে তা হলো গ্রামের অধিকাংশ বাড়িই পুরোনো, দোতলা, রেলিংবিহীন সিঁড়ি এবং দেওয়ালে বেশ পুরোনো আমলের নকশা। অনেকে বলেন এখানে জমিদারদের বসবাস ছিল। এখন তা আর দেখা যায় না। আমি মহেশপুর গ্রামে প্রথম এসেছিলাম যখন তখন আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর খানিকটা ছুটি পাই। আমি আমার এক মামার বাড়িতে আসি। তবে এর আগে ঠিক এমন সুযোগ আর আসেনি। মামা ছিলেন বেশ জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও গম্ভীর প্রকৃতির। কথা তেমন শুনতে পাইনি, তবে আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসাটা তিনি ভালোই প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মামি ছিলেন মিষ্টভাষী ও দূর্গাদেবীর মতো মমতাময়ী। মামার একটি মেয়েও ছিল বটে। তবে মামা মামির প্রতিরূপ নয়। সেদিন মামার বাড়ি পৌছতে রাত নটা বেজে গিয়েছিল। মামাই আমাকে প্রথমে স্বাগত জানালেন। তারপর মামির হাতের চমৎকার রান্না খেয়ে চলে গেলাম আমার ঘরে। ঘরটি দোতলায় ছিল। দোতলায় উঠেই আগে বেশ বড় বারান্দা নজরে পড়ে। সেখানে অবশ্য বেশকটি দরজা থাকলেও ঘর ছিল মাত্র তিনটি। আমার ঘরটি বেশ বড়ই। জানালা খুলে লক্ষ করলাম, বাড়ির পিছনে ছোট বাগান এবং তার পাশেই পুকুর।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। মনের মধ্যে অস্থিরতা কাজ করছিল। তাই ভোরের আলোটা চোখে দেখার জন্য পালঙ্কের পাশের জানালাটা খুলে দিলাম। সাথে সাথেই নজরে পড়ল পুকুরের দিকে সাদা শাড়ি, লাল পাড়, হাতে কয়েকটা কাচের চুড়ি, কপালে ছোট টিপ, কাজলকারা চোখ, বাঁকা লম্বা চুল তো বটেই। একটি মেয়ে স্নান সেরে পাড়ে ফিরছে। মেয়েটি স্বয়ং মা লক্ষ্মীর মতো। সাথে সাথে মামার ডাক পড়ল, বাবা দিব্য, তুমি কি উঠে গেছ?

আমি দরজা খুলেই দেখলাম, মামা দোতলায় রাখা গাছ গুলোতে পানি দিচ্ছেন। আমি মামার সাথে নিচে হাত মুখ ধুতে গিয়ে লক্ষ করলাম, সেই মেয়েটি আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল। বুঝতে দেরি হলো না, মেয়েটি মামার মেয়ে। নাম লক্ষ্মী। তার হাসি মাখা মুখ আর কপালের টিপই ছিল মেয়েটির আশ্চর্য রকমের পরিচয়। আমার সামনে মেয়েটি কম আসত। কিন্তু আমি তাকে লক্ষ করতাম সব সময়ই। কখনো বারান্দায় বসে, কখনো জানালার ফাঁক দিয়ে আবার কখনো গাছের পিছন থেকে। মেয়েটি আমার সাথে বেশ অদ্ভুত ধরনের কথা বলত। কখনো সে আমায় বলতো, হয়তো কালই জীবনের সব বদলে যেতে পারে। হয়তো কালই আমি হারিয়ে যেতে পারি। হয়তো কালই আবার জন্ম নিবো।

এসব বলত আর হাসত। তবে আমি সব সময় তা পাগলামিই ভাবতাম। লক্ষ্মী একদিন আমায় তার ঘরে নিয়ে যায়। আলমারি থেকে কাঠপুতুল বের করে। আমি বেশ আশ্চর্য হলাম। পুতুলটি একদম লক্ষ্মীর মতোই দেখতে। তেমন করে শাড়ি পরা। তেমনই মুখ, তেমনই হাসি। সে তার গ্রামের এক কাকার হাতে বানিয়েছিল। লক্ষ্মী খুশি হলে পুতুলটিকেও আশ্চর্যভাবে খুশি লাগত। লক্ষ্মীর মন খারাপ হলে পুতুলটিরও চোখ ভার হয়ে আসত।

আজ আবার গ্রামে এসে সেই পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেলো। অনেকদিন পর আবার প্রথম রাত কাটাচ্ছি সেই দোতলা ঘরে। লক্ষ্মীকে খুব দেখতে মন চাইছে। লক্ষ্মী কি এখনো তেমন সুন্দর নাকি আরো সুন্দর হয়েছে? হয়তো বা তার বিয়ে হয়ে গেছে। মামা মামিতো লক্ষ্মীর ব্যাপারে কিছু বলেনি। তখনই হঠাৎ দরজার কড়া নড়ল, দরজা খুলে দেখলাম লক্ষ্মী। আমার মুখে হাসি ফুটল। লক্ষ্মী আগের মতোই অপরূপ। প্রসাদের থালা হাতে দরজায় দাড়িয়ে রইল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম। এত রাতে প্রসাদ কেন?

সে বুক ভরা হাসি দিয়ে বলল, এটা নাও। এটা বলেই সে চলে গেল। আমি কিছুক্ষণ সেভাবেই দাড়িয়ে রইলাম। দরজা বন্ধ করব আর সে সময় ডাক পড়ল, দিব্য দাঁড়াও।

সেই প্রথম তার মুখে আমার নাম। লক্ষ্মী ফিরে এসে বলল, আমার কাঠপুতুলটি রাখো। কাল এসে নিয়ে যাব।

কিছু বলার আগেই সে চলে গেল। আমি পুতুলটি হাতে নিয়ে সারারাত তার কথাই ভাবতে লাগলাম। কালকের দিনটি হয়তো অনেক সুন্দর হবে। লক্ষ্মীর সাথে আবার কিছুটা সময় কাটাতে পারব। পরদিন ঘুম থেকে উঠে জানালা খুলে পুকুরের দিকে তাকালাম। কিন্তু লক্ষ্মীকে দেখতে পেলাম না। নিচে নেমে মামার সাথে বসে চা খাওয়ার সময় কথায় কথায় মামাকে জিজ্ঞেস করলাম, মামা, লক্ষ্মী কই? সকাল থেকে দেখছি না যে! কাজে বেরিয়েছে?

মামা আমার কথা শুনে কান্না জুড়ে দিলেন। শান্ত হয়ে বললেন, লক্ষ্মী মা তো আর নেই। সে তো তিন বছর আগে পুকুরে ডুবে মারা গেছে। তার স্মৃতি ছাড়া আমাদের কাছে আর কিছু নেই বাবা।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মনের মধ্যে কালো মেঘ জমতে শুরু করল। উঠে দাঁড়ানোরও ক্ষমতা হারিয়ে ফেললাম। আমি নিজের ঘরে গেলাম। দেখি, কাঠপুতুল এখনো আমার পালঙ্কে রাখা আছে। পুতুলের চোখে আশ্চর্য রকমের কান্না। তবে কাল কে এসেছিল? কে আমায় পুতুলটি দিয়ে গেল?

ভ্রমণ কাহিনী ও স্মৃতিকথা

দক্ষিণ এশিয়া ছাড়িয়ে

সারাহ বিনতে কবির সুকন্যা
রোল: ৪০৪০৯, দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের ক্লান্তি ঘুচাতে দেশের বাইরে কোথাও ঘুরে আসার পরিকল্পনা ছিল। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে পড়ালেখার চাপ না থাকায় এই সময়টি নির্ধারণ করা হয়। স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল মালয়েশিয়া। এশিয়ার অন্যতম উন্নত মুসলিম রাষ্ট্র। আমাদের যাত্রার দিন নির্ধারিত হয়েছিল ৩রা জানুয়ারি, ২০১৪। জাতীয় নির্বাচনের দুদিন আগে রাত ১১ টার ফ্লাইটে রিজেন্ট এয়ারওয়েজের একটি বিমানে আমরা হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে কুয়ালালামপুরের উদ্দেশে যাত্রা করি। প্রায় তিন ঘণ্টার ভ্রমণ শেষে আমরা কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্ট পৌঁছাই। মালয়েশিয়ান সময় তখন ভোর চারটার একটু বেশি বাজে। আমাদের দেশের চেয়ে দুঘণ্টা বেশি। আমাদের পরিকল্পনা ছিল কুয়ালালামপুর সিটিতে প্রবেশ করা। কিন্তু পরে পরিকল্পনা বদল করে লাঙ্কাবি যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। লাঙ্কাবি মূলত একটি দ্বীপ এবং মালয়েশিয়ার অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র। আমরা লাঙ্কাবি যাওয়ার জন্য টিকেট কাটলাম। স্থানীয় সময় সকাল আটটায় আমরা লাঙ্কাবির উদ্দেশে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে যাত্রা করলাম। সকাল পৌনে নয়টার দিকে আমরা সেখানে পৌঁছলাম। লাঙ্কাবিতে আমরা ডি ব্যারন রিসোর্টে উঠলাম। সেদিন বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে ঈগল স্কোয়ার নামক স্থানে গেলাম। একটি বিশাল ঈগলের মনোরম ভাস্কর্যের নিচে বড় করে লেখা লাঙ্কাবি। লাঙ্কাবিতে ঈগল স্কোয়ারের আশপাশটা ঘুরে দেখলাম। সেসঙ্গে মালয়েশিয়ান কিছু স্ট্রিট ফুডও টেস্ট করা হলো।

পরদিন একটি প্যাকেজের আওতায় আমরা স্পিডবোটে করে সমুদ্রের তীরবর্তী দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে গেলাম। প্রথমে গেলাম ব্যাট কেভে। একটি অন্ধকার গুহায় শতশত বাদুড়ের আশ্রয়। তারপর একটি ছোট্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। সেটা দেখতে ইউরোপিয়ানরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। আফসোস হলো আমাদের সুন্দরবনকে নিয়ে। একটু উন্নত করা গেলেই হয়ত আমাদের ম্যানগ্রোভ বন পৃথিবীর কাছে অনেক সমাদৃত হতো। তারপর ফিস মিলে গেলাম। সেখানে খাঁচায় আটকানো নাম না জানা অনেক মাছ দেখলাম। তারপর আরো কয়েকটি স্থান পরিদর্শন এবং সমুদ্র তীরবর্তী একটি দ্বীপের বিচে গোসল করলাম এবং বিশ্রাম শেষে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন দুপুরে যাত্রীবাহী শিপে আমরা পেনাং যাব। তাই সকালে উঠে একটি মাইক্রোবাস নিয়ে আমরা লাঙ্কাবি শহর ঘুরে বেড়ালাম। সেখানে একটি পার্কে ক্যাবলকারে চড়লাম। একটি জিনিস লক্ষ করলাম, আমাদের দেশে সবেমাত্র থ্রিডি এলেও সেখানে সিক্সডি এসে গেছে। একটি সিক্সডি অ্যানিমেশন মুভিও দেখা হলো। তারপর আন্ডারওয়াটার ওয়ার্ল্ড, ব্ল্যাক স্যান্ড বিচসহ আরো কিছু জায়গা দেখে দুপুর ১টায় পেনাং যাত্রা করলাম। ৩ ঘণ্টার সমুদ্র যাত্রা শেষে বিকাল চারটায় পেনাং পৌঁছালাম। সেখানে পেনাং ব্রিজ, পেনাং হিলসহ কিছুস্থান পরিদর্শনের পর সন্ধ্যা সাতটায় একটি বাসে করে কুয়ালালামপুর যাত্রা করলাম। রাত একটার সময় আমরা কুয়ালালামপুর পৌঁছলাম। সে রাতটা হোটেল ইম্পিরিয়ালে কাটালাম। পরদিন সকালে হোটেল পরিবর্তন করে মসজিদ ইন্ডিয়ার সামনে হোটেল হ্যাপি হলিডেতে উঠলাম। সেদিন বিকেলে বাসযোগে কুয়ালালামপুরের নিকটবর্তী পুত্রজয়া শহরে গেলাম। কাগজে কলমে কুয়ালালামপুর রাজধানী হলেও কার্যত পুত্রজয়া সিটিতেই এখন সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম হয়। প্রধানমন্ত্রী ভবনও সেখানে অবস্থিত।

পুত্রজয়া শহরে আমরা পুরো বিকেল কাটালাম। প্রধানমন্ত্রী ভবন, পুত্রজয়া ব্রিজ, গেট অব ইন্ডিয়ার আদলে গড়া একটি স্থাপত্যসহ আরো কিছু পরিদর্শন এবং পুত্রজয়ার একটি বিশাল এবং ঐতিহ্যবাহী মসজিদে আসরের নামাজ আদায় করলাম। এটি মালয়েশিয়ার সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী এবং মনোরম মসজিদ। গম্বুজগুলো অনেকটা গোগল স্থাপত্যকলার মতো। সন্ধ্যবেলা আমরা ফিরে এলাম হোটেলে। এরপর দিন গেলাম গ্যান্টিং থাইল্যান্ডে। সেখানে তখন সংস্কার কাজ চলায় কোনো স্থানই তেমন পরিদর্শন করতে পারিনি। জয়াগাটি পার্ক, হোটেল এবং ক্যাসিনোর জন্য বিখ্যাত। সেখানকার একটি হোটেলে আমি আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করি। পরের দিন সকালে আমি বিশ্ববিখ্যাত পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার দর্শন করি। এছাড়া KL TOWER-এর ৯০ তলা পর্যন্ত লিফটের মাধ্যমে উঠি। বিশ্বের উচ্চতম ভবনগুলোর একটিতে ওঠার রোমাঞ্চই ছিল আলাদা। কেএল বার্ড পার্ক এবং পেট্রোনাস আর্ট গ্যালারি পরিদর্শন শেষে সেদিন পুরোদিন টাইমস স্কয়ার এবং এর আশেপাশের শপিংমলগুলোতে শপিং করি। সেদিন রাত ২টার ফ্লাইট থাকলেও কুয়াশার কারণে ৪ ঘণ্টা পর ভোর ৬ টায় আমরা কুয়ালালামপুর ত্যাগ করি। বাংলাদেশ সময় সকাল ৭ টায় আমরা ঢাকায় পৌঁছি। এই ভ্রমণের স্মৃতি চিরদিন আমার মনে জ্বলজ্বল করবে।

মা আবার এসো ফিরে

মারিয়া আক্তার
রোল: ৪০৬৪২, দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

আমি তখন ৫ম শ্রেণিতে পড়ি। পিএসসি পরীক্ষার্থী। মায়ের আশা, আমি পিএসসিতে এ প্লাস পাবো। মনে হলো, আমার প্রতি মায়ের নজরদারিটা আরও বেড়ে গেল। প্রতিদিন সময়মতো স্কুল কোচিং এবং বাসায় পড়াশোনার জন্য দারুণ খেয়াল রাখছেন তিনি। আর এই ভেবে আনন্দ পাচ্ছেন যে, তার মেয়ের জীবনের প্রথম বোর্ড পরীক্ষা। অবশ্য দুশ্চিন্তাও ছিলো। এভাবেই কেটে গেলো ৫ম শ্রেণির ১০টি দিন। ১০ম দিনে স্কুল থেকে সকাল ১১.৩০ টায় বাসায় ফিরলাম। বাসায় এসেই দেখলাম ঘরের সবকিছু অগোছালো, আমার বেড, টেবিল, এমনকি খাবার টেবিলে খাবারও রাখা নেই। আমি ভাবলাম, মা বোধ হয় আছেই ঘরে কোথাও ডাকলাম, মা, মা, ও মা, কই তুমি? ক্ষুধা পেয়েছে তো! সব রুমে গেলাম। কোথাও নেই। বাসা থেকে নিচে নামলাম পাশের ফ্ল্যাটের আন্টি ডেকে বললেন, তুমি কিছু জানো না? আমি বললাম, না তো! আন্টি বললেন, তোমার আম্মুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি আন্টিকে অনুরোধ করলাম আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারপর হাসপাতালে গিয়ে দেখি বাবা হতাশ হয়ে বসে আর ডাক্তাররা মায়ের চিকিৎসা করছেন। বাবার কাছে গিয়ে আমি কেঁদে দিলাম, বাবা আদর করে বললেন, কিছু হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে। সেদিন আর মায়ের সাথে কথা হলো না। বাসায় ফিরে গেলাম। দাদি, ফুপি সবাই এসেছে বাসায়। জানুয়ারির ১১ তারিখে স্কুল খোলা। তাই আর যেতে পারলাম না হাসপাতালে। রাতে বাসায় ফিরলে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা, মায়ের কী অবস্থা? বাবা বললেন, ভালো। কিন্তু দাদুকে বললেন, ওর অবস্থা খুবই খারাপ, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কালো রঙের ছাপ, গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে, পায়ে খুব ব্যথা। আমি সবটাই শুনলাম। আর খুব কাঁদলাম। জানুয়ারির ১২ তারিখে রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আসল। ডাক্তার বললেন, মায়ের ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়েছে। এ কথা শুনে পরিবারের সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ে। ১৩ তারিখে মাকে দেখতে গেলাম, দেখলাম মা কথা বলছেন, খাবার খাচ্ছেন, আমাকে খাবার খেতে বললেন আর বললেন, বাবার কথা শুইনো, দাদু যা বলে শুইনো। আমি বললাম, এভাবে কেন বলছ? মা কেঁদে দিয়ে বললেন, না কিছু না। ১৪ তারিখে নাকি কিছুটা সুস্থতা বোধ করছেন মা ।আর চিকিৎসা তো চলছেই। ১৫ তারিখে স্কুলে গিয়ে দেখি স্কুল অফ, ইজতেমার শেষ মোনাজাত। বাসায় ফিরে এলাম দৌড়ে ছুটে যাতে বাবার সাথে হাসপাতালে যেতে পারি। এসে দেখি বাবা রেডি হয়ে বের হচ্ছেন; আমিও গেলাম বাবার সাথে। আন্টিও গেলেন। আমি গেলাম; কিন্তু মা কোনো কথাই বললেন না আমার সাথে। জানি না এটা মায়ের অভিমান না কি মায়া ছাড়ানো। ১৩ তারিখেই ছিল মায়ের সাথে শেষ কথা। ভেবেছিলাম আজকে বোধ হয় আম্মু আমাদের সাথে বাড়িতে ফিরে যাবেন। ১৪ তারিখে শুনেছিলাম মা সুস্থতা বোধ করছেন। খুব আনন্দ লাগছিল আমার। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার এলেন এবং সিরিঞ্জে ব্লাড নিলেন আবার ব্লাড টেস্টের জন্য। বাবাকে বললেন ৩০,০০০ টাকা জমা দিয়ে ইনজেকশন কেনার জন্য। ইতোমধ্যেই মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল মৃত্যুযন্ত্রণার মতো ভয়ংকর, কঠিন বাস্তবতা। দুপুর ১২টা থেকে ১.৩০টা পর্যন্ত কষ্টে ছটফট করতে থাকেন এবং ৩.৩০ মিনিটে চলে গেলেন আমাদেরকে ছেড়ে সেই দূর অজানা না ফেরার দেশে। অনেক ডাকলাম মাকে, তিনি আর সারা দিলেন না, আর একটি বারের জন্যও ফিরে তাকালেন না আমার দিকে। সেই দিনটি ছিলো আমার জীবনের সবচেয়ে আতঙ্ক-ভয় ও দুঃখের দিন। মনে হচ্ছিল, সমস্ত পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। জীবনের সবকিছু শেষ হয়ে গেল। বাস্তবতা কত কঠিন সেই দিনটা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর কোনো মানুষের জীবনে যেন এই দিনটি না আসে। তারপর সময়মতো পিএসসি পরীক্ষা শুরু হলো। বাবা নিয়ে যান এবং সাথে যান আমার গৃহশিক্ষিকা। বাবা আর তিনি সাথে যাওয়ার পরেও মনে হলো, কী যেন নেই আমার, আমি অনেক একা। আমি মনে হয় কিছুই পারব না। আর যখন দেখলাম সবার আম্মু সবার সাথে তখন আরো কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু বাবাকে বুঝতে দিলাম না। আমার মনটা শুধু একটা কথা-ই বলছিল মা, আবার ফিরে এসো। আমার এতটাই দুর্ভাগ্য, আমি সেই বছর পিএসসি পরীক্ষা ঠিকই পেলাম কিন্তু মাকে দেখাতে পারলাম না।

পৃথিবীতে মানুষের আসার সিরিয়াল আছে, কিন্তু যাওয়ার সিরিয়াল নেই। তাই প্রত্যেকেরই বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত।

তথ্য বিচিত্রা ও ধাঁধা

রক্তদানের পর করণীয়

আল মামুন
রোল: ৪১৭৮৪, দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

১। রক্ত দেওয়ার পর কমপক্ষে ৫-১০ মিনিট শুয়ে থাকা- সাথে সাথে উঠে গেলে মাথা ঘুরে অজ্ঞান হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

২। বেড থেকে উঠে বেশি বেশি ওরস্যালাইন মেশানো পানি পান করা, এতে রক্তের জলীয় অংশের ঘাটতি পূরণ হবে।

৩। ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দান করলে ডোনার কার্ড নেওয়া। হাসপাতাল থেকে কোনো প্রকার ডোনার কার্ড দেওয়া হয় না। তবে রাতেরবেলা রক্তদান করলে তাদের থেকে একটি রিপোর্ট প্রিন্ট করে নিবেন। এর ফলে পুলিশ হয়রানি থেকে রক্ষা পাবেন।

৪। স্কিনিং টেস্ট-এর রিপোর্টের কপি নেওয়া। এই রিপোর্টের কপি চেয়ে নিতে হবে।

৫। যে হাত থেকে রক্তদান করেছেন, কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা সে হাতে ভারী কোন কিছু না নেয়া। এতে ব্লিডিং হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৬। যে দিন রক্তদান করবেন, সেদিন রাতে ঘুমানোর সময় বিপরীত কাত হয়ে ঘুমান। অর্থাৎ ডান হাত থেকে রক্ত দিলে বাম কাত হয়ে ঘুমানো, অথবা বাম হাত থেকে রক্ত দিলে ডান কাত হয়ে ঘুমানো উচিত। এতে হাতে রক্ত সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি হবে না।

৭। কমপক্ষে ২ দিন অতিরিক্ত বিশ্রাম নেওয়া। এর ফলে দুর্বলতা কেটে যাবে।

৮। হাতে কোনো প্রকার মালিশ না করা-এর ফলে ব্লিডিং হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৯। পরিপূর্ণ রক্ত দিলে কমপক্ষে ৩-৪ মাস পর পুনরায় রক্তদান করা। অনেকেই আবেগের তাড়নায় ২ মাস পরও রক্ত দিয়ে দেয়। এর ফলে নিজেরও ক্ষতি হবে এবং রোগীরও উপকার হবে না। কারণ আপনার শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে হিমোগ্লোবিনের সৃষ্টি হয়নি। এভাবে নিয়ম মেনে রক্তদান না করলে আপনারই রক্ত স্বল্পতা দেখা দিতে পারে এবং ব্যাক পেইন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

১০। যেদিন রক্তদান করেছেন, সেই দিনের তারিখটি নোট করে রাখুন। এর ফলে পরবর্তী রক্তদানের তারিখ কবে হবে তা বের করে নিতে পারবেন।

১১। রক্তদানের কার্যক্রম বেশি বেশি প্রচার করা-এতে অন্যরা উৎসাহিত হবে। রক্তদানে কোনো প্রকার ক্ষতি নেই। তবে নিয়ম মেনে রক্তদান না করলে ক্ষতি আছে। তাই সবাইকে অনুরোধ করব নিয়মগুলো মেনে চলুন।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

রহস্যময় দিন পঞ্জিকা

আয়শা সিদ্দিকা
রোল: ৪০২৮১, দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়, ১৯৫০ সালের ১৫ মার্চ কী বার ছিল বা ২০৪৫ সালের ৬ জুলাই কী বার হবে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু বুদ্ধি আর গণিতের কাছে অসম্ভব কিছু নেই। একটু বুদ্ধি খাটালেই আর গণিতের চর্চা থাকলেই এরকম অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব। এজন্য নিম্নলিখিত ছক তিনটি আয়ত্ত করতে পারলে মুহূর্তেই যে কোনো সালের মাসের তারিখ কী বার ছিল তা বলে দেওয়া সম্ভব।

ছক নং - ০১

সাল সমূহ								মান
১০০	৮০০	১৫০০	২১০০	২৮০০	৩৫০০	৪২০০	৪৯০০	০৫
২০০	৯০০	১৬০০	২২০০	২৯০০	৩৬০০	৪৩০০	৫০০০	০৪
৩০০	১০০০	১৭০০	২৩০০	৩০০০	৩৭০০	৪৪০০		০৩
৪০০	১১০০	১৮০০	২৪০০	৩১০০	৩৮০০	৪৫০০		০২
৫০০	১২০০	২৫০০	৩২০০	৩৯০০	৪৬০০			০১
৬০০	১৩০০	১৯০০	২৬০০	৩৩০০	৪০০০	৪৭০০		০০
৭০০	১৪০০	২০০০	২৭০০	৩৪০০	৪১০০	৪৮০০		০৬

ছক নং - ০২

মাসের নাম	মান
জানুয়ারি	১
লিপইয়ার জানুয়ারি	০
ফেব্রুয়ারি	৪
লিপইয়ার ফেব্রুয়ারি	৩
মার্চ ও নভেম্বর	৪
এপ্রিল ও জুলাই	০
মে	২
জুন	৫
অগাষ্ট	৩
সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর	৬
অক্টোবর	১

ছক নং - ০৩

বার	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
মান	১	২	৩	৪	৫	৬	০

ডনয়মাবলি	উদাহরণ
০১ নং ছক থেকে প্রতি ১০০ সাল হিসেবে প্রয়োজনীয় সালের মান জানতে হবে। ০২ নং ছক থেকে মাসের নামও মান জানতে হবে। প্রথমে সালের মান লিখতে হবে। তার সাথে সালের শেষ দুই সংখ্যা যোগ করতে হবে। পরে সালের শেষ দুই সংখ্যাকে ৪ দিয়ে ভাগ করে ভাগফল লিখতে হবে। (এখানে ভগ্নাংশের দরকার নেই)। এরপর তারিখ লিখে ও মাসের মান যোগ করে ৭ দিয়ে ভাগ	প্রশ্ন ঃ ২০০০ সালের ১১ জুন কি বার হবে? উত্তর ঃ ৬+০২+০+১১+৫= ২৪ ৭|২৪|৩ ২১ — ৩
করলে ভাগশেষ যা হবে তা ০৩ নং ছকের মানের সাথে মিলিয়ে দেখলে বার বের করা যাবে।	# ভাগশেষ ৩, তাই নং ছক অনুযায়ী ২০০ সালের ১১ জনু মঙ্গল বার। এখানে, ৬ - সালের মান (০১ নং ছক থেকে) ০২ প্রদত্ত সালের শেষ দুটি সংখ্যা ০ - প্রদত্ত সালের শেষ দুটি সংখ্যাকে ৪ দ্বারা ভাগ দিয়ে ভাগফল ১১ - প্রদত্ত তারিখ। ৫ - প্রদত্ত মাসের মান (০২ নং ছক থেকে)

তথ্য বিচিত্রা

ফাইরুজ আদিবা

রোল: ৪২০৪৪, একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

১। পাখি কখনো ঘামে না।

২। ঔপনিবেশিক যুগে এশিয়ার একমাত্র স্বাধীন রাজ্য ছিল থাইল্যান্ড। এ রাজতন্ত্রটির বয়স ৬০০ বছর।

৩। ক্ষুদ্র রাষ্ট্র স্যানমেরিন হলো ইউরোপের সবচেয়ে পুরাতন প্রজাতন্ত্র।

৪। পৃথিবীর জর্ডান নদীতে মাছ হয় না।

৫। প্রথম বাংলা ব্যাকারণ পর্তুগিজ ভাষায় লেখা।

৬। চোখ খোলা রেখে নাক ডাকা সম্ভব নয়।

৭। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সনদ হলো মদিনা সনদ।

৮। ইংল্যান্ডের কোন স্বাধীনতা দিবস নেই।

৯। মানুষ যখন বক্তৃতা দেয় তখন তার শরীরে ৭২টি কার্যক্রম চলতে থাকে।

১০। ৭.৫ ঘণ্টা ঘুমালে একজন মানুষ ঘুমের ৬০ ভাগে হালকা ঘুমে, ২০ ভাগ গভীর ঘুমে এবং ২০ ভাগ ঘুম স্বপ্নে কাটিয়ে দেয়।

১১। চক্ষু খোলা রেখে হাঁচি দেয়া কখনো সম্ভব নয়।

১২। চাঁদের গুহা ৩০,০০০ টি।

১৩। এ যাবৎ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে আল আজিজিয়ায় (১৩৬ দশমিক ৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট)

১৪। ফুটবল খেলায় প্রথম বাঁশি ব্যবহার করা হয় ১৮৮৬ সালে।

১৫। যদি মস্তিকের উপরের অংশ ইঞ্চি করা হতো তাহলে আয়তন হতো ২০৯০ ব. সে.মি।

তথ্য বিচিত্রা

সাহিন বেলী

রোল: ৪০৬৬০, দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

১। পাখিদের মধ্যে শুধু হামিংবার্ড পেছনের দিকে উড়তে পারে।

২। বাদুর গুহা থেকে বের হওয়ার সময় বাম দিকে মোড় নেয়।

৩। সৌদি আরবের পতাকা কখনোই অর্ধনমিত রাখা হয় না।

৪। ডান কানের শ্রবণশক্তি বাম কানের চেয়ে একটু বেশি।

৫। ইউরোপের দেশ সুইজারল্যান্ডের কোনো নিয়মিত সেনাবাহিনী নেই।

৬। ১৫৩৯ সালে থার্মোমিটার আবিষ্কার করেন গ্যালিলিও।

৭। কাদা উৎসবঃ প্রতিবছর গ্রীষ্মের শেষে বিভিন্ন দেশে কাদা উৎসব পালন করা হয়। যেমন: দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ব্রিটেন। দক্ষিণ কোরিয়ার বর্রিয়াং মাড ফেস্টিভ্ল বেশ নামকরা। ১৯৯৮ সাল থেকে এ উৎসব পালিত হয়। ২০১৯ সালে প্রায় ৮০ হাজার প্রতিযোগী এতে যোগ দিয়েছিলেন।

৮। উটপাখির চোখ তার মস্তিষ্কের চেয়ে বড়।

৯। মানুষ হাসতে গেলে দেহের ১৪টি পেশি ও ভ্রু কোঁচকানোয় ৪৩টি পেশির কার্যক্রম চলে।

ধাঁধা

ফাইরুজ আদিবা

রোল: ৪২৪৪, ব্যবসায় শিক্ষা

১। আম নয়, জাম নয়, গাছে নাহি ফলে, তবু সবাই কিন্তু ফল তারে বলে।

উত্তর: পরীক্ষার ফল।

২। আশ্চর্য এক কথা শুনলে হাসি পায়, নিজে সে দেখে না, অপরকে দেখায়।

উত্তর: চশমা।

৩। ঘর আছে দরজা নাই, মানুষ আছে কথা নাই, বলুনতো কী জিনিস ভাই?

উত্তর: কবর।

ENGLISH WRITINGS

Fifth Freedom

Md. Zahedul Kabir
Assistant Professor
Department of English

I have earned freedom
from want of food;
I am no longer hungry.
I have earned freedom
from oppressing culprits;
no longer tortured or oppressed.

I have earned freedom
from belief; no longer prejudiced.
I have earned freedom of expression;
I can speak with an open mind.

I have earned sovereignty;
can whisk to any part like wind.
But have I earned freedom
from selfishness, the fifth
freedom, to become a real human being?

Nature

Fahmida Shuchi Ahona
Roll : 42402, Eleven (Business Studies)

How much have you to offer,
my mother Nature?
Soothing all those who suffer,
abode of all creatures.
Your gentle touch is felt,
when a fresh gust rushes,
or a sweet flower is smelt,
blooming under thick bushes.
You kindle our spirits ever,
all your aspects teach a lesson,
with a style very sober,
in an old familiar old fashion.

Nanochemistry and Its Application

Sharif Neaz
Assistant Professor and Chairman
Department of Chemistry

Introduction

Nanochemistry is an emerging field of Chemistry. The prefix nano is derived from the Greek word nanos meaning “dwarf”, and today it is used as a prefix describing 10–9 (one billionth) of a measuring unit. Therefore, nanotechnology is the field of research and fabrication that is on a scale of 1 to 100 nm. The primary concept was presented on December 29, 1959 when Richard Feynman presented a lecture entitled “There’s Plenty of Room at the Bottom” at the annual meeting of the American Physical Society the California Institute of Technology. Back then, manipulating single atoms or molecules was not possible because they were far too small for available tools. Thus, his speech was completely theoretical and seemingly far-fetched. He described how the laws of Physics do not limit our ability to manipulate single atoms and molecules. Instead, it was our lack of the appropriate methods for doing so. However, he correctly predicted that the time for the atomically precise manipulation of matter would inevitably arrive. Today, that lecture is considered to be the first landmark of science at the nano level.

The first 30 years or so of the nanosciences were devoted mainly to studying and fabricating materials at the nano level. In those studies, much effort was devoted to shrinking the dimension of fabricated materials. It was also a time when the

two basic fabrication approaches were defined: bottom-up and top-down. The bottom-up approach seeks the means and tools to build things by combining smaller components such as single molecules and atoms, which are held together by covalent forces. Theoretically, it can be exemplified by molecular assemblers, where nanomachines are programed to build a structure one atom or molecule at a time or by self-assembly, where these structures are built spontaneously. The advantage of the bottom-up design is that the covalent bonds holding a single molecule together are far stronger than the weak interactions that hold more than one molecule together. The topdown approach refers to the molding, carving, and fabricating of small materials and components by using larger objects such as mechanical tools and lasers, as is used today in current photolithographic approaches in silicon chip fabrication. Currently, techniques using both approaches are evolving, and many applications are likely to involve combination approaches. However, the bottom-up approach, at least theoretically, holds far more practical and applicative future potential. Nanoscience is therefore a multidisciplinary field that seeks to integrate mature nanoscale technology of fields such as Physics, Biology, Engineering, Chemistry, Computer Science, and Material Science.

The historical aspect of the formation and development of independent fundamental directions of nanoscience and the prospects of their application in different branches of nanotechnology were discussed in detail in numerous reviews. Numerous books and articles by Russian scientists who had a great influence on the progress in studying small scale particles and materials can be found. Their contribution was acknowledged to a certain extent by the 2000 Nobel Prize, which was awarded to Zh. I. Alferov for his achievements in the field of semiconducting heterostructures.

In the past 10–15 years, the progress in nanoscience was largely associated with the elaboration of new methods for synthesizing, studying, and modifying nanoparticles and nanostructures. The extensive and fundamental development of these problems was determined by nanochemistry. Nanochemistry, in turn, has two important aspects. One of these is associated with gaining insight into peculiarities of chemical properties and the reactivity of particles comprising a small number of atoms, which lays new foundations of this science. Another aspect, connected to nanotechnology, consists of the application of nanochemistry to the synthesis, modification, and stabilization of individual nanoparticles and also for their directed self-assembling to give more complex nanostructures. Moreover, the possibility of changing the properties of synthesized structures by regulating the sizes and shapes of original nanoparticles deserves attention.

In nanochemistry, which is in a stage of rapid development, questions associated with definitions and terms still arise. The exact difference between such terms as “cluster”, “nanoparticle”, and “quantum dot” has not yet been formulated in the literature. The term “cluster” is largely used for particles that include small numbers of atoms, while the term “nanoparticle” is applied for larger atomic aggregates, usually when describing the properties of metals and carbon. As a rule, the term “quantum dot” concerns semiconductor particles and islets, the properties of which depend on quantum limitations on charge carriers or excitons. In this book, no special significance will be attached to definitions, and the terms “cluster” and “nanoparticle” will be considered as interchangeable.

Nanoparticles and metal clusters represent an important state of condensed matter. Such systems display many peculiarities and physical and chemical properties that were never observed earlier. Nanoparticles may be considered intermediate formations, which are limited by individual atoms on the one hand, and the solid phase on the other. Such particles exhibit the size dependence and a wide spectrum of properties. Thus, nanoparticles can be defined as entities measuring from 1 to 10 nm and built of atoms of one or several elements. Presumably, they represent closely packed particles of random shapes with a sort of structural organization. One of the directions of nanoscience deals with various properties of individual nanoparticles. Another direction is devoted to studying the arrangement of atoms within a structure formed by nanoparticles. Moreover, the relative stability of individual parts in this nanostructure can be determined by variations in kinetic and thermodynamic factors. Thus, nanosystems are characterized by the presence of various fluctuations.

Natural and technological nanoobjects represent, as a rule, multicomponent systems. Here again, one is up against a large number of different terms, such as "nanocrystal", "nanophase", "nanosystem", "nanostructure", "nanocomposites", etc. which designate formations built of individual, separate nanoparticles. For instance, nanostructure can be defined as an aggregate of nanoparticles of definite sizes characterized by the presence of functional bonds. In the reactions with other chemical substances, such limited volume systems can be considered as a sort of nanoreactors. Nanocomposites represent systems where nanoparticles are packed together to form a macroscopic sample, in which interactions between particles become strong, masking the properties of individual particles.

The "Nano" and "Bio" interface

Biosystems are governed by nanoscale processes and structures that have been optimized over millions of years. Biologists have been operating for many years at the molecular level, in the range of nanometers (DNA and proteins) to micrometers (cells). A typical protein like hemoglobin has a diameter of about 5 nm, the DNA's double helix is about 2 nm wide, and a mitochondrion spans a few hundred nanometers. Therefore, the study of any subcellular entity can be considered "nanobiology." Furthermore, the living cell along with its hundreds of nanomachines is considered, today, to be the ultimate nanoscale fabrication system.

On the other hand, countless exciting questions in biology can be addressed in new ways by exploiting the rapidly growing capabilities of nanotechnological research approaches and tools. This research will form and shape the foundation for our understanding of how biological systems operate. We are exploiting nanofabrication to perform individual molecule analyses in biological systems, to study cellular responses to structured interfaces, and to explore dynamic life processes at reduced dimensions. Our research has advanced the ability to structure materials and pattern surface chemistry at subcellular and molecular dimensions.

The groundwork of each and every biological system is nanosized molecular building blocks and machinery that cooperate to produce living entities. These elements have ignited the imagination of nanotechnologists for many years and it is the combination of these two disciplines (nano and biotechnology) that has resulted in the birth of the new science of nanobiotechnology. Nanotechnology provides the tools and technology platforms for the investigation and transformation of biological systems, and biology

offers inspirational models and bio-assembled components to nanotechnology. The difference between "nanobiology" and "nanobiotechnology" resides in the technology part of the term. Anything that is "man-made" falls into the technology section of nanobiotechnology. Nearly any molecular machinery that we can think of has its analog in biological systems and as for now, it appears that the first revolutionary application of nanobiotechnology will probably be in computer science and medicine. Nanobiotechnology will lead to the design of entirely new classes of micro- and nanofabricated devices and machines, the inspiration for which will be based on bio-structured machines, the use of biomolecules as building blocks, or the use of biosystems as the fabrication machinery.

Nanostructures

Nanowires

A nanometer-scale wire is made of metal atoms, silicon, or other materials that conduct electricity. Nanowires are built atom by atom on a solid surface. A nanowire is a very small wire that is composed of either metals or semiconductors. It is also known as a nanorod or quantum wires since the dimensions of the nanowire are in the order of a nanometer (10^{-9} meters). The nanowires have the potential to be used as components to create electrical circuits. The tiny nanowires have the potential to be used in medical applications.

A tiny nanowire sensor used in medical diagnostic tests is 1,000 times more sensitive than conventional tests. The nanosensor is capable of producing test results in minutes rather than in days or weeks. This feature could pave the way for faster and more accurate medical diagnostic tests that would allow earlier disease detection and intervention. Several companies are developing nanowire devices. These devices will be used for chemical sensing, lasers and light-emitting diodes, and, in the future, nanoelectronics.

Nanocrystals

Nanocrystals are grown from inorganic materials, including metals and semiconductors. Some researchers have made nanocrystals of silver, gold, platinum, palladium, ruthenium, rhodium, and iridium. Nanocrystals are approximately 10 nanometers in diameter. Some of the potential applications will include using nanocrystals as building blocks for producing strong metals and composites. The technology is also applicable to lighting, high-resolution imaging, and semiconductor materials. Since nanocrystals emit colored light, they will have a big impact on how everything from large-screen televisions to portable electronics are manufactured.

Quantum Dots

A quantum dot is a semiconductor nanocrystal that is about 1 to 6 nanometers in diameter. It has a spherical or cubic-like shape consisting of thousands of atoms. A quantum dot is made of cadmium selenide (CdSe), cadmium sulfide (CdS), or cadmium telluride (CdTe) and then coated with a polymer. The coating is used to prevent these toxic chemicals from leaking. The CdS is used for UV-blue, the CdSe for the bulk of the visible spectrum, and the CdTe for the far red and near infrared. The particle's size determines the exact color of a given quantum dot. A wide range of colors can be emitted from a singlematerial simply by changing the dot's size and makeup. A larger dot emits the red end of the spectrum and the smaller ones emit blue or ultraviolet. Quantum dots could help scientists image the behavior of cells and organs to a level of detail never before seen. Conventional fluorescent dyes used in the life sciences to help

researchers monitor how cells and organs grow and develop normally lose their ability to emit light within seconds. On the other side, quantum dots emit light far longer, helping scientists monitor cells and organs in diseased and healthy conditions.

Nanoshells

Nanoshells are a new type of nanoparticle composed of a substance such as a silica core that is coated with an ultrathin metallic such as a gold layer. Nanoshells are about 1/20th the size of a red blood cell and are about the size of a virus or about 100 nanometers wide. They are ball-shaped and consist of a core of nonconducting glass that is covered by a metallic shell, typically either gold or silver.

Nanoshells are currently being investigated as a treatment for cancer similar to chemotherapy but without the toxic side effects. These nanoshells can be injected safely into the body as demonstrated in animal tests. Once in the body, the nanoshells are illuminated with a laser beam that gives off intense heat that destroys the tumor cells. In preliminary testing, one research medical team is using nanoshells combined with lasers to kill oral cancer cells. Oral cancer is a cancerous tissue growth located in the mouth. Smoking and other tobacco use are associated with 70 percent to 80 percent of oral cancer cases.

Approximately 30,000 Americans will be diagnosed with oral or pharyngeal cancer each year. Human clinical trials using applications of nanoshells for cancer treatment will begin within a few years. However, nanoshells are already being developed for other applications. They include drug delivery and testing for proteins associated with Alzheimer's disease.

Application of Nanochemistry

Environment

Emerging nanotechnologies hold great promise for creating new means of detecting air pollutants, and cleaning polluted waste streams and groundwater. A research group is now testing the use of magnetic nanoparticles that can absorb and trap organic contaminants in water. If the testing continually succeeds, the process can also be very effective in cleaning up contaminated superfund sites—hazardous and toxic waste sites—in the United States. See Chapter 8 for more information about the environment.

Solar Energy

Researchers are making an effort to find a lower-cost source of household energy for the nation's future. They are exploring the creation of nanoscale devices on the molecular level that can convert sunlight into electric current. Scientists have invented a plastic solar cell that can turn the sun's power into electrical energy, even on a cloudy day. The plastic material uses nanotechnology and contains solar cells able to harness the sun's invisible, infrared rays. Like paint, the composite can be sprayed onto other materials and used as a portable source of electricity. A sweater coated in the material could power a cell phone or other wireless devices.

However, the idea of using nanostructures to convert sunlight into electricity is still theoretical. The main concern is that the present cost of electricity produced by solar cells is four times greater than electricity produced by nuclear or fossil fuels. Many companies and government agencies are funding much research in solar projects, which indicates there is an increasing interest in this field by the scientific community and corporations. See Chapter 8 for more information about solar cells.

Fuel Cells

Several companies are utilizing nanostructure technology to help develop high performance fuel cells for use in automobiles, portable consumer electronics such as laptop computers, cell phones, and digital cameras. A fuel cell is an energy conversion device and alternative to batteries that converts energy from a chemical reaction into electricity and heat. Fuel cells combine fuels such as hydrogen or methanol along with air and water to produce electrical power. Because their by-products are heat and water, fuel cells are environmentally friendly.

Food and Agriculture

The ability to use nanotechnology will allow food companies to design and provide food products that would be safer, cheaper, and more sustainable than the foods today. Food companies will also use less water and chemicals in the preparation and production of food products.

One food company had developed nanosensors that would be embedded in food packaging. A color change in the nanosensor would alert the consumer if a food in the package had become contaminated or if it had begun to spoil. Some companies are producing a plastic consisting of clay nanoparticles. The nanoparticles in the plastic are able to block out oxygen, carbon dioxide, and moisture from spoiling fresh meats and other foods.

Automobiles and Aeronautics

Nanoscale powders and nanoparticles will be able to enhance the physical properties of automobile, aircraft, watercraft, trains, and spacecraft. Planes, trains, and automobiles will be lighter, faster, and more fuel-efficient and constructed of lighter, stronger materials. Some of these lightweight materials will include aluminum bodies for automobiles, brake systems for high-speed trains, and quieter aircraft engines.

The stronger, lighter materials will help in energy efficiency and reducing mass and weight of finished products.

Medical Applications

Many medical procedures could be handled by nanomachines that rebuild arteries, rebuild bones, and reinforce bones. In cancer nanotechnology research, scientists are testing and experimenting with new ideas to diagnose, treat, and prevent cancer in the future. One research medical team is using nanoshells to target cancer cells.

Nanoshells are hollow silica spheres covered with gold. In animal testing, Naomi Halas's research team at Rice University directed infrared radiation through tissue and onto the shells, causing the gold to superheat and destroy tumor cells while leaving healthy ones intact. Human clinical trials using gold nanoshells are slated to begin within a few years.

Another cancer research team has shown that the targeted gold nanoparticles combined with lasers can kill oral cancer cells. Oral cancer is any cancerous tissue growth located in the mouth. Smoking and other tobacco use are associated with 70–80 percent of oral cancer cases. Thirty thousand Americans will be diagnosed with oral or pharyngeal cancer this year. See Chapter 5 for more information about the medical field.

Lab-on-a-Chip

In other nano medical news, researchers are studying lab-on-a-chip technology. Lab-on-a-chip technology consists of a portable handheld device containing a simple computer chip that can diagnose and monitor the medical conditions of a patient. As an example, a tiny sample of blood placed on the device could diagnose if the patient is diabetic. The lab-on-a-chip could be used for

commercial, medical diagnostic applications, such as an in-office test for strep throat, or modern in-home pregnancy tests. NASA has customized lab-on-a-chip technology to protect future space explorers. The lab-on-a-chip would be used to monitor the health of the crew by detecting contaminants in the spacecraft.

Nanotechnology in Business

The National Science Foundation predicts that the global marketplace for goods and services using nanotechnologies will grow to $1 trillion by 2015. The United States invests approximately $3 billion annually in nanotechnology research and development. This dollar figure accounts for approximately one-third of the total public and private sector investments worldwide.

The range of possibilities of nanotechnology-manufactured products from electronics to communications, aerospace, medicine, energy, construction, and consumer goods is almost limitless. More than one-half of the major corporations that are in the stock market are in the nanotechnology business now or will be in the future.

By 2014, some $2.6 trillion in manufactured goods could contain nanotechnologies, according to a research group that tracks the industry. The researchers also estimated that about a little over 1,000 companies have claimed to be working in a field that is related in some way to nanotechnology. In addition, the researchers also indicated that there are 1,500 companies that are exploring nanotechnology options.

Conclusion

Nanochemistry as an important part of nanoscience is divided into several separate directions. A traditional approach allows separate consideration of fundamental and applied directions. However, nowadays, the progress in fundamental scientific research virtually removes the boundaries and shortens the time between discovery of a new phenomenon and its practical application. Fundamental studies should be aimed at solving the definite problems of practice. At the same time, it is quite clear that concrete applied studies are impossible without serious, in-depth, purely scientific investigations. The origination and development of nanoscience and nanochemistry as its most important component reflects the contemporary development of natural science. A special place in nanochemistry belongs to particles involved in the realization of various biological processes. The major direction of nanochemistry has been transferred to the field of nanobiology and nanomedicine. Such studies are associated with the problems of nutrition, environmental control, health, and life interval. The use of semiconductor quantum dots for labeling cells, tissues, bacteria, and viruses has actively developed. The studies on the transferring of nanosystems from organic media to aqueous solutions, the transforming of hydrophobic nanoparticles into hydrophilic ones, and using enzymes and other biomolecules as natural nanoreactors have gained wide acceptance. It is most important to elaborate new methods for building assemblies involving both biomolecules and inorganic materials. When using nanoparticles in biology and medicine, special attention should be paid to the problems of safety because of the possible toxicity of applied materials and to the yet incompletely clear trends in the fundamental properties of particles, associated with the decrease in their size. Nanochemistry plays the key role in realizing such processes, solving the problems of coassembling and self-assembling, and understanding the linkage between life sciences and material sciences.

References

1. Nanochemistry: G.B. Sergeev
2. Nanotechnology 101: John Mongillo

Best Motivational Messages for Students

Mridul Mollah
Roll : 41837, Twelve (Business Studies)

Everyday I do my work with great enthusiasm. But sometimes I feel my energy level down and become frustrated. I cannot concentrate on my work and feel demotivated. It has not happened only to you or me; most people are undergoing through this situation. In this age, we are taking part in a race. We race for money fast, job fast, but we do not know what the end point is. Just we have to compete with others at any cost.

This is the main motive of everyone. And we become associated with stress, health problems, unfulfilled targets etc.

This frustration permeates if you are not getting success in your work due to illness or overwork. So, I am going to mention the best motivational speeches for students to come out of this frustration and stay motivated. They will be really helpful to you and if you follow rules your life will be changed.

Messages

* I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made the fall. Maya Angelou

* It is fine. So, celebrate success, but it is important to head the lessons of failure

– Bill Gates

* One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man. Albert Hubbard

* You are never a loser until you quite try. Mike Ditka

* Your time is limited. So, don't waste it living someone else's life. Steve Jobs

* Donot count the days, make the days count. Mohammad Ali

* The best way to predict your future is to create it. Abraham Lincoln

* Failure defeats losers, but inspires winners. Robert T Kiyosaki

* Pleasure in the job puts perfection in the work. Aristotle

* Nothing is impossible, the word itself says,"I am at the possible point." Audray Hepburn

* Honesty is a very expensive gift. Don't expect it from cheap people. Warren Buffett

* Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Mother Teresa

* A person who never made a mistake never tried anything new. Albert Einstein

* Mistakes are always forgivable, but one has to have courage to admit them. Bruce Lee

* First, think. Second, believe. Third, dream and finally dare. Walt Disney

শিক্ষার্থী পরিচিতি

একাদশ শ্রেণী

প্রগতি

২০১৯

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা, একাদশ শ্রেণী, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০

সায়মা ৪২০৩৬	ছায়মা ৪২০৩৭	মৌমিতা ৪২০৩৮	আলভীয়া ৪২০৩৯	নিসা ৪২০৪০	আফরোজ ৪২০৪১	ফাহমিদা ৪২০৪২

দিঘী ৪২০৪৩	আদিবা ৪২০৪৪	ইকরা ৪২০৪৫	মুক্তা ৪২০৪৬	সাবরিনা ৪২০৪৭	লামিয়া ৪২০৪৮	সায়েমা ৪২০৪৯

রুপালী ৪২০৫০	তাজ ৪২০৫১	তুহি ৪২০৫২	সায়েমা ৪২০৫৩	মরিয়ম ৪২০৫৪	সানজিদা ৪২০৫৫	জান্নাতুল ৪২০৫৬

তুশি ৪২০৫৭	জান্নাতুল ৪২০৫৮	সামজানা ৪২০৫৯	তাসনিম ৪২০৬০	আফরোজা ৪২০৬১	ইসরাত ৪২০৬২	জয়েশ্রী ৪২০৬৩

তাহমিনা ৪২০৬৪	মরিয়ম ৪২০৬৫	নাফিসা ৪২০৬৬	জহুরা ৪২০৬৭	তানহা ৪২০৬৮	হাবিবা ৪২০৬৯	মিম ৪২০৭০

রিজা ৪২০৭১	তাসপিয়া ৪২০৭২	তানজিনা ৪২০৭৩	জুবাইদা ৪২০৭৪	মারজিয়াহ ৪২০৭৫	আনিকা ৪২০৭৬	মাহবুবা ৪২০৭৭

ফারিহা ৪২০৭৮	সাফা ৪২০৭৯	আফসানা ৪২০৮০	মুমতাহিনা ৪২০৮২	সাজমিন ৪২০৮৩	তামান্না ৪২০৮৪	আফসানা ৪২০৮৫

স্নিগ্ধা ৪২০৮৬	আনজুম ৪২০৮৭	জুলি ৪২০৮৮	ইকরা ৪২০৮৯	সুফিয়া ৪২০৯০	ফাতিহা ৪২০৯১	নাবিলা ৪২০৯২

ইমু ৪২০৯৩	সুমাইয়া ৪২০৯৪	সাদিয়া ৪২০৯৫	মনিসা ৪২০৯৬	ফারিয়া ৪২০৯৭	লাবনী ৪২০৯৮	সেতু ৪২০৯৯

সুমাইয়া ৪২১০০	জুবহিদাহ্ ৪২১০১	নওরিন ৪২১০৩	তামান্না ৪২১০৪	নুসরাত ৪২১০৫	ফাতেমা ৪২১০৬	ইসরাত ৪২১০৭

মিম ৪২১০৮	সাদিয়া ৪২১০৯	ধারা ৪২১১০	নিতু ৪২১১১	খাদিজা ৪২১১২	মিতু ৪২১১৩	শাপলা ৪২১১৪

আয়শা ৪২১১৫	সুমাইয়া ৪২১১৬	আনিসা ৪২১১৭	ফাতেমা ৪২১১৮	সাদিয়া ৪২১১৯	আফরোজা ৪২১২০	বিথি ৪২১২১

মিথিলা ৪২১২২	ফারজানা ৪২১২৩	তাবাচ্ছুম ৪২১২৪	তানজিয়া ৪২১২৫	সাবরিনা ৪২১২৬	ফারিয়া ৪২১২৭	রাহিবা ৪২১২৮

রুপা ৪২১২৯	নাজিয়া ৪২১৩০	সাম্মি ৪২১৩২	নুশরাত ৪২১৩৩	মেহরুন ৪২১৩৪	সাদিয়া ৪২১৩৫	ফাতেমা ৪২১৩৬

শামসুন্নাহার	মৌলিসা	সুমাইয়া	রত্না	মিথিলা	মুনতাহা	রাইমা
৪২১৩৭	৪২১৩৮	৪২১৩৯	৪২১৪০	৪২১৪১	৪২১৪২	৪২১৪৩

তানসুভা	লুবনা	ফাতেমা	সর্না	নাদিয়া	নাফিসা	ফারজানা
৪২১৪৪	৪২১৪৫	৪২১৪৬	৪২১৪৭	৪২১৪৮	৪২১৪৯	৪২১৫০

হুমায়রা	তাহেরা	ফারজানা	দিশা	হিমা	মালিহা	উপমা
৪২১৫১	৪২১৫২	৪২১৫৩	৪২১৫৪	৪২১৫৫	৪২১৫৬	৪২১৫৭

আনিশা	রাফিজা	নুরেনজাহান	স্পন্দিতা	রাইসা	নিশাত	মুন্নি
৪২১৫৮	৪২১৫৯	৪২১৬০	৪২১৬১	৪২১৬২	৪২১৬৩	৪২১৬৪

তাসফিয়া	মনীষা	তৃষ্টি	নুসরাত	অর্পা	মিম	লায়লা
৪২১৬৫	৪২১৬৬	৪২১৬৭	৪২১৬৮	৪২১৬৯	৪২১৭০	৪২১৭১

রোজা	কানিজ	জারিন	সিনথিয়া	প্রমি	জিম	আফিফা
৪২১৭২	৪২১৭৩	৪২১৭৪	৪২১৭৫	৪২১৭৬	৪২১৭৭	৪২১৭৮

সামিয়া	সামিয়া	তামিম	তানিয়া	বৃষ্টি	সাবরিন	মাহিমা
৪২১৭৯	৪২১৮০	৪২১৮১	৪২১৮২	৪২১৮৩	৪২১৮৪	৪২১৮৫

সুমাইয়া ৪২১৮৬	জিনিয়া ৪২১৮৭	ফারদিনা ৪২১৮৮	এশা ৪২১৮৯	ইশতাপমী ৪২১৯০	অর্নি ৪২১৯১	সায়মা ৪২১৯২

তাসনিয়া ৪২১৯৩	মাহমুদা ৪২১৯৪	রাবেয়া ৪২১৯৫	সাদিয়া ৪২১৯৭	নুসরাত ৪২১৯৮	সাদিয়া ৪২১৯৯	ফারহানা ৪২২০০

অন্তরা ৪২২০১	লাবন্য ৪২২০২	অমিহা ৪২২০৩	সানজিদা ৪২২০৪	মাহিনূর ৪২২০৫	শাহিনুর ৪২২০৬	হেনা ৪২২০৭

ইসরাত ৪২২০৮	সুমাইয়া ৪২২০৯	মাহজাবীন ৪২২১০	নুসরাত ৪২২১১	রুবাইয়া ৪২২১২	মিথিলা ৪২২১৩	নিশাত ৪২২১৪

জান্নাতুল ৪২২১৫	তাছিন ৪২২১৬	তাহিরা ৪২২১৭	তন্নি ৪২২১৮	মীম ৪২২১৯	মিমু ৪২২২০	মাইমুনা ৪২২২১

জাকিয়া ৪২২২২	টুম্পা ৪২২২৩	তানজু ৪২২২৪	তাসনিম ৪২২২৫	তাসনিন ৪২২২৬	ইসরাত ৪২২২৭	ফারজানা ৪২২২৯

রিপা ৪২২৩০	নিতু ৪২২৩১	আধীরা ৪২২৩২	রোজা ৪২২৩৩	বিথী ৪২২৩৪	ফারিয়া ৪২২৩৫	ইফফাত ৪২২৩৬

মিম	সাবিহা	আঁচল	টিনা	সাবরীন	শারমিন	মরিয়ম
৪২২৩৭	৪২২৩৮	৪২২৩৯	৪২২৪০	৪২২৪১	৪২২৪২	৪২২৪৩

সিজা	মারদিয়া	সুলতানা	সাদিয়া	তাসনিয়া	সানজিদা	জারিন
৪২২৪৪	৪২২৪৫	৪২২৪৬	৪২২৪৭	৪২২৪৮	৪২২৪৯	৪২২৫০

ইলমা	তানহা	আনজুমান	খুশি	আফসানা	সামিরা	ফারিহা
৪২২৫১	৪২২৫২	৪২২৫৩	৪২২৫৪	৪২২৫৫	৪২২৫৬	৪২২৫৭

রাইসা	জারিন	রুবাইদা	নাওয়ার	বুশরা	আফরোজা	লামিয়া
৪২২৫৮	৪২২৫৯	৪২২৬০	৪২২৬১	৪২২৬২	৪২২৬৩	৪২২৬৪

নিউরন	আলিফা	নাফিসা	উষা	বৃষ্টি	ইলমা	নাসনিয়া
৪২২৬৫	৪২২৬৬	৪২২৬৭	৪২২৬৮	৪২২৬৯	৪২২৭০	৪২২৭১

তামান্না	সুমনা	সালমা	ইসরাত	সুমাইয়া	নুসরাত	ফারহানা
৪২২৭২	৪২২৭৩	৪২২৭৪	৪২২৭৫	৪২২৭৬	৪২২৭৭	৪২২৭৮

সুবায়েতা	ফাতেমা	নাইমা	সাইরা	খাদিজা	সিলভিয়া	জান্নাতি
৪২২৭৯	৪২২৮০	৪২২৮১	৪২২৮২	৪২২৮৩	৪২২৮৪	৪২২৮৫

জান্নাতুল	মালিহা	নীতু	মেহজাবিন	জয়নব	তন্নি	সুমাইয়া
৪২২৮৬	৪২২৮৭	৪২২৮৮	৪২২৮৯	৪২২৯০	৪২২৯১	৪২২৯২

ইফ্ফাত	আফনান	পৃথিলা	শামিমা	মেহজাবিন	মিম	তন্বী
৪২২৯৩	৪২২৯৪	৪২২৯৬	৪২২৯৭	৪২২৯৮	৪২২৯৯	৪২৩০০

ফারজানা	ফাহমিদা	প্রিয়া	আখি	সায়মা	সাদিয়া	মৃদুলা
৪২৩০১	৪২৩০২	৪২৩০৩	৪২৩০৪	৪২৩০৫	৪২৩০৬	৪২৩০৭

রাহি	মিম	তায়েবা	ফাওজিয়া	ফাতেমা	আফরোজ	সায়মা
৪২৩০৮	৪২৩০৯	৪২৩১০	৪২৩১১	৪২৩১৩	৪২৩১৪	৪২৩১৫

ফাহিমা	জান্নাতুল	ফারহানা	মমতাজ	সামিয়া	রাবিতা	জান্নাতুল
৪২৩১৬	৪২৩১৭	৪২৩১৮	৪২৩১৯	৪২৩২০	৪২৩২১	৪২৩২২

জাকিয়া	ইরিন	নাফিজা	দোলা	ফাইজা	সামিয়া	আয়শা
৪২৩২৩	৪২৩২৪	৪২৩২৫	৪২৩২৬	৪২৩২৭	৪২৩২৮	৪২৩২৯

জাফরিন	সানজিদা	রিফাহ	শামিমা	তাবাসসুম	লামিছা	সুজানা
৪২৩৩০	৪২৩৩১	৪২৩৩২	৪২৩৩৩	৪২৩৩৪	৪২৩৩৫	৪২৩৩৬

সামিয়া	মাজেদা	সুমাইয়া	শিল্পা	সাদিয়া	আমরিন	মাহমুদা
৪২৩৩৭	৪২৩৩৮	৪২৩৩৯	৪২৩৪০	৪২৩৪১	৪২৩৪২	৪২৩৪৩

সায়মা	নুজাত	সামিয়া	মমতা	জেসিকা	খাদিজা	আইরিন
৪২৩৪৪	৪২৩৪৫	৪২৩৪৬	৪২৩৪৭	৪২৩৪৮	৪২৩৪৯	৪২৩৫১

তানিয়া	হুমায়রা	সানজিদা	শান্তা	আবিদা	ফারহানা	রুপালী
৪২৩৫২	৪২৩৫৩	৪২৩৫৪	৪২৩৫৫	৪২৩৫৬	৪২৩৫৭	৪২৩৫৮

তাহমিনা	সুমনা	নিঝুম	সাবরিনা	জান্নাত	সুস্মিতা	নাহিয়ান
৪২৩৫৯	৪২৩৬০	৪২৩৬১	৪২৩৬২	৪২৩৬৩	৪২৩৬৪	৪২৩৬৫

আলিশা	নাফিসা	মুনিয়া	উর্মি	কানিজ	ওহি	সিনথীয়া
৪২৩৬৬	৪২৩৬৭	৪২৩৬৮	৪২৩৬৯	৪২৩৭০	৪২৩৭১	৪২৩৭২

জিনাত	সুমাইয়া	মিম	ফারহানা	নাফিসা	তাসনিম	ইশরাত
৪২৩৭৩	৪২৩৭৪	৪২৩৭৫	৪২৩৭৬	৪২৩৭৭	৪২৩৭৮	৪২৩৭৯

সাদিকা	মারিয়া	ইশরাত	সামিরা	শামিম	নুসরাত	রিমু
৪২৩৮০	৪২৩৮১	৪২৩৮২	৪২৩৮৩	৪২৩৮৪	৪২৩৮৫	৪২৩৮৬

মায়শা ৪২৩৮৭ | তানজিলা ৪২৩৮৮ | ফাহিমা ৪২৩৮৯ | বিদয়ানা ৪২৩৯০ | রেহনুমা ৪২৩৯১ | আনাদি ৪২৩৯২ | সাবিহা ৪২৩৯৩

তুবা ৪২৩৯৪ | রিতা ৪২৩৯৫ | লাবনী ৪২৩৯৬ | আফসানী ৪২৩৯৭ | মরিয়ম ৪২৩৯৮ | আইরিনা ৪২৩৯৯ | জান্নাতুল ৪২৪০০

নুসরাত ৪২৪০১ | ফাহমিদা ৪২৪০২ | সুরাইয়া ৪২৪০৩ | ফারহানা ৪২৪০৪ | নওশিন ৪২৪০৫ | আদিবা ৪২৪০৬ | মিম ৪২৪০৭

নুরুননাহার ৪২৪০৯ | সুবর্ণা ৪২৪১০ | জেরিন ৪২৪১১ | মেহরুন্নেছা ৪২৪১২ | মিতু ৪২৪১৩ | জান্নাতুল ৪২৪১৪ | জান্নাত ৪২৪১৫

মারিয়া ৪২৪১৬ | বিথি ৪২৪১৭ | সর্ণা ৪২৪১৮ | লিমা ৪২৪১৯ | আফরিনা ৪২৪২০ | মিতু ৪২৪২১ | ফাইজা ৪২৪২২

সাইমা ৪২৪২৩ | পারিশা ৪২৪২৪ | সুমাইয়া ৪২৪২৫ | ইশিকা ৪২৪২৬ | জান্নাত ৪২৪২৭ | খালেদা ৪২৪২৮ | লুবনা ৪২৪২৯

তৃপ্তি ৪২৪৩০ | সামিয়া ৪২৪৩১ | সামিরা ৪২৪৩২ | নূহা ৪২৪৩৩ | রিতু ৪২৪৩৪ | সুমাইয়া ৪২৪৩৫ | রুবাইয়া ৪২৪৩৬

পপি	হাফসা	নুসরাত	সুমাইয়া	তানজিলা	সাদিয়া	নুসাইবা
৪২৪৩৭	৪২৪৩৮	৪২৪৩৯	৪২৪৪০	৪২৪৪১	৪২৪৪২	৪২৪৪৩

তানজিলা	সালমা	রিফা	ফারিয়া	তামান্না	দিবা	জান্নাতুল
৪২৪৪৪	৪২৪৪৫	৪২৪৪৬	৪২৪৪৭	৪২৪৪৮	৪২৪৪৯	৪২৪৫০

সামান্তা	জিম	লিলি	মারজিয়া	হৃদিতা	সাদিয়া	কাকলি
৪২৪৫১	৪২৪৫২	৪২৪৫৩	৪২৪৫৪	৪২৪৫৬	৪২৪৫৭	৪২৪৫৮

তাজরিয়ান	ফাতেমা	আরাফী	রিতু	নিলা	খাদিজা	আনিকা
৪২৪৫৯	৪২৪৬০	৪২৪৬১	৪২৪৬২	৪২৪৬৩	৪২৪৬৪	৪২৪৬৫

ফাহ্‌মিদা	হুমায়েরা	মিথিলা	সাদিয়া	সিনেড্রলা	রাহিমা	শার্লী
৪২৪৬৬	৪২৪৬৭	৪২৪৬৮	৪২৬০১	৪২৬০২	৪২৬০৩	৪২৬০৪

রিফাহ্	রাদিয়া	রওশন	বুশরা	তাহসিন	মাহি	লিথি
৪২৬০৬	৪২৬০৭	৪২৬০৮	৪২৬০৯	৪২৬১০	৪২৬১১	৪২৬১২

সামিয়া	সারাহ্	মাহপারা	প্রিন্স	সাফওয়ান	ফায়েজ	ইসমাম
৪২৬১৩	৪২৬১৫	৪২৬১৬	৪২৬৪৯	৪২৬৫০	৪২৬৫১	৪২৬৫২

রাইয়ান	নিলয়	আমান	আরশ	রাফিন	ওয়াসি	মুগ্ধ
৪২৬৫৩	৪২৬৫৪	৪২৬৫৬	৪২৬৫৭	৪২৬৫৮	৪২৬৫৯	৪২৬৬০

সাফায়েত	সাহিল	মানজাত	ফারদিন	নিহাল	রাজ	মনিম
৪২৬৬১	৪২৬৬২	৪২৬৬৩	৪২৬৬৪	৪২৬৬৫	৪২৬৬৬	৪২৬৬৭

সাদমান	নাভিদ	......	রাকীন	আবিদ	এমদাদ	আদিব
৪২৬৬৮	৪২৬৬৯	৪২৬৭০	৪২৬৭১	৪২৬৭২	৪২৬৭৩	৪২৬৭৪

শাফিন	তামীম	সাদমান	কনক	আদীব	সফওয়ান	রাফসান
৪২৬৭৫	৪২৬৭৬	৪২৬৭৭	৪২৬৭৮	৪২৬৭৯	৪২৬৮০	৪২৬৮১

ফাইজুর	ইউসুফ	দিসান	দিহান	শাহ্‌রিয়ার	নাফীস	আহ্‌নাফ
৪২৬৮২	৪২৬৮৩	৪২৬৮৪	৪২৬৮৫	৪২৬৮৬	৪২৬৮৯	৪২৬৯০

রিফাত	বার্নি	সাকিব	আলভী	মুকুল	হৃদয়	আলভী
৪২৬৯১	৪২৬৯২	৪২৬৯৩	৪২৬৯৪	৪২৬৯৫	৪২৬৯৬	৪২৬৯৮

সিয়াম	সিয়াম	সাহেদ	সাইফুল	রবিন	আশরাফুল	অংশ
৪২৭০১	৪২৭০২	৪২৭০৪	৪২৭০৫	৪২৭০৬	৪২৭০৭	৪২৭০৮

আজমাইন	সাদমান	সিফাত	অনিক	শুভ	ইয়াসিন	রিকেল
৪২৭১১	৪২৭১২	৪২৭১৩	৪২৭১৪	৪২৭১৫	৪২৭১৬	৪২৭১৭

ইউনুস	তানভীর	রাফিন	জায়েদ	সায়েম	রাশেদুজ্জামান	আলিফ
৪২৭১৮	৪২৭১৯	৪২৭২০	৪২৭২১	৪২৭২২	৪২৭২৩	৪২৭২৪

জিসান	উদয়	আবুল	সাদিদ	রোমিও	আনমার	তারিফ
৪২৭২৫	৪২৭২৬	৪২৭২৭	৪২৭২৮	৪২৭২৯	৪২৭৩০	৪২৭৩১

সোয়েব	সামি	আহনাফ	মাহফুজুর	সাকিব	মইনুল	সামি
৪২৭৩৩	৪২৭৩৪	৪২৭৩৫	৪২৭৩৬	৪২৭৩৮	৪২৭৩৯	৪২৭৪০

দিগন্ত	রিফাত	মেহেদী	তানভীর	ইমরান	নাজমুল	ফারহানুল
৪২৭৪১	৪২৭৪২	৪২৭৪৩	৪২৭৪৪	৪২৭৪৫	৪২৭৪৬	৪২৭৪৭

শাহাদাত	সুলতানুল	আব্দুল্লাহ	সাকিবুর	রোকন	নাজমুল	আল-আমিন
৪২৭৪৮	৪২৭৪৯	৪২৭৫০	৪২৭৫১	৪২৭৫২	৪২৭৫৩	৪২৭৫৪

আনোয়ার	আশরাফুল	শুভ	রাকিব	নিবিড়	হাসিব	মাইনুল
৪২৭৫৫	৪২৭৫৬	৪২৭৫৭	৪২৭৫৮	৪২৭৬০	৪২৭৬১	৪২৭৬২

মেহরাব	কায়েস	তন্ময়	সামির	আব্দুল্লাহ	শিমুল	মেহেদী
৪২৭৬৩	৪২৭৬৪	৪২৭৬৫	৪২৭৬৬	৪২৭৬৭	৪২৭৬৮	৪২৭৬৯

ইমরান	তৌহিদুল	ইমদাদুল	ইসফাক	খোরশেদ	অনিক	জহিরুল
৪২৭৭১	৪২৭৭৩	৪২৭৭৪	৪২৭৭৫	৪২৭৭৬	৪২৭৭৭	৪২৭৭৮

ছরওয়ার	রাতুল	তালহা	মুরসালিন	রুবাইয়াত	টিপু	আসিফ
৪২৭৭৯	৪২৭৮০	৪২৭৮১	৪২৭৮২	৪২৭৮৩	৪২৭৮৪	৪২৭৮৫

তাওফীক	জাহিদ	সিয়াম	ইফতি	তায়্যীব	আসিফ	মাহিদুল
৪২৭৮৬	৪২৭৮৭	৪২৭৮৮	৪২৭৯০	৪২৭৯১	৪২৭৯২	৪২৭৯৩

ফাহিম	তানজিল	রাকিব	আসাদুল	সিয়াম	শান্ত	প্রান্ত
৪২৭৯৪	৪২৭৯৫	৪২৭৯৬	৪২৭৯৭	৪২৭৯৮	৪২৭৯৯	৪২৮০০

সাজিদ	আবদুল্লাহ	রাফিকুল	নাহিয়ান	সাজিদ	মুরছালিন	অনিক
৪২৮০১	৪২৮০২	৪২৮০৩	৪২৮০৫	৪২৮০৬	৪২৮০৭	৪২৮০৮

হৃদয়	মাহমুদুল	রিফাত	রায়হান	তানিজ	লিকু	মুন্সী
৪২৮০৯	৪২৮১০	৪২৮১১	৪২৮১২	৪২৮১৩	৪২৮১৪	৪২৮১৫

খোকন	দুর্জয়	আল-আমিন	মাহিন	শিব্বীর	ছালছাবিল	সিয়াম
৪২৮১৬	৪২৮১৭	৪২৮১৮	৪২৮২০	৪২৮২১	৪২৮২২	৪২৮২৩

হাসান	সোহাগ	মারুফ	মেহেদি	সাঈদ	ফাহিম	সাক্বীফ
৪২৮২৪	৪২৮২৫	৪২৮২৭	৪২৮২৮	৪২৮২৯	৪২৮৩০	৪২৮৩১

তানভীর	হিমেল	আমিন	মাজহারুল	ফয়সাল	গনি	ফিরোজ
৪২৮৩২	৪২৮৩৩	৪২৮৩৪	৪২৮৩৫	৪২৮৩৬	৪২৮৩৭	৪২৮৩৮

মাসুদ	সৌরভ	ফাহিম	আরিফ	ওয়াহিদুল	অনিক	ফাহিম
৪২৮৩৯	৪২৮৪০	৪২৮৪১	৪২৮৪২	৪২৮৪৩	৪২৮৪৪	৪২৮৪৫

রুহান	তানজিম	সিমি	সাজ্জাদ	তৌকির	ভৌমিক	আরাফাত
৪২৮৪৬	৪২৮৪৭	৪২৮৪৮	৪২৮৪৯	৪২৮৫০	৪২৮৫১	৪২৮৫২

মেজবা	সিয়াম	সৌরভ	তাহসিন	রায়হান	হাসিবুর	জয়নাল
৪২৮৫৩	৪২৮৫৪	৪২৮৫৫	৪২৮৫৬	৪২৮৫৭	৪২৮৫৮	৪২৮৫৯

শারবিল	আব্দুল্লাহ	অর্নব	রিফাত	ইমরান	চিন্ময়	শামসুল
৪২৮৬০	৪২৮৬১	৪২৮৬২	৪২৮৬৩	৪২৮৬৪	৪২৮৬৫	৪২৮৬৬

আরিয়ান ৪২৮৬৭	রিদয় ৪২৮৬৮	ফারহান ৪২৮৬৯	রাকিব ৪২৮৭০	তারেক ৪২৮৭১	মোবিন ৪২৮৭২	নাবিল ৪২৮৭৩

সাকিব ৪২৮৭৪	নাঈম ৪২৮৭৫	শোভন ৪২৮৭৬	ফারহান ৪২৮৭৭	শুভ ৪২৮৭৮	মুবাশ্বিরুল ৪২৮৭৯	জাহিদ ৪২৮৮০

রাকিবুল ৪২৮৮১	মুবিন ৪২৮৮২	আফিফ ৪২৮৮৩	শামস ৪২৮৮৪	শাকিল ৪২৮৮৫	নিয়াজ ৪২৮৮৬	সাজ্জাদ ৪২৮৮৭

নাঈম ৪২৮৮৮	রেদওয়ান ৪২৮৮৯	ফারদিন ৪২৮৯০	তাসদিকুল ৪২৮৯১	মাহমুদুল ৪২৮৯২	সাদমান ৪২৮৯৩	সাজিদ ৪২৮৯৪

আরিফ ৪২৮৯৫	জোবায়ের ৪২৮৯৬	আব্দুল্লাহ ৪২৮৯৭	ওয়ালিউল্লাহ ৪২৮৯৮	ফেরদৌস ৪২৮৯৯	রাজিন ৪২৯০০	মুহিদ ৪২৯০১

তমাল ৪২৯০২	জিয়ন ৪২৯০৩	ইমন ৪২৯০৪	তানভীর ৪২৯০৫	সাগর ৪২৯০৬	অকিত ৪২৯০৭	মেহেদী ৪২৯০৮

সাইফ ৪২৯০৯	দ্বিপ ৪২৯১০	তৌফিক ৪২৯১১	সাওন ৪২৯১২	শারফিন ৪২৯১৩	আদিব ৪২৯১৪	রাশাদ ৪২৯১৫

মুসফিক ৪২৯১৬	জিসান ৪২৯১৭	মাসুদ ৪২৯১৮	সরফরাজ ৪২৯১৯	মিরাজুল ৪২৯২০	রাকিব ৪২৯২১	রাফিদ ৪২৯২২

মিনহাজুল ৪২৯২৩	আহনাফ ৪২৯২৪	সাদমান ৪২৯২৫	আল-আমিন ৪২৯২৬	ফাইয়াজ ৪২৯২৭	সিজান ৪২৯২৮	সিহাব ৪২৯২৯

সাকিব ৪২৯৩০	মেহেদী ৪২৯৩১	ফাহাদ ৪২৯৩২	মারুফ ৪২৯৩৩	আমির ৪২৯৩৪	ফারদিন ৪২৯৩৫	রাকিবুল ৪২৯৩৬

রাজিব ৪২৯৩৭	সাজিদুর ৪২৯৩৮	ইসমাইল ৪২৯৩৯	আমিরুল ৪২৯৪০	ইমাম ৪২৯৪১	তানভী ৪২৯৪২	সিহাব ৪২৯৪৩

ফাহাদ ৪২৯৪৪	জাহিদুল ৪২৯৪৫	শিহার ৪২৯৪৬	সম্রাট ৪২৯৪৭	আশিক ৪২৯৪৮	নজরুল ৪২৯৪৯	শাহাত ৪২৯৫০

রাগিব ৪২৯৫১	নাফি ৪২৯৫২	সাফি ৪২৯৫৩	ফিনে ৪২৯৫৪	বিপ্লব ৪২৯৫৫	মুস্তাফিজুর ৪২৯৫৬	সাইফ ৪২৯৫৭

ইরফান ৪২৯৫৮	ফাহিম ৪২৯৫৯	ইমন ৪২৯৬০	মাহবুব ৪২৯৬১	সঙ্গিত ৪২৯৬২	নাহিয়ান ৪২৯৬৩	অপরাহ্ন ৪২৯৬৪

সাদমান ৪২৯৬৫	সাখের ৪২৯৬৬	হাফিজুর ৪২৯৬৭	সিজান ৪২৯৬৮	মাহফেল ৪২৯৬৯	জারিফ ৪২৯৭১	শামীম ৪২৯৭২
মাহিনুল ৪২৯৭৩	আকাশ ৪২৯৭৪	নূর নবী ৪২৯৭৫	সাদমান ৪২৯৭৬	সিজান ৪২৯৭৭	হাসান ৪২৯৭৮	ইনতিয়াজ ৪২৯৭৯
জুবায়ের ৪২৯৮০	আরাফাত ৪২৯৮১	চয়ন ৪২৯৮২	ফারদিন ৪২৯৮৩	হৃদয় ৪২৯৮৪	সাকিব ৪২৯৮৫	আবরার ৪২৯৮৬
ফাহরিয়াজ ৪২৯৮৭	ইয়ামিন ৪২৯৮৮	উৎপল ৪২৯৮৯	তানভীর ৪২৯৯০	ফাহাদ ৪২৯৯১	তানজিল ৪২৯৯২	পারভেজ ৪২৯৯৩
কাইফ ৪২৯৯৪	আসিফুর ৪২৯৯৫	আলভী ৪২৯৯৬	আদনান ৪২৯৯৭	রাদিত ৪২৯৯৮	আরাফাত ৪২৯৯৯	রাইয়ান ৪৩০০০
আজিজুল ৪৩০০১	সুপ্ত ৪৩০০২	সুদিপ্ত ৪৩০০৩	মেরাজ ৪৩০০৪	রবিউল ৪৩০০৬	রাহাত ৪৩০০৭	তাহসিন ৪৩০০৮
তানবিন ৪৩০০৯	ওসমান ৪৩০১০	ইমরান ৪৩০১১	বেলাল ৪৩০১২	বিশাল ৪৩০১৩	মোবিন ৪৩০১৪	কায়েস ৪৩০১৫

আল-আমিন	রাহাত	ফাহিম	আজমাইন	শোভন	সিয়াম	আরেফীন
৪৩০১৬	৪৩০১৭	৪৩০১৮	৪৩০২০	৪৩০২১	৪৩০২২	৪৩০২৩

ফয়সাল	জুনায়েদ	আরিয়ান	মুনতাসির	আশিক	সাদ	রেদোয়ান
৪৩০২৪	৪৩০২৫	৪৩০২৬	৪৩০২৭	৪৩০২৯	৪৩০৩০	৪৩০৩১

মাহমুদ	রাকিব	যোবায়ের	রুবায়েদ	ইফতি	জাকারিয়া	রাতুল
৪৩০৩২	৪৩০৩৩	৪৩০৩৪	৪৩০৩৫	৪৩০৩৬	৪৩০৩৭	৪৩০৩৮

ইমরান	ইকবাল	সাদ	ইউসুফ	নাইমুর	তানসেন	রিফান
৪৩০৩৯	৪৩০৪০	৪৩০৪১	৪৩০৪২	৪৩০৪৩	৪৩০৪৪	৪৩০৪৫

মনিরুল	তৌসিফ	আলিফ	এহতেসামুল	মুশফিক	ফাইয়াজ	শিহাব
৪৩০৪৬	৪৩০৪৭	৪৩০৪৮	৪৩০৪৯	৪৩০৫০	৪৩০৫১	৪৩০৫৩

মাহমুদুল	শাহীন	মাহী	মারুফ	সৃজন	রাফি	সীমান্ত
৪৩০৫৪	৪৩০৫৫	৪৩০৫৬	৪৩০৫৭	৪৩০৫৮	৪৩০৫৯	৪৩০৬০

আশরাফুল	ওয়ালিউর	আরিফ	জিসান	......	শান্ত	রাইসুল
৪৩০৬১	৪৩০৬২	৪৩০৬৩	৪৩০৬৪	৪৩০৬৫	৪৩০৬৬	৪৩০৬৭

চয়ন	সালমান	আনাস	মেহেদী	সাকিব	ইমরান	সিয়াম
৪৩০৬৮	৪৩০৬৯	৪৩০৭০	৪৩০৭১	৪৩০৭২	৪৩০৭৩	৪৩০৭৪

মারুফ	সামিন	জিসান	শুভ	ফাহিম	ইফতেখার	রায়হানুল
৪৩০৭৫	৪৩০৭৬	৪৩০৭৭	৪৩০৭৮	৪৩০৭৯	৪৩০৮০	৪৩০৮১

সাজ্জাদ	ইরফান	শিহাব	বিজয়	আফফান	মারুফ	অনিক
৪৩০৮২	৪৩০৮৩	৪৩০৮৪	৪৩০৮৫	৪৩০৮৬	৪৩০৮৭	৪৩০৮৮

ওয়াসিল	মর্তুজা	ইউনুস	হৃদয়	সিজান	সান	ওয়াহিদুল
৪৩০৮৯	৪৩০৯০	৪৩০৯১	৪৩০৯২	৪৩০৯৩	৪৩০৯৪	৪৩০৯৬

তানভীর	দিব্য	ফাতেআলী	মেহেদী	আরমান	ইউনুস	কাব্য
৪৩০৯৭	৪৩০৯৮	৪৩০৯৯	৪৩১০০	৪৩১০১	৪৩১০২	৪৩১০৩

রাইয়ান	রাফি	তৌফিক	জয়	নাবিল	আসিফ	ওয়াসিউর
৪৩১০৪	৪৩১০৫	৪৩১০৬	৪৩১০৭	৪৩১০৮	৪৩১০৯	৪৩১১০

সাকিব	অপি	শরিফুল	সামির	সাজ্জাদ	শাবাব	ইশান
৪৩১১১	৪৩১১২	৪৩১১৩	৪৩১১৪	৪৩১১৫	৪৩১১৬	৪৩১১৭

ফয়সাল	তানভীর	তানভীর	মেহেদী	আশরাফুল	সিয়াম	রেদোয়ান
৪৩১১৮	৪৩১১৯	৪৩১২০	৪৩১২১	৪৩১২২	৪৩১২৩	৪৩১২৪

প্রান্ত	শান্ত	পার্থ	মুশফিক	শাওন	শ্রাবণ	......
৪৩১২৫	৪৩১২৬	৪৩১২৭	৪৩১২৮	৪৩১২৯	৪৩১৩০	৪৩১৩১

মাহি	মাহিন	আরাফাত	জুবায়ের	রাইসুল	শরিফুল	ফখরুল
৪৩১৩২	৪৩১৩৩	৪৩১৩৪	৪৩১৩৫	৪৩১৩৬	৪৩১৩৭	৪৩১৩৮

আরাফাত	ফজল	ওয়াসিফ	ফার্দিন	মহিবুল	সাজ্জাদ	ইমরান
৪৩১৩৯	৪৩১৪০	৪৩১৪১	৪৩১৪২	৪৩১৪৩	৪৩১৪৪	৪৩১৪৫

সজিব	শাকিল	রোহান	সাদাত	সামির	ফাহিম	তানভীর
৪৩১৪৬	৪৩১৪৭	৪৩১৪৮	৪৩১৪৯	৪৩১৫০	৪৩১৫১	৪৩১৫২

রিফাত	ইসতেয়াক	শাকিব	আদনান	তুষার	ফাহিম	হাসান
৪৩১৫৩	৪৩১৫৪	৪৩১৫৫	৪৩১৫৬	৪৩১৫৭	৪৩১৫৮	৪৩১৫৯

তাওশিফ	রাকিবুল	সিয়াম	ইয়াসিন	বিজয়	জিহাদ	সজিব
৪৩১৬০	৪৩১৬১	৪৩১৬২	৪৩১৬৩	৪৩১৬৪	৪৩১৬৫	৪৩১৬৬

রিফাত	ইভান	সাজিদ	সামিউল	ইফাদ	আকবর	শুভ
৪৩১৬৭	৪৩১৬৮	৪৩১৬৯	৪৩১৭০	৪৩১৭১	৪৩১৭২	৪৩১৭৪

আব্দুল্লাহ	তানভীর	জিহাদ	রফিক	অন্তু	মাহি	আব্দুল্লাহ
৪৩১৭৫	৪৩১৭৬	৪৩১৭৭	৪৩১৭৮	৪৩১৭৯	৪৩১৮০	৪৩১৮১

মেহেদী	নাইম	জুবায়ের	ফয়সাল	মুসা	আনাস	সামিউর
৪৩১৮২	৪৩১৮৩	৪৩১৮৪	৪৩১৮৫	৪৩১৮৬	৪৩১৮৭	৪৩১৮৮

অয়ন	সুপ্রভ	সাকিম	মিনহাজ	মাহিম	মনসুর	আরাফাত
৪৩১৮৯	৪৩১৯০	৪৩১৯১	৪৩১৯২	৪৩১৯৩	৪৩১৯৪	৪৩১৯৫

ফয়সাল	সাজিদ	অনিক	তাসিব	সাজিদ	সৈকত	সাগর
৪৩১৯৬	৪৩১৯৭	৪৩১৯৮	৪৩২০০	৪৩২০১	৪৩২০২	৪৩২০৩

ঋদ্ধ	তাহসিন	আরাফ	তামিম	সিয়াম	অনি	রাফসান
৪৩২০৪	৪৩২০৫	৪৩২০৬	৪৩২০৭	৪৩২০৮	৪৩২০৯	৪৩২১০

ফাহিম	আকাশ	শিশির	তাহির	সাইমন	রাতুল	সোহান
৪৩২১১	৪৩২১২	৪৩২১৩	৪৩২১৪	৪৩২১৫	৪৩২১৬	৪৩২১৯

সিয়াম	রাব্বি	মারুফ	স্বাধীন	নাঈম	ইভান	তাহমিদ
৪৩২২০	৪৩২২১	৪৩২২২	৪৩২২৪	৪৩২২৫	৪৩২২৬	৪৩২২৭

উত্থান	সামি	আবির	মাসফিক	লুতফি	.....	রাব্বি
৪৩২২৮	৪৩২২৯	৪৩২৩০	৪৩২৩১	৪৩২৩২	৪৩২৩৩	৪৩২৩৪

আসিফ	রাহিম	সাওন	রিফাত	রাশিদুল	সাদী	জায়েদ
৪৩২৩৫	৪৩২৩৬	৪৩২৩৭	৪৩২৩৮	৪৩২৩৯	৪৩২৪০	৪৩২৪১

রাব্বি	ইফতি	আমিনুর	এহসান	হাদি	সাকিব	নিনাদ
৪৩২৪২	৪৩২৪৩	৪৩২৪৪	৪৩২৪৫	৪৩২৪৬	৪৩২৪৭	৪৩২৪৯

সিফাত	আরাফাত	সাঈফ	নাফিস	ইফতি	তাএন	রাজন
৪৩২৫১	৪৩২৫২	৪৩২৫৩	৪৩২৫৪	৪৩২৫৫	৪৩২৫৬	৪৩২৫৭

সাকিব	নাজিম	আল-আমিন	তামজিদ	আলভী	ইয়াসির	আদেল
৪৩২৫৮	৪৩২৫৯	৪৩২৬১	৪৩২৬২	৪৩২৬৩	৪৩২৬৪	৪৩২৬৫

রনি	নাইমুল	ইমাম	......	শান্ত	জাহিদ	আনজুম
৪৩২৬৬	৪৩২৬৭	৪৩২৬৮	৪৩২৭০	৪৩২৭১	৪৩২৭২	৪৩২৭৩

মুজাহিদ ৪৩২৭৪	হিমেল ৪৩২৭৫	ইনান ৪৩২৭৬	সৈকত ৪৩২৭৭	সাইফ ৪৩২৭৮	তাহসিন ৪৩২৭৯	জুবায়ের ৪৩২৮০

শিথিল ৪৩২৮১	শান্ত ৪৩২৮২	রাইসুদুল ৪৩২৮৪	সায়েম ৪৩২৮৫	হৃদয় ৪৩২৮৬	সাকিব ৪৩২৮৭	সুজিত ৪৩২৮৮

অভি ৪৩২৮৯	বাঁধন ৪৩২৯০	তুষার ৪৩২৯১	সানজিদ ৪৩২৯২	আসিফ ৪৩২৯৩	আশরাফুল ৪৩২৯৪	ওয়াসিফ ৪৩২৯৫

ফাহিম ৪৩২৯৬	শিমন ৪৩২৯৯	নাইম ৪৩৩০০	আজিম ৪৩৩০১	রুম্মান ৪৩৩০২	তুর্য ৪৩৩০৩	ফারিয়াজ ৪৩৩০৪

মাহমুদুল ৪৩৩০৫	মুশফিক ৪৩৩০৬	আশিফুল ৪৩৩০৭	ইমরান ৪৩৩০৮	ইউসুফ ৪৩৩০৯	আহাদ ৪৩৩১০	শামীম ৪৩৩১১

নাদিমুল ৪৩৩১২	সিয়াম ৪৩৩১৩	এরফান ৪৩৩১৪	আরমান ৪৩৩১৫	আল-আমিন ৪৩৩১৬	এহতেশামুল ৪৩৩১৭	তাহসিন ৪৩৩১৮

রিফাত ৪৩৩১৯	ইফতি ৪৩৩২০	আবির ৪৩৩২১	রাব্বি ৪৩৩২২	তারিক ৪৩৩২৩	রিফাত ৪৩৩২৪	রোহিত ৪৩৩২৫

ফারদীন	আসিফ	নিরব	সাদমান	ইমন	অর্পন	রানা
৪৩৩২৬	৪৩৩২৭	৪৩৩২৮	৪৩৩৩০	৪৩৩৩১	৪৩৩৩২	৪৩৩৩৩

আকাশ	ফাহিম	সাগর	সৈকত	সায়েম	নাহিদ	অর্নব
৪৩৩৩৪	৪৩৩৩৫	৪৩৩৩৬	৪৩৩৩৭	৪৩৩৩৮	৪৩৩৩৯	৪৩৩৪০

তানজিদ	তাহমিদ	ইমরান	আল-আমিন	আব্দুল্লাহ	তৌহিদুল	সৌরভ
৪৩৩৪১	৪৩৩৪৩	৪৩৩৪৪	৪৩৩৪৫	৪৩৩৪৬	৪৩৩৪৭	৪৩৩৪৮

অমি	সান্দীপ	সিয়াম	কাবির	সাইদুল	ইমরান	হাবিব
৪৩৩৪৯	৪৩৩৫০	৪৩৩৫১	৪৩৩৫২	৪৩৩৫৩	৪৩৩৫৪	৪৩৩৫৫

রবিন	রিফাত	আখতারুজ্জামান	ফিরোজ	রাফি	আনাস	আলিফ
৪৩৩৫৬	৪৩৩৫৭	৪৩৩৫৮	৪৩৩৫৯	৪৩৩৬০	৪৩৩৬২	৪৩৩৬৩

মাহবুব	সাকিব	নাইম	নিশাদ	মাহির	হিমেল	রাহি
৪৩৩৬৪	৪৩৩৬৫	৪৩৩৬৬	৪৩৩৬৭	৪৩৩৬৮	৪৩৩৭০	৪৩৩৭১

আলিফ	লিমান	ওয়াহিদ	প্রমি	সিহাব	নিহাল	আনান
৪৩৩৭২	৪৩৩৭৩	৪৩৩৭৪	৪৩৩৭৫	৪৩৩৭৬	৪৩৩৭৭	৪৩৩৭৯

হাসান ৪৩৩৮০	সাজিব ৪৩৩৮১	আজিজ ৪৩৩৮২	কাফি ৪৩৩৮৩	ইশান ৪৩৩৮৪	লিমন ৪৩৩৮৫	আব্দুল্লাহ ৪৩৩৮৬

সাকিব ৪৩৩৮৭	সিজান ৪৩৩৮৮	মাকসুদুর ৪৩৩৮৯	সীমান্ত ৪৩৩৯০	জিসান ৪৩৩৯১	তৌহিদুল ৪৩৩৯২	সোহেল ৪৩৩৯৩

কৌশিক ৪৩৩৯৪	আদনান ৪৩৩৯৫	রুদ্র ৪৩৩৯৭	অর্নব ৪৩৩৯৮	অমিয় ৪৩৩৯৯	আইনান ৪৩৪০০	সানজিদ ৪৩৪০১

সোহান ৪৩৪০২	আশরাফুল ৪৩৪০৩	আমির হামজা ৪৩৪০৪	ইশতিয়াক ৪৩৪০৫	রাফিদ ৪৩৪০৬	আসাদুল ৪৩৪০৭	বাধন ৪৩৪০৮

রাকিব ৪৩৪০৯	কমর ৪৩৪১০	আশফাক ৪৩৪১১	সাব্বির ৪৩৪১২	মাহি ৪৩৪১৩	রিয়াদ ৪৩৪১৪	যুবরাজ ৪৩৪১৫

সুহান ৪৩৪১৭	আমিন ৪৩৪১৮	সাইদ ৪৩৪১৯	মারুফ ৪৩৪২০	নাহিদ ৪৩৪২১	আজিম ৪৩৪২২	শামীম ৪৩৪২৩

সালেহীন ৪৩৪২৪	মুনতাসির ৪৩৪২৫	জয় ৪৩৪২৬	দুর্জয় ৪৩৪২৭	সৈকত ৪৩৪২৮	স্বরণ ৪৩৪২৯	হিসাম ৪৩৪৩০

স্বপ্নীল ৪৩৪৩১ | তাহমিদ ৪৩৪৩২ | আল-মুহতাসিম ৪৩৪৩৩ | ইমদাদুল ৪৩৪৩৪ | সাকিব ৪৩৪৩৫ | নাইম ৪৩৪৩৬ | আসিফ ৪৩৪৩৭

সিব্বির ৪৩৪৩৮ | আসিফ ৪৩৪৩৯ | মুরসালিন ৪৩৪৪০ | আনিদ ৪৩৪৪১ | তাহিন ৪৩৪৪২ | মিজান ৪৩৪৪৪ | রাগীব ৪৩৪৪৫

ইশতিয়াক ৪৩৪৪৬ | সাকিব ৪৩৪৪৭ | আকাশ ৪৩৪৪৮ | আরাফাত ৪৩৪৪৯ | মাফুজ ৪৩৪৫০ | সাইফুর ৪৩৪৫১ | তানজিল ৪৩৪৫৩

রিফাত ৪৩৪৫৪ | ওয়ালিদুর ৪৩৪৫৭ | রনি ৪৩৪৫৯ | মাহমুদুর ৪৩৪৬০ | জয় ৪৩৪৬১ | শফিউদ্দিন ৪৩৪৬২ | মুশফিক ৪৩৪৬৩

সাজিম ৪৩৪৬৪ | ফাহিম ৪৩৪৬৫ | আব্দুল্লাহ ৪৩৪৬৬ | নব ৪৩৪৬৭ | হৃদয় ৪৩৪৬৮ | রাহিব ৪৩৪৬৯ | শফিউল ৪৩৪৭০

সাইফ ৪৩৪৭১ | মিনহাজ ৪৩৪৭২ | সায়মন ৪৩৪৭৩ | আকাশ ৪৩৪৭৪ | তামজিদ ৪৩৪৭৫ | ইয়াসিন ৪৩৪৭৬ | জাহিদুল ৪৩৪৭৭

তাসবীর ৪৩৪৭৯ | আজিজ ৪৩৪৮০ | নাঈম ৪৩৪৮১ | ফেরদৌস ৪৩৪৮২ | সাফায়েত ৪৩৪৮৩ | হাসিব ৪৩৪৮৪ | সাজিদ ৪৩৪৮৫

আসিফ	ইফতি	মনির	সাকিব	সাহেদ	রিদয়	আশরাফুল
৪৩৪৮৬	৪৩৪৮৭	৪৩৪৮৮	৪৩৪৮৯	৪৩৪৯০	৪৩৪৯১	৪৩৪৯২

সাকিব	কাওসার	মনি	অর্নব	হাসিবুর	হৃদয়	দুর্জয়
৪৩৪৯৩	৪৩৪৯৪	৪৩৪৯৫	৪৩৪৯৬	৪৩৪৯৭	৪৩৪৯৮	৪৩৪৯৯

সাইফুল	তাহসিন	রিমন	নাইম	তাহসিন	আশফাক	শাকিল
৪৩৫০০	৪৩৫০১	৪৩৫০৩	৪৩৫০৪	৪৩৫০৬	৪৩৫০৭	৪৩৫০৮

মাহমুদুল	নাফি	সাদাত	হিমেল	তৌফিক	আব্দুল্লাহ	জাওয়াদ
৪৩৫০৯	৪৩৫১০	৪৩৫১১	৪৩৫১২	৪৩৫১৩	৪৩৫১৪	৪৩৫১৫

ইফতি	ইমরান	সাকিব	সাব্বির	সানজিদ	রাসেল	সামি
৪৩৫১৬	৪৩৫১৮	৪৩৫১৯	৪৩৫২০	৪৩৫২১	৪৩৫২২	৪৩৫২৩

শিমুল	রাফাত	শাহাদাত	রায়হান	সিদ্দিক	রিমন	সামির
৪৩৫২৪	৪৩৫২৫	৪৩৫২৬	৪৩৫২৭	৪৩৫২৮	৪৩৫২৯	৪৩৫৩০

ইয়াসিন	আকাশ	তামিম	আলিফ	অনিক	আশিক	তৌসিফ
৪৩৫৩১	৪৩৫৩২	৪৩৫৩৩	৪৩৫৩৫	৪৩৫৩৬	৪৩৫৩৭	৪৩৫৩৮

মোস্তাকিম	ফারদিন	....	হাবিব	তারেক	এহসান	শফিকুল
৪৩৫৩৯	৪৩৫৪০	৪৩৫৪১	৪৩৫৪২	৪৩৫৪৪	৪৩৫৪৫	৪৩৫৪৬

অতনু	ওয়ালিদ	বিপ্লব	ইব্রাহিম	দিলির	আরিফুল	ফার্দিন
৪৩৫৪৭	৪৩৫৪৯	৪৩৫৫১	৪৩৫৫২	৪৩৫৫৩	৪৩৫৫৪	৪৩৫৫৫

সাজিব	হাবিব	সালমান	অভিষেক	ওহিদুর	বাধন	অনন্ত
৪৩৫৫৭	৪৩৫৫৮	৪৩৫৫৯	৪৩৫৬০	৪৩৫৬১	৪৩৫৬২	৪৩৫৬৩

সোহাইব	রাকিব	মেহেদী	আরিফ	সজিব	ফারাবি	আলভী
৪৩৫৬৪	৪৩৫৬৫	৪৩৫৬৬	৪৩৫৬৭	৪৩৫৬৮	৪৩৫৭১	৪৩৫৭২

মাসুদ	মেহেদী	আপন	আদনান	রেদওয়ান	আবির	শহিদ
৪৩৫৭৩	৪৩৫৭৪	৪৩৫৭৫	৪৩৫৭৬	৪৩৫৭৭	৪৩৫৭৮	৪৩৫৮০

সাফায়েত	ফারহিন	ফয়সাল	মাহিন	আশরাফুল	মাশরাফি	মুহাইমেন
৪৩৫৮১	৪৩৫৮২	৪৩৫৮৩	৪৩৫৮৪	৪৩৫৮৫	৪৩৫৮৬	৪৩৫৮৭

রিজভী	বিপুল	রাব্বি	মাফুজ	খালেদ	উদনাব	সোহান
৪৩৫৮৮	৪৩৫৮৯	৪৩৫৯১	৪৩৫৯২	৪৩৫৯৩	৪৩৫৯৪	৪৩৫৯৫

রাসেল
৮৩৫৯৭

জুবায়ের
৪৩৫৯৮

ইসমাইল
৪৩৫৯৯

সাজিদ
৪৩৬০০

লিমন
৪৩৬০১

তাহমিদ
৪৩৬০২

সাহেদ
৪৩৬০৩

পাবেল
৪৩৬০৪

শিশির
৪৩৬০৫

সাজ্জাদ
৪৩৬০৬

আজমান
৪৩৬০৭

আরাফাত
৪৩৬০৮

হিম
৪৩৬০৯

কাওছার
৪৩৬১০

সাইমুন
৪৩৬১১

ওবায়দুল
৪৩৬১২

প্রগতি ২০১৯

বিজ্ঞান শাখা, একাদশ শ্রেণী, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০

সাক্তিক	দীপান্নিতা	লামিশা	সায়মা	হালিমা	জান্নাতুল	সাদিয়া
০১	০২	০৩	০৫	০৬	০৭	০৮

নোশিন	মাহ্‌ফুজা	মেহেরুন	মুন	ফারাহ্‌	রুস্মান	তনু
০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫

সুপ্তি	রুফাকা	সামিহা	প্রিয়াংকা	নুসরাত	ফারিয়া	তাসনিয়া
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২

তাহমিনা	জেসমিন	মিনা	তারিন	রাবেয়া	তানিয়া	নুরজাহান
২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯

জারিন	মিনারা	সাদিয়া	সারা	চাঁদনী	জেসিয়া	ফারিহা
৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৬	৩৭	৩৯

মেহরীন	আয়শা	নাফিসা	সাদিয়া	আফসানা	ইরিনা	রাইসা
৪১	৪২	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮

তামিমা	মোবাশ্বেরা	আফরিনা	তানজিমা	ফাতেমা	তন্বী	তাহমিনা
৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৫	৫৬

তানজিদা	মারিয়া	নুপুর	নিপা	ফারজানা	মারিয়া	কাশপিয়া
৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩

কম্পলা	মিথিলা	সাদিয়া	তাসনীম	সুমাইয়া	খাদিজা	সারিকা
৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০

ডালিয়া	মিতু	মেঘলা	আদ্রিতা	সাদিয়া	জান্নাতুল	পিয়া
৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭

....	আরবি	মৃদু	প্রভা	ফাতেমা	জাফরিন	সুমাইয়া
৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪

আসমিতা	তরঙ্গ	মিম	তাসনিম	সাদিয়া	সামিয়া	তানজিলা
৮৫	৮৬	৮৭	৮৯	৯০	৯১	৯২

শারিন	সাজিয়া	আফিয়া	সামিরা	আফরিন	মারিয়া	সামিহাত
৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৯	১০০

ইমু	সায়েমা	মায়মুনা	এশা	ফারহানা	রিচিতা	তানজিলা
১০১	১০২	১০৩	১০৪	১০৫	১০৬	১০৭

নুসরাত	ইশরা	জারিন	আশা	ফারজানা	সুমাইয়া	মেহজাবিন
১০৮	১০৯	১১০	১১১	১১২	১১৩	১১৪

হিমু	ফাতেমা	দিনা	মেহেরুন	হাবিবা	শ্রাবন্তী	তাসনিম
১১৫	১১৬	১১৭	১১৮	১১৯	১২০	১২২

জান্নাতুল	সামজানা	জিনিয়া	তাসনিম	লাবণ্য	অর্থী	সামিয়া
১২৩	১২৪	১২৫	১২৬	১২৭	১২৮	১২৯

উর্মি	এশা	এশা	আফরিন	প্রাপ্তি	তাসমীম	জারিন
১৩০	১৩১	১৩২	১৩৩	১৩৪	১৩৫	১৩৬

মহুয়া	মিম	টুম্পা	ঐশী	জেনিফার	রিসতা	আফিয়া
১৩৭	১৩৮	১৩৯	১৪০	১৪১	১৪২	১৪৩

সাদিয়া	তন্দ্রা	শারমিন	অহনা	আফসানা	নাফিজা	তূলীহা
১৪৪	১৪৬	১৪৭	১৪৮	১৪৯	১৫০	১৫১

জেরিন	ঐশী	অর্থি	সাদিয়া	মারিয়া	বিসমা	আরিনা
১৫২	১৫৩	১৫৪	১৫৫	১৫৬	১৫৭	১৫৮

সূচনা	অর্পিতা	রৌশনী	নুসরাত	স্মৃতি	সাবিহা	মুগ্ধ
১৫৯	১৬০	১৬১	১৬২	১৬৩	১৬৪	১৬৫

পিউ	সামিয়া	শাহিদা	তাসফিয়া	শ্যামা	ফারিয়া	জান্নাতুল
১৬৬	১৬৭	১৬৮	১৬৯	১৭০	১৭১	১৭২

ফারিহা	ইসরাত	নওশিন	জবা	লাবনী	রোজা	সুমাইয়া
১৭৩	১৭৪	১৭৫	১৭৬	১৭৭	১৭৮	১৭৯

মিথিলা	রিফাআত	মোহনা	প্রভা	সারা	দিশী	মাহবুবা
১৮১	১৮২	১৮৩	১৮৪	১৮৫	১৮৬	১৮৭

শিলা	অনন্যা	মালিহা	শশিতা	তিশা	মীম	সাদিয়া
১৮৮	১৮৯	১৯০	১৯১	১৯৩	১৯৪	১৯৫

সাদিয়া	সামিয়া	নাঈর আশরাফ	সুপ্রভা	লাবিবা	মুনিয়া	তনিমা
১৯৬	১৯৭	১৯৮	১৯৯	২০০	২০২	২০৩

রিশিতা	এ্যালিন	ফাবিহাহ্	লামিয়া	তোহ্ফা	রাইসা	উর্মি
২০৪	২০৫	২০৬	২০৭	২০৮	২০৯	২১০

মল্লিকা ২১১	দিশা ২১২	যারিন ২১৩	সাবরিনা ২১৪	রোদেলা ২১৫	নিশাত ২১৬	সুমাইয়া ২১৭

জান্নতুল ২১৮	আইরিন ২১৯	নিশাত ২২০	ফাতেমা ২২১	মিথি ২২২	লাবন্য ২২৩	সাদিয়া ২২৪

মেরিন ২২৫	তাসপিয়া ২২৬	জান্নাতুল ২২৭	খাদিজা ২২৮	সামিয়া ২২৯	মিথিলা ২৩০	ফারহানা ২৩১

উজ্জয়নী ২৩২	আফরিন ২৩৩	জোতি ২৩৪	ফারিয়া ২৩৫	আনিকা ২৩৬	তাসনিম ২৩৭	তামান্না ২৩৮

মেহজাবিন ২৩৯	রুহীন ২৪০	ইভা ২৪১	জান্নাতুল ২৪২	সৃষ্টি ২৪৩	এরিনা ২৪৪	আফসানা ২৪৫

সনি ২৪৬	চাঁদনী ২৪৭	সামিয়া ২৪৮	শাহানা ২৪৯	জুয়াইরিয়া ২৫০	রামিসা ২৫১	মহাসিনা ২৫২

সিমলা ২৫৩	ঊষা ২৫৪	ফারদিনা ২৫৫	ফারজানা ২৫৬	নোশিন ২৫৭	রুপন্তী ২৫৮	মারিয়া ২৫৯

নূর ২৬০ | মনজিলা ২৬১ | সাদিয়া ২৬২ | সিফাত ২৬৩ | রুকাইয়া ২৬৪ | আসমা ২৬৫ | রোজমা ২৬৬

আঞ্জুমান ২৬৭ | সানিয়া ২৬৯ | হুমায়রা ২৭০ | ফাহমিদা ২৭১ | জান্নাতুল ২৭২ | মারিয়াম ২৭৩ | হামিশা ২৭৪

ইসরাত ২৭৫ | টিনা ২৭৬ | নওশিন ২৭৭ | বুশরা ২৭৮ | নুসরাত ২৭৯ | ...... ২৮০ | রাজিবুল ২৮২

মোজাম্মেল ২৮৩ | আলিম ২৮৪ | ওয়াসিউর ২৮৫ | শাফীন ২৮৬ | আজমির ২৮৮ | ...... ২৮৯ | হামিদ ২৯০

খায়রুজ্জামান ২৯১ | আবরার ২৯২ | আলভী ২৯৩ | আদিবুল ২৯৪ | তানভীর ২৯৫ | তাহমীদ ২৯৬ | সিয়াম ২৯৭

নাফিস ২৯৯ | সিয়াম ৩০০ | আনিকা ৩০১ | রামিসা ৩০২ | জিনাত ৩০৩ | হুমায়রা ৩০৪ | মুনতাহা ৩০৫

আনিশা ৩০৬ | নাজিহা ৩০৭ | তাসফি ৩০৮ | নোশিন ৩০৯ | তিথি ৩১০ | তাসফিয়া ৩১২ | ইলমা ৩১৩

মানাল	জেসিকা	প্রীতু	তাসুকা	তাসনিয়া	বৃষ্টি	আশা
৩১৪	৩১৫	৩১৬	৩১৮	৩১৯	৩২০	৩২১

মোনা	মাধুর্য	পিউলি	সাদিয়া	মাদিহা	সায়বা	ঐশী
৩২২	৩২৩	৩২৪	৩২৫	৩২৬	৩২৭	৩২৮

সুজানা	ইপ্তী	ফাবিহা	ত্বাহা	জিসা	ইসরাত	সানজিদ
৩২৯	৩৩০	৩৩১	৩৩২	৩৩৪	৩৩৫	৩৩৬

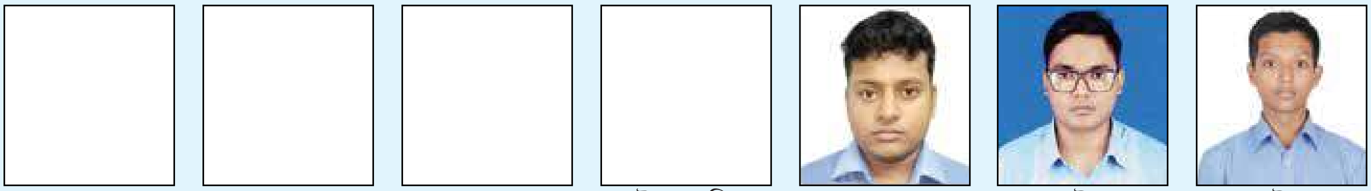

তালহা	সোহান	ওসমান	উম্মে হানি	সাগর	নাইম	আবইয়াদ
৩৩৭	৩৩৮	৩৩৯	৩৪০	৩৪১	৩৪২	৩৪৩

তামজীদ	আইমান	আফিফ	ফারদিন	নাবিল	সিয়াম	আলিফ
৩৪৪	৩৪৫	৩৪৬	৩৪৭	৩৪৮	৩৫০	৩৫১

হুদা	রুহান	আবির	কাসিদ	ইয়াশমু	ফাইয়াজ	হিমেল
৩৫২	৩৫৩	৩৫৫	৩৫৬	৩৫৮	৩৫৯	৩৬২

নাফিস	....	রকিবুল	ফেরদৌস	অনিক	জামি	শুভ
৩৬৩	৩৬৪	৩৬৫	৩৬৬	৩৬৮	৩৬৯	৩৭১

রাফি	মাজেদ	সাজিন	অভিজিত	ফাহাদ	আদনান	নরোজ
৩৭২	৩৭৩	৩৭৪	৩৭৫	৩৭৬	৩৭৭	৩৭৮

রামিম	রাইয়ান	আল-রাফি	বিধ্যু	আইমান	ফাহিম	আরাফাত
৩৭৯	৩৮০	৩৮১	৩৮২	৩৮৩	৩৮৪	৩৮৫

আকিব	অর্ণব	লিমন	নালক	শিষ্ট	তাওসিফ	ঋত্বিক
৩৮৭	৩৮৮	৩৮৯	৩৯০	৩৯১	৩৯২	৩৯৫

জুনাইদ	রিওন	স্বর্ণ	কাব্য	সিয়াম	জুমান	নাঈম
৩৯৭	৩৯৮	৩৯৯	৪০০	৪০১	৪০২	৪০৩

নাজমুল	নাভিদ	জারিফ	বর্ণ	শাহ্রিয়ার	সাদমান	সোহেল
৪০৪	৪০৫	৪০৬	৪০৭	৪০৮	৪০৯	৪১০

হারুন	রাফি	মাসুদ	হামিদ	সাকিব	মুয়াজ	মাহিম
৪১১	৪১২	৪১৩	৪১৪	৪১৫	৪১৬	৪১৭

আকিব	গালিব	আব্দুল্লাহ	মেহেদী	মহিউদ্দিন	আবরার	তৌহিদ
৪১৮	৪২০	৪২২	৪২৩	৪২৪	৪২৫	৪২৬

মাহমুদুল	নাফিউন	আবির	সবুজ	....	থোয়াই	মাহমুদ
৪২৭	৪২৮	৪২৯	৪৩০	৪৩১	৪৩২	৪৩৩

আবির	শাহদাৎ	রাগিব	মশিউর	শাহরিয়ার	সাদমান	ফারহান
৪৩৪	৪৩৫	৪৩৬	৪৩৭	৪৩৮	৪৩৯	৪৪০

রয়হান	সাফায়াত	রাইয়ান	তাসিন	তাসহিন	আল-জাবির	হাবিবুর
৪৪১	৪৪২	৪৪৩	৪৪৪	৪৪৫	৪৪৬	৪৪৮

সাজ্জাদ	সিয়াম	তাহিদুল	মির্জা	মহিউদ্দিন	রাফিন	জামিউল
৪৪৯	৪৫০	৪৫১	৪৫২	৪৫৩	৪৫৪	৪৫৫

রেজাউল	রুমি	রহিম	আসাদুল	আপেল	নাফিজ	আরেফিন
৪৫৬	৪৫৭	৪৫৮	৪৫৯	৪৬০	৪৬১	৪৬২

ইসতেকার	আকাশ	নকিব	ইতমাম	ফাহিম	সিয়াম	রুবায়েত
৪৬৩	৪৬৪	৪৬৬	৪৬৭	৪৬৮	৪৬৯	৪৭০

রাফিউল	আদনান	সাহরিয়ার	নাফিজ	ইউসা	সালিবুর	যুনায়েদ
৪৭১	৪৭২	৪৭৩	৪৭৪	৪৭৫	৪৭৬	৪৭৭

মোশাররফ ৪৭৮	সাইফ ৪৭৯	অনিক ৪৮০	ইমতিয়াজ ৪৮১	ফারহান ৪৮২	শাহরিয়ার ৪৮৩	রাকিবুল্লাহ ৪৮৪

জুবায়ের ৪৮৫	তানভীর ৪৮৬	ইমতিয়াজ ৪৮৭	আহনাফ ৪৮৮	আল-আমিন ৪৮৯	সাজিদ ৪৯০	নাছির ৪৯১

আসাদুল্লাহ ৪৯২	তাহমিদ ৪৯৩	সামিউল ৪৯৪	ইয়াসির ৪৯৫	মানজিদ ৪৯৬	ফয়সাল ৪৯৭	শাওন ৪৯৮

তারেক ৪৯৯	আল-আমিন ৫০০	জিল্লুর ৫০১	অনিক ৫০২	সাদমান ৫০৩	আরমান ৫০৪	এরিক ৫০৫

সাইদুল ৫০৬	লাকিব ৫০৭	জোবায়ের ৫০৮	তাওফীক ৫০৯	কিশোর ৫১০	বারী ৫১১	রিফাত ৫১২

উল্লাস ৫১৩	রাফি ৫১৪	তাহমিদ ৫১৫	তানভীর ৫১৯	আব্দুল্লাহ ৫২৪	মিনহাজ ৫২৫	তৌফিক ৫২৬

তারেক ৫২৭	মোবাশ্বের ৫২৮	ইংকু ৫২৯	ইন্দ্রনীল ৫৩০	ফারহান ৫৩১	মমিন ৫৩২	সিয়াম ৫৩৩

সীমান্ত ৫৩৪	সাদমান ৫৩৫	ইসরার ৫৩৬	শান্ত ৫৩৭	মাফুজুল ৫৩৮	সাজ্জাদ ৫৩৯	জাদিদ ৫৪০

জোনায়েদ ৫৪২	নুহান ৫৪৩	নাফিস ৫৪৪	তৌহিদ ৫৪৫	এহসানুর ৫৪৬	সৃজন ৫৪৭	ফাহিম ৫৪৮

মুশফিকুর ৫৪৯	তারিক ৫৫১	সোহান ৫৫২	নিটল ৫৫৩	ইব্রাহিম ৫৫৪	মাহমুদুল ৫৫৫	...... ৫৫৬

মুছাইয়েব ৫৫৭	তাওসীফ ৫৫৮	লিখন ৫৫৯	সাব্বির ৫৬০	শুভ ৫৬১	নাহিন ৫৬২	ইসহাক ৫৬৩

মিরাজ ৫৬৪	মানসিব ৫৬৫	জুবায়ের ৫৬৬	আমির ৫৬৭	সাজ্জাদ ৫৬৮	রিদানুল ৫৬৯	সাব্বির ৫৭০

রায়হান ৫৭১	আবরার ৫৭২	রাফিম ৫৭৩	মাজেদুল ৫৭৪	ইফতেখার ৫৭৫	মোস্তাফিজুর ৫৭৬	মাসরুর ৫৭৭

রাইয়ান ৫৭৮	কাউছার ৫৭৯	রাহাত ৫৮০	মাহির ৫৮১	নাহিন ৫৮২	তৌসিব ৫৮৩	মাহির ৫৮৪

জিশান	অংকন	আল-আমিন	রবিউল	সিনোন	নাইমুর	হোজায়ফা
৫৮৫	৫৮৬	৫৮৭	৫৮৮	৫৮৯	৫৯০	৫৯১

বাবুর	নূর মোহাম্মদ	ইউসুফ	তৌহিদুল	সাদ	ইমরুল	সাহেদুল
৫৯২	৫৯৪	৫৯৫	৫৯৮	৫৯৯	৬০১	৬০২

ইসমাইল	শাহারিয়ার	রিয়াদ	জাহিন	নূরুলহুদা	রাইয়ান	আসফাকুল
৬০৩	৬০৪	৬০৫	৬০৬	৬০৭	৬০৮	৬০৯

সাজিদুল	রায়হান	শাকিল	শান্ত	ইমন	মুহাইমিন	সানাউল্লাহ
৬১০	৬১১	৬১২	৬১৪	৬১৫	৬১৬	৬১৭

সালমান	কাওসার	আতিকুর	ফয়সাল	অনুরুদ্ধ	জাহিদ	বাপ্পি
৬১৮	৬১৯	৬২০	৬২১	৬২২	৬২৩	৬২৪

সাব্বির	জাহিদ	মেহেদি	জোবায়ের	রিফাত	ইমন	মাসনুন
৬২৫	৬২৬	৬২৭	৬২৮	৬২৯	৬৩০	৬৩১

আসিফ	ওয়াসিউল	জনি	রিয়াদ	ফয়সাল	শাদাব	ফজলে রাব্বী
৬৩৩	৬৩৪	৬৩৫	৬৩৬	৬৩৭	৬৩৯	৬৪০

সাইদুল	জয়	তালাল	নাইফুল	মুজাহিদ	তাসিন	সিফাত
৬৪১	৬৪২	৬৪৩	৬৪৪	৬৪৫	৬৪৬	৬৪৭

মুস্তাকিন	রকিবুল	আহসান	রিদয়	সাকিব	ইয়াসিন	মুসফিকুর
৬৪৮	৬৪৯	৬৫০	৬৫১	৬৫২	৬৫৩	৬৫৪

জাহিদুল	আহসান	মাহদী	ফাহমিদ	সাফি	মাহমুদ	সাদমান
৬৫৫	৬৫৬	৬৫৭	৬৫৮	৬৫৯	৬৬০	৬৬১

রাকিব	ইমতিয়াজ	হাসিবুল	নিলয়	রাহাত	নাজমুল	তাহমিদ
৬৬২	৬৬৩	৬৬৪	৬৬৫	৬৬৬	৬৬৭	৬৬৮

ইসরাফিল	আফিফ	সাদিকুল	শরিফুল	ফাহিম	আলভী	মাশরুর
৬৬৯	৬৭০	৬৭১	৬৭২	৬৭৩	৬৭৪	৬৭৫

সাজ্জাদুল	তরিকুল	তানভির	রাগিব	মিতুল	মিনহাজুল	মাহদী
৬৭৬	৬৭৮	৬৭৯	৬৮০	৬৮১	৬৮২	৬৮৩

সাজিদুল	সিয়াম	আমিনুল	মাফুজ	ফাহিম	ইফাত	আবদুল
৬৮৪	৬৮৫	৬৮৬	৬৮৭	৬৮৮	৬৮৯	৬৯০

তৌহিদ ৬৯১ | সায়িফ ৬৯২ | ফারদিন ৬৯৩ | আমিন ৬৯৪ | আরিফ ৬৯৫ | আবরার ৬৯৬ | মেহেদী ৬৯৭

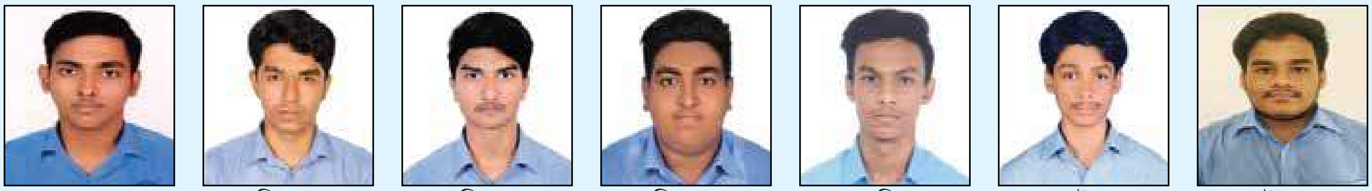

ফয়সাল ৬৯৮ | শিহাব ৬৯৯ | নিরব ৭০০ | জিহান ৭০১ | আবির ৭০২ | তাইব ৭০৩ | রাইয়ান ৭০৪

ইশতিয়াক ৭০৫ | ধ্রুব ৭০৬ | সাইফ ৭০৭ | মিরাজ ৭০৮ | কাওসার ৭০৯ | রাফি ৭১২ | বিশাল ৭১৩

রিয়াদ ৭১৫ | নাফিজ ৭১৬ | এরিক ৭১৭ | ফারদিন ৭১৮ | আব্দুল্লাহ ৭২০ | ফাহাদ ৭২১ | নাঈম ৭২২

নাঈম ৭২৩ | রুবায়েত ৭২৪ | ফাহিম ৭২৫ | ইমন ৭২৬ | সানোয়ার ৭২৭ | নাফিস ৭২৮ | বিকাশ ৭২৯

পরান ৭৩০ | রাগিব ৭৩১ | আসাদুল্লাহ ৭৩২ | সালমান ৭৩৩ | শাদমান ৭৩৫ | পরিজাত ৭৩৬ | কাইফ ৭৩৭

সাত্ত্বিক ৭৩৯ | ফাইন ৭৪০ | তানজিম ৭৪২ | তানভীর ৭৪৩ | রাকিব ৭৪৪ | আবির ৭৪৫ | মহসিনুর ৭৪৬

আরিফুল	মৃদুল	ইহসান	ফাহিম	সাদমান	সাইফুল্লাহ	দিহাম
৭৪৭	৭৪৮	৭৪৯	৭৫০	৭৫১	৭৫২	৭৫৩

রাইয়ান	সাইফুল	উমর	কাদির	সোবহান	ইয়ামিন	রাজু
৭৫৪	৭৫৫	৭৫৬	৭৫৭	৭৫৮	৭৫৯	৭৬০

নূর	জাহিন	কানন	মিরাজুল	মামুন	নাকিব	তানভীর
৭৬১	৭৬২	৭৬৩	৭৬৪	৭৬৫	৭৬৬	৭৬৭

তামিম	রকিব	ইমন	প্রান্ত	নাহিদ	শাহরুখ	ফাহিমুল
৭৬৮	৭৬৯	৭৭০	৭৭১	৭৭২	৭৭৩	৭৭৪

গালীব	জারির	জুবায়ের	সাজেদুল	আলিফ	শিহাব	জিয়া
৭৭৫	৭৭৬	৭৭৭	৭৭৮	৭৭৯	৭৮০	৭৮১

অর্নব	ফাহিম	রকিবুল	রাকিব	রাতুল	মৃনাল	সাইফুল
৭৮২	৭৮৩	৭৮৫	৭৮৬	৭৮৭	৭৮৯	৭৯২

সাইফুল	শাহরিয়ার	আলামিন	আশরাফুল	মারুফ	রিফাত	মেহরাজ
৭৯৩	৭৯৪	৭৯৫	৭৯৬	৭৯৮	৭৯৯	৮০০

সাকিব	লিমন	ইশফাক	শরিফুল	সাইফ	নাফিস	আবির
৮০২	৮০৩	৮০৫	৮০৬	৮০৮	৮০৯	৮১০

আলিফ	জামি	ইশান	কবির	আবিরুল	শাহরিয়ার	সিফাত
৮১১	৮১২	৮১৩	৮১৪	৮১৫	৮১৬	৮১৮

ইফাজ	দীপ্র	নিয়াম	ইসমাইল	সামিদ	আরিফুল	অমি
৮১৯	৮২০	৮২১	৮২৩	৮২৫	৮২৬	৮২৭

শুভ	রোহান	নাসিফ	রেদোয়ান	ফারুক	জিহাদ	রাফিদ
৮২৮	৮২৯	৮৩০	৮৩১	৮৩২	৮৩৩	৮৩৫

জারিফ	রাইসুল	রাতুল	আজাদ	তানভীর	মিজানুর	আরমান
৮৩৬	৮৩৭	৮৩৮	৮৩৯	৮৪০	৮৪১	৮৪২

সাজ্জাদ	আলিফ	মারুফ	নিলয়	সোহান	সিয়াম	রাফসান
৮৪৩	৮৪৫	৮৪৬	৮৪৭	৮৪৮	৮৪৯	৮৫০

আজিজুল	রাহি	আমান	বুলবুল	ফয়সাল	রিমন	আশিকুর
৮৫২	৮৫৩	৮৫৪	৮৫৫	৮৫৬	৮৫৭	৮৫৮

ফাইয়াজ	নাইমুল	আহ্নাফ	আবিদ	সিয়াম	ওয়াহিদুজ্জামান	ফাহিম
৮৫৯	৮৬০	৮৬১	৮৬৩	৮৬৪	৮৬৫	৮৬৬

তাসিন	সিফাত	প্রতিক	রহিত	দিপ্ত	ইয়াসিন	শিহাব
৮৬৭	৮৬৮	৮৬৯	৮৭০	৮৭১	৮৭২	৮৭৩

রাশিদ	নাহিদুল	মেহরাব	আবিদ	মাঈন	নাহিদুল	আজিজুল
৮৭৪	৮৭৫	৮৭৬	৮৭৭	৮৭৮	৮৮০	৮৮১

রাজিন	তৌফিকুল	আরাফাত	আবির	শামীম	মাশরাফি	জানি
৮৮৩	৮৮৪	৮৮৫	৮৮৬	৮৮৭	৮৮৮	৮৮৯

আব্দুল্লাহ	শামিউল	তাওহিদুল	আতাহার	ইমন	সাজিদ	সাইফুল্লাহ
৮৯০	৮৯১	৮৯২	৮৯৩	৮৯৪	৮৯৫	৮৯৬

লিমন	মাইনুল	শিহাব	সাজিদ	সোয়ব	ওয়াসিফ	শরিফুল
৮৯৭	৮৯৮	৯০২	৯০৩	৯০৪	৯০৫	৯০৬

তানজিল	তাজিলুর	সাজ্জাদ	অনন্য	আরিফুল	হামিম	দিপ
৯০৭	৯০৮	৯১০	৯১১	৯১৪	৯১৫	৯১৬

গোলাম	আবির	অমিত	শাহিন	রাকিব	রুহুল	প্রান্তিক
৯১৭	৯১৮	৯১৯	৯২০	৯২১	৯২২	৯২৩

জিহানুল	রনি	ইমন	তালহা	রিদয়	লিপটন	সাদমান
৯২৪	৯২৫	৯২৬	৯২৭	৯২৮	৯২৯	৯৩০

আহনাব	জুবায়ের	শিবুল	রাজ	ইমতিয়াজ	মাহি	আলভী
৯৩১	৯৩২	৯৩৩	৯৩৪	৯৩৫	৯৩৬	৯৩৭

ফাহিম	মাসরুর	সাফিন	জিম	মাহি	আব্দুল্লাহ	প্রিন্স
৯৩৮	৯৩৯	৯৪০	৯৪১	৯৪২	৯৪৩	৯৪৪

আকিব	জেমসন	তকির	রাশেদুল	রাজ	ওহিদুল	নাহিদ
৯৪৫	৯৪৬	৯৪৭	৯৪৮	৯৫০	৯৫১	৯৫২

অভি	রুপম	সামাদুন	সাজ্জাদ	সাজিদ	মুশফিকুর	তানজিম
৯৫৩	৯৫৪	৯৫৫	৯৫৭	৯৫৮	৯৫৯	৯৬০

উৎস	রিশাদুল	আশরাফুল	ফয়জুর	আরাফাত	জিম	অমিত
৯৬১	৯৬২	৯৬৩	৯৬৪	৯৬৫	৯৬৬	৯৬৭

ফারহান ৯৬৮ | তানজিম ৯৬৯ | মামুন ৯৭০ | রেশাম ৯৭২ | ইব্রাহিম ৯৭৩ | জাহিদ ৯৭৫ | রাফি ৯৭৬

পাভেল ৯৭৭ | ঐশী ৯৭৮ | ফাহিম ৯৭৯ | রিদওয়ান ৯৮০ | রোহান ৯৮১ | ফরহাদ ৯৮২ | রাব্বি ৯৮৩

মুতাওয়াক্কীল ৯৮৪ | গোলাম ৯৮৫ | জুহায়ের ৯৮৬ | ফয়সাল ৯৮৭ | পরান ৯৮৮ | ইমদাদুল ৯৮৯ | আসিফ ৯৯০

মাহবুব ৯৯১ | রিফাত ৯৯২ | ইসরাফিল ৯৯৩ | নাজমুল ৯৯৪ | সেলিম ৯৯৫ | রেজুয়ান ৯৯৬ | নির্ঝর ৯৯৭

ইশতিয়াক ৯৯৮ | সাজিদ ৯৯৯ | মেহেদী ১০০০ | বিজয় ১০০১ | আয়াতুল ১০০২ | লোকমান ১০০৩ | দিব্ব সাহা ১০০৪

আশিকুর ১০০৫ | নোমান ১০০৭ | মেহেদী ১০০৮ | মারুফ ১০০৯ | তাসিন ১০১০ | গালিব ১০১১ | রিফাত ১০১২

মারুফ ১০১৩ | সিয়াম ১০১৪ | রুমান ১০১৭ | মাহমুদুল ১০১৮ | ইয়াসিন ১০১৯ | মাহিন ১০২০ | সাবিত ১০২১

মোয়াজ	মেহেদি	রাকিব	সাদমান	তাহসিন	সাইমুম	আহামদ
১০২২	১০২৩	১০২৪	১০২৫	১০২৬	১০২৮	১০২৯

রায়াত	তারিক	রূকনুজ্জামান	সাব্বির	নূর	বাবু	খালেদ
১০৩০	১০৩২	১০৩৪	১০৩৫	১০৩৬	১০৩৭	১০৩৮

আরাফাত	শুভ	আরাফাত	আলিফ	সুব্রত	আলভী	আবুবকর
১০৩৯	১০৪০	১০৪১	১০৪২	১০৪৩	১০৪৪	১০৪৫

শাওন	রাতুল	রাব্বি	সিহাব	করিম	তমাল	জাহিদুল
১০৪৬	১০৪৭	১০৪৮	১০৪৯	১০৫০	১০৫১	১০৫২

ফারহান	জুনায়েদ	রাইসুল	সাজনুজ	আকিব	ফয়সাল	সাকাওয়াত
১০৫৩	১০৫৪	১০৫৫	১০৫৬	১০৫৭	১০৫৮	১০৫৯

ওয়ালিউল্লাহ	শ্রাবণ	তানজিম	জাকির	নাজমুল	অনিক	রিফায়াত
১০৬০	১০৬১	১০৬২	১০৬৩	১০৬৪	১০৬৫	১০৬৬

সামি	জিহাদ	রাইমুল	খলিলুর	পরাগ	বিপু	নিলয়
১০৬৭	১০৬৮	১০৬৯	১০৭০	১০৭১	১০৭২	১০৭৩

তাহমিদুল	রাজিন	ফাহিমুজ্জামান	অর্নব	সাকিব	সিয়াম	সাদিকুর
১০৭৫	১০৭৬	১০৭৭	১০৭৮	১০৭৯	১০৮০	১০৮১

তার্জ	সৈকত	রবিন	আশরাফুল	তৌসিফ	অর্নব	ফুয়াদ
১০৮২	১০৮৩	১০৮৫	১০৮৬	১০৮৭	১০৮৮	১০৮৯

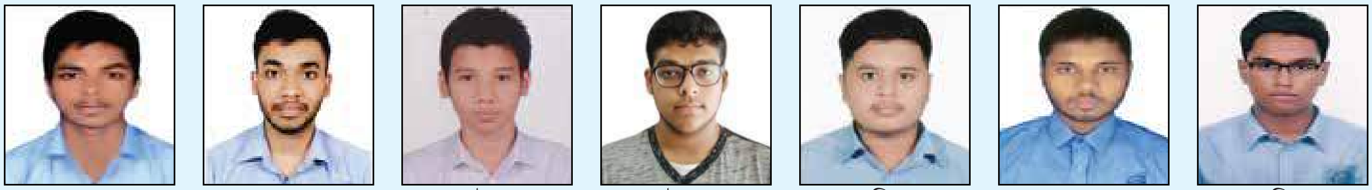

অরন্য	আফরাজুর	রুবাইয়াত	রাইয়ান	নাজিম	রেজা	শাফিন
১০৯০	১০৯১	১০৯২	১০৯৪	১০৯৫	১০৯৬	১০৯৭

মাহিদুল	শাহরিয়ার	আবুশাহমান	হাসানুর	সোয়াইফ	নাঈম	আরেফিন
১০৯৮	১০৯৯	১১০০	১১০১	১১০২	১১০৪	১১০৫

অর্পন	ওসমান	মুগ্ধ	মাজহারুল	রাগিব	আহনাফ	রেজা
১১০৬	১১০৭	১১০৮	১১১০	১১১২	১১১৩	১১১৪

রাফি	ইতকান	মোস্তাফিজুর	তারেক	আসিফ	মেহরাব	শাহদাত
১১১৫	১১১৬	১১১৭	১১১৮	১১১৯	১১২১	১১২৩

অনিক	রাজু	শিহাব	রাকিন	মাহিন	আব্দুল্লাহ	সাদি
১১২৪	১১২৫	১১২৬	১১২৮	১১২৯	১১৩০	১১৩১

শোয়েব ১১৩২ | আকিফ ১১৩৩ | নাহিয়ান ১১৩৪ | রায়হান ১১৩৫ | জারিফ ১১৩৮ | শরিফুল ১১৩৯ | মাসিদুল ১১৪০

মহসিন ১১৪১ | ফাহাদ ১১৪২ | ফাইয়ান ১১৪৩ | ফেরদৌস ১১৪৫ | রাব্বি ১১৪৬ | মুনিম ১১৪৭ | শামীম ১১৪৮

নাহিদুর ১১৪৯ | সোমন্তি ১১৫১ | রেখা ১১৫২ | লামিয়া ১১৫৩ | নিশাত ১১৫৪ | আফরিন ১১৫৫ | দিয়া ১১৫৬

রানিশা ১১৫৭ | সামরিন ১১৫৮ | জান্নাত ১১৫৯ | ইশরাত ১১৬০ | সুরাইয়া ১১৬১ | লুবসা ১১৬২ | তামান্না ১১৬৩

মায়েশাহ ১১৬৪ | সুমাইয়া ১১৬৫ | লামিয়া ১১৬৬ | কুমকুম ১১৬৭ | সায়েমা ১১৬৮ | পুষ্পিতা ১১৭০ | মায়শা ১১৭১

রেশমা ১১৭২ | ফারজানা ১১৭৩ | নাফি ১১৭৫ | হিমলা ১১৭৬ | অহনা ১১৭৮ | ইমা ১১৮০ | সাদিয়া ১১৮১

জেরিন
১১৮৫

শিক্ষার্থী পরিচিতি

অনার্স ও মাস্টার্স

প্রগতি

২০১৯

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

বাংলা বিভাগ

বিএ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০

মামুন
২৫

সুজিত
২৬

শরীফ
২৭

বিএ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯

ফাতিমা
১৮

রবিউল
১৯

রাজু
২০

রবিউল
২২

জাকেরুল
২৩

বিএ (সম্মান) ২য় বর্ষ, (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

আসিফ
১৩

সাগর
১৪

ইংরেজি বিভাগ

বিএ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০

রিয়া
৭৬৬

ইয়াশফা
৭৬৮

সৌমিক
৭৬৯

তামান্না
৭৭০

তিশা
৭৭১

আইরিন
৭৭২

জামিল
৭৭৩

সুমনা
৭৭৪

সারাহ
৭৭৫

রুম্মান
৭৭৬

মুমু
৭৭৭

মারজানা
৭৭৮

আশিক
৭৭৯

অনিক
৭৮০

বর্নি
৭৮১

সোমা
৭৮২

নোমান
৭৮৩

দিদার
৭৮৪

মাহির
৭৮৫

আতাউর
৭৮৭

জয়
৭৮৯

আরিফুর
৭৯০

তাসমিয়া
৭৯১

অন্তু
৭৯২

সৈকত
৭৯৩

রানা
৭৯৪

রুফায়দা
৭৯৫

আসকার
৭৯৬

সাকিব
৭৯৮

অর্নব
৭৯৯

বিএ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯

সবুজ
৭০১

লিজা
৭০২

শ্রাবনি
৭০৩

জান্নাতুল
৭০৪

সৌরভ
৭০৫

নাবিয়া
৭০৬

সাবরিন
৭০৭

রাবেয়া	নুসরাত	তানিয়া	সালিমা	ফাতিমা	আবিদা	ইরফান
৭০৮	৭০৯	৭১০	৭১১	৭১২	৭১৩	৭১৪

আরিফ	স্বাগর	মোস্তাফিজ	শারমিন	আদিলা	জাকিরুল	স্বপ্তর্ষি
৭১৫	৭১৬	৭১৭	৭১৮	৭২০	৭২১	৭২২

জুবায়ের	কামরুজ্জামান	হিমু	এহেছান	রুপন	নাজমুল	এহসানুল হক
৭২৩	৭২৪	৭২৫	৭২৬	৭২৭	৭২৮	৭২৯

আশিক	ফাতেমা	কায়েস	মনিরুল	সিসতা	তৌফিক	তানহা
৭৩০	৭৩১	৭৩২	৭৩৩	৭৩৪	৭৩৫	৭৩৬

জয়	শাহ্‌রিন	মুন	নাজির	মাহমুদ	খালিদ	আশিক
৭৩৭	৭৩৮	৭৩৯	৭৪০	৭৪২	৭৪৩	৭৪৪

তানজিম	আশ্রাফি	আল-ইরফান	শিহাব	রিছি	তাসমি	মোসারফ
৭৪৫	৭৪৬	৭৪৭	৭৪৮	৭৪৯	৭৫০	৭৫১

সিফাত	রাকিব	আলভি	সালমান	তাসনিম	মেহেদি	হুজাইয়া আক্তার
৭৫২	৭৫৩	৭৫৪	৭৫৫	৭৫৬	৭৫৭	৭৫৮

শামিমা ৭৫৯ | সৌরভ ৭৬১ | জারিফ ৭৬২ | নাফিজ ৭৬৩ | আওলাদ ৭৬৪ | জাহিদ ৭৬৫

বিএ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, (নতুন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

তুর্য্য ৬২৮ | দীপান্বিতা ৬৫২ | মিহদাতুল ৬৫৩ | সুরভী ৬৫৫ | মিমি ৬৫৭ | কনক ৬৫৯ | শৈতী ৬৬২

তামজিদ ৬৬৩ | নাঈম ৬৬৪ | রীম ৬৬৫ | স্বর্না ৬৬৭ | শরিফুল ৬৬৮ | ফাহিম ৬৬৯ | দিগন্ত ৬৭১

আভাস ৬৭২ | রিফাত ৬৭৩ | রিতু ৬৭৪ | মিথিলা ৬৭৫ | নাইমুল ৬৭৬ | নোমান ৬৭৮ | ওষান ৬৮০

শামছুল ৬৮১ | ওহিদুল ৬৮২ | মেহেদী ৬৮৩ | রহিমা ৬৮৫ | মাহমুদ ৬৮৬ | পলক ৬৮৭ | রানা ৬৮৮

হাবিবুল্লাহ ৬৮৯ | হাছান ৬৯১ | মশিউর ৬৯২ | মুঞ্জুরুল ৬৯৫ | সিয়াম ৬৯৮ | নোমান ৬৯৯ | মায়া ৭০০

বিএ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

সালমান ৫৩৫	নুসরাত ৫৭৮	প্রীতি ৫৭৯	সাবেরা ৫৮০	তাসমিয়া ৫৮১	দীপ্ত ৫৮২	ফারজানা ৫৮৫

রেজভী ৫৮৬	আরবীয়া ৫৮৭	সাবিহা ৫৮৮	রিজন ৫৮৯	শারমিন ৫৯০	আলম ৫৯২	সুমাইয়া ৫৯৩

সায়মা ৫৯৪	শামীম ৫৯৫	শিশির ৫৯৬	আশিক ৫৯৭	কামরুল ৫৯৯	নাবিহা ৬০১	মারওয়া ৬০৩

শ্রাবনী ৬০৪	তামান্না ৬০৫	ফাহাদ ৬০৬	ওয়াজেদ ৬০৮	নাহিদ ৬১০	সাব্বির ৬১১	নুর ৬১৩

তারেক ৬১৪	নাভিদ ৬১৫	কাউছার ৬১৬	রাইসুল ৬১৯	সালমা ৬২০	ঈষিকা ৬২১	তানভীর ৬২২

শাহজালাল ৬২৩	তালহা ৬২৪	ইমরান ৬২৫	শুভদীপ ৬২৬	রাবেয়া ৬২৭	নাসির ৬২৯	ফারিহা ৬৩০

জিন্নাত ৬৩১	সোহাগ ৬৩৩	ফুয়াদ ৬৩৪	শুভ ৬৩৫	আরিফ ৬৩৭	শারমিন ৬৩৯	আরমান ৬৪০

গনি ৬৪১ | সাদিয়া ৬৪২ | সিয়াম ৬৪৪ | মেহেদী ৬৪৫ | সাদিয়া ৬৪৯ | জামান ৬৫০ | নাসরিন ৬৫১

বিএ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

মাসরুবা ৫১২ | সাদিয়া ৫১৪ | রহমত ৫১৫ | মিষ্টি ৫১৬ | আনিকা ৫১৭ | তারেক ৫১৮ | মুরশেদ ৫১৯

ইব্রাহীম ৫২১ | সপ্না ৫২২ | মেহেদী ৫২৩ | ফয়েজ ৫২৫ | মিদুল ৫২৬ | সাকিব ৫২৮ | ওয়াহেদ ৫২৯

সৈকত ৫৩০ | আশ্রাফ ৫৩২ | নাকিবুর ৫৩৪ | রোনিয়া ৫৩৬ | নাঈম ৫৩৭ | মাহফিজুর ৫৩৮ | তানভীর ৫৩৯

হাকিম ৫৪০ | সুমাইয়া ৫৪১ | সফিক ৫৪৪ | বাবু ৫৪৫ | ছাদিকুর ৫৪৭ | মাহমুদ ৫৪৮ | নোভেল ৫৪৯

নাজিয়া ৫৫০ | আযম ৫৫১ | মেহেদী ৫৫৪ | নাহিদ ৫৫৫ | তালহা ৫৫৮ | হাসান ৫৬০ | জুবায়ের ৫৬২

নীলিম
৫৬৩

রাইসা
৫৬৪

সাচিবুর
৫৬৫

শাকিবুল
৫৬৮

আলো
৫৬৯

আবতাবুর
৫৭১

রওনক
৫৭৩

সায়েম
৫৭৬

রীমা
৫৭৭

জান্নাতুল
৫৭৭ (A)

এমএ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

ফারজানা
৪৪

রুবাইয়া
৪৫

ঊর্মি
৪৬

ফৌজিয়া
৪৭

সুমাইয়া
৪৮

মেহনাজ
৪৯

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বিবিএ (সম্মান), ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০

আভা ১৫৭১ | সুরভী ১৫৭২ | আশিক ১৫৭৩ | অরিন ১৫৭৪ | সুমাইয়া ১৫৭৫ | মুন ১৫৭৬ | আরাফাত ১৫৭৭

রিফাহ ১৫৭৮ | মুন্নি ১৫৭৯ | সালমা ১৫৮০ | জান্নাতুল ১৫৮১ | সাদিয়া ১৫৮২ | তন্নি ১৫৮৩ | রোজ ১৫৮৪

রাবিদ ১৫৮৫ | ইসমিকা ১৫৮৬ | ইয়াছিন ১৫৮৭ | ইসরাইল ১৫৮৮ | সাঈদ ১৫৮৯ | নিয়াজ ১৫৯০ | নাইমুল ১৫৯১

নূর মোহাম্মদ ১৫৯২ | আরমান ১৫৯৩ | শাহারিয়ার ১৫৯৪ | ফাহাদুজ্জামান ১৫৯৫ | নাদিয়া ১৫৯৬ | সুমাইয়া ১৫৯৯ | ইবতি ১৬০০

আরিফ ১৬০১ | রবিন ১৬০৩ | ছাওবিয়া ১৬০৪ | মাহিদুর ১৬০৫ | শাহারিয়ার ১৬০৬ | সামিউল ১৬০৭ | আদন ১৬০৮

তপু ১৬০৯ | শিমুল ১৬১১ | আরিফুল ১৬১২ | সানজিদা ১৬১৩ | রাসেদ ১৬১৪ | আকরাম ১৬১৬ | রিয়া ১৬১৭

রিফাত
১৬১৮

সিফাত
১৬১৯

রোশনী
১৬২০

অনন্যা
১৬২১

সায়াদ
১৬২২

ফয়সাল
১৬২৩

সাকলাইন
১৬২৪

শান্ত
১৬২৫

তাহিয়া
১৬২৬

রাকিব
১৬২৭

ইসরাত
১৬২৮

মোশিউর
১৬২৯

হিয়া
১৬৩০

ইমন
১৬৩১

নিধান
১৬৩২

শিমুল
১৬৩৩

আশরাফুল
১৬৩৪

রেজওয়ানুল
১৬৩৫

মামুন
১৬৩৬

হাফিজুর
১৬৩৭

সামিউল
১৬৩৯

ফারহান
১৬৪০

ইমরান
১৬৪১

ইয়াছিন
১৬৪২

তানজিক
১৬৪৩

সায়িম
১৬৪৪

নূর মোহাম্মদ
১৬৪৫

রামিছা
১৬৪৬

খালেদা
১৬৪৭

তাজমুল
১৬৪৯

বিবিএ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯

মাহাবুবুর
১৪৮৯

অভয় সাহা
১৪৯০

ইজাজ
১৪৯১

পিয়া
১৪৯২

জামিল
১৪৯৩

সুমাইয়া
১৪৯৪

সুহানুর
১৪৯৬

শামিম	পাশা	আফরোজা	আরিনা	তিশা	ফাতেমা	জীবন
১৪৯৭	১৪৯৮	১৪৯৯	১৫০১	১৫০২	১৫০৩	১৫০৪

মিনহাজ	তাসনুভা	এডোনিস	আব্দুল্লাহ্	শিমন	হাফিজ	তাকি
১৫০৫	১৫০৭	১৫০৮	১৫০৯	১৫১০	১৫১১	১৫১২

সাদ	ফারিয়া	শারমিন	তানভির	নাঈম	ইস্রাফিল	ঐশি
১৫১৩	১৫১৪	১৫১৫	১৫১৬	১৫১৭	১৫১৮	১৫১৯

অপু	লতা	সিঁথি	সুলতান	সাকিব	আশা মনি	নাছরিন
১৫২০	১৫২১	১৫২২	১৫২৩	১৫২৪	১৫২৫	১৫২৬

তুষার	আরিফ	ঋতু	আসাদুল	সাওয়াল	খুরশেদ	জয়
১৫২৮	১৫২৯	১৫৩০	১৫৩২	১৫৩৩	১৫৩৫	১৫৩৬

সন্জয়	ইফতেখারুল	সাব্বির	মন্টি	বাঁধন	অনিক	মামুন
১৫৩৭	১৫৩৮	১৫৩৯	১৫৪০	১৫৪১	১৫৪২	১৫৪৩

তিথি	আমজাদ	শাম্মি	সোহরাব	রাকিবুল	দীপ	রাকিব
১৫৪৪	১৫৪৫	১৫৪৬	১৫৪৭	১৫৪৮	১৫৫০	১৫৫২

সাবাব ১৫৫৩	আরমান ১৫৫৪	মহসেনুল ১৫৫৫	মিনহাজ ১৫৫৬	সাকিল ১৫৫৮	নোমান ১৫৬০	সাগর ১৫৬১

মাজেদুর ১৫৬২	আবির ১৫৬৩	জেমস্ ১৫৬৪	হাসানুর ১৫৬৫	সোহানুল ১৫৬৬	ধ্রুব ১৫৬৭	নাজমুল ১৫৬৮	সাইফুল ১৫৭০

বিবিএ (সম্মান) ৩য় বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

সাবরিনা ১৩৫০	মোস্তফা ১৩৫১	মিম ১৩৫২	আরমান ১৩৫৩	নেওয়াজ ১৩৫৪	মাহাজ ১৩৫৫	মোমেনা ১৩৫৮

শাহাদাৎ ১৩৬০	রাইমা ১৩৬২	ফেরদৌস ১৩৬৩	ইসরাত ১৩৬৪	মিম ১৩৬৫	রায়হান ১৩৬৬	নিয়াম ১৩৬৭

রাকিবুর ১৩৬৮	আল-আমিন ১৩৭০	কায়সার ১৩৭১	আসিফ ১৩৭২	সাব্বির ১৩৭৪	রাকিবুল ১৩৭৫	নিলা ১৩৭৮

হিমেল ১৩৭৯	ফাতেমা ১৩৮০	তাজিন ১৩৮১	রফিকুল ১৩৮২	সাব্বির ১৩৮৩	আবদুল্লাহ ১৩৮৫	হাবিব ১৩৮৭

হাসানুর	ওয়াসি	নিলয়	সুয়াইয়া	গাফ্ফার	রূপা	তাসনিম
১৩৮৯	১৩৯০	১৩৯১	১৩৯৩	১৩৯৯	১৪০০	১৪০১

রাফাত	অমর্ত্য	জোহরা	ফাহিম	ইমরান	সিয়াম	আমানি
১৪০৩	১৪০৪	১৪০৫	১৪০৬	১৪০৭	১৪০৮	১৪০৯

জহুরা	হাফসা	ইশি	তন্নি	ফাওজিয়া	ফারিয়া	প্রভা
১৪১০	১৪১১	১৪১৩	১৪১৪	১৪১৬	১৪১৭	১৪১৮

রুমানা	সাদিয়া	তানভীর	শাহরিয়ার	মৌমিতা	জান্নাতুল	ইমাম
১৪২০	১৪২১	১৪২২	১৪২৩	১৪২৪	১৪২৫	১৪২৬

প্রমি	তন্ময়	শাকিল	প্রান্ত	নাফিউ	রেজওয়ানা	শাহারুফ
১৪২৭	১৪২৮	১৪২৯	১৪৩০	১৪৩১	১৪৩৩	১৪৩৫

আলি আহমেদ	তুষার	জাকির	তারেক	তুশিতা	নিপা	জাওয়াদ
১৪৩৭	১৩৩৮	১৪৩৯	১৪৪১	১৪৪২	১৪৪৩	১৪৪৪

মান্নান	বুলবুল	মাহবুবার	সাজ্জাদ	হাসিব	প্রত্যুষ	রিপন
১৪৪৬	১৪৪৭	১৪৪৮	১৪৪৯	১৪৫০	১৪৫২	১৪৫৩

নাইম
১৪৫৫

পুলক
১৪৫৬

মোতাওয়াক্কেল
১৪৫৭

কাদের
১৪৫৮

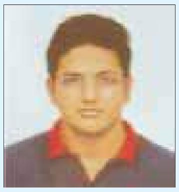
মোস্তফা
১৪৫৯

সৈকত
১৪৬০

ফয়সাল
১৪৬১

সহিদুল
১৪৬২

রাকিবুল
১৪৬৩

জাকিয়া
১৪৬৪

রিফাত
১৪৬৫

জেরিন
১৪৬৬

সিরাজুল
১৪৬৯

আসাদ
১৪৭৩

হিমন
১৪৭৪

রাকিবুল
১৪৭৭

আলবাব
১৪৭৮

রাজু
১৪৭৯

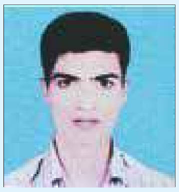
আজাদুল
১৪৮২

অনন্যা
১৪৮৩

সিফাত
১৪৮৪

তানভীর
১৪৮৫

মনিরুল
১৪৮৮

বিবিএ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

রাসানুল ১২৪০	জাহিন ১২৪১	রাকিব ১২৪২	ইবতেশামুল ১২৪৩	হাসান ১২৪৬	জাহিদুল ১২৪৭	হাফিজা ১২৪৮

হাসান ১২৪৯	খাদিজাতুল ১২৫০	জারিন ১২৫১	মুনিরা ১২৫৩	তানভীর ১২৫৪	তাসনিম ১২৫৫	সানজিদা ১২৫৬

সাদিক ১২৫৭	রানা ১২৫৮	অয়ন ১২৫৯	শাহরিয়ার ১২৬০	ফাহিমা ১২৬১	ফারজানা ১২৬৩	ইয়াসিন ১২৬৪

আফিয়া ১২৬৫	ফারদিন ১২৬৬	সুরাইয়া ১২৬৭	মাহফুজুর ১২৬৮	দিহাম ১২৬৯	মেরি ১২৭০	সাদিয়া ১২৭১

সিফাত ১২৭২	জান্নাতুল ১২৭৪	মোস্তফা ১২৭৫	অন্তর ১২৭৭	সজীব ১২৭৮	ইমদাদুল ১২৭৯	ফায়জানুল ১২৮০

তৌফিক ১২৮৪	সাকিব ১২৮৮	শাকিল ১২৮৯	আসমা ১২৯০	তামান্না ১২৯১	আদিবা ১২৯৩	রাসেল ১২৯৪

জাহাঙ্গীর ১২৯৭	মারিয়া ১২৯৮	মৌ ১২৯৯	হাফিজুর ১৩০০	তানভীর ১৩০৩	জান্নাতুন ১৩০৬	সামিয়া ১৩০৭

মাহামুদুল
১৩০৮

আসাদ
১৩০৯

হাসান
১৩১০

ইশতিয়াক
১৩১১

নুরুল
১৩১২

মেঘলা
১৩১৩

ফাহিম
১৩১৬

শামীমা
১৩১৭

মাইশারা
১৩১৮

সুমাইয়া
১৩১৯

সাইফুল
১৩২০

সজল
১৩২১

রাজেশ
১৩২২

রুবাইয়াত
১৩২৪

তাকওয়া
১৩২৬

মোস্তাফিজুর
১৩২৭

আবদুল
১৩২৮

সাদিকুল
১৩২৯

আব্দুল্লাহ
১৩৩০

সাইফ
১৩৩১

দুদু মিয়া
১৩৩২

রাবেয়া
১৩৩৫

মেসবাহ
১৩৩৬

তাহসিনুল
১৩৩৭

শরিফ
১৩৩৮

রিয়াজুল
১৩৩৯

আকমল
১৩৪১

শেখ
১৩৪২

নিশাত
১৩৪৪

জাহিদ
১৩৪৬

বিবিএ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

ইশরাক
১১৬৬

মুনতাসির
১১৬৮

মেহনাজ
১১৬৯

মাহামুদুল
১১৭০

সাকিব
১১৭২

সাবিহা
১১৭৩

তাসলিমা
১১৭৪

অনূপ	রিয়া	রব	রিফা	আরমান	মাসুমা	মোরশেদ
১১৭৯	১১৮০	১১৮১	১১৮২	১১৮৩	১১৮৪	১১৮৫

সিদরাতুল	ফারজানা	রবিউল	শাহেদ	মাহমুদ	সুলতানা	তানজিলা
১১৮৬	১১৮৭	১১৮৮	১১৯২	১১৯৩	১১৯৪	১১৯৬

বখতিয়ার	মোসলেহ	নিপন	স্মৃতি	জাহিদ	তৌহিদা	রনি
১১৯৭	১১৯৮	১২০০	১২০২	১২০৩	১২০৫	১২০৬

গোলাম আলী	হাবিবুর	সাঈদি	সোমা	রকিবুল	আখি	মেহেদী
১২০৯	১২১১	১২১২	১২১৬	১২১৭	১২১৯	১২২০

সেলিম	আসিফ	ফারিয়া	তুষি	ওমর	রুহিন	আপন
১২২১	১২২২	১২২৩	১২২৪	১২২৫	১২২৬	১২২৭

ইফতি	খালিদ	আব্দুল্লাহ্	সানজিদ	মাহমুদুল	রেশমী	জাহিদ
১২২৮	১২২৯	১২৩০	১২৩১	১২৩২	১২৩৩	১২৩৪

জুবায়ের	ইদ্রিস	সাখাওয়াত	নূর আলম	মরিয়ম
১২৩৫	১২৩৬	১২৩৭	১২৩৮	১১৩১

এমবিএ, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

নূর
৪১৯

কাদের
৪২০

মারিয়া
৪২১

তানভীর
৪২২

আশরাফ
৪২৩

মেহেদী
৪২৪

শিমুল
৪২৫

সাথী
৪২৬

রিমি
৪২৭

ফারজানা
৪২৮

তানজিনা
৪২৯

সাদিয়া
৪৩১

সেলিনা
৪৩২

ইসরাত
৪৩৩

রিয়াজ
৪৩৪

অনিক
৪৩৫

লাবিবা
৪৩৬

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

বিবিএ (সম্মান), ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০

চাঁদনী
১৭৯১

মুন
১৭৯২

মৌ
১৭৯৩

রাব্বি
১৭৯৪

সাইফুল
১৭৯৫

পূর্ণিমা
১৭৯৬

সায়মা
১৭৯৭

মুক্তি
১৭৯৮

সানোয়ার
১৭৯৯

মিম
১৮০০

ইমন
১৮০১

ইভান
১৮০২

রায়সাত
১৮০৩

ইমরান
১৮০৪

বিনয়
১৮০৫

নাজমুল
১৮০৬

রনি
১৮০৭

নিজল
১৮০৮

তনিমা
১৮০৯

সাবিহা
১৮১০

তিশা
১৮১১

অনিদ্র
১৮১২

খাদিজা
১৮১৪

আশিক
১৮১৫

সাকিল
১৮১৬

নিসাত
১৮১৭

রিদয়
১৮১৮

সাদিয়া
১৮১৯

লামিয়া
১৮২০

ইহসান
১৮২১

রাকিব
১৮২২

শান্ত
১৮২৩

ফেরদৌস
১৮২৪

প্রমিতি
১৮২৫

সাদিদ
১৮২৭

রাইসুল
১৮২৮

তানজিনা
১৮২৯

মিম
১৮৩০

শাহারিয়ার
১৮৩১

আরিফ
১৮৩২

রাজন
১৮৩৩

আনজুম
১৮৩৪

সাদিয়া
১৮৩৫

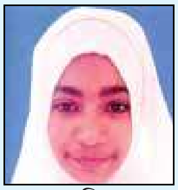
সানজিয়া
১৮৩৬

তালহা
১৮৩৭

নাফি
১৮৩৮

ফরিদ
১৮৩৯

সাদিয়া
১৮৪০

হালিমা
১৮৪১

তুলি
১৮৪২

রেদওয়ান
১৮৪৩

তৌহিদ
১৮৪৪

আনিকা
১৮৪৬

রাহিব
১৮৪৭

রাজু
১৮৪৮

সাব্বির
১৮৪৯

নূরজাহান
১৮৫০

ফারহিন
১৮৫১

জিল্লুর
১৮৫২

সাদমান
১৮৫৩

খায়রুল
১৮৫৪

ফাহিম
১৮৫৫

সামিউল
১৮৫৬

ছাব্বির
১৮৫৭

প্রনয়
১৮৫৮

আনিকা
১৮৫৯

ফাহিম
১৮৬০

আশুতোষ
১৮৬১

মুজাহিদ
১৮৬২

শাহরিয়ার
১৮৬৩

ফাহাদ
১৮৬৪

সাজ্জাদ
১৮৬৫

নূর আলম
১৮৬৬

অনুদীপ
১৮৬৭

সোয়েব
১৮৬৮

রনি
১৮৬৯

আতিকুর
১৮৭০

হৃদয়
১৮৭১

জয়
১৮৭২

রিয়াদ
১৮৭৩

মাহাবুবুল
১৮৭৪

অঞ্জন
১৮৭৫

সাকিব
১৮৭৬

সাজিব
১৮৭৭

বিবিএ (সম্মান), ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯

অর্ণা	রেজা	আরাফাত	সাব্বির	স্বর্ণা	সুপ্তি	সজিব
১৬৮২	১৬৮৩	১৬৮৪	১৬৮৫	১৬৮৬	১৬৮৭	১৬৮৮

সালমান	এনামুল	হাসান	রুবেল	আনান	সাব্বির	আবিদ
১৬৮৯	১৬৯০	১৬৯১	১৬৯২	১৬৯৩	১৬৯৪	১৬৯৫

তানজিলা	জান্নাতুল	আশা	আফরিন	সায়মা	মুসাইবুল	ফুয়াদ
১৬৯৮	১৬৯৯	১৭০০	১৭০১	১৭০২	১৭০৩	১৭০৭

নাসিম	সজিব	সামিউন	আল-আমিন	রাহাত	চৈতি	আশিকুর
১৭০৮	১৭০৯	১৭১০	১৭১১	১৭১২	১৭১৩	১৭১৪

রাব্বি	নাহিদুর	কৌশিক	তাহমিনা	নিউটন	ইকুব	রিজভি
১৭১৫	১৭১৭	১৭১৮	১৭১৯	১৭২১	১৭২২	১৭২৩

তোহফা	বৃষ্টি	সাদিয়া	তুষার	তুষার	আতিক	অভি
১৭২৪	১৭২৫	১৭২৬	১৭২৭	১৭২৮	১৭২৯	১৭৩০

সায়েমা	রহিমা	শাওন	ইবনুল	আফসার	মিনহাজুল	রিসাতুল
১৭৩১	১৭৩৩	১৭৩৪	১৭৩৬	১৭৩৮	১৭৩৯	১৭৪১

মোস্তাফিজুর ১৭৪২	রাজিব ১৭৪৩	সোয়েব ১৭৪৪	রবিউল ১৭৪৫	রায়হান ১৭৪৭	হৃদয় ১৭৪৮	আশরাফুল ১৭৪৯

রিয়া ১৭৫০	রাকিব ১৭৫১	শাহিন ১৭৫৩	রায়হান ১৭৫৫	নাজমুল ১৭৫৬	নাইমুর ১৭৫৭	রানা ১৭৫৮

আবুবক্কর ১৭৬০	তৌহিদ ১৭৬৩	তানভির ১৭৬৪	হৃদয় ১৭৬৫	সুফিয়ান ১৭৬৬	শাকিল ১৭৬৭	রিয়াদ ১৭৬৮

চয়ন ১৭৬৯	গোলাম ১৭৭০	তৌফিক ১৭৭১	কাদের ১৭৭২	ফাহিম ১৭৭৪	আকাশ ১৭৭৫	রাসেল ১৭৭৬	প্রিন্স ১৭৭৭

ইমতিয়াজ ১৭৭৮	আকলিমা ১৭৭৯	সাকিব ১৭৮১	সিফাত ১৭৮২	রাজু ১৭৮৩	রাকিব ১৭৮৬	হৃদয় ১৭৮৭	আশিকুর ১৭৮৯

বিবিএ (সম্মান), ৩য় বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

তানিয়া ১৫৪৫	মরিয়ম ১৫৪৬	কাশফিয়া ১৫৪৮	আরিফ ১৫৪৯	আলিফ ১৫৫০	নিশিতা ১৫৫৩	প্রিয়া ১৫৫৪

শিহাব	শাপলা	ইয়াছমিন	শাহারিয়ার	নাঈমা	বিজয়ী	আনজুমান
১৫৫৫	১৫৫৭	১৫৫৮	১৫৫৯	১৫৬০	১৫৬১	১৫৬২

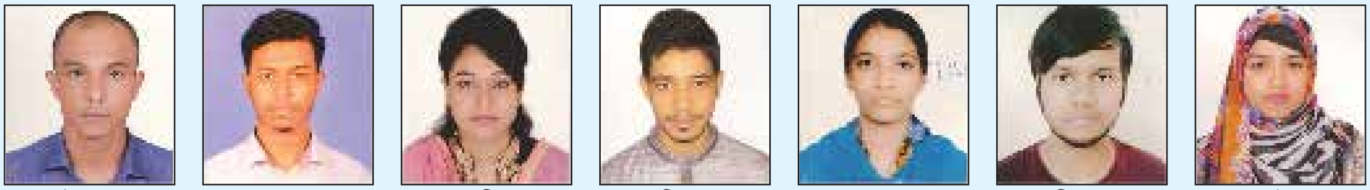

উদয়	শুভ	তাসমিয়্যাহ	মিরাজ	নুসরাত	নিয়াজ	সুমাইয়া
১৫৬৪	১৫৬৫	১৫৬৬	১৫৬৮	১৫৬৯	১৫৭১	১৫৭২

সিহাব	জান্নাত	ফিরোজ	শিখিলা	জিনাত	সালমা	তনয়
১৫৭৪	১৫৭৫	১৫৭৬	১৫৭৭	১৫৭৮	১৫৭৯	১৫৮১

সায়েল	নিতু	শাওন	শিশির	মজিবর	মুন্না	সাজন
১৫৮২	১৫৮৫	১৫৮৭	১৫৮৮	১৫৮৯	১৫৯০	১৫৯১

তিথি	ফাইজা	অনিক	আফরিন	রুবিনা	শামসুল	হাবিবুল
১৫৯২	১৫৯৫	১৫৯৬	১৫৯৭	১৫৯৮	১৬০০	১৬০১

জাবের	শায়লা	কুলসুম	ধ্রুব	মিনহাজ	ইমন	আয়েশা
১৬০২	১৬০৩	১৬০৫	১৬০৬	১৬০৭	১৬০৮	১৬০৯

রিয়াজ	প্রজ্ঞল	বিলকিস	আনিস	আহাদ	প্রেমা	কামনা
১৬১০	১৬১১	১৬১২	১৬১৩	১৬১৪	১৬১৫	১৬১৬

সাদিয়া ১৬১৮	খালিদ ১৬২০	সাইফ ১৬২১	শিলা ১৬২২	নুরুন্নবী ১৬২৩	সুজন ১৬২৪	রবিন ১৬২৫

চৈতী ১৬২৬	আফসানা ১৬২৭	আকিব ১৬৩০	শিহাব ১৬৩১	নাহিদ ১৬৩২	রওনাকুল ১৬৩৩	তৃষা ১৬৩৪

ইউসুফ ১৬৩৭	জয় ১৬৩৮	মিরাজ ১৬৩৯	রাব্বানী ১৬৪১	হৃদয় ১৬৪২	ইসতিয়ার ১৬৪৪	নামিরুল ১৬৪৫

সজীব ১৬৪৬	পপি ১৬৪৭	রনি ১৬৪৮	স্বদেশ ১৬৪৯	নাইমা ১৬৫০	সায়মা ১৬৫১	লাবনী ১৬৫৪

নিশি ১৬৫৫	তাসবীর ১৬৫৬	তরুণ ১৬৫৭	মুরাদ ১৬৫৮	সুজন ১৬৫৯	আশিক ১৬৬০	তুষার ১৬৬১

আবু তাহের ১৬৬৪	আসাফ ১৬৬৬	ছায়েদ ১৬৬৭	তানভীর ১৬৬৮	মিশু ১৬৭২	আরাফাত ১৬৭৩	ওবায়দুল ১৬৭৪

তাফসিরুল ১৬৭৫	লাকী নূর ১৬৭৬	মাহির ১৬৭৮	তাজিন ১৬৭৯	শিমুল ১৬৮১

বিবিএ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

ইমা ১৪৩৭ | ফাতেমা ১৪৩৮ | সুমি ১৪৩৯ | জয়নব ১৪৪০ | মনির ১৪৪১ | তানজিলা ১৪৪৪ | সুপ্তি ১৪৪৫

সিহাব ১৪৪৬ | শুশমি ১৪৪৮ | আয়শা ১৪৫০ | সুমাইয়া ১৪৫১ | শান্ত ১৪৫২ | লিজা ১৪৫৪ | সোহেল ১৪৫৬

ইয়াসিন ১৪৫৭ | অমিত ১৪৫৮ | রাব্বি ১৪৫৯ | ফয়েজ ১৪৬০ | স্বচ্ছ ১৪৬১ | ইমরান ১৪৬৩ | কামরুন ১৪৬৪

রাকিবুল ১৪৬৬ | বিজয় ১৪৬৮ | জান্নাতুল ১৪৬৯ | মিলি ১৪৭০ | ইয়াসিন ১৪৭১ | পায়েল ১৪৭২ | জুবায়েদ ১৪৭৩

সাখাওয়াত ১৪৭৫ | আশরাফুল ১৪৭৬ | রকিবুল ১৪৭৮ | হাকিম ১৪৭৯ | নায়েম ১৪৮২ | নাহিদ ১৪৮৩ | পলাশ ১৪৮৪ | সালমান ১৪৮৭

আলী ১৪৮৯ | নুধার ১৪৯০ | রিয়া ১৪৯১ | ফারুক ১৪৯৩ | রিদয় ১৪৯৫ | তির্থ ১৪৯৬ | শামসুল ১৪৯৭

রকিব ১৪৯৮ | সুমন ১৪৯৯ | রাবেয়া ১৫০১ | সবুজ ১৫০২ | অপু ১৫০৩ | মুক্তা ১৫০৪ | সায়মন ১৫০৫

সাজ্জাত ১৫১১	রিয়াদ ১৫১২	শাম্মি ১৫১৩	ইরফান ১৫১৪	তানিয়া ১৫১৫	রিফাত ১৫১৭	রাফি ১৫১৮

আরজু ১৫২০	রাশেদুল ১৫২২	হাসিবুল ১৫২৩	রহমান ১৫২৫	ফয়সাল ১৫২৬	আকাশ ১৫২৯	আয়শা ১৫৩১

নিশা ১৫৩২	রিয়াদ ১৫৩৩	মাইদুল ১৫৩৬	ইয়াসিন ১৫৩৭	শঙ্কর ১৫৩৯	সায়মন ১৫৪০	সাব্বির ১৫৪১

বিবিএ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

লিমা ১৩৪৯	তাবিয়া ১৩৫০	ফারিয়া ১৩৫১	মারুফ ১৩৫৩	শিশির ১৩৫৪	শম্পা ১৩৫৫	আকাশ ১৩৫৬

নাহিদ ১৩৫৭	নাকিব ১৩৫৮	ধ্রুব ১৩৬০	কৌশিক ১৩৬২	খালেদ ১৩৬৩	সাবরিনা ১৩৬৪	কানিজ ১৩৬৫

জুবায়ের ১৩৬৬	আবির ১৩৬৭	হাসান ১৩৬৮	রোকসানা ১৩৭০	সবুজ ১৩৭১	সামিনা ১৩৭২	রেদওয়ান ১৩৭৩

সুমাইয়া ১৩৭৪ | আসিফ ১৩৭৭ | আতিক ১৩৭৮ | মেহজাবিন ১৩৭৯ | রাকিব ১৩৮০ | জাহিদুল ১৩৮১ | শিপলু ১৩৮৪ | আফসানা ১৩৮৮

মাহমুদা ১৩৯০ | রুমকি ১৩৯১ | স্বরলিপি ১৩৯২ | রাফতি ১৩৯৩ | মুক্তা ১৩৯৪ | আরাফাত ১৩৯৫ | তামান্না ১৩৯৬ | নজরুল ১৪০০

সোহান ১৪০১ | সারোয়ার ১৪০২ | আসাদুজ্জামান ১৪০৪ | শাওন ১৪০৫ | আফরোজা ১৪০৭ | শুভ ১৪০৮ | সাবরিনা ১৪০৯

শাহাদাত ১৪১২ | আকরাম ১৪১৩ | রোজা ১৪১৫ | মারুফা ১৪১৮ | সানী ১৪১৯ | মাহিমা ১৪২০ | সোহাগ ১৪২১

সাখাওয়াত ১৪২৩ | শাহ আলম ১৪২৫ | ফাহিম ১৪২৬ | ইউসুফ ১৪২৭ | গোলাম রসুল ১৪২৮ | হাবিবুর ১৪২৯ | মুন্না ১৪৩১

সৈকত ১৪৩৩ | ফাতেমা ১৪৩৪ | তমাল ১৪৩৫ | মিলাদুন্নবী ১৪৩৬ | ফারিয়া ১২৭২ | আনিকা ১৪৩৬ (A)

এমবিএ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

সাবরিনা
৫৬২

তানিয়া
৫৬৩

সাদিকা
৫৬৪

রাশেদুল
৫৬৫

মুশফিকুর
৫৬৬

নাঈম
৫৬৭

সাইমুন
৫৬৮

তানজিলা
৫৬৯

সায়লা
৫৭০

জান্নাতুল
৫৭১

শিরিন
৫৭২

নুসরাত
৫৭৩

মোনালিসা
৫৭৪

ফারিয়া
৫৭৫

সৌমিতা
৫৭৬

হাফিজা
৫৭৭

তানিয়া
৫৭৮

খায়রুন
৫৭৯

বিল্লাল
৫৮০

খাদিজা
৫৮১

নাসির
৫৮২

জাহের
৫৮৩

রুম্মন
৫৮৪

ইমরান
৫৮৫

আল-মামুন
৫৮৬

আহমেদ
৫৮৭

নাজমুল
৫৮৮

ফাহিম
৫৮৯

তৌহিদুল
৫৯০

নূর মোহাম্মদ
৫৯১

ওমর ফারুক
৫৯২

সাঈদ
৫৯৩

রাজিয়া
৫৯৪

আফিয়া
৫৯৫

শ্যামলী
৫৯৬

মিতু
৫৯৭

সায়মা
৫৯৮

সানজিদা
৫৯৯

সোমা
৬০০

কাওছার
৬০১

লামিয়া
৬০২

মজিদ
৬০৩

ছনিয়া
৬০৪

শারমিন
৬০৫

তাসরিক
৬০৬

সৈকত
৬০৭

ফয়সাল
৬০৮

মার্কেটিং বিভাগ

বিবিএ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০

রাহাত ১৬৪১	মুস্তাফিজ ১৬৪২	সুমাইয়া ১৬৪৩	খাদিজা ১৬৪৪	এশা ১৬৪৫	মেহেরিন ১৬৪৬	নাজনীন ১৬৪৭
ফাহাদ ১৬৪৮	আসমা ১৬৪৯	আফরিন ১৬৫০	শাদাত ১৬৫১	রিদোয়ান ১৬৫২	মায়সা ১৬৫৩	ফাহিম ১৬৫৪
তানভীর ১৬৫৫	মনি ১৬৫৬	সাদিয়া ১৬৫৭	নাঈম ১৬৫৮	রেদিন ১৬৫৯	সিয়াম ১৬৬০	আদিবা ১৬৬২
হিমেল ১৬৬৩	সানি ১৬৬৪	আবিদ ১৬৬৫	জান্নাত ১৬৬৬	রাব্বি ১৬৬৭	ইমরান ১৬৬৮	জাকারিয়া ১৬৭০
সাকিব ১৬৭১	সাদিক ১৬৭২	সাকিব ১৬৭৪	আলিফ ১৬৭৫	জিননা ১৬৭৬	তানজিম ১৬৭৮	মিনহাজ ১৬৭৯
তানজিল ১৬৮০	আবিদ ১৬৮১	ফয়সাল ১৬৮২	ফারিয়া ১৬৮৪	মুন্না ১৬৮৭	নুসরাত ১৬৯০	আরিফ ১৬৯২

রাসনা
১৬৯৩

সিয়াম
১৬৯৪

সাম্মি
১৬৯৫

তৌফিক
১৬৯৬

মিনহাজ
১৬৯৭

রোহান
১৬৯৮

আরিফ
১৬৯৯

জেরিন
১৭০৩

মাসরুর
১৭০৪

পংকজ
১৭০৬

মরিয়ম
১৭০৭

রিদয়
১৭০৮

রাকিব
১৭০৯

মাসুদ
১৭১০

রফিক
১৭১১

শাহরিয়ার
১৭১২

আসমা
১৭১৪

সাজিদুল
১৭১৫

রাইসুল
১৭১৬

ফারুক
১৭১৮

হায়দার
১৭১৯

হাসিবুল্লাহ
১৭২০

আরাফাত
১৭২১

হাসনাত
১৭২২

রিহান
১৭২৩

মরিয়ম
১৭২৪

আসিফ
১৭২৫

রিপন
১৭২৬

চৈতি
১৭২৭

অসিফ
১৭২৮

সাগর
১৭২৯

অপূর্ব
১৭৩০

মেহেরুন
১৭৩১

বাকী
১৭৩২

তানভীর
১৭৩৩

সাগর
১৭৩৫

সুমিত
১৭৩৬

বিবিএ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯

সৌমিক ১৫২৪	সুমাইয়া ১৫৪৯	জুয়ানা ১৫৫০	মিম ১৫৫১	জাহিদুল ১৫৫২	আন্তাজুল ১৫৫৩	মিম ১৫৫৪

শান্ত ১৫৫৫	মাহাবুব ১৫৫৬	সাকিব ১৫৫৭	নিরব ১৫৫৮	ফরহিন ১৫৫৯	সজিব ১৫৬০	তমাল ১৫৬১

সুমি ১৫৬২	মেহেরাব ১৫৬৩	আরিফা ১৫৬৪	তৌহিদুর ১৫৬৫	সানজিদা ১৫৬৬	রিফাত ১৫৬৭	সিয়াম ১৫৬৮

ফাতেমা ১৫৬৯	ওয়ালিদ ১৫৭২	ওয়াহিদিল ১৫৭৩	শান্ত ১৫৭৪	প্রেমা ১৫৭৫	মুনজুর ১৫৭৬	শাফিল ১৫৭৭

সায়মুর ১৫৭৮	মুন ১৫৭৯	ফয়সাল ১৫৮০	নওসিন ১৫৮১	আহনাফ ১৫৮২	মেহেদি ১৫৮৩	আবেদ ১৫৮৪

পূর্বা ১৫৮৫	আসিফ ১৫৮৭	হিমেল ১৫৮৮	শাহরোজ ১৫৮৯	রাজু ১৫৯০	সৌরভ ১৫৯১	লিখন ১৫৯২

সাইফুল ১৫৯৩	হাসি ১৫৯৪	সুমাইয়া ১৫৯৫	সাব্বির ১৫৯৭	সাজিদ ১৫৯৮	মিষ্টি ১৫৯৯	জাফর ১৬০০

নুসরাত	চয়ন	আরাফ	সিনদিদ	মুজাহিদুল	ফজলে	রাব্বানি
১৬০১	১৬০২	১৬০৩	১৬০৪	১৬০৫	১৬০৭	১৬০৯

রাব্বির	মামুন	পায়েল	আশিক	সানিম	সুমাইয়া	তারেক
১৬১০	১৬১২	১৬১৩	১৬১৪	১৬১৬	১৬১৮	১৬২১

সাগর	আলিফ	জিহাদ	ফাহিম	পাবেল	সাকলাইন	আরিফ
১৬২৩	১৬২৪	১৬২৫	১৬২৬	১৬২৭	১৬২৮	১৬২৯

শোভা	মামুন	মামুন	স্নিগ্ধা	দিপু	বিল্লাহ	সোহাগ
১৬৩০	১৬৩১	১৬৩২	১৬৩৪	১৬৩৬	১৬৩৭	১৬৩৮

বিবিএ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, (নতুন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

ফাহিম	উর্মি	আশ্রাফ	মুন্না	আফসার	শাখাওয়াত	ইমতিয়ার
১৪০৩	১৪০৪	১৪০৬	১৪০৭	১০১২	১৪১৩	১৪১৪

নাহিদ	আবিদ	মোহাম্মদ	নিয়াজ	অন্যন্যা	রবিন	শোয়াইব
১৪১৫	১৪১৬	১৪১৭	১৪১৮	১৪২০	১৪১২১	১৪২২

আরাফাত	আশ্রাফুল	সাদিয়া	মুন	ওহী	সিয়াম	মুহাইমিন
১৪২৩	১৪২৪	১৪২৬	১৪২৭	১৪২৮	১৪২৯	১৪৩০

রেটিনা	রিয়াসাদ	পান্না	সাজ্জাদ	রেহানা	হৃদয়	আতিক
১৪৩১	১৪৩৩	১৪৩৪	১৪৩৫	১৪৩৬	১৪৪০	১৪৪১

রোকসার	সাইদুল	আরাফাত	রাবেয়া	সৌমি	তরিকুল	তানভীর
১৪৪৩	১৪৪৪	১৪৪৫	১৪৪৭	১৪৫১	১৪৫২	১৪৫৩

রাজীব	সাদাব	কাকলী	মনিরুজ্জামান	আবিদ	আকিবুর	রাহাতিল
১৪৫৪	১৪৫৬	১৪৫৭	১৪৫৯	১৪৬০	১৪৬১	১৪৬২

মোহাইমিল	শিমু	শাওন	প্রীতম	কল্লোল	কাইয়ুম	আকাশ
১৪৬৩	১৪৬৪	১৪৬৬	১৪৬৭	১৪৬৯	১৪৭১	১৪৭২

জাহিদ	নাদিম	মফিজুর	কাজল	মুনতাসীর	সৌরভ	উম্মুল
১৪৭৩	১৪৭৪	১৪৭৬	১৪৭৭	১৪৭৮	১৪৭৯	১৪৮০

মিনহাজ	শোভন	মুন্নী	রউফ	ইভান	রাফি	অনিক
১৪৮১	১৪৮২	১৪৮৩	১৪৮৪	১৪৮৬	১৪৮৭	১৪৮৮

কাব্য ১৪৮৯	ওয়ালিউল ১৪৯০	নাঈম ১৪৯১	সিমলা ১৪৯২	শাহরুখ ১৪৯৩	মনজুরুল ১৪৯৪	জীম ১৪৯৫

সাফনাইন ১৪৯৬	অয়ন ১৪৯৭	মুগ্ধ ১৪৯৮	আব্দুল্লাহ ১৪৯৯	শান্ত ১৫০০	রিম ১৫০১	মেহেদী ১৫০২

রাহী ১৫০৩	কাওসার ১৫০৫	মেহেদী ১৫০৬	সাফায়েত ১৫০৭	আরিফ ১৫০৯	শাহরিয়ার ১৫১০	শাহরিয়ার ১৫১২

জামাল ১৫১৩	শান্ত ১৫১৫	নূর ১৫১৬	ইব্রাহিম ১৫১৮	মনির ১৫২০	সাজ্জাদ ১৫২২	মাহবুবুর ১৫২৩

নাঈম ১৫২৬	সোহানা ১৫২৭	ইয়ামি ১৫২৮	মেহেদী ১৫২৯	হাবিব ১৫৩১	শয়ন ১৫৩২	মাহিমা ১৫৩৩

আসাদ ১৫৩৪	মেহেরাজ ১৫৩৫	ফারুক ১৫৩৬	অপু ১৫৩৭	মামুন ১৫৩৯	তন্ময় ১৫৪০	মাসুদ ১৫৪১

জান্নাত ১৫৪২	শিশির ১৫৪৩	নাঈম ১৫৪৪	অমিত ১৫৪৫	সাদ্দাম ১৫৪৬	রুহুল ১৫৪৭	ফাহিম ১৫৪৮

বিবিএ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

মাসুদ	সোহান	মোবারক	আকিব	আফরিনা	প্রান্ত	পরমা
১২৯২	১২৯৩	১২৯৪	১২৯৫	১২৯৬	১২৯৮	১২৯৯

উপমা	নিশাত	বাবলু	মাসুদ	পাভেল	কিবরিয়া	সুমন
১৩০০	১৩০১	১৩০২	১৩০৩	১৩০৪	১৩০৫	১৩০৬

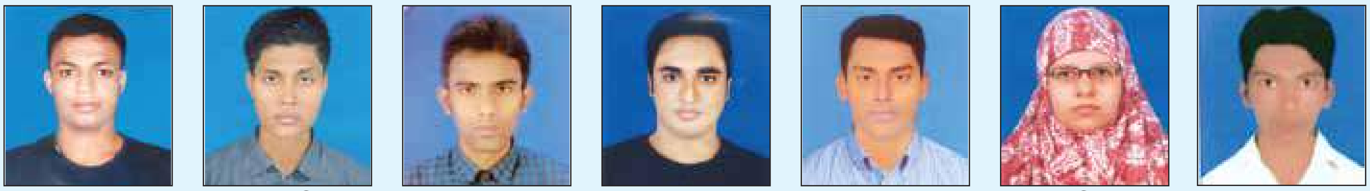

রাহিন	রাব্বানী	কাজল	মোস্তাফিজ	হাসিবুল	শামীমা	শুভ
১৩০৭	১৩০৮	১৩০৯	১৩১০	১৩১১	১৩১২	১৩১৩

মিজান	মোহাম্মদ	শাদমান	তারেক	পায়েল	আসপিয়া	নিশি
১৩১৬	১৩১৭	১৩১৮	১৩১৯	১৩২২	১৩২৩	১৩২৪

লামিসা	শাকিল	মুমু	তানজিলা	মাহবুব	রিফাত	আরিফ
১৩২৫	১৩২৬	১৩২৭	১৩২৮	১৩২৯	১৩৩০	১৩৩১

শওকত	মামুন	সুমাইয়া	রেশমা	রাবেয়া	রুহি	শাকিলা
১৩৩২	১৩৩৩	১৩৩৫	১৩৩৬	১৩৩৯	১৩৪০	১৩৪১

তানজিলা	সামিনা	ফাইরুজ	শরিফ	সোহেল	রুবেল	ইমন
১৩৪২	১৩৪৫	১৩৪৬	১৩৪৭	১৩৪৮	১৩৪৯	১৩৫০

আমিনুল
১৩৫১

মেহেদী
১৩৫৩

তানজুম
১৩৫৪

মহসীন
১৩৫৫

সফিকুল
১৩৫৬

সামিউল
১৩৫৭

হাসিবুল
১৩৫৮

সোহানুর
১৩৬১

ফারজানা
১৩৬৩

লামিয়া
১৩৬৪

তামান্না
১৩৬৫

মেহেদী
১৩৬৭

মঈন
১৩৬৮

হাবিবা
১৩৭০

রাজু
১৩৭২

আশরাফ
১৩৭৩

সালাম
১৩৭৫

সাদাত
১৩৭৬

সজীব
১৩৭৭

পারভেজ
১৩৭৮

তানভীর
১৩৭৯

নিশাত
১৩৮০

নাফিস
১৩৮১

মাহমুদুল
১৩৮২

শাওন
১৩৮৩

ইয়াছির
১৩৮৪

মারফ
১৩৮৫

সাজ্জাদ
১৩৮৬

এখলেসুর
১৩৮৭

শাহরিন
১৩৮৮

প্রিতম
১৩৯০

আনাস
১৩৯১

হাবিব
১৩৯৩

বীথি
১৩৯৫

সৌরভ
১৩৯৬

মাহাবুবুল
১৩৯৭

আইরিন
১৩৯৮

খুরশীদ
১৩৯৯

তরিকুল
১৪০১

রড্রিকস
১৪০২

বিবিএ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

লায়লা ১২১১	তানজিলা ১২১৩	ইমরান ১২১৪	সালেহা ১২১৭	জাকির ১২১৮	ফারজানা ১২১৯	ফারহানা ১২২০

সানজিদা ১২২১	ফারহানা ১২২২	নাজমুল ১২২৩	খালিদ ১২২৪	শাহিনুর ১২২৫	সানজানা ১২২৭	নাজমুল ১২২৮

আদনান ১২৩০	ন্যাথী ১২৩৪	বৃষ্টি ১২৩৫	ফাতেমা ১২৩৬	রুমা ১২৩৭	নিশান ১২৩৮	রাব্বি ১২৩৯

রুমা ১২৪০	সাকিব ১২৪১	ছাব্বিরুল ১২৪৩	আবির ১২৪৪	জুবাইর ১২৪৫	আলমগীর ১২৪৬	শিফাইন ১২৪৭

তন্ময় ১২৪৮	ইমতিয়াজ ১২৫১	মামুন ১২৫২	নয়ন ১২৫৩	সাবিত ১২৫৫	ফাহাদ ১২৫৬	তন্ময় ১২৫৮

মমিন ১২৫৯	খাইরুল ১২৬০	তানজিনা ১২৬১	জাফর ১২৬২	মুহিত ১২৬৩	আজিজ ১২৬৪	মতিয়া ১২৬৫

রাতুল ১২৬৬	মেহজাবিন ১২৬৭	নূরে আলম ১২৬৮	ইয়াছিন ১২৬৯	সেতু ১২৭০	আজিজুল ১২৭১

রফিক
১২৭২

দোলন
১২৭৩

সাকিব
১২৭৪

অমন
১২৭৫

আসমা
১২৭৬

সাদিয়া
১২৭৭

নুর
১২৭৮

নাফিজা
১২৭৯

রিয়াদ
১২৮০

জান্নাত
১২৮১

অপু
১২৮২

মানিক
১২৮৪

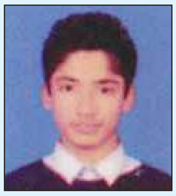
সাইফ
১২৮৫

আমিনুর
১২৮৬

আনোয়ার
১২৮৮

মরিয়ম
১২৮৯

ইমা
১২৯০

এমবিএ,মার্কেটিং, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

নিমনি
৪৬৭

তাবাসসুম
৪৬৮

নাবিলা
৪৬৯

মারুফ
৪৭০

মারিয়া
৪৭১

নাহিদা
৪৭২

তনিমা
৪৭৩

মনির
৪৭৪

সাফা
৪৭৫

ফাহিমা
৪৭৬

জেসমিন
৪৭৭

মনিম
৪৭৮

মেহেদী
৪৭৯

সোহাগ
৪৮০

তুহিন
৪৮১

তানজিম
৪৮২

ইমরান
৪৮৩

সুব্রত
৪৮৪

ফারিহা
৪৮৫

ফেরদৌস
৪৮৬

জান্নাতুল
৪৮৭

শারমিন
৪৮৮

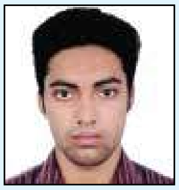
রেদোয়ান
৪৮৯

নুসরাত
৪৯০

আফসানা
৪৯১

সাদিকা
৪৯২

মামুন
৪৯৩

শাহীনুর
৪৯৪

নাজমুল
৪৯৫

আতিকুর
৪৯৬

মামুন
৪৯৭

মুসাখখারুল
৪৯৮

ইমাম
৪৯৯

হানজালা
৫০০

রাব্বী
৫০১

শাহিদা
৫০২

লুৎফর
৫০৩

জেনিফার
৫০৪

ইকবাল
৫০৫

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

বিবিএ (সম্মান), ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০

শফিকুল ১৫১০	শাহাদাত ১৫১১	শিরিন ১৫১২	ফয়জুর ১৫১৪	সাব্বির ১৫১৫	ফারজানা ১৫১৬	বাপ্পি ১৫১৭
তানভীর ১৫১৯	কাওছার ১৫২০	রাগিব ১৫২১	রফিউজ্জামান ১৫২২	মখদুম ১৫২৩	সাইফুল ১৫২৪	চৈতি ১৫২৬
প্রান্ত ১৫২৮	শুভ ১৫২৯	পলি ১৫৩০	রিমন ১৫৩১	শিহাব ১৫৩২	ইমাম ১৫৩৩	হাসিবুল ১৫৩৪
নিশাত ১৫৩৫	মোস্তফা ১৫৩৭	সুরাইয়া ১৫৩৮	ফারিয়া ১৫৩৯	সাফ্‌ফাত ১৫৪০	মামুনুর ১৫৪২	রাইসা ১৫৪৩
মরিয়ম ১৫৪৪	নাজমা ১৫৪৫	তানবিন ১৫৪৬	শরিফুল ১৫৪৭	রেজোয়ানুজ্জামান ১৫৪৮	মুশফিকুর ১৫৪৯	প্রিময় ১৫৫০
হাসিবুর ১৫৫১	আসমউল ১৫৫২	শাহারিয়ার ১৫৫৩	নাইমুল ১৫৫৪	সাইফুল ১৫৫৫	ফিবি ১৫৫৬	রনি ১৫৫৭

ওমর
১৫৫৮

সিফাত
১৫৫৯

সাকিফ
১৫৬০

সৌরভ
১৫৬১

ইরফাত
১৫৬২

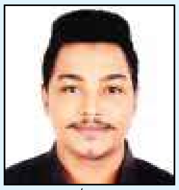
নাঈম
১৫৬৩

তারেক
১৫৬৪

শতাব্দী
১৫৬৫

সুলতান
১৫৬৬

বিবিএ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯

সোনিয়া
১৪৫২

উর্মিলা
১৪৫৩

রিয়া
১৪৫৪

নিরা
১৪৫৫

ফারজানা
১৪৫৬

মিতু
১৪৫৭

ঐতিহ্য
১৪৫৯

স্বর্ণা
১৪৬০

রিমা
১৪৬১

তৃষা
১৪৬২

রিফাত
১৪৬৩

ইনতিজার
১৪৬৪

নাহিদুল
১৪৬৫

কাফি
১৪৬৬

জুয়েল
১৪৬৭

জ্যাকি
১৪৬৮

ফাহিম
১৪৬৯

মুহাইমিন
১৪৭০

সাব্বির
১৪৭১

ওমর ফারুক
১৪৭২

সাকিল
১৪৭৩

জয়
১৪৭৪

ফারহান
১৪৭৫

রাহাত
১৪৭৭

আলিমুল
১৪৭৮

ইমন
১৪৭৯

ইসরাফিল
১৪৮০

ইব্রাহিম
১৪৮১

অপূর্ব
১৪৮২

তামিম
১৪৮৩

আলিফ
১৪৮৫

চিশতি
১৪৮৬

মুহাইমিনুল
১৪৮৭

সাকিব
১৪৮৮

ফারহান
১৪৮৯

ইসতিয়াক
১৪৯০

সৌরভ
১৪৯১

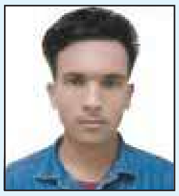
সোহান
১৪৯২

সাজিদ
১৪৯৩

নোবেল
১৪৯৪

সৌরভ
১৪৯৫

ফাহাদ
১৪৯৬

শাহাদাত
১৪৯৭

ইমন
১৪৯৮

শাওন
১৪৯৯

নাজমুল
১৫০০

সাইফ
১৫০১

সাকিব
১৫০২

ওয়াহিদুল
১৫০৩

তাহসিন
১৫০৪

হাবিবুর
১৫০৬

সেলিম
১৫০৭

রাব্বি
১৫০৮

নেসার
১৫০৯

বিবিএ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, (নতুন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

মুক্তা
১৩৬৪

যারা
১৩৬৬

রাফি
১৩৬৭

ইসরাত
১৩৬৮

সাকি
১৩৬৯

মনিকা
১৩৭০

আবির
১৩৭১

মাহমুদ
১৩৭২

নকশী
১৩৭৩

উৎস
১৩৭৪

গোলাম
১৩৭৬

হাফসা
১৩৭৭

লিয়া
১৩৭৮

ভূইয়া
১৩৮০

নুসরাত	তামান্না	রাশিদা	জান্নাতুল	ফারজানা	তানজীনা	মীম
১৩৮১	১৩৮২	১৩৮৪	১৩৮৫	১৩৮৬	১৩৮৭	১৩৮৯

পারমিতা	রেদোয়ান	মাহমুদ	ফয়সাল	তানভীন	জান্নাতুল	রাইসা
১৩৯২	১৩৯৩	১৩৯৪	১৩৯৫	১৩৯৬	১৩৯৭	১৩৯৮

মেহেদী	সাদিয়া	তারিন	অদ্রি	ইয়াসিন	শাদমান	সাইদুর
১৪০০	১৪০২	১৪০৩	১৪০৪	১৪০৫	১৪০৬	১৪০৭

নাঈমা	তাসমিন	রাফিয়া	সুমাইয়া	ফাহাদ	হামিম	তুর্য
১৪০৮	১৪০৯	১৪১০	১৪১৩	১৪১৪	১৪১৫	১৪১৬

নুশরাত	ইসতিয়াক	মিনহাজ	শাহীনা	রবি	বায়েজিদ	আবরার
১৪১৭	১৪১৮	১৪১৯	১৪২০	১৪২১	১৪২২	১৪২৩

জান্নাতুল	আতিয়ার	জান্নাত	শাহরিয়া	আবুল	আয়শা	রাসেল
১৪২৪	১৪২৫	১৪২৯	১৪৩০	১৪৩২	১৪৩৩	১৪৩৪

আখিরাত	সাদেক	রাদ	শিরিন	শান্ত	আখি	নিশি
১৪৩৫	১৪৩৭	১৪৩৮	১৪৩৯	১৪৪১	১৪৪২	১৪৪৩

ফাহিম	রাফিয়া	রাব্বি	আমিনুল	মিয়াদ	সোহাগ	আব্দুল্লাহ	ইকবাল
১৪৪৪	১৪৪৫	১৪৪৬	১৪৪৭	১৪৪৮	১৪৪৯	১৪৫০	১৪৫১

বিবিএ (সম্মান) ৩য় বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

মুনমুন	মিনহাজ	ঐশী	মীম	ফারহানা	ইভা	জাহিদ
১২৮৩	১২৮৪	১২৮৫	১২৮৬	১২৮৭	১২৮৮	১২৮৯

পপি	জেনিয়া	নিসা	নাবিলা	তমা	অনিক	বুশরা
১২৯০	১২৯১	১২৯২	১২৯৩	১২৯৪	১২৯৫	১২৯৬

তারেক	আকলিমা	নাফিউল	তুষার	মাহমুদ	বাহারুল	স্বপন
১২৯৭	১২৯৮	১৩০২	১৩০৩	১৩০৪	১৩০৬	১৩০৭

তাহমিদ	তানজিদ	প্রভা	হাবিব	শাকিল	রাহাত	সাফায়েত
১৩০৮	১৩০৯	১৩১০	১৩১১	১৩১২	১৩১৩	১৩১৪

আমির	সাদিয়া	চৈতী	মেহেদী	আনিকা	তুষার	ফাহিম
১৩১৫	১৩১৬	১৩১৭	১৩১৯	১৩২০	১৩২১	১৩২২

প্রিয়াংকা
১৩২৩

আফরিন
১৩২৪

বীনা
১৩২৫

হাসিব
১৩২৬

নওরীন
১৩২৭

জান্নাতুল
১৩২৮

তাসনিম
১৩৩০

ইফতিয়ার
১৩৩১

মারুফা
১৩৩২

রবিন
১৩৩৩

রিয়া
১৩৩৪

লিজা
১৩৩৬

লিলি
১৩৩৭

উজ্জল
১৩৩৮

মাহাবুব
১৩৩৯

আবদুল্লাহ
১৩৪০

জয়
১৩৪১

তানজিলা
১৩৪২

আশিক
১৩৪৫

মিতা
১৩৪৭

সোহা
১৩৪৯

সুমাইয়া
১৩৫৩

সামদানী
১৩৫৫

ফারজানা
১৩৫৬

তৃষা
১৩৫৭

মুঈদ
১৩৫৮

জয়
১৩৫৯

আহাদ
১৩৬০

মারিয়া
১৩৬২

রহমান
১৩৬৩

বিবিএ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

মরিয়ম
১২১৬

জেবা
১২১৭

জান্নাত
১২১৮

আতিক
১২১৯

তানজিলা
১২২০

আয়েশা
১২২১

রিয়াজ
১২২৩

সম্রাট ১২২৪	আবু ১২২৫	নওমী ১২২৬	রনি ১২২৭	ইমন ১২২৯	আসিফ ১২৩০	বৃষ্টি ১২৩১

মিরাজ ১২৩২	আল-আমিন ১২৩৪	হিমেল ১২৩৫	রিমি ১২৩৬	অন্তর ১২৩৭	জেরিন ১২৩৮	নাজনিন ১২৩৯

সিহাব ১২৪১	তনিকা ১২৪২	সালমান ১২৪৩	মাহী ১২৪৪	ফাহিম ১২৪৫	বাহার ১২৪৮	তন্ময় ১২৪৯

এ্যানি ১২৫০	শহিদ ১২৫১	তাসনিম ১২৫২	জুথি ১২৫৩	রনক ১২৫৪	শরিফ ১২৫৭	আল-আমিন ১২৫৮

শান্তা ১২৫৯	বাপ্পি ১২৬১	মাহদিন ১২৬২	ইব্রাহীম ১২৬৩	মোহন ১২৬৪	রাকিব ১২৬৫	সাদিয়া ১২৬৬

স্মৃতি ১২৬৭	মোমেনা ১২৬৮	মামুন ১২৬৯	সুমাইয়া ১২৭০	বাধন ১২৭১	মাহামুদুন্নবী ১২৭২	হিরা ১২৭৪

জেরিন ১২৭৬	জাহিদ ১২৭৭	মামুন ১২৭৮	আলম ১২৭৯	মেহেদী ১২৮০	রুবেল ১২৮১

এমবিএ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

প্রমি ৬৮২	ফাতিমা ৬৮৩	মৌসুমি ৬৮৪	শামিমা ৬৮৫	বিপন ৬৮৬	মিম ৬৮৭	প্রনভ ৬৮৮
রাশেদ ৬৮৯	ফায়জা ৬৯০	হৃদয় ৬৯১	আরিফা ৬৯৩	মার্জিয়া ৬৯৪	ফারহানা ৬৯৫	মমতাজ ৬৯৬
জুয়েল ৬৯৭	সাব্বির ৬৯৮	শায়দা ৬৯৯	ওর্শি ৭০০	সুমি ৭০১	শান্তা ৭০২	আরিফ ৭০৩
মানিক ৭০৪	সুমি ৭০৫	জুথি ৭০৬	মিতু ৭০৮	ফরহাদ ৭০৯	রেজাউল ৭১০	সানাউল্লাহ ৭১১

অর্থনীতি বিভাগ

বিএসএস (সম্মান), ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০

অনিকা
৫৫৬

জাহিদ
৫৫৭

জয়
৫৫৮

শিউলি
৫৫৯

সনিয়া
৫৬০

স্বর্ণা
৫৬১

দ্বীন ইসলাম
৫৬২

রুহুল
৫৬৩

পুস্পিতা
৫৬৪

তাইম
৫৬৫

মেহেদী
৫৬৭

বৃষ্টি
৫৬৮

ইমতিয়াজ
৫৬৯

ইয়াছিন
৫৭০

জুয়েল
৫৭১

মাহিন
৫৭২

তৌকির
৫৭৩

শরিফুল
৫৭৪

বিএসএস (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯

মেহজাবিন
৫২৩

রাজু
৫২৪

নওরিন
৫২৫

ইসরাত
৫২৬

শরিফ
৫২৭

ফাহিম
৫২৮

আশ্রাফুল
৫২৯

তাকিয়া
৫৩০

শাখাওয়াত
৫৩১

শুভ
৫৩২

রিশাদ
৫৩৩

করিম
৫৩৪

রায়হান
৫৩৫

রাজ
৫৩৬

নাসির
৫৩৭

প্রনব
৫৩৮

সন্দিব
৫৩৯

আরিফুর
৫৪১

রিয়াজ
৫৪২

মারিয়া
৫৪৩

রাকিব
৫৪৪

মেহেদী
৫৪৫

সাইফ
৫৪৬

আশ্রাফুল
৫৪৭

দিয়া
৫৪৮

রাকিব
৫৪৯

দিরাজ
৫৫১

ইউসুফ
৫৫২

ফয়সাল
৫৫৩

সাকিব
৫৫৪

রুদ্র
৫৫৫

বিএসএস (সম্মান) ৩য় বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

মনিয়া
৪৮৭

রোকেয়া
৪৮৮

হাবিব
৪৮৯

সিরাজুম
৪৯০

অর্নব
৪৯২

কবির
৪৯৩

জনি
৪৯৪

জুবায়ের
৪৯৫

শাওন
৪৯৬

সূচনা
৪৯৭

নাদিয়া
৪৯৮

হৃদয়
৪৯৯

সাইফ
৫০১

একরাম
৫০২

রিয়াদ
৫০৩

নাছির
৫০৫

নোমান
৫০৬

শামীম
৫০৭

খাদিজা
৫০৯

শান্ত
৫১০

তুষার
৫১১

মেহেদী
৫১২

রাফি
৫১৩

জয়
৫১৪

সুমন
৫১৬

আতিক
৫১৮

আজিম
৫১৯

রাকিব
৫২২

বিএসএস (সম্মান) ৩য় বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

তানজিয়া ৪৩৭	শামীম ৪৩৮	রিফা ৪৩৯	ইসরাত ৪৪০	আবির ৪৪২	ইব্রাহীম ৪৪৩	সুমাইয়া ৪৪৪

ফরহাদ ৪৪৫	সাব্বির ৪৪৬	সানজানা ৪৪৭	আবুল ৪৪৮	হাজারিকা ৪৪৯	মাকসুদুর ৪৫০	ফরহাদ ৪৫১

জাহিদ ৪৫৪	সাকিব ৪৫৫	মাজিদুল ৪৫৭	রুজেল ৪৫৮	নাজমুল ৪৬৩	আয়েশা ৪৬৪	ইমদাদুল ৪৬৫

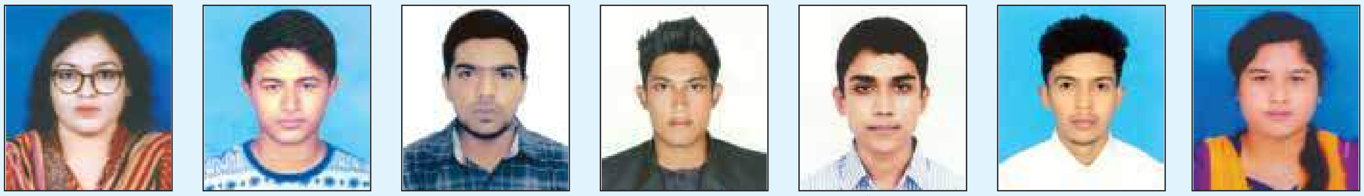

রাবেয়া ৪৬৬	সাকিব ৪৬৭	আবিদ ৪৬৮	রতন ৪৭১	তৌফিক ৪৭২	মারুফ ৪৭৩	রেশমি ৪৭৫

মাইনুল ৪৭৭	হাসিন ৪৮০	সনজিত ৪৮১	সিফাত ৪৮২	সজীব ৪৮৩	রোকসানা ৪৮৪

বিএসএস (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

সজল ৩৯৩	উপমা সাহা ৩৯৬	মুরশেকা ৩৯৭	হাছিবুর ৩৯৮	আফসানা ৪০১	আরিফ ৪০২	মাহবুব ৪০৪

মেহেদী
৪০৫

খুরশিদ
৪০৮

অনুরুদ্ধ
৪০৯

আশিকুর
৪১০

জান্নাতুল
৪১১

মোস্তাক
৪১২

সজিব
৪১৪

নুরজাহান
৪১৫

মাহমুদুল
৪১৭

ওমর
৪১৯

মাহিয়া
৪২০

মাসুদ
৪২৩

আব্দুল
৪২৪

শুভ
৪২৫

মাহমুদুল
৪২৬

সাইফুর
৪২৭

রুবেল
৪২৮

ওহিদ
৪৩০

তারেক
৪৩২

রাফিউর
৪৩৩

নয়ন
৪৩৪

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (ডিবিএ)

বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল, ১ম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০

শারমিন ১১৪৪	সিলভীয়া ১১৪৫	আফরিন ১১৪৬	কাশপিয়া ১১৪৭	রিয়া ১১৪৮	হাবিবা ১১৪৯	সানজিদা ১১৫০

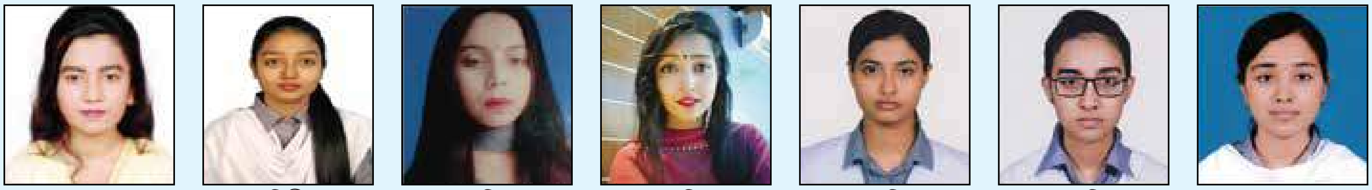

জান্নাতুল ১১৫১	বিথী ১১৫২	সাবিনা ১১৫৩	সানজিদা ১১৫৪	মারিয়া ১১৫৬	সামিয়া ১১৫৭	ফাতেমা ১১৫৮

বর্ষা ১১৫৯	আফসানা ১১৬০	মীম ১১৬১	তামান্না ১১৬২	বর্ষা ১১৬৩	আসমা ১১৬৪	সানজিদা ১১৬৫

নওরিন ১১৬৬	নিপা ১১৬৮	সাদিয়া ১১৬৯	শারমিন ১১৭০	সীমা ১১৭১	নাদিরা ১১৭২	এশা ১১৭৩

নাহিয়ান ১১৭৪	কেয়া ১১৭৫	সামিয়া ১১৭৬	আমরিন ১১৭৭	ফারিয়া ১১৭৯	আয়শা ১১৮০	মারজান ১১৮১

মুনিয়া ১১৮২	মাসফি ১১৮৩	সুমিয়া ১১৮৫	মীম ১১৮৬	মীম ১১৮৭	তাসনীম ১১৮৮	মিতু ১১৮৯

মালিহা	আফসানা	রিতু	......	.....	নিহা	হুমায়রা
১১৯০	১১৯১	১১৯২	১১৯৩	১১৯৪	১১৯৫	১১৯৬

......	....	মেহবুবা	লামিয়া	প্রতীপ	আশরাফ	শৈশব
১১৯৭	১১৯৮	১১৯৯	১২০০	১২০১	১২০২	১২০৪

রাকিবুল	পারভেজ	সুমন	ফয়সাল	ইরাজ	সুপ্ত	শাফকাত
১২০৫	১২০৬	১২০৭	১২০৮	১২০৯	১২১০	১২১১

নাফিজ	আবীর	ফাহাদ	সাদিক	লাজিব	রাহীম	নাহিদ
১২১৩	১২১৪	১২১৬	১২১৭	১২১৮	১২১৯	১২২০

মাহমুদুর	হাসিব	আলামিন	রাফি	রাহাতুল	তুর্জয়	আলী হাসান
১২২১	১২২২	১২২৩	১২২৪	১২২৫	১২২৬	১২২৭

অমিত	সাইদ	আফ্রিদী	হাসিব	সেলিম	মাহি	রবিন
১২২৯	১২৩০	১২৩১	১২৩২	১২৩৩	১২৩৪	১২৩৫

সিয়াম	সিজান	মেহেদী	দ্বীপ	জয়	তৌহিদ	শাহারিয়ার
১২৩৬	১২৩৭	১২৩৮	১২৩৯	১২৪০	১২৪১	১২৪২

কাব্য	আয়মান	আযম	জাবীর	সাইফ	মেহেদী	রাকিব
১২৪৩	১২৪৪	১২৪৫	১২৪৬	১২৪৭	১২৪৮	১২৪৯

মানিক	স্বপ্নময়	সোয়েভ	তৌহিদ	মাসুম	শাহাদাত	আরমান
১২৫০	১২৫১	১২৫৩	১২৫৪	১২৫৫	১২৫৬	১২৫৭

তরিকুর	ইরফান	ফাহিম	আবির	আশরাফুল	আফজাল	পিয়াস
১২৫৮	১২৫৯	১২৬০	১২৬১	১২৬২	১২৬৩	১২৬৪

শাহনাজ	নাবিল	সাদনান	ইমন	তন্ময়	আসিফ	ফাহিম
১২৬৫	১২৬৬	১২৬৭	১২৬৮	১২৬৯	১২৭০	১২৭১

আসফাকুল	কাউছার	ওয়াহিদ	শাওন	তামিম	রিফাত	গোলাম তাহা
১২৭৩	১২৭৪	১২৭৫	১২৭৬	১২৭৭	১২৭৮	১২৭৯

আ. রহমান	সামী	তানজিদ	নাজমুল	সাকিব	তাহসিন	শাহাদাত
১২৮০	১২৮১	১২৮২	১২৮৩	১২৮৪	১২৮৫	১২৮৬

মমিনুর	মাহফুজুর	রহমান	আলভী	তারিকুল	আরিফ	আনান
১২৮৭	১২৮৮	১২৮৯	১২৯০	১২৯১	১২৯২	১২৯৩

আযহার	দেলোয়ার	ইমরুল	রাকিব	জুনায়েদ	ওয়াহিদ	মেহেদী
১২৯৪	১২৯৫	১২৯৬	১২৯৭	১২৯৮	১২৯৯	১৩০০

আমেনা	রিয়া	নাঈমা	মাসুমা	রুপা	শান্তা	সৃময়ী	রূপা
১৩০১	১৩০২	১৩০৩	১৩০৪	১৩০৫	১৩০৬	১৩০৭	১৩০৮

বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল, ১ম বর্ষ, ২য় সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯

ফারিহা	ফাইজিয়া	সুমাইয়া	ফাইজা	টুম্পা	কাইফা	তান্নি
১০২০	১০২১	১০২২	১০২৩	১০২৪	১০২৫	১০২৬

শ্রাবনি	রোজ	খাদিজা	শারমিন	কথা	মনি	হাদিয়া
১০২৭	১০২৮	১০২৯	১০৩০	১০৩২	১০৩৩	১০৩৫

অরিন	আনিকা	তৃষা	নিশাত	নেহা	শোহানা	মীম
১০৩৬	১০৩৭	১০৩৮	১০৩৯	১০৪০	১০৪১	১০৪২

তাম্মি	তন্নি	আমিনা	স্বপ্না	সুরাইয়া	সুমনা	মনিরা
১০৪৩	১০৪৪	১০৪৫	১০৪৬	১০৪৭	১০৪৮	১০৪৯

আনিকা	নিশি	মেঘলা	জ্যোতি	মীম	রাইসা	দিপিকা
১০৫০	১০৫১	১০৫২	১০৫৩	১০৫৪	১০৫৫	১০৫৬

আসিফ	শাকিব	আলমগীর	নোমান	লিমান	ইসমাইল	সৈকত
১০৭৬	১০৭৮	১০৭৯	১০৮০	১০৮১	১০৮২	১০৮৩

জনি	ফয়সাল	হাসিবুল	ইসতিয়াক	নাহিদ	মুন্না	সিমান্ত
১০৮৪	১০৮৬	১০৮৭	১০৮৮	১০৮৯	১০৯০	১০৯১

হুমায়ুন	সামসুল	নাঈম	ফাইয়াজ	মামুন	আল-আমিন	রিফাত
১০৯২	১০৯৩	১০৯৪	১০৯৫	১০৯৬	১০৯৭	১০৯৮

ইমন	নাইমুল	শাহরিয়ার	ইমন	সাখাওয়াত	সাইদুর	হৃদয়
১০৯৯	১১০০	১১০১	১১০২	১১০৩	১১০৪	১১০৫

দিগন্ত	শাফিন	হাসিব	সাকিবুল	মারুফ	সাদি	পিয়াল
১১০৬	১১০৭	১১০৮	১১০৯	১১১১	১১১২	১১১৩

তরিকুল	হিমেল	আলিফ	আল-মামুন	বাধন	নাহিদ	আবরার
১১১৪	১১১৫	১১১৬	১১১৭	১১১৮	১১১৯	১১২০

আজাদ
১১২১

জাহিদ
১১২২

আদিবুল
১১২৩

ইকরাম
১১২৪

রাফসান
১১২৫

রাকিবুল
১১২৬

তানভির
১১২৭

রাফিউজ্জামান
১১২৯

হাসান
১১৩০

সাদমান
১১৩১

সৌরভ
১১৩৩

নাফিজ
১১৩৫

নাজমুল
১১৩৬

অনিক
১১৩৭

মুন্না
১১৩৮

রাব্বি
১১৩৯

খায়রুল
১১৪০

তৌকির
১১৪১

ইয়াসীর
১১৪২

আল-আমিন
১১৪৩

বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

সাবিহা
৮১৮

ফারহানা
৮১৯

শারমিন
৮২০

সুর্বনা
৮২১

দীমা
৮২২

জেরিন
৮২৩

মাহাবুবা
৮২৪

সাদিয়া
৮২৫

ফারজানা
৮২৬

সুমাইয়া
৮২৭

সুরাইয়া
৮২৮

মরিয়ম
৮২৯

সায়রা
৮৩০

সিনথিয়া
৮৩১

মুজিবা
৮৩২

নুসরাত
৮৩৩

তানভিয়া
৮৩৪

রাবেয়া
৮৩৫

ফারজানা
৮৩৭

সুমাইয়া
৮৩৮

শামীমা
৮৩৯

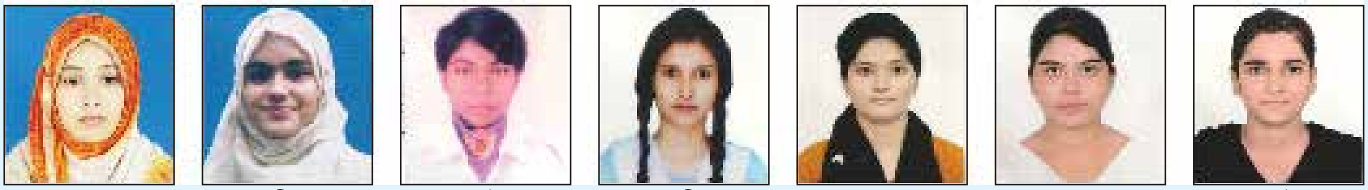

নুসরাত	রহিমা	সুমাইয়া	সানজিদা	সারা	আশা	হুমাইয়রা
৮৪১	৮৪২	৮৪৩	৮৪৪	৮৪৫	৮৪৬	৮৪৭

কলি	মসিহা	তন্নি	মেঘলা	ফারিহা	সাবরিনা	খুরশীদা
৮৪৮	৮৪৯	৮৫০	৮৫১	৮৫২	৮৫৩	৮৫৪

জান্নাতুল	তমা	তাহমিনা	জান্নাতুল	জায়মা	হাবছা	মিম্না
৮৫৫	৮৫৬	৮৫৭	৮৫৮	৮৫৯	৮৬০	৮৬১

আশা	মেহের	মারজান	শাকুর	ফারজানা	সায়মা	জেবা
৮৬২	৮৬৩	৮৬৪	৮৬৫	৮৬৬	৮৬৭	৮৬৮

মাহবুবা	সাদিয়া	মহিমা	আখি	মীম	কুলসুম	রিয়া
৮৭০	৮৭১	৮৭২	৮৭৩	৮৭৪	৮৭৫	৮৭৭

আনিকা	রাবেয়া	সুমনা	তাহমিনা	জান্নাত	তামান্না	সারিয়া
৮৭৮	৮৮০	৮৮১	৮৮২	৮৮৩	৮৮৪	৮৮৬

মীম	অপসরা	ফারহানা	রোকেয়া	ফারহানা	নুরজাহান	মিতু
৮৮৭	৮৮৮	৮৯০	৮৯০	৮৯৩	৮৯৪	৮৯৫

সানজিদা ৮৯৬ | সানজিদা ৮৯৮ | নরিন ৮৯৯ | আফরোজা ৯০০ | আয়শা ৯০১ | আরজু ৯০২ | অনিকা ৯০৩

রাবেয়া ৯০৪ | নাজিয়া ৯০৫ | জান্নাতুল ৯০৬ | আশরাফুল ৯০৭ | শামস ৯০৮ | শাহরিয়ার ৯০৯ | আজিজার ৯১০

নাহিদ ৯১২ | সাকিবুল ৯১৩ | সাঈদ ৯১৪ | মবিন ৯১৫ | আবির ৯১৬ | ইফতি ৯১৭ | নাজমুল ৯১৮

রনি ৯১৯ | আরেফিন ৯২০ | পুলক ৯২১ | জুবায়ের ৯২২ | মেহেদী ৯২৩ | মুন্না ৯২৬ | রকি ৯২৭

দিপু ৯২৯ | মান্নান ৯৩০ | রশিদ ৯৩১ | ফাহিম ৯৩২ | শুভ ৯৩৩ | মঈন উদ্দিন ৯৩৬ | জনি ৯৩৭

আহসানুর ৯৩৮ | খালেদ ৯৩৯ | নওফিন ৯৪০ | ফাহিম ৯৪১ | সজিব ৯৪২ | অভিজিৎ ৯৪৩ | নাহিদ ৯৪৪

সজিব ৯৪৫ | সাকিবুল ৯৪৬ | মেহেদী ৯৪৭ | মাহিম ৯৪৮ | মেহেদী ৯৪৯

শামিম ৯৫০	অংকিতুজ্জামান ৯৫১	সুমন ৯৫৩	মশিউর ৯৫৪	পারভেজ ৯৫৫	নাহিদ ৯৫৬	রিদোয়ান ৯৫৭

রাফাত ৯৫৮	শান্ত ৯৫৯	লাদেন ৯৬০	ইমন ৯৬১	আরাফাত ৯৬২	সাদিক ৯৬৩	হাসীব ৯৬৭

ইব্রাহিম ৯৬৮	সুজন ৯৬৯	মতিউর ৯৭০	খালেদ ৯৭২	ফয়সাল ৯৭৪	রাজু ৯৭৫	তানজিমুল ৯৭৬

আহমাদ ৯৭৭	ইমরান ৯৭৮	তুষার ৯৭৯	মাহবুব ৯৬৪	রাইয়ান ৯৬৫	ফারহান ৯৬৬	শাহাদাৎ ৯৮০

সুজন ৯৮১	নিয়াজ ৯৮২	প্রিতম ৯৮৪	ওয়াছিফ ৯৮৫	রায়হান ৯৮৭	রাব্বী ৯৮৮	আবির ৯৯০

স্বাধীন ৯৯৪	রায়ান ৯৯৫	মাহামুদুল ৯৯৬	ফারহান ৯৯৭	প্রান্ত ৯৯৮	নাঈম ৯৯৯	হাসিবুল ১০০০

সাদিক ১০০১	নাঈম ১০০২	সাব্বির ১০০৩	তানজুম ১০০৪	ফাহিম ১০০৫	রিফাত ১০০৬	শাকিল ১০০৭

শাওন
১০০৮

জাকির
১০০৯

তৌহিদুল
১০১০

রাইয়ান
১০১১

সাকিব
১০১২

আশফাকুর
১০১৩

শাকিল
১০১৪

ফারহান
১০১৬

আমিনুল
১০১৭

ছাব্বির
১০১৮

তানভির
১০১৯

বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল, ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

রিয়া
৫৮০

আয়েশা
৫৮১

জয়া
৫৮২

অনামিকা
৫৮৩

সুমাইয়া
৫৮৪

আনিকা
৫৮৫

শাহীনুর
৫৮৬

তাসলিমা
৫৮৭

আফরোজা
৫৯০

মিশরী
৫৯১

আম্বিয়া
৫৯৪

আনিকা
৫৯৫

নাফিয়া
৫৯৬

সাদিয়া
৫৯৭

তানজিলা
৫৯৮

নাকিবা
৫৯৯

ফাতেমা
৬০০

ফাতেমা
৬০১

হুমায়রা
৬০৩

সাদিয়া
৬০৫

বিথী
৬০৬

মুসলিমা
৬১০

রিয়া
৬১১

জুঁই
৬১২

জান্নাত
৬১৩

তানজিনা
৬১৪

রোকেয়া
৬১৫

লিমা
৬১৬

তানজিন	ইফাত	ফারহানা	আনিকা	জিনিয়া	সুলতানা	নাজনিন
৬১৭	৬১৮	৬২০	৬২১	৬২২	৬২৩	৬২৪

তাকিয়া	কানিজ	সানজিদা	ফারহানা	সুস্মিতা	ক্রিস্টিনা	ফারজানা
৬২৫	৬২৬	৬২৭	৬২৮	৬৩০	৬৩১	৬৩২

খাদিজা	রুবিনা	তানহা	সুমাইয়া	হুমায়রা	ফাতেমা	আফরিন
৬৩৩	৬৩৪	৬৩৫	৬৩৬	৬৩৭	৬৩৯	৬৪০

মেহজাবিন	সামিয়া	রাবেয়া	সুমাইয়া	মারিয়া	সাদিয়া	হাবিবা
৬৪১	৬৪২	৬৪৩	৬৪৪	৬৪৫	৬৪৬	৬৪৭

রাজিয়া	নেহা	নাহার	সুমাইয়া	ফাতেমা	তাহনিয়া	জোহরা
৬৪৮	৬৪৯	৬৫০	৬৫১	৬৫২	৬৫৪	৬৫৫

হানি	সালমা	হাফসা	লুবনা	নুরজাহান	মারুফা	মারজান
৬৫৬	৬৫৭	৬৫৮	৬৫৯	৬৬০	৬৬২	৬৬৩

হাসিবুর	রাহাত	জামিল	ইমতিয়াজ	আরিফ	তরিকুল	আরিফ
৬৬৫	৬৬৬	৬৬৭	৬৬৯	৬৭০	৬৭২	৬৭৫

ফারহান	প্রান	তুহিন	নেসার	ফাহিম	আল-আমিন	আশরাফ
৬৭৬	৬৭৮	৬৭৯	৬৮০	৬৮১	৬৮২	৬৮৩

ওয়াহিদ	রাফিজ	আকিব	ইশতিয়াক	মনজুর	নাজমুল	জহির
৬৮৪	৬৮৬	৬৮৮	৬৯১	৬৯২	৬৯৩	৬৯৪

হাসিব	তানিম	আলিফ	সাব্বির	সাজ্জাদ	আজমান	রাকিব
৬৯৬	৬৯৭	৬৯৮	৬৯৯	৭০০	৭০১	৭০২

আহাদ	সাইফ	জাওয়াদ	জিসান	মাহবুব	সালমান	তুহিন
৭০৩	৭০৪	৭০৫	৭০৬	৭০৭	৭০৮	৭০৯

সাইদুল	হানিফ	মুরাদ	আহসান	ইকরাম	সাখাওয়াত	আদনান
৭১০	৭১১	৭১২	৭১৩	৭১৫	৭১৬	৭২০

নিয়ামুল	রিফাত	সালমান	জিদান	রাকিব	আফসার	ওমর
৭২১	৭২৩	৭২৪	৭২৫	৭২৬	৭২৮	৭২৯

শাওন	সাকিব	নাহিদ	আবদুর	আল-আমিন	ইকবাল	সান্নাই
৭৩০	৭৩১	৭৩৪	৭৩৫	৭৩৮	৭৩৯	৭৪১

এমদাদ ৭৪২	রিয়াজ ৭৪৩	আশিক ৭৪৪	শাহরিয়ার ৭৪৬	কাওসার ৭৪৭	ফরহাদ ৭৪৯	আবদুর ৭৫০

রকি ৭৫১	হাবিব ৭৫৩	ইকবাল ৭৫৪	হাসান ৭৫৫	ইশতিয়াক ৭৫৬	মল্লিক ৭৫৭	রনি ৭৫৮

বিকাশ ৭৫৯	নিলয় ৭৬০	আতিক ৭৬১	মোস্তাফিজ ৭৬২	শরিফ ৭৬৪	ইমন ৭৬৫	শোয়েব ৭৬৬

তামজিদ ৭৬৭	রিশাদ ৭৬৮	রাসেল ৭৭০	সালাউদ্দিন ৭৭১	মাহাদি ৭৭২	রাজন ৭৭৪	রিয়াদ ৭৭৫

মুরাদ ৭৭৬	জায়েদ ৭৭৭	পার্থ ৭৮১	অমিত ৭৮২	জারিফ ৭৮৩	শিহাব ৭৮৪	রবিন ৭৮৭

কামরুল ৭৮৮	সাজিদ ৭৮৯	আম্মার ৭৯০	মজিবুল ৭৯২	আকাশ ৭৯৩	রাকিব ৭৯৭	হাবিব ৭৯৮

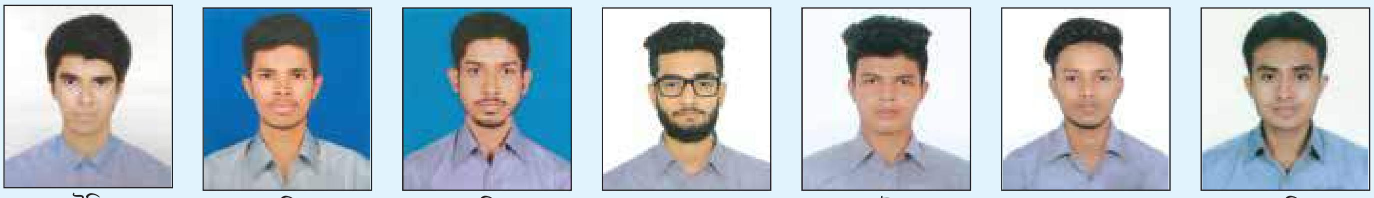

তৌসিফ ৭৯৯	শাকিল ৮০০	শাকিল ৮০১	সাজ্জাদ ৮০২	সাইফ ৮০৩	নাজমুল ৮০৪	শাফি ৮০৬

আফসারুল
৮০৭

মিজান
৮০৮

আশরাফ
৮০৯

সাইফ
৮১০

তানজিল
৮১১

ইনজামামুল হক
৮১২

আশরাফ
৮১৩

রিফাত
৮১৪

মাজিদ
৮১৬

আসিব
৮১৭

বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল, ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

আরমিন
৪৩১

সাবরিন
৪৩৬

বিকি
৪৩৭

আফসানা
৪৩৮

রুবিনা
৪৩৯

আজিজা
৪৪০

খাদিজা
৪৪১

মৌশিনা
৪৪২

ইসরাত
৪৪৩

লামিয়া
৪৪৪

আফরোজা
৪৪৫

মারিয়া
৪৪৬

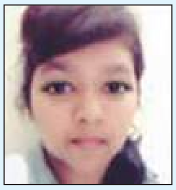
নিশাত
৪৪৮

তানজিলা
৪৫০

সাবিয়া
৪৫২

কানিজ
৪৫৩

সুস্মিতা
৪৫৪

আতিকা
৪৫৫

প্রিয়াঙ্কা
৪৫৬

ফারিয়া
৪৫৮

সাবা
৪৫৯

অন্তু
৪৬০

ফারিহা
৪৬২

পায়েল
৪৬৩

সাদিয়া
৪৬৪

সোনিয়া
৪৬৫

আনিকা
৪৬৬

উর্বি
৪৬৮

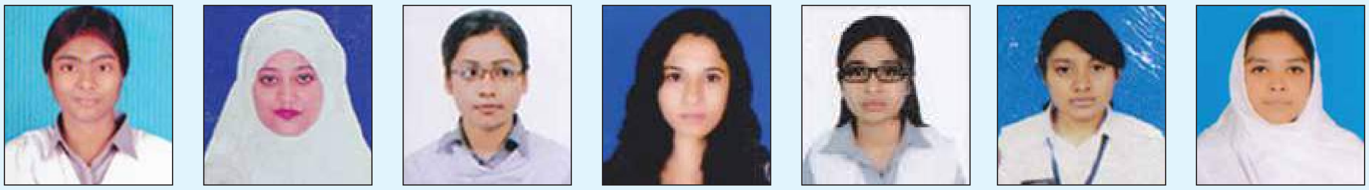

সানজিদা ৪৬৯	সুমাইয়া ৪৭০	মেহেরুন ৪৭১	আয়েশা ৪৭২	মনিষা ৪৭৩	আবিদা ৪৭৪	সাফা ৪৭৫

জান্নাত ৪৭৬	নাদিরা ৪৭৭	শামসাদ ৪৮০	সুমাইয়া ৪৮১	ফাহমিদা ৪৮২	জোহুরা ৪৮৪	জুঁই ৪৮৬

নিশি ৪৮৭	ফারিন ৪৮৮	মৌমিতা ৪৮৯	আইরিন ৪৯০	ইসরাত ৪৯১	তানজিনা ৪৯২	তাসনিম ৪৯৩

তাহমিনা ৪৯৪	তানিয়া ৪৯৬	হুমায়রা ৪৯৭	নাবিলা ৪৯৮	মঈনুল ৪৯৯	মুনতাসির ৫০০	রায়হান ৫০২

সুফিয়ান ৫০৩	রিদওয়ান ৫০৪	আরাফাত ৫০৫	আবদুল্লাহ্ ৫০৭	শাহরুখ ৫০৯	রাহাত ৫১০	মাহাবুব ৫১১

মোস্তফা ৫১২	রাহুল ৫১৩	রোহিত ৫১৪	বিজয় ৫১৫	কাইয়ুম ৫১৬	লতিবুর ৫১৮	সোহান ৫১৯

সিফাত ৫২০	রিমন ৫২১	সুমন ৫২২	সাকিব ৫২৩	নাঈম ৫২৪	আসিফ ৫২৫	স্বপ্নিল ৫২৬

প্রগতি ২০১৯

আবিদ ৫২৭ | রাকিব ৫২৮ | সাজ্জাদুল ৫২৯ | নাজমুল ৫৩০ | তারিকুল ৫৩২ | শাহিন ৫৩৩ | শহুন ৫৩৫

ইউসুফ ৫৩৬ | ফাহাদ ৫৩৭ | শাফেয়ী ৫৩৮ | আসাদ ৫৪০ | আরিফ ৫৪১ | নোমান ৫৪২ | রাফিম ৫৪৩

আশরাফুল ৫৪৪ | রায়হান ৫৪৫ | জাহিদুল ৫৪৬ | আবিদ ৫৪৭ | জিহাদুজ্জামান ৫৪৮ | সৌরভ ৫৪৯ | তন্ময় ৫৫১

কাদের ৫৫২ | আল-আমিন ৫৫৩ | রাকিব ৫৫৪ | সাইফুল ৫৫৫ | আহসান ৫৫৬ | নাঈম ৫৫৭ | মশিউর ৫৫৮

হাসনাত ৫৫৯ | আনিসুর ৫৬০ | সাজিদ ৫৬১ | আশিক ৫৬৩ | অন্তর ৫৬৪ | মামুন ৫৬৫ | মাহবুবুর ৫৬৬

জিসান ৫৬৭ | রিফাত ৫৬৮ | ইফতি ৫৬৯ | জাহিদ ৫৭০ | মঞ্জুরুল ৫৭৩ | ফরহাদ ৫৭৪ | আলী ৫৭৫

কামরুজ্জামান ৫৭৮ | ফয়জুর ৫৭৯

এমবিএ প্রফেশনাল, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০

নওরীন ০১ | রাশিদা ০২ | ইসরাত ০৩ | মাফুজা ০৪ | রাকিবা ০৬ | শাকিলা ০৭ | ফাতেমা ০৮

নাফিজা ০৯ | তানজিনা ১০ | ফারহানা ১১ | আশা ১২ | মেহেদী ১৪ | নাফু ১৫ | মারজুক ১৬

ইমরান ১৭ | তানজিলুর ১৮ | রাশেদুর ১৯ | ওয়াসিম ২১ | আসিফ ২২ | সাজ্জাদ ২৩ | মইনউদ্দিন ২৪

আল-ইমরান ২৫ | শামীম ২৬ | আবির ২৭ | নাইম ২৮ | ওবায়দুল্লাহ ২৯ | আরমান ৩০ | রাকিবুল ৩১

নিশান ৩২ | নুরুজ্জামান ৩৩ | কাওসার ৩৫ | আমিনুল ৩৬ | সাইফুল ৩৭ | মাহমুদুল ৩৮ | আরিফ ৩৯

জাহিদুল ৪০ | খোরশেদ ৪১ | আলাউদ্দিন ৪২ | সামিউন ৪৩ | বিপ্লব ৪৪ | অর্জুন ৪৫ | ইসমাইল ৪৬

জালাল ৪৭ | রাফাকাত ৪৮ | ইফতেখার ৪৯ | তাজবির ৫০

সি এস ই বিভাগ

সিএসই, ১ম বর্ষ (১ম সেমিষ্টার) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০

গালিব ৯৮

আফিয়া ৯৯

আরবি ১০০

জুবায়ের ১০১

হাবিবুর ১০২

ফারহানা ১০৩

লিওন ১০৪

চয়ন ১০৫

তালহা ১০৭

নায়উম ১০৮

ইসরাত ১০৯

রুকাইয়া ১১১

তামমা ১১২

তাসিন ১১৩

মারুফ ১১৪

সরন্দীপ ১১৫

হামিম ১১৬

নুপুর ১১৭

জাবের ১১৮

সমিক ১১৯

কল্লোল ১২০

ডলি ১২১

রিদওয়ান ১২২

দূর্জয় ১২৩

সুমন ১২৪

রিফাত ১২৫

শাহরিয়ার ১২৬

সালেহা ১২৭

নিশাত ১২৮

রাসেল ১২৯

সাইফুল্লাহ ১৩০

আবির ১৩১

আশিকুর ১৩২

নাবিল ১৩৩

সোহানুর ১৩৪

জিয়াদ ১৩৫

সিএসই, ২য় বর্ষ (১ম সেমিষ্টার), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯

ইশানা ৭০

তামান্না ৭১

স্বর্ণা ৭২

আকিব ৭৩

সুরাইয়া ৭৪

আবিদ ৭৫

আলিফ ৭৬

রাব্বি ৭৭ | রিফাত জাহান ৭৮ | হৃদয় ৮০ | অথৈ ৮৩ | অমিও ৮৪ | শুকদেব ৮৫ | মেহেদী ৮৬

সানজানা ৮৮ | সুমাইয়া ৮৯ | দিহান ৯০ | আশিকুর ৯১ | শাহারা ৯২ | রুকু ৯৩ | জুবাইদা ৯৬

সিএসই, ২য় বর্ষ(২য় সেমিষ্টার) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

আল-আমিন ৩২ | মিথিলা ৩৩ | ফারিহা ৩৪ | ফাতেমা ৩৫ | রবিউল ৩৬ | আখি ৩৭ | নুসরাত ৩৮

সুমাইয়া ৩৯ | সানাউল ৪০ | জহিরুল ৪২ | মিনি ৪৩ | মেহেদী ৪৫ | নাজমুল ৪৬ | জিহান ৪৮

মেহেদী ৪৯ | সাম্মী ৫০ | তাওরীদ ৫১ | জান্নাতুল ৫২ | ইমন ৫৪ | বিজয় ৫৫ | সাইদী ৫৬

এনি ৫৭ | মীম ৫৮ | রাজু ৫৯ | রাবেয়া ৬১ | মেজবা ৬২ | মেহেদী ৬৩ | সুমন ৬৪

সবুজ
৬৫

রায়হান
৬৬

জাবির
৬৭

সিয়াম
৬৮

রুহুল
৬৯

সিএসই, ৩য় বর্ষ (৪র্থ সেমিষ্টার) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

হাফসা
০১

জাকারিয়া
০২

রিয়াদ
০৩

জাহিদ
০৪

প্রভাতী
০৬

ইকবাল
০৮

রাবেয়া
১০

আসিফ
১১

সাঈদ
১২

কামাল
১৩

শশী
১৪

আশরাফুল
১৬

সবুজ
১৭

রাকিব
১৮

গালিব
১৯

মাসুদ
২০

আদেল
২১

জাহিদুল
২২

গাফফারী
২৩

নাঈমুল
২৪

পূর্ণিমা
২৫

ফারহান
২৬

আশিক
২৭

প্রান্ত
২৯

আল-আমিন
৩১

অ্যালবাম

প্রগতি

২০১৯

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

সূচি

১. গভর্নিং বডি
২. অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)-এর দায়িত্ব গ্রহণ
৩. উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম
৪. স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম
৫. শিক্ষা সপ্তাহ
৬. বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
৭. বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান
৮. শিক্ষা সফর (নৌ-ভ্রমণ)
৯. বার্ষিক বনভোজন
১০. শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন
১১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস উদ্‌যাপন
১২. বই বিতরণ অনুষ্ঠান
১৩. গণহত্যা দিবস পালন
১৪. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন
১৫. জাতীয় শোক দিবস পালন
১৬. শহিদ বুদ্ধিজীবি দিবস পালন
১৭. মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন
১৮. বার্ষিক ভোজ
১৯. বার্ষিক ফলাহার ও ইফতার মাহফিল
২০. উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা
২১. বিজ্ঞান ভবন ও বিজ্ঞান শাখা উদ্‌বোধন
২২. ছাত্রী হোস্টেল
২৩. বিভাগীয় কার্যক্রম
২৪. ক্লাব কার্যক্রম
২৫. প্রকাশনা ও প্রকাশনা কমিটি

গভর্নিং বডি

সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিকের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত গভর্নিং বডির নিয়মিত সভা

নবনির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি প্রফেসর মোঃ সাইদুর রহমান মিঞাকে
ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন জিবি চেয়ারম্যান

নবনির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি বেগম শামসাদ শাহ্জাহানকে
ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন জিবি চেয়ারম্যান

নবনির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি জনাব উৎপল কুমার ঘোষকে
ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন জিবি চেয়ারম্যান

বিদায়ী শিক্ষক প্রতিনিধি প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্‌কে
ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন জিবি চেয়ারম্যান

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)-এর দায়িত্ব গ্রহণ

বিদায়ী প্রফেসর মোঃ আবু সাইদের নিকট থেকে অধ্যক্ষের (ভারপ্রাপ্ত)
দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছেন প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম (২০.০১.২০১৯)

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কে বরণ করে নিচ্ছেন
বাংলা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন
ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলামকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন
ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন
মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলামকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন
ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান) শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমানকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ এফ এম শফিকুর রহমান।

প্রধান অতিথি প্রফেসর মো. এনায়েত হোসেন মিয়াকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন উপাধ্যক্ষ (ব্যবসায় শিক্ষা) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

বক্তব্য রাখছেন কলেজের অধ্যক্ষ
প্রফেসর ড. এ এফ এম শফিকুর রহমান।

বক্তব্য রাখছেন কলেজের উপাধ্যক্ষ (ব্যবসায় শিক্ষা)
প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

বক্তব্য রাখছেন কলেজের উপাধ্যক্ষ (বিজ্ঞান)
প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ।

শিক্ষার্থীদের শপথ পাঠ করাচ্ছেন
শিক্ষার্থী উপদেষ্টা মো. মঈনউদ্দিন আহমদ।

স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন
প্রধান অতিথি প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান।

বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

বক্তব্য রাখছেন বিশেষ অতিথি উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)
প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল।

নবাগত শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে ছাত্রীদের একাংশ

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে ছাত্রদের একাংশ

শিক্ষা সপ্তাহ

বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও আহ্বায়কদ্বয়

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মধুর স্বরে আযান প্রতিযোগিতার অংশবিশেষ

সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

অভিনয় প্রতিযোগিতা

দলীয় নৃত্য প্রতিযোগিতা

বিচারকদের সাথে নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা

শিক্ষা সপ্তাহ

শিক্ষা সপ্তাহে অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
উদ্‌বোধন করছেন কলেজের অধ্যক্ষ

টেবিল টেনিসে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের তুমুল লড়াই

ছাত্রীদের দাবা প্রতিযোগিতা

ছাত্রদের দাবা প্রতিযোগিতা

ছাত্রদের ক্যারম প্রতিযোগিতা

অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন
শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৯ এর উদ্‌বোধন করছেন প্রধান অতিথি (কলেজ পরিদর্শক, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড), অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও আহ্বায়ক।

গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিককে ক্রীড়া ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়ক।

বিএনসিসির কুচকাওয়াজ

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের আকর্ষণীয় মার্চ-পাস্ট

ছাত্রীদের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা

ছাত্রদের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ছাত্রদের বস্তা দৌড়

ছাত্রীদের ৪X১০০ মিটার রিলে দৌড়

ছাত্রদের ৪X১০০ মিটার রিলে দৌড়

শিক্ষকদের দৌড় প্রতিযোগিতা

উইকেট ভাঙা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষিকাবৃন্দ

কর্মচারীদের দৌড় প্রতিযোগিতা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বিএনসিসির শারীরিক কসরত

শিক্ষার্থীদের মনোজ্ঞ ডিসপ্লে প্রদর্শন

শিক্ষার্থীদের ডিসপ্লের আরেকটি দৃশ্য

মনোমুগ্ধকর বাঁশ নৃত্য

সেরা ক্রীড়াবিদ (ছাত্রী)

সেরা ক্রীড়াবিদ (ছাত্র)

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত
বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান (২০১৭-২০১৮)-এর শুভ সূচনা

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর ড. মোঃ হারুন-আর-রশিদ,
কলেজ পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির সভাপতি
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির হাত থেকে
পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন ছাত্র।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

বিশেষ অতিথির হাত থেকে
পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন ছাত্রী।

পুরস্কার গ্রহণ করছেন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের
প্রভাষক বেগম মেহেরুন নাহার।

পুরস্কার গ্রহণ করছেন অর্থনীতি বিভাগের
সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ্।

চিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন অতিথিবৃন্দ।

মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে শিক্ষার্থীবৃন্দ।

সংগীত পরিবেশন করছেন আমন্ত্রিত শিল্পীবৃন্দ।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত
বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান (২০১৭-২০১৮)-এর শুভ সূচনা

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর ড. মোঃ হারুন-আর-রশিদ,
কলেজ পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির সভাপতি
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির হাত থেকে
পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন ছাত্র।

শিক্ষা সফর (নৌ-ভ্রমণ)

শিক্ষা সফর (নৌ-ভ্রমণ) ২০১৯ উদ্বোধন করছেন
গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক।

প্রফেসর ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিকের সাথে
কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষবৃন্দ ও শিক্ষকদের একাংশ।

সংগীত পরিবেশন করছেন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী জুয়েল মোর্শেদ।

অনুষ্ঠান উপভোগ করছে শিক্ষার্থীবৃন্দ।

মধ্যাহ্নভোজে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ।

খাবার সংগ্রহ করছে ছাত্ররা।

শিক্ষা সফর (নৌ-ভ্রমণ)

মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকবৃন্দ

গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিকের হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ।

অতিথির হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন জিবি চেয়ারম্যান।

অতিথির হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন জিবি চেয়ারম্যান।

অনুষ্ঠান উপভোগে শিক্ষার্থীদের একাংশ

জিবি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছেন।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে
আয়োজিত প্রভাত ফেরি

চিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন প্রধান অতিথি বিচারপতি কাজী এবাদুল হক, বিশেষ অতিথি
অধ্যাপক ড. শরীফা খাতুন ও এ এফ এম সরওয়ার কামাল এবং অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে
প্রকাশিত দেয়ালিকা পরিদর্শন

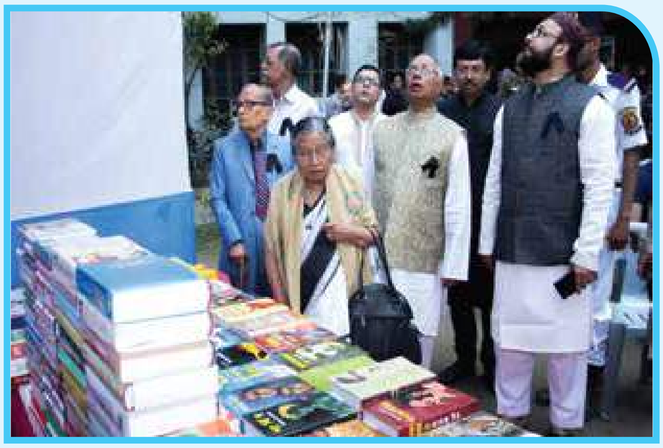

বইমেলার উদ্‌বোধন করছেন অতিথিবৃন্দ ও কলেজের অধ্যক্ষ।

শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন প্রধান অতিথি বিচারপতি কাজী এবাদুল হক, বিশেষ অতিথি
অধ্যাপক ড. শরীফা খাতুন ও এ এফ এম সরওয়ার কামাল এবং অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

গভর্নিং বডির পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন
জিবি সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল, অধ্যক্ষ ও শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন বাংলা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ।

পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ।

পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ।

পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ।

পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ।

পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ।

পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ।

পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন সিএসই বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ।

পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ।

পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন সমাজবিদ্যা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ।

পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি
ভাষা সৈনিক বিচারপতি কাজী এবাদুল হক।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিশেষ অতিথি
ভাষা সৈনিক ড. শরিফা খাতুন।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে
প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে
আয়োজিত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ।

কলেজের আবাসিক ভবনে বসবাসরত শিক্ষক কর্মকর্তাদের
সন্তানদের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণ।

ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কুলের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস উদ্‌যাপন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করছেন অধ্যক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত আলোচকবৃন্দ

বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতার পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন ছাত্রী।

পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন ছাত্র।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের একাংশ

বই বিতরণ অনুষ্ঠান

বই বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
ঢাকা-১৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ আসলামুল হক।

বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ও ঢাকা কমার্স কলেজের
গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

উপহার হিসেবে বই গ্রহণ করছেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান
প্রফেসর মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা।

উপহার হিসেবে বই গ্রহণ করছেন জীববিজ্ঞান বিভাগের
সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. সাহেলা আলম।

উপহার হিসেবে বই গ্রহণ করছে একাদশ শ্রেণির একজন ছাত্রী।

উপহার হিসেবে বই গ্রহণ করছে একাদশ শ্রেণির একজন ছাত্র।

গণহত্যা দিবস পালন

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা জনাব মুহম্মদ ফরিদ মিঞা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হারুন-অর-রশিদ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মফিদুল হক।

বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

বক্তব্য রাখছেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখছে
ব্যবস্থাপনা (সম্মান) বিভাগের ছাত্র প্রসেনজিৎ বিশ্বাস প্রত্যয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি-কে স্বর্ণপদক পরিয়ে দিচ্ছেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

ঢাকা-১৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মোঃ আসলামুল হক-কে মানপত্র প্রদান করছেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম।

বক্তব্য প্রদান করছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত গাইছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় সংসদ সদস্য মোঃ আসলামুল হক।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ২০১৯ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ২০১৯ অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে আগত শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি ও ঢাকা-১৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মোঃ আসলামুল হকের বিএনসিসির গার্ড পরিদর্শন

স্বাধীনতা দিবসের উষালগ্নে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

লোকজ খেলা হাডুডুর আয়োজন

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুদের সাথে অধ্যক্ষসহ (ভারপ্রাপ্ত) অন্যান্যরা

জাতীয় শোক দিবস পালন

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন বিশেষ অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খাঁন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করছেন এ এফ এম সরওয়ার কামাল।

বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ এফ এম শফিকুর রহমান।

বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ (ব্যবসায় শিক্ষা) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ (বিজ্ঞান) প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ।

জাতীয় শোক দিবস পালন

উদ্‌বোধন শেষে দেয়ালিকা দেখছেন প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি
ও অনুষ্ঠানের সভাপতিসহ অন্যান্যরা।

আলোক চিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি,
অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

স্বেচ্ছায় মরণোত্তর চক্ষুদান কর্মসূচি ও ফ্রি আই ক্যাম্পের উদ্বোধন

স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পরিদর্শন করছেন
প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতি ও অন্যান্যরা।

প্রধান অতিথি কর্তৃক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন

বিজয়ীদের মধ্যে সনদপত্র প্রদান করছেন প্রধান অতিথি।

শহিদ বুদ্ধিজীবি দিবস পালন

শহিদ বুদ্ধিজীবি দিবস উপলক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের র‍্যালি

শহিদ বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধের উদ্দেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পদযাত্রা

শহিদ বুদ্ধিজীবিদের ছবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে বিএনসিসির ক্যাডেটবৃন্দ

স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনের অপেক্ষায়

শহিদ বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ২০১৯ অনুষ্ঠানে
জাতীয় সংগীতের প্রতি অতিথিবৃন্দের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

প্রধান অতিথি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির
বীর প্রতীককে স্বর্ণ পদক পরিয়ে দিচ্ছেন কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি।

বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি
লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীর প্রতীক।

বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল।

বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

রক্তদান কর্মসূচির উদ্‌বোধন করছেন
প্রধান অতিথি, জিবি চেয়ারম্যন, জিবি সদস্য ও অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)।

ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইনের খোঁজ নিচ্ছেন প্রধান অতিথি, জিবি চেয়ারম্যান,
জিবি সদস্য, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ও উপাধ্যক্ষসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্প উদ্বোধনে প্রধান অতিথি

চিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন প্রধান অতিথিসহ অন্যান্যরা।

মুক্তিযুদ্ধের দেয়ালিকা পরিদর্শন করছেন প্রধান অতিথিসহ অন্যান্যরা।

দেশাত্ববোধক ও মুক্তিযুদ্ধের গান পরিবেশন করছে শিক্ষার্থীরা।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

জাতীয় সংগীতের সাথে পতাকা উত্তোলন করছেন
অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত লোকজ খেলায় ছাত্রদের মোরগ লড়াই

ছাত্রীদের দড়ি লাফ

কর্মচারীদের মোরগ লড়াই

দেশজ খেলা হাডুডু

দেশজ খেলা বউচি

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষে শিক্ষকদের
লাল ও সবুজ দলের মধ্যে আয়োজিত ক্রিকেট খেলা

মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষে কর্মচারীদের ফুটবল খেলা

মহান বিজয় দিবসে আয়োজিত শিক্ষকদের ক্রিকেট খেলায় বিজয়ীর
পুরস্কার গ্রহণ করছেন সবুজ দলের অধিনায়ক মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল।

মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন

শিক্ষার্থীদের দলীয় নৃত্য পরিবেশন

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে নাটক মঞ্চায়ন

বার্ষিক ভোজ

বার্ষিক ভোজ ২০১৯ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

ছাত্রদের প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

বার্ষিক ভোজে অংশগ্রহণ করছেন জিবি চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও অতিথিবৃন্দ।

বার্ষিক ভোজে অংশগ্রহণ করছেন শিক্ষক ও শিক্ষক পরিবার।

বার্ষিক ভোজে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সারি

বার্ষিক ভোজের প্রস্তুতি

বার্ষিক ফলাহার

কাঠাল কেটে ফলাহারের উদ্বোধন করছেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

ফলাহারে অংশগ্রহণ করছেন জিবি চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের একাংশ

অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের একাংশ

ইফতার মাহফিল

বার্ষিক ইফতার মাহফিলে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ও শিক্ষকবৃন্দ

ইফতার মাহফিলে শিক্ষকবৃন্দের একাংশ

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা

বক্তব্য রাখছেন বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ের প্রধান অতিথি মো. শামছুল হুদা।

বক্তব্য রাখছেন বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রধান অতিথি প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান।

বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

বক্তব্য রাখছেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল

উচ্চমাধ্যমিক পরিক্ষার ফল প্রকাশ

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৯ এর ফল প্রকাশে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষদ্বয়, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও শিক্ষকবৃন্দের সাথে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিজ্ঞান ভবন ও বিজ্ঞান শাখা উদ্‌বোধন

বিজ্ঞান ভবন ও বিজ্ঞান শাখা উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান।

বক্তব্য রাখছেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান
প্রফেসর মু. জিয়াউল হক।

বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির সদস্য জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল।

বিজ্ঞান ভবন উদ্‌বোধন করছেন মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান।

ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান ভবন

ছাত্রী হোস্টেল

ছাত্রী হোস্টেলে একাদশ শ্রেণির নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. এফ. এম শফিকুর রহমান।

বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ (ব্যবসায় শিক্ষা) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

উপাধ্যক্ষ (বিজ্ঞান) প্রফেসর ড. আবু মাসুদকে ফুলের শুভেচ্ছা

বক্তব্য রাখছেন হোস্টেল সুপারিনটেমডেন্ট বেগম ফারহানা ফেরদৌস।

দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)।

বক্তব্য রাখছেন বিদায়ী শিক্ষার্থীদের একজন।

বিভাগীয় কার্যক্রম

বাংলা বিভাগ

নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ সাইদুর রহমান মিঞাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিদায়ী চেয়ারম্যান জনাব আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন

যোগদানকৃত নতুন শিক্ষকদের সাথে চেয়ারম্যান ও অন্যান্য শিক্ষক

ইংরেজি বিভাগ

অধ্যক্ষকে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের ফুলের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

ইংরেজি বিভাগের অ্যালামনাই আয়োজিত বার্ষিক ইফতার মাহফিলে বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ ও নতুন-পুরাতন শিক্ষার্থীবৃন্দ

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

কলেজ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভাগের বিদায়ী ও নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানকে ফুলেল শুভেচ্ছা

বিদায়ী ও নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানকে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

বিভাগীয় কার্যক্রম

বিদায়ী ও নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানকে বিবিএ (পার্ট-৪) শিক্ষার্থীবৃন্দের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

বিবিএ (পার্ট-৩) এর ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান

বিবিএ (পার্ট-২) এর ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান

বিভাগীয় বনভোজন

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান বেগম মাসুদা খানমকে
ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ।

বিবিএ সম্মান ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের বান্দরবন শিক্ষা সফর

বিভাগীয় কার্যক্রম

বিবিএ সম্মান ৪র্থ বর্ষের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান

অনার্স ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের নীল কমল রিসোর্টে শিক্ষা সফর

অনার্স ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের সেন্টমার্টিন সফর

অনার্স ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফর

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

গাজীপুরের 'ঢাকা রিসোর্ট'-এ শিক্ষাসফরে
বিভাগের সকল বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিভাগীয় শিক্ষাসফরে শিক্ষার্থীদের একাংশ

বিভাগীয় কার্যক্রম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদ্বয়কে
বিভাগের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান

বিবিএ (সম্মান) পার্ট-৩ এর শিক্ষার্থীদের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান

মার্কেটিং বিভাগ

নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান মোঃ মঞ্জুরুল আলমকে
বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

নীলকমল রিসোর্টে শিক্ষকবৃন্দ

নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানকে মার্কেটিং অনার্স ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

মার্কেটিং অনার্স ৪র্থ বর্ষের ক্লাস সমপনী দিবস উদ্‌যাপন

বিভাগীয় কার্যক্রম

মার্কেটিং অনার্স ২য় বর্ষের ক্লাস সমাপনী দিবস উদ্‌যাপন

মার্কেটিং অনার্স ৩য় বর্ষের ক্লাস সমাপনী দিবস উদ্‌যাপন

অর্থনীতি বিভাগ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেল কলেজ প্রকল্পের শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করছে অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র রোজেল।

লেকচার ভিত্তিক প্রভাষক মোঃ মাসুদ রানার বিদায় সংবর্ধনা

অর্থনীতি বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান

শিক্ষা সফর ২০১৯ এর অনুষ্ঠানে অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ

বিভাগীয় কার্যক্রম

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

বিবিএ ডে আউট প্রোগ্রাম-২০১৯ এ খেলাধুলায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করছেন বিবিএ পরিচালক।

বিবিএ ডে আউট প্রোগ্রাম-২০১৯ এ নীলকমল রিসোর্টে বিবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের একাংশ

সাজেক-সেন্টমার্টিন্‌স-এ শিক্ষাসফরে ৮ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের সাথে বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বেগম আলেমা খাতুন

বিবিএ প্রফেশনাল শিক্ষার্থীদের দ্বারা আয়োজিত পিঠা উৎসব-২০১৯

বিবিএ ডিপার্টমেন্টের আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), বিবিএ ডিপার্টমেন্টের পরিচালক ও অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলী

সেন্টমার্টিন্‌স-এ বিবিএ প্রোগ্রামের ৪র্থ সেমিস্টারের সাথে বিবিএ ডিপার্টমেন্টের পরিচালক প্রফেসর ড. এ. এম. সওকত ওসমান ও গাইড শিক্ষক মোহাম্মদ মাহফুজুর

বিভাগীয় কার্যক্রম

সিএসই বিভাগ

কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়কে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন সিএসই বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ।

সিএসই বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক সহযোগী অধ্যাপক বিষ্ণুপদ বণিককে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য সংবর্ধনা প্রদান

সিএসই বিভাগের শিক্ষা সফর

পবিত্র রমজান মাসে সিএসই বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ইফতার পার্টিতে বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

সমাজবিদ্যা বিভাগ

নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর বাহার উল্যা ভূঁইয়াকে বিভাগের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য ড. শবনম নাহিদ স্বাতীকে বিভাগের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

ক্লাব কার্যক্রম

ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে দেয়ালিকা প্রকাশ

১৬ই ডিসেম্বর ২০১৯ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দেয়ালিকা প্রকাশ

বিএনসিসি কার্যক্রম

ফ্লোটিলা ক্যাম্পে বিএনসিসির কুচকাওয়াজ

বিজয় দিবস প্রি-ক্যাম্পিং

মহান বিজয় দিবস প্যারেডে বিএনসিসির ক্যাডেটবৃন্দ

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বিএনসিসি ক্যাডেট বৃন্দের শিক্ষা সফর

ক্লাব কার্যক্রম

ক্লাব র‍্যাংকিং পুরস্কার বিতরণ ও ইফতার মাহফিল

বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

সেরা ক্লাবের পুরস্কার গ্রহণ করছেন আইটি ক্লাবের সভাপতি তরিকুল ইসলাম।

সেরা ক্লাবের পুরস্কার গ্রহণ করছে ক্লাবের সেক্রেটারি আহাদ মির্জা।

অধ্যক্ষ ও ক্লাব মডারেটরবৃন্দের সাথে
সেরা ক্লাবসমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ

দোয়া মাহফিল

ইফতার মাহফিল

ক্লাব কার্যক্রম

ক্লাব সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচি

বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

রোটারাক্ট জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ও প্রাইজমানিসহ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের সাথে রোটারাক্ট ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

আর্ট অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাবের সদস্য ফরম বিতরণ কর্মসূচি

সাধারণজ্ঞান ক্লাবের সদস্য ফরম বিতরণ কর্মসূচি

ল্যাংগুয়েজ ক্লাবের সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচি

সমাজকল্যাণ ক্লাবের সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচি

ক্লাব কার্যক্রম

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব জাতীয় প্রশিক্ষণ এসেম্বলি ২০১৯-এ প্রধান অতিথি আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী বীর উত্তমের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ।

রোটার‍্যাক্ট সেমিনারে সনদপত্র প্রদান করছেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

ইউএসএইড-এর যুব শক্তি বিষয়ক যুবসভায় বক্তব্য রাখছেন মিস বাংলাদেশ অ্যাডভোকেট জান্নাতুল ফেরদৌস পিয়া।

উচ্চশিক্ষা বিষয়ক ক্যারিয়ার কনফারেন্সে এআইইউবি ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. চার্লস ভিল্লান্যুইভাসহ অতিথিবৃন্দ

ক্যারিয়ার কনফারেন্স কর্পোরেট ট্রেইনার শামীম এইচ নাহিদসহ অতিথিবৃন্দ

রোটার‍্যাক্ট জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন দলের পুরস্কার গ্রহণ

ক্লাব কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ ক্লাব

প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আলোচনা সভায় অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ অন্যান্য

সমাজকল্যাণ দিবসে পথশিশুদের খাবার ও পোশাক বিতরণ

ভালোবাসা দিবসে পথশিশুদের খাবার ও ফুল বিতরণ

বাংলা নববর্ষে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি

শ্রমিক দিবসে রিক্সা শ্রমিকদের গামছা বিতরণ

ক্লাব কার্যক্রম

আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি

শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে অতিথিবৃন্দ

২০১৯-২০২০ শিক্ষার্থীদের প্রথম ফটোওয়ার্ক

২০১৯-২০ শির্ক্ষাথীদের ২য় আর্ট ওয়ার্ক

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ২য় ফটোওয়ার্ক

ক্লাবের মাসিক সভা ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

শোক দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনী

ক্লাব কার্যক্রম

বিজ্ঞান ক্লাব

চন্দ্র বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সেমিনারে বুয়েটের
প্রফেসর ড. ফিরোজ আলম খানসহ অতিথিবৃন্দ

ক্লাব সভায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ।

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের সাথে
লালমাটিয়া কলেজ বিজ্ঞান ফেস্টে বিজয়ী শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিএএফ শাহীন কলেজ বিজ্ঞান ফেস্টে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

আলোচনা সভায় মডারেটরসহ ক্লাবসদস্যবৃন্দ

মাসিক নিয়মিত সভা

ক্লাব কার্যক্রম

আইটি ক্লাব

‘মানব দেহে বিদ্যুতের প্রভাব’ শীর্ষক কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

কর্মশালায় অতিথিবৃন্দের সাথে ছাত্রবৃন্দ

আইটি কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করছেন
বিইউবিটির প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাইয়াজ খান।

এসইআইপি এর ডিজিটাল কনটেন্ট ওয়ার্কশপে
সনদপত্র বিতরণ করছেন অধ্যক্ষ।

ডিআরএমসি টেক-কার্নিভালে ক্লাব সদস্যবৃন্দ

ক্লাবের নবনির্বাচিত কমিটি

ক্লাব কার্যক্রম

বিতর্ক ক্লাব

ইউসিবি এটিএন বাংলা পাবলিক পার্লামেন্টে
কলেজের সম্মান শ্রেণির বিতার্কিকবৃন্দ

অতিথি, বিচারক ও মডারেটরের সাথে বিতার্কিকবৃন্দ

মডারেটর হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণের সাথে ক্লাবের বিতার্কিকবৃন্দ

অধ্যক্ষের সাথে এটিএন বিতর্ক প্রতিযোগিতায়
রানার আপ স্থান অর্জনকারী বিতার্কিক ও ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশনের কর্মশালা ও ইফতার শেষে
বিডিএফ চেয়ারম্যান একেএম শোয়েবের সাথে ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির কর্মশালা শেষে
প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের সাথে ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

ক্লাব কার্যক্রম

নেচার স্টাডি ক্লাব

নটরডেম কলেজ ৩য় নেচার ফেস্টে দেয়াল
পত্রিকায় ১ম স্থান অর্জনের পুরস্কার গ্রহণ করছে ক্লাবের সদস্যবৃন্দ।

নটরডেম নেচার ফেস্টে অংশগ্রহণকারী ক্লাব সদস্যবৃন্দ

ক্লাবের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক কমিটির
আহ্বায়ক ও ক্লাব মডারেটরসহ সদস্যবৃন্দ

সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক ও ক্লাব মডারেটরের সাথে
ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী নেচার ক্লাবের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

ক্লাব সভা ও আলোচনা অনুষ্ঠানে মডারেটরসহ ক্লাব সদস্যবৃন্দ

যৌথ ক্লাব ইফতার শেষে মডারেটরসহ ক্লাব সদস্যবৃন্দ

ক্লাব কার্যক্রম

ফিল্ম ক্লাব

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির পাঠ্য বিষয়ভিত্তিক টেলিফিল্ম 'মাসি-পিসি' প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নাট্য নির্মাতা অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির পাঠ্য বিষয়ভিত্তিক টেলিফিল্ম 'মাসি-পিসি' প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ্য (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির পাঠ্য বিষয়ভিত্তিক টেলিফিল্ম 'মাসি-পিসি' প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ।

ফিল্ম প্রদর্শনী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নাট্য নির্মাতা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক, সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক ও ক্লাব মডারেটর

ফিল্ম প্রদর্শনী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নাট্য নির্মাতা, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক, সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক ও ক্লাব মডারেটর

ফিল্ম প্রদর্শনী উপভোগ করছে শিক্ষার্থীবৃন্দ।

ক্লাব কার্যক্রম

সংগীত ক্লাব

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সংগীত ক্লাবের পরিবেশনা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত বিজয় উৎসবে সংগীত ক্লাবের পরিবেশনা

নাট্য ক্লাব

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে নাট্য ক্লাবের পরিবেশনা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত বিজয় উৎসবে নাট্য ক্লাবের পরিবেশনা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে নাট্য ক্লাবের মডারেটর ও সদস্যবৃন্দ

সাধারণজ্ঞান ক্লাব

নিউজ ২৪ টেলিভিশনে সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে ক্লাবের সদস্য সাবরিনা।

প্রকাশনা

কলেজ বার্ষিকী
প্রগতি ২০১৮ এর প্রচ্ছদ

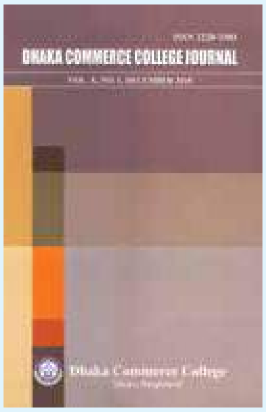

ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল
ডিসেম্বর ২০১৮ এর প্রচ্ছদ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
স্মরণিকা ২০১৯ এর প্রচ্ছদ

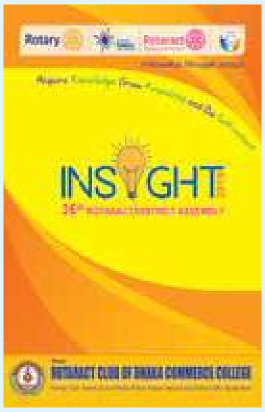

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব জাতীয় প্রশিক্ষণ
স্মরণিকা ২০১৯ এর প্রচ্ছদ

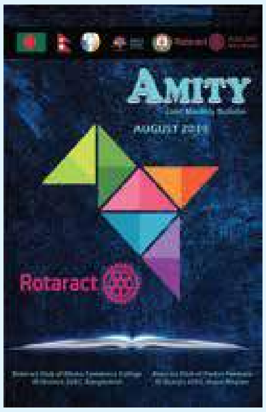

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব পর্বত পোখরা-নেপাল
এর সাথে যৌথ বুলেটিন ২০১৯ এর প্রচ্ছদ

প্রকাশনা কমিটি

মোঃ মঞ্জুরুল আলম
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মো. মঈনউদ্দিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক

মো. মনসুর আলম
সহযোগী অধ্যাপক

এস. এম. মেহেদী হাসান
সহকারী অধ্যাপক

মো. জাহিদুল কবির
সহকারী অধ্যাপক

পার্থ বাড়ৈ
সহকারী অধ্যাপক

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
লাইব্রেরিয়ান

মো. আব্বাস উদ্দিন
উপ প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মো. নুরুল ইসলাম
সহকারী আইটি কর্মকর্তা

সম্পাদক ও সম্পাদনা সহকারীবৃন্দ

মো. মমিন সরকার
সম্পাদক
রোল: ১২৫৯
মার্কেটিং বিভাগ (৪র্থ বর্ষ)

শায়লা কবির রিয়া
সম্পাদনা সহকারী
রোল: ১৬০৩
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ (৩য় বর্ষ)

ইব্রাহিম ফাহিম
সম্পাদনা সহকারী
রোল: ৪২৯৫৯
একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

ফারহানা আহমেদ ঐশী
সম্পাদনা সহকারী
রোল: ২৩১
একাদশ (বিজ্ঞান)

ঢাকা কমার্স কলেজ

DHAKA COMMERCE COLLEGE

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত

ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা - ১২১৬

ফোন : ৯০০৪৯৪২, ৯০০৭৯৪৫, ৯০২৩৩৩৮

www.dcc.edu.bd, dhaka commerce college